

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তিরমিয়া শব্দার্থ

ইমাম আবু ইসা আত তিরমিযী

ষষ্ঠ খণ্ড

তিরমিযী শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

সংকলক

ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযী (র)

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তিরমিযী শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

সংকলক : ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযী (র)

অনুবাদক : মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

সিহাহ্ সিহাহ্ প্রকল্প (উন্নয়ন)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৬৬

ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৮৫

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭-১২৪৪

ISBN : 984-06-0567-4

প্রকাশকাল

জুন ১৯৯৭

আষাঢ় ১৪০৪

সফর ১৪১৮

প্রকাশক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

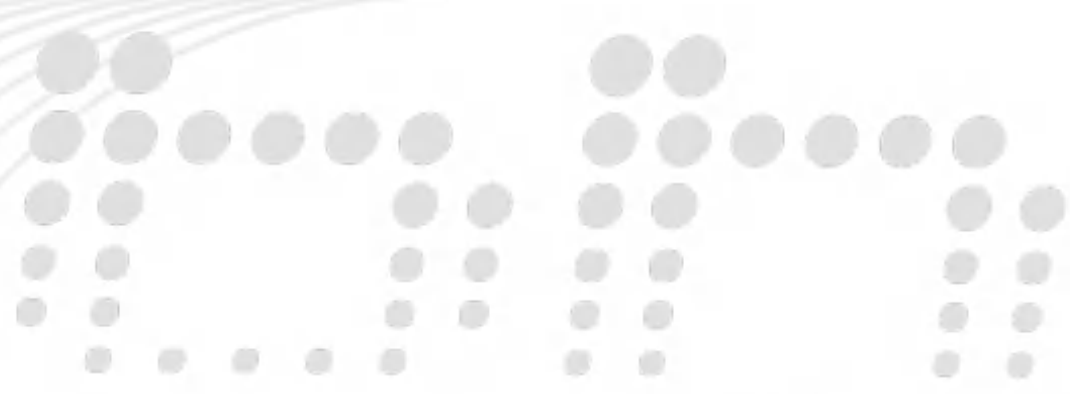
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা - ১০০০

প্রচ্ছদ অংকনে

মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন

মূল্য: ৪৮০.০০ টাকা।

TIRMIDHI SHARIF (6th Volume) Arabic Compilation by Imam Abu Isha Muhammad Ibn Esha At-Tirmidhi (Rh.), translated by Maulana Farid Uddin Masud, edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1207.



বাংলা হাদিস

<http://www.hadithbd.com>

বাংলা হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মহাপরিচালকের কথা

একজন সৎ ও ধার্মিক মানুষ দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণকর কোন কিছু করতে পারেন না, ভাবতেও পারেন না। ধার্মিক লোক সর্বদা উন্নত মন-মানসিকতা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন। এই দিক বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ দেশের মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা মাফিক অত্র প্রতিষ্ঠানের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ এ যাবত অজস্র ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে—যা অত্যন্ত জনসমাদৃতি লাভ করেছে। ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে হাদীস গ্রন্থ এক বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। এ সম্পর্কে আল্লামা কিরমানী বলেন : “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত, উত্তম ও তত্ত্বসমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ইল্মে হাদীস। কারণ, এর দ্বারাই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানতে পারা যায় এবং আল্লাহর যাবতীয় হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যায়।” আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন : “উভয় কালের পরম কল্যাণ লাভই হাদীস অধ্যয়নের সার্থকতা।”

বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক এরই মধ্যে সিহাহ্ সিত্তা সহ বেশ কিছু হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এবার প্রকাশ করা হলো তিরমিযী শরীফের বঙ্গানুবাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড। এটাই এই গ্রন্থের শেষ খণ্ড। ইমাম তিরমিযী সংকলিত শামাইল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তি-জীবন, তাঁর পূতঃপবিত্র চরিত্র, আচার-আচরণ, দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি সম্বন্ধীয় হাদীসগুলোও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে হযরত শাহ আবদুল আজীজ মুহাদিসে দেহলভী মন্তব্য করেছেন : “এই হাদীস গ্রন্থখানি সুসজ্জিত এবং এতে বর্ণিত হাদীসগুলো সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত। পুনরোক্ত হাদীসের সংখ্যাও এতে খুবই কম।” এই কিতাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীসের শেষে ফকীহগণের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের একখানি গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আমরা আনন্দিত। পরম করুণাময় আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এমন একটি মহতী কাজ সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন, এ জন্য তাঁর দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া।

মহান আল্লাহ আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন।
আমিন!

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



বাংলা হাদিস

প্রকাশকের কথা

ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা সংকলিত ‘জামিউত-তিরমিযী’ একখানি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সহীহ হাদীস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৮৩টি হাদীস পুনরুক্ত হয়েছে। গ্রন্থখানি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত এবং সংকলিত হাদীসগুলো নিখুঁতভাবে সুবিন্যস্ত। এ গ্রন্থের দু’টি অধ্যায় কিতাবুল মানাকিব বা সাহাবা কেরামের জীবন চরিত এবং তাফসীরুল কুরআন অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় অনেক বিস্তৃত। এর প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে। এ গ্রন্থের প্রতিটি হাদীস সহীহ, হাসান, জযীফ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি হাদীস বর্ণনার পর তার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দেয়া হয়েছে। এতে বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক মাযহাবের দলিলসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করেছি। এবার প্রকাশিত হলো এর ষষ্ঠ খণ্ড এবং এটাই শেষ খণ্ড। এ খণ্ডের সাথে শামাইল অংশটুকু সংযোজন করা হয়েছে। শামাইলের অনুবাদ করেছেন মাওলানা সাইদুল হক ও মাওলানা মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া। এরই সাথে সংযোজিত হয়েছে ইমাম তিরমিযী সংকলিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি, আচার-ব্যবহার এবং চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কিত শামাইলে তিরমিযী। আমরা আশা করি এই পবিত্র গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে এবং সুধীজনের নিকট সমাদৃত হবে।

স্থল সময়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত ‘তিরমিযী’ শরীফের সকল খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। মহান আল্লাহ আমাদের এমন একটি মহতী কাজ সম্পন্ন করার তওফীক দেয়ায় তাঁর দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া। আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই বিজ্ঞ অনুবাদক, প্রাজ্ঞ সম্পাদক এবং গ্রন্থখানি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

গ্রন্থখানি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার ব্যাপারে আমরা সব সময় সচেতন থেকেছি। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুলত্রুটি ও মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুধীজনের নয়রে এ ধরনের কোন ত্রুটি-বিচ্ছতি ধরা পড়লে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল।

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

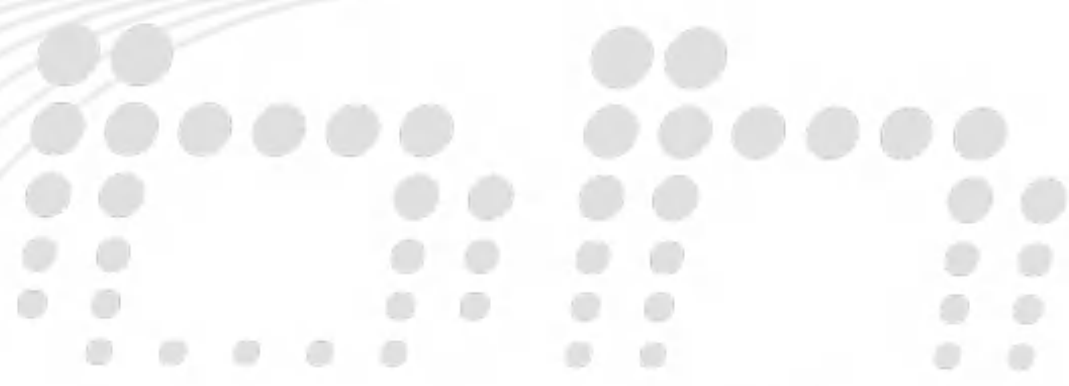


বাংলা হাদিস

তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম
৪. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ
৫. মাওলানা কাজী মু'তাছিম বিল্লাহ
৬. মাওলানা রুহুল আমীন খান
৭. পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



বাংলা হাদিস

সূচীপত্র

শিরোনাম

অধ্যায় : কুরআন তাফসীর

সূরা আল-ওয়াকি'আ — ১৭

সূরা আল-হাদীদ — ২০

সূরা আল-মুজাদালা — ২২

সূরা আল-হাশর — ২৬

সূরা আল-মুমতাহানা — ২৮

সূরা সাফফ — ৩২

সূরা আল-জুমুআ — ৩৩

সূরা আল-মুনাফিকুন — ৩৫

সূরা আত্-তাগাবুন — ৪০

সূরা আত্-তাহরীম — ৪১

সূরা নূন ওয়াল-কালাম — ৪৬

সূরা আল-হাক্কা — ৪৭

সূরা সালা সাইল (মাআরিজ) — ৪৯

সূরা জিন্ন — ৪৯

সূরা মুদ্দাছির — ৫২

সূরা আল-কিয়ামা — ৫৫

সূরা আবাসা — ৫৬

সূরা ইয়াশ-শামসু কুওবিরাত — ৫৭

সূরা ওয়াইলুল-লিল-মুতাফ্ফিফীন — ৫৮

সূরা ইয়াস-সামাউন শাক্কাত — ৫৯

সূরা বুরূজ — ৬০

সূরা আল-গাশিয়া — ৬৪

সূরা আল-ফাজর — ৬৫

সূরা ওয়াশ-শামসি ওয়া যুহারা — ৬৫

সূরা ওয়াল-লায়লি ইয়া ইয়াগশা — ৬৬

বাংলা হাদিস

- সূরা যুহা — ৬৭
 সূরা আলাম নাশরাহ — ৬৮
 সূরা ত্বীন — ৬৯
 সূরা ইকরা বিসমি রাব্বিকা — ৬৯
 সূরা লায়লাতুল-ক্বাদর — ৭১
 সূরা লাম ইয়াকুন — ৭২
 সূরা ইয়া যুলযিলাত — ৭৩
 সূরা কাওছার — ৭৬
 সূরা আন-নাসর — ৭৭
 সূরা তাব্বাত ইয়াদা — ৭৮
 সূরা ইখলাস — ৭৯
 সূরা আল-মু'আওওয়াযাতায়ন — ৮০

অধ্যায় : দু'আ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত

- দু'আর ফযীলত — ৮৭
 যিকরের ফযীলত — ৮৯
 যে সম্প্রদায় কোন এক স্থানে বসে এবং আল্লাহর যিকর করে, তাদের ফযীলত — ৯১
 যে সম্প্রদায় কোন মজলিসে বসে কিন্তু আল্লাহর যিকর করে না — ৯২
 মুসলিমের দু'আ কবুল হয় — ৯৩
 প্রার্থনাকারী দু'আর ক্ষেত্রে নিজেকে দিয়ে শুরু করবে — ৯৪
 দু'আর সময় হাত উঠানো — ৯৫
 দু'আর ব্যাপারে যে ব্যক্তি ত্বরিত ফল চায় — ৯৫
 সকাল ও সন্ধ্যার দু'আ — ৯৬
 শয্যাগ্রহণকালের দু'আ — ১০০
 শোয়ার সময় কুরআন থেকে কিছু পাঠ করা — ১০৫
 শয়নকালে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করা — ১০৯
 রাতে ঘুম থেকে জেগে কি দু'আ পড়বে? — ১১৩
 রাতে সালাতের জন্য দাঁড়ালে কী পাঠ করবে? — ১১৫
 রাতের সালাত শুরুকালের দু'আ — ১১৯
 সিজদা-এ তিলাওয়াতে কি বলা হবে — ১২৫
 ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ — ১২৬

- বাজারে প্রবেশের দু'আ — ১২৭
 কোন বান্দা অসুস্থ হলে সে কি পড়বে — ১২৮
 কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে কি পড়বে — ১২৯
 মজলিস থেকে উঠে আসার সময় কী দু'আ পড়বে — ১৩১
 পেরেশানীর সময় কী দু'আ পড়বে — ১৩২
 কোন মনযিলে অবতরণের সময় কী দু'আ পড়বে — ১৩৩
 মুসাফিররূপে বের হওয়ার সময় কী দু'আ পড়বে — ১৩৪
 সফর থেকে ফিরে এসে কী দু'আ পড়বে — ১৩৫
 কাউকে বিদায় জানাতে গিয়ে কী দু'আ পড়বে — ১৩৬
 সওয়ারীতে আরোহণের সময় কী দু'আ পড়বে? — ১৩৮
 ঝড় বায়ু প্রবাহিত হলে কী পড়বে — ১৪০
 বজ্রধ্বনি শুনে কী পড়বে — ১৪১
 নতুন চাঁদ দেখার সময় কী পড়বে — ১৪১
 রাগান্বিত হলে কী পড়বে — ১৪২
 খারাপ স্বপ্ন দেখলে কি পড়বে — ১৪৩
 প্রথম ফল দেখলে কী পড়বে — ১৪৪
 যখন খানা খাবে তখন কী পড়বে — ১৪৪
 খাওয়া শেষ হওয়ার পর কী পড়বে — ১৪৬
 গাধার ডাক শুনে কী বলবে — ১৪৭
 সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্ আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আলহামদু লিল্লাহ্ পাঠ করার ফযীলত — ১৪৭
 রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত সম্মিলিত দু'আসমূহ — ১৫৫
 হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করা — ১৬১
 তওবা ও ইস্তিগফারের ফযীলত এবং বান্দার প্রতি আল্লাহ্র রহমতের বিবরণ — ১৯০
 আল্লাহ্ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন — ১৯৫
 রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী (ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক) — ১৯৭
 নবী ﷺ -এর দু'আ — ১৯৮
 নবী ﷺ -এর দু'আ — ২০০
 অসুস্থ ব্যক্তির দু'আ — ২০৮
 বিতরের দু'আ — ২০৯
 নবী ﷺ -এর দু'আ এবং প্রত্যেক সালাতের শেষে তাঁর তাআওউয পাঠ — ২১০
 হেফজ করার দু'আ — ২১২

- সুদিনের অপেক্ষা করা ইত্যাদি — ২১৫
 লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-এর ফযীলত — ২২০
 তাসবীহ, তাহলীল, তাকদীস এর-ফযীলত — ২২১
 যুদ্ধকালীন দু'আ — ২২১
 আরাফা দিবসের দু'আ — ২২২
 ব্যথার উপশম — ২২৩
 উম্মু সালামার দু'আ — ২২৪
 আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় কালাম — ২২৬
 অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা — ২২৬
 আল্লাহর কিছু ফিরিশতা রয়েছেন — যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন — ২২৯
 লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-এর ফযীলত — ২৩১
 আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ — ২৩২
 (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা — ২৩৩

অধ্যায় : মানাকিব

- নবী ﷺ -এর মর্যাদা — ২৩৭
 নবী ﷺ -এর বেলাদত — ২৪৪
 নবী ﷺ -এর নবুওয়াতের সূচনা — ২৪৫
 নবী ﷺ -এর নবীরূপে প্রেরিত হওয়া এবং প্রেরিত হওয়াকালে তাঁর বয়স — ২৪৭
 নবুওয়াতের আলামতসমূহ এবং যে সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষত্ব দান করেছেন — ২৪৮
 নবী ﷺ -এর উপর কিভাবে ওয়াহী নাযিল হত — ২৫৪
 নবী ﷺ -এর আকৃতি-প্রকৃতি — ২৫৪
 নবী ﷺ -এর কথাবার্তা — ২৫৮
 নবী ﷺ -এর হাসি — ২৫৮
 নবুওয়াতের মোহর — ২৫৯
 নবী ﷺ -এর গুণাবলী — ২৬০
 নবী ﷺ -এর বয়স এবং ইনতিকালের সময় তাঁর কত বছর হয়েছিল — ২৬২
 আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী — ২৬৪
 আবু বাকর ও উমার (রা.)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী — ২৬৮
 উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর মর্যাদা — ২৭৭

- উসমান ইবন আফ্ফান রাদিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা — ২৮৫
- আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর গুণাবলী — ২৯৬
- তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ রাযিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও গুণাবলী — ৩১০
- যুবায়ের ইবন আওয়াম (রা)-এর গুণাবলী — ৩১২
- আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-এর গুণাবলী — ৩১৪
- সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) মর্যাদা ও গুণাবলী — ৩১৬
- সাইদ ইবন যায়দ ইবন 'আমর ইবন নুফায়ল (রা)-এর গুণাবলী — ৩১৯
- আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর গুণাবলী — ৩২০.
- জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা)-এর গুণাবলী — ৩২২
- হাসান এবং হুসায়ন (রা)-এর গুণাবলী — ৩২৪
- নবী ﷺ পরিবারের গুণাবলী — ৩৩২
- মু'আয ইবন জাবাল, যায়দ ইবন ছাবিত, উবাই ইবন কা'ব এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর গুণাবলী — ৩৩৪
- সালমান ফারিসী (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী — ৩৩৮
- আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী — ৩৩৮
- আবু যার গিফারী (রা)-এর গুণাবলী — ৩৩৯
- আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর গুণাবলী — ৩৪০
- আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর গুণাবলী — ৩৪২
- হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী — ৩৪৬
- যায়দ ইবন হারিছা (রা)-এর গুণাবলী — ৩৪৬
- উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর গুণাবলী — ৩৪৮
- জারীর ইবন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী — ৩৫০
- আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর গুণাবলী — ৩৫১
- আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা)-এর গুণাবলী — ৩৫১
- আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা)-এর গুণাবলী — ৩৫২
- আনাস ইবন মালিক (রা)-এর গুণাবলী — ৩৫২
- আবু হুরায়রা (রা)-এর গুণাবলী — ৩৫৫
- মু'আবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা)-এর গুণাবলী — ৩৫৯
- আমর ইবনুল আস (রা)-এর ফযীলত — ৩৬০
- খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর মর্যাদা — ৩৬০
- সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর ফযীলত — ৩৬১
- কায়স ইবন সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর ফযীলত — ৩৬৩
- জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর ফযীলত — ৩৬৩

- মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর ফযীলত — ৩৬৪
 বারা' ইবন মালিক (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী — ৩৬৫
 আবু মুসা আশ'আরী (রা)-এর ফযীলত — ৩৬৫
 সাহুল ইবন সা'দ (রা.)-এর ফযীলত — ৩৬৬
 নবী ﷺ -কে যাঁরা দেখেছেন বা তাঁর সাহাবীগণকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের ফযীলত — ৩৬৭
 হুদায়বিয়ার সময় বৃক্ষতলে বায়আতকারীদের ফযীলত — ৩৬৮
 যে নবী ﷺ -এর সাহাবীদের গালমন্দ করে — ৩৬৮
 ফাতিমা (রা)-এর ফযীলত — ৩৭১
 খাদীজা (রা)-এর ফযীলত — ৩৭৫
 আয়িশা (রা)-এর ফযীলত — ৩৭৭
 নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের ফযীলত — ৩৮২
 উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর ফযীলত — ৩৮৬
 আনসার ও কুরায়শ-এর ফযীলত — ৩৮৭
 আনসারীদের সর্বোত্তম গোত্র — ৩৯১
 মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলত — ৩৯৩
 মক্কা মুকাররমার ফযীলত — ৩৯৮
 আরবের ফযীলত — ৩৯৯
 অনারবের ফযীলত — ৪০১
 ইয়ামানের ফযীলত — ৪০২
 গিফার, আসলাম, জুহায়না এবং মুযায়না গোত্রের ফযীলত — ৪০৫
 ছাকীফ ও বানু হানীফা প্রসঙ্গে — ৪০৬
 শাম ও ইয়ামানের ফযীলত — ৪১১

অধ্যায় : শামাইল

- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুলিয়া মুবারক (দৈহিক গঠন) — ৪১৫
 মোহরে নবুওয়াত — ৪২২
 রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কেশ মুবারক — ৪২৬
 রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার চুল পরিপাটি করা — ৪২৮
 রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বার্বক্য (চুল সাদা হওয়া) — ৪২৯
 রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিযাব লাগানো — ৪৩১

- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুরমা ব্যবহার — ৪৩২
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পোশাক-পরিচ্ছদ — ৪৩৪
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা — ৪৩৮
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজা ব্যবহার — ৪৩৯
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাদুকার বিবরণ — ৪৪০
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আংটির বিবরণ — ৪৪২
- নবী ﷺ ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন — ৪৪৪
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরবারীর বিবরণ — ৪৪৭
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুদ্ধের পোশাকের বিবরণ — ৪৪৮
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হেলমেট (শিরস্ত্রাণ) এর বিবরণ — ৪৪৯
- নবী ﷺ এর আমামা (পাগড়ীর) বিবরণ — ৪৪৯
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইয়ারের বিবরণ — ৪৫০
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাঁটা চলার বিবরণ — ৪৫২
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মস্তকাবরণ — ৪৫৩
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উঠাবসার বিবরণ — ৪৫৩
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বালিশে হেলান দেওয়ার বিবরণ — ৪৫৪
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর (বালিশ ব্যতীত অন্য কিছুতে) ঠেস দেওয়া — ৪৫৫
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পানাহারের নিয়ম-পদ্ধতি — ৪৫৬
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রুটির বিবরণ — ৪৫৭
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালুন-তরকারীর বিবরণ — ৪৬০
- আহার গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উয়ুর বিবরণ — ৪৭০
- আহারের পূর্বে ও পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দু'আ — ৪৭১
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পানপাত্রের বর্ণনা — ৪৭৩
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফলের বিবরণ — ৪৭৩
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পানীয় বস্তুর বিবরণ — ৪৭৫
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পান করার পদ্ধতি — ৪৭৭
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুগন্ধি ব্যবহার — ৪৭৯
- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাচনভঙ্গীর বিবরণ — ৪৮১

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাসির আলোচনা প্রসঙ্গে — ৪৮৩
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কৌতুক — ৪৮৭
- কাব্যিক ছন্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কথামালা — ৪৮৯
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রাতে গল্প বলা — ৪৯৩
- হাদীসে উম্মে যার'আ — ৪৯৩
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিদ্রার বৈশিষ্ট্য — ৪৯৬
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইবাদতের বর্ণনা — ৪৯৮
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চাশতের সালাতের বিবরণ — ৫০৭
- ঘরে নফল সালাত আদায় করা — ৫০৯
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রোযার বিবরণ — ৫১০
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কিরআতের বিবরণ — ৫১৫
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ক্রন্দনের বিবরণ — ৫১৭
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিছানার বিবরণ — ৫২০
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিনয়ের বিবরণ — ৫২০
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চরিত্র মাধুর্যের বিবরণ — ৫২৭
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর লজ্জাবোধ — ৫৩৩
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সিঙ্গা লাগানোর বিবরণ — ৫৩৩
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নামের বিবরণ — ৫৩৫
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবিকার বিবরণ — ৫৩৬
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বয়সের বিবরণ — ৫৪১
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওফাতের বিবরণ — ৫৪৩
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শীতাহের বিবরণ — ৫৪৯
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্বপ্ন দেখার বিবরণ — ৫৫২

তিরমিযী শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড



বাংলা হাদিস

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-ওয়াকি'আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩২৯২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَقُولُ اللَّهُ : أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَأَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ : (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا ، وَأَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ : (وَوَظِلٌّ مِمْدُودٌ) وَمَوْضِعٌ سَوَّطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَأَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ).
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩২৯২. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার নেক বান্দাদের জন্য আমি এমন সব জিনিস তৈরী করে রেখেছি কোন চোখ যা দেখেনি, কোন কান যা শুনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা উদয়ও হয় নি। তোমরা এর সমর্থনে ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার : (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ (সূরা সাজদা ৩২ : ১৭)

জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে। কোন অশ্বারোহী এর ছায়ায় শতবর্ষ চলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। ইচ্ছা হলে তোমরা পাঠ করতে পার : (وَوَظِلٌّ مِمْدُودٌ) দীর্ঘ সম্প্রসারিত ছায়া। (সূরা ওয়াকিআ ৫৬ : ৩০)।

জান্নাতের একটি চাবুক পরিমাণ স্থানও পৃথিবী এবং এর সবকিছু থেকে উত্তম। ইচ্ছা হলে তোমরা পাঠ করতে পার : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)।

যাকে জাহান্নাম থেকে রাখা হবে দূরে এবং দাখিল করা হবে জান্নাতে, সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (সূরা আল-ইমরান ৩ : ১৮৫)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩২৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَقْرُوا : (وَزِلٌّ مَمْدُودٌ وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

৩২৯৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে। এর ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শতবর্ষ চলবে, তবুও সে তা অতিক্রম করতে পারবে না। ইচ্ছা করলে তোমরা পাঠ করতে পার : (وَزِلٌّ مَمْدُودٌ وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ).

(জান্নাতে) সম্প্রসারিত দীর্ঘ ছায়া আর সদা প্রবহমান পানি। (সূরা ওয়াকিআ ৫৬ : ৩০-৩১)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩২৯৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ دُرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : (وَفَرَشٍ مَرْفُوعَةٍ) قَالَ أَرَأَيْتُمْ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَمَسِيرَةَ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدَيْنٍ .

৩২৯৪. আবু কুরায়ব (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, (জান্নাতে) সমুদ্র লাভাসমূহ (সূরা ওয়াকিআ ৫৬ : ৩৪) আয়াত প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : এর উচ্চতা যমীন থেকে আসমানের উচ্চতার সমান। আর এতদুভয়ের মাঝে হল পাঁচশ' বছরের পথ।

হাদীসটি হাসান-গারীব। রিশদীন (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩২৯৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ) قَالَ شُكْرُكَ ، تَقُولُونَ مُطَرِّبًا بِنَاءً كَذَا وَكَذَا وَبِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا .

১. কোন কোন আলিম বলেন : 'আসমান ও যমীনের মধ্যকার উচ্চতার সমান' বাক্যটির মর্ম হল দরজা বা স্তরসমূহ। আর প্রতি দুটো দরজা বা স্তরের ব্যবধান হল আসমান ও যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের সমান।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ.
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ.

৩২৯৫. আহমাদ ইবন মানী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ) তোমরা অস্বীকারকেই তোমাদের রিয়ক বানিয়ে নিয়েছ। (সূরা ওয়াকিআ ৫৬ : ৮২) আয়াত প্রসঙ্গ বলেছেন : (আল্লাহকে স্বীকার করে রিয়ক প্রদানের জন্য তাঁর শোকর আদায় করার স্থলে) বলে থাক যে, তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্বরূপ হচ্ছে এই যে, তোমরা বলে থাক, অমুক রাশিচক্রের কারণে বা অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে। (অথচ উচিত ছিল সব কিছুকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর শোকর করা)।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ইসরাঈলের হাদীস ছাড়া মারফু' রূপে আমরা আর কিছু জানি না।

সুফয়ান (র) এই হাদীসটি 'আবদুল আ'লা (র)-এর বরাতে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এটি মারফু' করেন নি।

৩২৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ الْخَزَاعِيُّ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ أَنْشَاءً) قَالَ : إِنْ مِنْ الْمُنْشَأَاتِ الْإِنْسَى كُنْ فِي الدُّنْيَا عَجَائِزَ عُمَشًا رُمَصًا.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ وَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَ يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ يَضَعِفَانِ فِي الْحَدِيثِ .

৩২৯৬. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ খুযাই মারওয়াযী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ) তাদের (জান্নাতের নারীদের) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে ... (সূরা ওয়াকিআ ৫৬ : ৩৫) আয়াতটি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সব নারী দুনিয়ায় ছিল জুরাখস্ত, চোখ দিয়ে পুঁজ পড়ত, চোখের কোণে ময়লা জমে থাকত, তাদের তিনি জান্নাতে বিশেষভাবে সৃষ্টি করবেন।

হাদীসটি গারীব। মুসা ইবন উবায়দার সূত্র ছাড়া এটি মারফু'রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। মুসা ইবন উবায়দা এবং ইয়াযীদ ইবন আবান রাকাসী উভয়েই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ।

৩২৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَيْبَتَنِي هُوْدٌ ، وَالْوَاقِعَةُ ، وَالْمُرْسَلَاتُ وَ (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) وَ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ نَحْوَ هَذَا.

وَرَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا مُرْسَلًا.

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، وَلَمْ

يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَاشِمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ .

৩২৯৭. আবু কুরায়ব (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বাকর (রা) একদিন বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন।

তিনি বললেন : আমাকে হুদ, ওয়াকি'আ, মুরসালাত, আশ্মা ইয়াতাসা আলুন-ই এবং ইয়াশ-শামসু কুওবিরাত — এই সূরাগুলো বৃদ্ধ করে ফেলেছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া ইবন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আলী ইবন আবী সালিহ (র) এই হাদীসটি আবু ইসহাক... আবু জুহায়ফা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক... আবু মায়সারা (র) সূত্রেও মুরসালরূপে এরূপ কিছু বিষয় বর্ণিত আছে।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-হাদীদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

৩২৯৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ إِذْ أَتَى عَلَيْهِمُ

سَحَابٌ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : هَذَا الْعَنَانُ هَذِهِ رَوَايَا

الْأَرْضِ يَسُوقُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَهُ وَلَا يَدْعُونَهُ ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَكُمْ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَ

رَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنَّهَا الرُّقِيعُ ، سَقْفٌ مَحْفُوظٌ ، وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا ؟

قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ . ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ ؟

قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءً ، مَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ حَتَّىٰ عَدُّ سَبْعِ

سَمَوَاتٍ ، مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ يَنْ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بَعْدُ مِثْلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ يَنْ . ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي

تَحْتَكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهَا الْأَرْضُ. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنْ تَحْتَهَا أَرْضًا أُخْرَى، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، حَتَّىٰ عَدَّ سَبْعَ أَرْضِينَ، بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلِ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ. ثُمَّ قَرَأَ: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَلَى بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالُوا: إِنَّمَا هَبَطَ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ. عِلْمُ اللَّهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ فِي كِتَابِهِ.

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩২৯৮. আবদ ইবন হুমায়দ প্রমুখ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীরা একস্থানে বসা ছিলেন। এমন সময় একটি মেঘ উড়ে এল। নবী ﷺ বললেন : তোমরা কি জান এটি কি?

তাঁরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : এ হল একখণ্ড মেঘ। পৃথিবীর জন্য পানিবাহক। আল্লাহ তা'আলা এটি এমন কওমের দিকেও হাঁকিয়ে নিয়ে যান যারা তার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়; যারা তাঁকে ডাকে না।

এরপর বললেন : তোমরা কি জান তোমাদের উপরে কি আছে?

সাহাবীরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : এ হল 'রাকী' পৃথিবীর আকাশ। সুরক্ষিত ছাদ ও রুদ্ধ উর্মীমালা। তোমরা কি জান তোমাদের এবং এর মাঝে দূরত্ব কতটুকু?

সাহাবীরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : এর মাঝে আর তোমাদের মাঝে দূরত্ব হল পাঁচশ' বছরের। এর উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান?

সাহাবীরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

বললেন : এর উপর রয়েছে আরো দুই আসমান। এতদুভয়ের মাঝেও রয়েছে পাঁচশ' বছর সফরের ব্যবধান। এইভাবে সাত আসমানের কথা তিনি উল্লেখ করলেন। প্রতি দুই আসমানের মাঝে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের মত দূরত্ব।

তারপর নবীজী বললেন : এরও উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান?

সাহাবীরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : এর উপরে হল আরশ। এর এবং আকাশের মাঝে দূরত্ব হল দুই আসমানের দূরত্বের সমান।

এরপর তিনি বললেন : তোমাদের নিচে কি আছে তা-কি তোমরা জান?

সাহাবীরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : নিচে হল যমীন। এরপর কি আছে তা কি তোমরা জান?

সাহাবীরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : এর নিচে আরো একটি পৃথিবী আছে। এতদুভয়ের মাঝে পাঁচশ' বছর সফরের দূরত্ব।

এইভাবে তিনি সাত পৃথিবীর উল্লেখ করেন। প্রতি দুটো পৃথিবীর মাঝে রয়েছে পাঁচশ' বছর সফরের দূরত্ব।

তারপর তিনি বললেন : সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমরা যদি একটি দড়ি সর্বনিম্ন পৃথিবীর দিকে লটকে ধর তবে তা আল্লাহর জ্ঞানানুসারে কোন স্থানে যেয়ে পৌছবে (যা আমাদের জানা নেই)। এরপর তিনি পাঠ করলেন :

(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সব বিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা হাদীদ ৫৭ : ৩)

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

আয্যুব, ইউনুস ইবন উবায়দ ও আলী ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন : হাসান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে সরাসরি কিছু শুনে নি।

কোন কোন আলিম এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন : 'আল্লাহরই জ্ঞানমতে পৌছবে' অর্থ হল আল্লাহর ইলম, তাঁর কুদরত এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন স্থানে যেয়ে তা পৌছবে। আল্লাহর ইলম, তাঁর কুদরত ও কর্তৃত্ব তো সবখানে। তিনি আরশে সমাসীন আছেন সেইভাবে, যেভাবে তাঁর কিতাবে এর উল্লেখ আছে।

باب : فَمِنْ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-মুজাদালা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩২৯৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ. الْحَلَوَانِيُّ الْمُعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ :

كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جَمَاعِ النِّسَاءِ لَمْ يَوْتَ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ إِمْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ

رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أَصِيبَ مِنْهَا فِي لَيْلَتِي فَأَتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ ،

فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْشُدُ مِنِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكْشَفُ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثِّبْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي

فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبْرِي فَقُلْتُ : انْطَلِقُوا مَعِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرُهُ بِأَمْرِي ، فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعُ ،

نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا ، وَلَكِنْ أَذْهَبَ أَنْتَ فَاصْنَعْ

مَا بَدَاكَ . قَالَ : فَخَرَحْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبْرِي ، فَقَالَ : أَنْتَ بِذَاكَ؟ قُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ . قَالَ :

أَنْتَ بَذَاكَ؟ قُلْتُ : أَنَا بَذَاكَ. قَالَ : أَنْتَ بَذَاكَ؟ قُلْتُ : أَنَا بَذَاكَ ، وَهَذَا أَنَا فَإِذَا فَاْمُضِ فِي حُكْمِ اللَّهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِّذَلِكَ : قَالَ : أَعْتَقَ رَقَبَةً . قَالَ : فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِي بِيَدِي ، فَقُلْتُ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا . قَالَ : فَصُمُّ شَهْرَيْنِ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصَّيَامِ . قَالَ : فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بَتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحُشَايَ مَا لَنَا عِشَاءً . قَالَ : أَذْهَبُ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسَقَا سِتِّينَ مِسْكِينًا ، ثُمَّ اسْتَغْنِ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ . قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي ، فَقُلْتُ : وَجَدْتُ : عِنْدَكُمْ الضُّيُوقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّعَةَ وَالْبَرَكَاتَةَ ، أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَأَدْفَعُوهَا إِلَيَّ فَدَقُّوعُوهَا إِلَيَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ . قَالَ : وَيُقَالُ سَلَمَةُ بْنُ سَخْرٍ وَيُقَالُ سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩২৯৯. আবদ ইবন হুমায়দ ও হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী (র)... সালামা ইবন সাখর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন এক পুরুষ যাকে এত রতিশক্তি দেওয়া হয়েছে যা আর অন্য কাউকে দেওয়া হয় নি। রমযান মাস আসলে তা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যিহার করি।^১ কেননা আমার আশংকা হয় যে, কোন রাতে যদি স্ত্রী সঙ্গত হয়ে পড়ি, তবে হয়ত দিনের আগমন পর্যন্ত তা চলতে থাকবে আর এ দিকে আমি আমাকে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারব না। একদিন রাতে আমার স্ত্রী আমার খেদমত করছিল। হঠাৎ তার শরীরের এমন কিছু আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে যে, (আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না) আমি তার উপর চেপে বসি। সকাল হয়ে এলে আমি ভোরেই আমার কওমের লোকদের কাছে যাই এবং তাদেরকে আমার বিষয়ে অবহিত করে বলি, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমাকে নিয়ে চল এবং তাঁকে আমার বিষয়টি অবহিত কর।

তারা বলল : না, আল্লাহর কসম, আমরা তা করব না। আমাদের আশংকা হয়, আমাদের বিষয়ে হয়ত কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়ে যাবে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়ত আমাদের বিষয়ে এমন কোন কথা বলে বসবেন যার লজ্জা হামেশার জন্য আমাদের উপর থেকে যাবে। বরং তুমি নিজেই তাঁর কাছে যাও এবং তোমার যা ভাল মনে হয়, তা কর।

সালামা ইবন সাখর (রা) বলেন, এরপর আমি নিজেই বেরিয়ে গেলাম এবং নবীজী ﷺ-এর কাছে এসে আমার বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম।

১. তালাক অধ্যায়ে যিহার অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তিনি বললেন : তুমিই সে কাজ করেছে?

আমি বললাম : আমিই সে অপরাধী।

তিনি বললেন : তুমিই সে কাজ করেছে?

আমি বললাম : আমিই সে অপরাধী।

তিনি আবার বললেন : তুমিই সে কাজ করেছে?

আমি বললাম : আমিই সে অপরাধী। আমি এই তো এখানে হাযির। আমার বিষয়ে আপনি আল্লাহর বিধান জারী করুন। আমি সে বিষয়ে ধৈর্য্য ধরব।

তিনি বললেন : একটা গোলাম আযাদ কর।

আমি আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে থাপ্পড় মেরে বললাম : সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমার এই গর্দানটি ছাড়া আমি আর কারো গর্দানের মালিক নই।

তিনি বললেন : দু'মাস সিয়াম পালন কর।

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! যে মুসীবতে পড়লাম তা কি সিয়াম ছাড়া অন্য আর কোন কারণে ছিল?

তিনি বললেন : ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দাও।

আমি বললাম : কসম সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আজকের এই রাতটিও তো আমরা ভুখা কাটিয়েছি। রাতের খাবার বলতেও কিছুই ছিল না আমাদের।

তিনি বললেন : বানু যুরায়কের সাদকা প্রদানকারীর কাছে যাও এবং তাকে বল, তোমাকে সেই সাদকা দিয়ে দিতে। তা থেকে তুমি এক ওয়াসাক (ষাট সা') খাদ্য ষাটজন মিসকীনকে তোমার পক্ষ থেকে আহ্বার করাও। আর বাকীটা দিয়ে তুমি ও তোমার পরিবারের আহ্বারের ব্যবস্থা কর।

সালামা ইবন সাখর (রা) বলেন, এরপর আমি আমার কওমে ফিরে এলাম। তাদের বললাম : তোমাদের কাছে তো কেবল সংকীর্ণতা ও খারাপ পরামর্শই পেলাম আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেলাম উদারতা এবং বরকত ও শুভাশীষ। তোমাদের সাদকাসমূহ আমার কাছে দিয়ে দিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তারা আমার কাছে তা দিয়ে দিল।

হাদীসটি হাসান।

মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন : আমার মতে সুলায়মান ইবন ইয়াসার কোন হাদীস সরাসরি সালামা ইবন সাখর (রা) থেকে শুনে নি।

তিনি আরো বলেন : সালামা ইবন সাখর (রা) সালমান ইবন সাখর (রা) নামেও কথিত।

এই বিষয়ে খাওলা বিনত ছা'লাবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। খাওলা (রা) হলেন আওস ইবন সামিত (রা)-এর স্ত্রী।

৩৩০- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ التَّقْفِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ :

لَمَّا نَزَلَتْ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ) . قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ

: مَا تَرَى دِينَارًا؟ قُلْتُ : لَا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَنِصْفُ دِينَارٍ؟ قُلْتُ : لَا يُطِيقُونَهُ . قَالَ : فَكَمْ؟ قُلْتُ : شَعِيرَةٌ .

قَالَ : إِنَّكَ لَزَاهِدٌ . قَالَ : فَنَزَلَتْ (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ) الْآيَةَ . قَالَ : فَبَيَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ شَعِيرَةٌ . يَعْنَى وَزْنَ شَعِيرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ .

৩৩০০. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন নাযিল হল :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) :
হে মুমিনগণ! তোমরা রাসূলের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে এর পূর্বে সাদকা প্রদান করবে ...
(সূরা মুজাদালা ৫৮ : ১২)

নবী ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি ভাবছ? এক দীনার করে দিতে পারবে?

আমি বললাম : এর ক্ষমতা নেই আমার।

তিনি বললেন : তা হলে অর্ধ দীনার?

আমি বললাম : তাতেও আমি সক্ষম নই।

তিনি বললেন : তবে কত পার?

আমি বললাম : একটা যব পরিমাণ পারি।

তিনি বললেন : তুমি তো খুবই গরীব।

তখন নাযিল হল : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ)

তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর? তোমরা যখন সাদকা দিতে পারলে না আর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবগত। (সূরা মুজাদালা ৫৮ : ১৩)

আলী (রা) বলেন : আমার কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে এই বিধান সহজ করে দিলেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্রেই কেবল আমরা এই হাদীসটি সম্পর্কে জানি।

“একটি যবের দানা”... অর্থ হল যবের দানা পরিমাণ স্বর্ণ সাদকা প্রদান করতে পারি।

৩৩.১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ . حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى عَلَى

النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدُّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ

هَذَا؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، سَلَّمَ . يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ : لَا وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، رُدُّوهُ عَلَى ، فَرَدُّوهُ فَقَالَ :

قُلْتُ السَّامُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا :

: عَلَيْكَ مَا قُلْتَ . قَالَ : (وَإِذَا جَاؤَكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩০১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ইয়াহুদী নবী ﷺ ও সাহাবীদের কাছে এসে বলল : আসসালামু আলাইকুম (আস্-সাম অর্থ মৃত্যু, ধ্বংস। কিন্তু ইয়াহুদীটি এমনভাবে এর উচ্চারণ করল যে, সাহাবীগণ মনে করলেন সে বুঝি আসসালামু বলছে) তাঁরা এর জওয়াব দিলেন। নবী ﷺ বললেন : এ কি বলেছে তোমরা কি তা বুঝতে পেরেছ?

সাহাবীরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। হে আল্লাহর নবী! এ তো সালাম করেছে।

তিনি বললেন : না, সে তো অমুক কথা বলেছে।

ইয়াহুদীটি কে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

সাহাবীরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। নবীজী ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি আমাদেরকে আসসালামু আলাইকুম বলেছিলে?

সে বলল : হ্যাঁ।

তখন নবীজী ﷺ বললেন : কোন কিতাবী ব্যক্তি (ইয়াহুদী বা খৃষ্টান) যদি তোমাদের সালাম দেয় তবে তোমরা এর উত্তরে বলবে : আলাইকা মা কুলতা — তুমি যা বলেছ তাই তোমার উপর আপতিত হোক।

অনন্তর তিনি পাঠ করলেন : (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ)

এরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেন নি। তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি এর জন্য আল্লাহ আমাদের না জানি শাস্তি দিয়ে দেন। জাহান্নামই এদের যথাযোগ্য শাস্তি। সেখানে তারা প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (সূরা মুজাদালা ৫৮ : ৮)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَاب : وَمِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-হাশর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২-২৩- حَدَّثَنَا الْقُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ

بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩০২. কুতায়বা (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বানু নাযীর গোত্রের খজুর বাগানসমূহ কেটে ফেলেছিলেন এবং তা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। সে স্থানটি ছিল বুওয়ায়রা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ)

তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; তা এইজন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদের লাজ্জিত করবেন। (সূরা হাশর ৫৯ : ৫)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৩.৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا) قَالَ : اللَّيْنَةُ النَّخْلَةُ ، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ . قَالَ : اسْتَرْزَلُوهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ قَالَ : وَأَمَرُوا بِقَطْعِ النَّخْلِ فَحُكُّ فِي صُورِهِمْ . قَالَ الْمُسْلِمُونَ : قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا وَتَرَكْنَا بَعْضًا ، فَلَنَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَنَا فِيْمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ ؟ وَهَلْ عَلَيْنَا فِي مَا تَرَكْنَا مِنْ وَدْرٍ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا) الْآيَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا .

৩৩০৩. হাসান ইবন মুহাম্মদ যা'ফরানী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে :

(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا) তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ (সূরা হাশর ৫৯ : ৫) আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : لِينَةٍ অর্থ খেজুর গাছ। তা এইজন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদের লাজ্জিত করবেন। (সূরা হাশর ৫৯ : ৫)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : তাদের (বানু নাযীর গোত্রের ইয়াহুদীদের) কেল্লা থেকে নেমে আসতে এবং আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদুদ্দেশ্যে তাদের খজুর গাছগুলো কেটে ফেলতেও সাহাবীদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে তাদের মাঝে কিছু দ্বিধা-সন্দেহের উদ্বেক হয়। সাহাবীগণের কেউ কেউ বললেন : আমরা তো কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলেছি আর কিছু রেখে দিয়েছি। এই বিষয়ে অবশ্যই

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করব যে, আমরা যেগুলো কেটেছি তাতে কি কোন ছওয়াব পাব আর যেগুলো ছেড়ে রেখে দিয়েছি, সেগুলোর জন্য কি আমাদের কোন গুনাহ হবে?

এতদপ্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا)

হাদীসটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী এই হাদীসটি হাফস ইবন গিয়াছ... হাবীব ইবন আবু আমরা... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এতে ইবন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই।

আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান (র)... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে মুরসালরূপে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র) এই হাদীসটি আমার নিকট থেকে শুনেছেন।

৩৩০৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوَّتُهُ وَقُوَّتُ صَبْيَانِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : نَوْمِي الصَّبِيَّةَ ، وَأَطْفَى السَّرَاجَ ، وَقَرَّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (وَابْثُرُونْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩০৪. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তি (রা)-এর কাছে একবার এক মেহমান রাত কাটায়। আনসারী-সাহাবী (র)-এর কাছে নিজের এবং বাচ্চাদের ক্ষুন্নি নিবৃত্তির পরিমাণ খাদ্য ছাড়া আহার করার মত আর কিছু ছিল না। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন : শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। বাতি নিভিয়ে তোমার কাছে যা আছে, মেহমানের সামনে হাজির করে দিও।

এতদপ্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হল : (وَابْثُرُونْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)

তারা নিজেদের উপর (অন্যের) প্রাধান্য দেয় যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্ত.... (সূরা হাশর ৫৯ : ৯)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْمَمْتَحَنَةِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-মুমতাহানা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩০৫- حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَازٍ فَإِنَّ فِيهَا ظِعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ ، فَخُذُوهُ مِنْهَا

فَأْتُونِي بِهِ ، فَخَرَجْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرُّوضَةَ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا : أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ : مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا : لَتُخْرِجِي الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ . قَالَ : فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَامِهَا . قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا حَاطِبُ ؟ قَالَ : لَأَتَعْجَلَ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أُمْرَأَ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ نَسَبٍ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي ، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًى بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا لُمَنَافِقٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ ااعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ . قَالَ : وَفِيهِ أَنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ) السُّورَةُ . قَالَ عَمْرُو : وَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلَى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِيهِ عَنْ عَمْرِو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ نَحْوَ هَذَا ، وَذَكَرُوا هَذَا الْحَرْفَ وَقَالُوا : لَتُخْرِجِي الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ . وَقَدْ رَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّزَّاقِ السَّلْمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِيهِ فَقَالَ : لَتُخْرِجِي الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرَّ دَنكَ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩০৫. ইবন আবু উমার (র)... উবায়দুল্লাহ ইবন আবু রাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ ইবন আসওয়াদকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি বললেন : তোমরা রাওয়া-এ-খাখ' নামক স্থানে যাবে। সেখানে এক উষ্ট্রারোহীণী মহিলা পাবে। তার কাছে একটি (গোপন) পত্র আছে। তা তার কাছ থেকে সংগ্রহ করে আমার নিকট নিয়ে আসবে। আমরা বের হয়ে পড়লাম এবং আমাদের ঘোড়া দ্রুত ছুটিয়ে রাওয়া-এ-খাখে এসে সেখানে এক উষ্ট্রারোহীণী মহিলা পেলাম। আমরা বললাম : পত্রটি বের কর।

১. মদীনা থেকে বার মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।

সে বলল : আমার সাথে কোন চিঠি নেই।

আমরা বললাম : পত্রটি বের কর নয়তো কাপড় খুলে ফেলা হবে।

আলী (রা) বলেন : সে তার চুলের বেণীর ভিতর থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। দেখা গেল যে, হাতিব ইবন আবু বালতাআ-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে এটি লেখা হয়েছে এবং এতে নবী ﷺ-এর কিছু বিশেষ বিষয় (মক্কা অভিযান) সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়েছে। নবী ﷺ তখন বললেন : হে হাতিব! এটি কি?

হাতিব বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার ক্ষেত্রে (ফয়সালা দিতে) ত্বরা করবেন না। আমি মূলত কুরায়শী নই। তাদের সঙ্গে সংযুক্ত এক ব্যক্তি মাত্র। আপনার সঙ্গে যে সকল মুহাজির রয়েছেন, তাঁদের সবারই কুরায়শদের সাথে নিকট-আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। এ কারণে কুরায়শরা তাদের মক্কাস্থিত পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের হেফায়ত করে থাকে। আমি চাইলাম, তাদের সঙ্গে উক্ত সম্পর্ক না থাকায় যখন ঐ সুযোগ আমার নেই, তখন তাদের উপর একটা ইহসান ও দয়ার ব্যবহার করে রাখি যাতে আমার আত্মীয়-পরিজনদের সেখানে তারা হেফায়ত করে। এই কাজটি আমি কুফরী এবং আমার ধর্মচ্যুতি বা কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টির কারণে করিনি।

নবী ﷺ বললেন : সে সত্য কথা বলেছে।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন : আমাকে ছেড়ে (অনুমতি) দিন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দেই।

নবী ﷺ বললেন : এ (হাতিব) তো বদরে হাযির ছিল। তোমার কি জানা আছে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বদরীদের প্রতি নজর দিবেন এবং বলে দিবেন তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার; তোমাদের আমি মাফ করে দিলাম।

এ প্রসঙ্গে এই সূরাটি নাযিল হয় : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ)

হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। (সূরা মুমতাহানা ৬০ : ১)

বর্ণনাকারী আমর (র) বলেন : আমি ইবন আবু রাফি' (র)-কে দেখেছি। তিনি ছিলেন আলী (রা)-এর লিপিকার।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে উমার ও জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একাধিক রাবী এই হাদীসটি সুফয়ান ইবন উওয়ায়না (র)-এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাতে এই বাক্যটিরও উল্লেখ করেছেন : **لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُنَجِّرَنَّكَ** .

এটি আবু আবদুর রাজ্জাক সুলামী (র) সূত্রে আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন রাবী এতে উল্লেখ করেছেন : **لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُنَجِّرَنَّكَ** .

২৩.৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْتَحِنُ إِلَّا بِالْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُكَ) الْآيَةُ . قَالَ مَعْمَرُ : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩০৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

وَمِنْ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ যখন মু'মিন নারীগণ আপনার কাছে বায়আত হতে আসে

(সূরা মুমতাহানা ৬০ : ১২) আয়াতের বক্তব্যানুসারেই রাসূলুল্লাহ ﷺ পরীক্ষা করতেন।

মা'মার (র) বলেন : আমাকে ইবন তাউস তাঁর পিতা তাউস (র)-এর বরাতে অবহিত করেছেন যে, নিজ কর্তৃত্বাধীন মহিলাদের ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত অন্য কোন মহিলার হাত স্পর্শ করে নি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৩০৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَهْرَبْنَ

حَوْشَبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أُمُّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ : قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ : مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي

لَنَا أَنْ نَعْصِيكَ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا تَنْحَن ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بَنِي فَلَانٍ قَدْ أَسْعَدُونِي عَلَى عَمَى وَلَا يُدْلَى مِنْ

قَضَائِهِمْ ، فَأَبَى عَلَى فَعَاتِبَتِهِ مِرَارًا فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِمْ ، فَلَمْ أُنْجِ بَعْدُ قَضَائِهِمْ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةِ

وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النِّسْوَةِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَفِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أُمُّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ .

৩৩০৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... উম্মু সালামা আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈকা মহিলা বলল : আমাদের নাফরমানী করা উচিত নয় বলে যে সৎকাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেই সৎকাজটি কি?

নবীজী বললেন : তোমরা (মৃতের জন্য) বিলাপ করবে না।

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! অমুক গোত্রের মেয়েরা আমার চাচার (বিলাপের) ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছিল। আমাকেও তো তাদের এই কাজের বদলা দিতে হবে।

কিন্তু নবীজী আমাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। আমি বার বার তাঁকে অনুরোধ করতে থাকলে শেষে তিনি আমাকে এর বদলা দিতে অনুমতি দেন। সেই গোত্রের বদলা হয়ে যাওয়ার পর থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কারো জন্য আর বিলাপ করিনি। ঐ মহিলাদের মধ্যে আমি ছাড়া এমন কেউ ছিল না যে বিলাপ করেনি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই বিষয়ে উম্মু আতিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উম্মু সালামা আনসারীয়া (রা) হলেন আসমা বিনত ইয়াযীদ ইবন সাকান।

২৩০৮- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَيْبِيُّ . حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ الْأَعْرَبِيِّ

الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةِ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ) قَالَ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ لِتُسَلِّمَ حَلْفَهَا بِاللَّهِ مَا خَرَجَتْ مِنْ بَغْضِ زَوْجِي مَا خَرَجْتُ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৩০৮. সালামা ইবন শাবীব (র)... ইবন আব্বাস (রা) আল্লাহ তা'আলার বাণী :

(إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ) এসঙ্গে বলেন : ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে সকল মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট আসতেন, তিনি তাদের আল্লাহর নামে শপথ করাতেন যে, আমি আমার স্বামীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বের হইনি। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যে বের হইনি।

হাদীসটি গারীব।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الصَّفِّ

পরিচ্ছেদ : সূরা সাফফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩০৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : قَعَدْنَا نَقْرُءُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَذَكَّرْنَا ، فَقُلْنَا : لَوْ نَعْلَمُ أَى الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ لَعَمَلْنَاهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلَامٍ . قَالَ يَحْيَى : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَقَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ .

وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ .

وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوَ رَوَايَةِ مُحَمَّدِ ابْنِ كَثِيرٍ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩০৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী একবার একসঙ্গে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। আমরা বললাম : আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোন্টি তা যদি জানতে পারতাম তবে তা আমরা করতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

(سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ)

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল কেন? (সূরা সাফফ ৬১ : ১-২)

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতগুলো আমাদের পাঠ করে শুনান। আবু সালামা (রা) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন। ইয়াহুইয়া (র) বলেন : আবু সালামা (র) আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন। ইবন কাছীর (র) বলেন, আওয়াঈ (র) আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন। আবদুল্লাহ (র) বলেন : ইবন কাছীর (র) আমাদের তা পাঠ করে শুনিয়েছেন।^১

আওয়াঈ (র) থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে এই হাদীসটির সনদে মুহাম্মদ ইবন কাছীরের বৈপরীত্য রয়েছে। আওয়াঈ-ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাছীর-হিলাল ইবন মায়মূনা-আতা ইবন ইয়াসার কিংবা আবু সালামা -আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) সূত্রে ইবন মুবারক বর্ণনা করেছেন।

ওয়ালীদ ইবন মুসলিম (র) এই হাদীসটি আওয়াঈ (র)-এর বরাতে মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَاب : مِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-জুমু'আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩১০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدَّيْلِيُّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَتْ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَتَلَاهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ (وَ آخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِنَا قَلَمَ يُكَلِّمُهُ قَالَ : وَسَلَّمَانُ الْفَارِسِيُّ فِينَا قَالَ : فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلَمَانَ فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاولَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ .

وقد روى هذا الحديث عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

وَأَبُو الْغَيْثِ اسْمُهُ سَالِمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ وَرُ بْنُ زَيْدٍ مَدَنِيٌّ ، وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الشَّامِيُّ .

১. এই হাদীসটি “মুসালসাল কিরাআতি সূরাতিস সাফফ” হিসাবে প্রসিদ্ধ।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، ضَعْفُهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩১০. আলী ইবন হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন সূরা জুমু'আ নাযিল হয় তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তিনি আমাদের তা তিলাওয়াত করে শুনালেন : (وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) এবং তাদের অন্যান্যদের জন্যও (তিনি এই রাসূলকে পাঠিয়েছেন) যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। (সূরা জুমু'আ ৬২ : ৩) আয়াতটিতে পৌছলে জনৈক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা কারা যারা এখনও আমাদের সঙ্গে মিলিত হন নি?

তিনি এ ব্যাপারে কিছু বললেন না। রাবী বলেন : আমাদের মাঝে সে সময় সালমান ফারসী (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং বললেন : সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, ঈমান যদি ছুরাইয়া নক্ষত্রেও চলে যায়, তাদের কিছু লোক সেখান থেকেও তা নিয়ে আসবে।

আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী থেকে অন্য সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

রাবী আবুল গায়ছ (র)-এর নাম হল সালিম। তিনি আবদুল্লাহ ইবন মুতী'-এর আযাদকৃত গোলাম। ছাওর ইবন যায়দ (র) হলেন মাদানী। ছাওর ইবন ইয়াযীদ (র) হলেন শামদেশীয়।

হাদীসটি গারীব।

আবদুল্লাহ ইবন মুতী'

আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (র) হলেন আলী ইবন মাদীনী (র)-এর পিতা। ইয়াহুইয়া ইবন মাস্ঈন তাঁকে যঈফ বলেছেন।

৩৩১১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا إِذْ قَدِمَتْ عِيرُ الْمَدِينَةِ فَايْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَنَزَلَتِ الْآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩১১. আহমদ ইবন মানী' (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ দাঁড়িয়ে জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় মদীনার তেজারতী কাফেলার আগমন ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

সাহাবীরা তখন সে দিকে দ্রুত ছুটে যান। তাঁদের মধ্য থেকে বারজন ছাড়া আর কেউ বাকী থাকলেন না, এঁদের মধ্যে আবু বকর-উমার (রা) ছিলেন অন্যতম।

(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) .

যখন তারা দেখল কোন তেজারত বা কৌতুককর বিষয়, তখন তারা সেদিকে ছুটে গেল। (সূরা জুমু'আ ৬২ : ১৯)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আহমদ ইবন মানী (র)... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقُونَ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-মুনাফিকুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩১২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تَنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ، وَ (لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُنَا أَعَزُّ مِنْهَا الْآذِلُّ) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمِّي لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا ، فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابَنِي شَيْءٌ لَمْ يُصِِبْنِي قَطُّ مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ عَمِّي : مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَقْتَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) فَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩১২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার চাচার কাছে ছিলাম। এমন সময় শুনলাম আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল তার সঙ্গীদের বলছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের কিছুই দিবে না যতক্ষণ না তারা (তাঁকে ছেড়ে) সরে পড়ে। আমরা মদীনায ফিরে গেলে সেখান থেকে প্রবলরা দুর্বলদের (মুসলিমদের) অবশ্যই বের করে দিবে।

আমি আমার চাচার কাছে এ কথাটি বললাম। তিনি নবী ﷺ-কে বিষয়টি গোচরীভূত করলেন। তখন নবী ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন আমি তাঁর নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলাম।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন উবাই ও তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠালেন। তারা কসম করে বলল যে, তারা এরূপ কথা বলেনি। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মিথ্যাবাদী এবং তাকে সত্য বলে সাব্যস্ত

করলেন। এতে আমার এমন কষ্ট লাগল যে, এরূপ কষ্ট আর কিছুতে কোন দিন পাই নি। আমি আমার ঘরে বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন : নবী ﷺ-এর ক্রোধ ও তৎকর্তৃক মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়াই কি তোমার অভিপ্রায় ছিল!

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ)

যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩ : ১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে আনলেন। আমাকে সূরাটি পড়ে শুনালেন। পরে বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমার সত্যবাদিতার ঘোষণা দিলেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩২১৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْاَزْدِيِّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَعَنَا أَنَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ وَكَانَ الْأَعْرَابُ يَسْقُونَ إِلَيْهِ فَمَسَبَقُ الْأَعْرَابِ أَصْحَابَهُ ، فَيَسْبِقُ الْأَعْرَابِيُّ فِي مَلَأِ الْحَوْضِ وَيَحْمِلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً وَ يَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابَهُ . قَالَ : فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِيًّا . فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِيَشْرَبَ ، فَأَبَى أَنْ يَدْعَهُ ، فَأَنْتَزَعَ قَبَاضَ الْمَاءِ ، فَرَفَعَ الْأَعْرَابِيُّ خَشْبَتَهُ فَضْرَبَ بِهَا رَأْسَ الْأَنْصَارِيِّ فَشَجَّهَ ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَبِي رَأْسٍ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ثَمَّ قَالَ (لَا تَتَفَقَّهُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَنْقُضُوا . يَعْنِي الْأَعْرَابُ ، وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا انْقَضُوا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ فَأَتُوا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ (لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) قَالَ زَيْدٌ : وَأَنَا رَدَفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي فَاخْبَرْتُ عُمَى ، فَأَنْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَفَ وَجَحَدَ . قَالَ : فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَّبَنِي قَالَ : فَجَاءَ عُمَى إِلَيَّ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ إِلَّا أَنْ مَقَّتَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَّبَكَ وَالْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَوَقَعَ عَلَى مِنَ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ . قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ قَدْ خَفَّتْ بِرَأْسِي مِنَ الْهَمِّ ، إِذْ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحَكَ فِي وَجْهِ ، فَمَا كَانَ يَسْرُنِي أَنْ لِي بِهَا الْخَلْدُ فِي الدُّنْيَا . ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَحَقَنِي فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قُلْتُ : مَا قَالَ لِي شَيْئًا ، إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي وَضَحَكَ فِي وَجْهِ . فَقَالَ : أَبَشِّرْ ، ثُمَّ

لَحَقْنِي عُمَرُ ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لِأَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩১৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক অভিযানে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে কিছু মরুবাসী আরবও ছিল।

আমরা পানির জন্য দ্রুত ছুটে যেতাম কিন্তু মরুবাসীরা আমাদের আগে পানির কাছে চলে যেত। একবার জনৈক মরুবাসী সবার আগে চলে গিয়ে একটি হাউয পানি ভর্তি করল। এর চতুর্দিকে পাথর দিয়ে বেষ্টনী দিল এবং একটি চামড়া এর উপর রেখে দিল। এর মধ্যে বাকী সঙ্গীরা চলে এল। জনৈক আনসারী উক্ত মরুবাসীর কাছে এল এবং পানি পানের জন্য তার উটনীটির লাগাম টিলা করে দিল। কিন্তু মরুবাসীটি তাকে পানি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন উক্ত আনসারী পানির বেষ্টনীটি ফেলে দিল। মরুবাসীটি একটি কাঠ নিয়ে আনসারীর মাথায় আঘাত করে যখম করে দিল। সে তখন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর কাছে যেয়ে তাকে বিষয়টি জানাল। এই আনসারীটি ছিল আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর সাথীদের অন্যতম। বিষয়টি শুনে আবদুল্লাহ ইবন উবাই অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে পড়ে। এরপর সে বলল : রাসূলুল্লাহর চতুর্পার্শ্ব থেকে এই মরুবাসীরা সরে না যাওয়া পর্যন্ত যারা তার নিকট আছে, তাদের কিছু দিবে না।

এই মরুবাসীরা আহারের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে হাযির হত। আবদুল্লাহ বলল : মুহাম্মদের কাছ থেকে এরা সরে গেলে পরে তোমরা মুহাম্মদের সামনে খানা আনবে। তিনি এবং তার সাথীরাই কেবল তা আহার করবেন। এরপর সে তার সঙ্গীদের বলল : তোমরা যখন মদীনায় ফিরে যাবে তখন সম্মানিতেরা অবশ্যই হীনদের (মু'মিনদের) মদীনা থেকে বের করে দিবে।

যায়দ (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাহনের পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর কথাবার্তা আমি শুনে ফেললাম। আমি আমার চাচাকে তা অবহিত করলাম। তিনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা জানালেন। তিনি আবদুল্লাহকে ডেকে পাঠালেন। সে কসম করে তা অস্বীকার করল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সত্যবাদী এবং আমাকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেন। আমার চাচা আমার কাছে এলেন। বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমদের ক্রোধ ও তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করাই কি তোমার অভিপ্রায় ছিল!

জাবির (রা) বলেন : ফলে এত চিন্তা ও পেরেশানী আমার উপর আপতিত হল যা আর কারো উপর আপতিত হয় নি। আমি সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে চলছিলাম। চিন্তায় আমার মাথা ঝুঁকে পড়েছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন এবং (আদর করে) আমার কান মলে দিলেন ও আমার সামনে হাসলেন। এর বদলায় দুনিয়ায় চিরদিনের জন্য থাকাও আমাকে আনন্দিত করত না।

এরপর আবু বাকর (রা) আমার কাছে এলেন। বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন? আমি বললাম : আমাকে কিছু বলেন নি, তবে আমার কান মলে দিলেন এবং আমার সামনে হাসলেন।

তিনি বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর।

তারপর উমার (রা) এলেন। আবু বাকর (রা)-কে যে কথা বলেছিলাম, তাঁকেও আমি সেইরূপ কথা বললাম। পরে যখন ভোর হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আল মুনাফিকুন পাঠ করে শুনালেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৩১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ . أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرْظِيَّ مِنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (لَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلُّ) قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَحَلَفَ مَا قَالَهُ فَلَا مَنِي قَوْمِي فَقَالُوا : مَا أَرَدْتَ إِلَّا هَذِهِ ، فَأَتَيْتُ الْبَيْتَ وَنَمْتُ كَيْبًا حَزِينًا ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ . قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩১৪. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... য়াদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : গাযওয়ায়ে তাবুকে^১ আবদুল্লাহ ইবন উবাই বলেছিল, আমরা যদি মদীনায ফিরে যেতে পারি তবে সম্ভ্রান্তরা নিকৃষ্টদেরকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসি এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। কিন্তু সে কসম করে বলে যে, এমন কথা সে বলেনি। এতে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে খুবই নিন্দাবাদ করে। তারা বলল : তুমি এরূপ করতে গেলে কেন?

আমি আমার বাড়ি চলে এলাম এবং ক্ষোভে-দুঃখে-চিন্তায় গুয়ে রইলাম। শেষে নবী ﷺ আমার কাছে এলেন অথবা আমিই তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমার সত্যবাদিতা প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় : (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا)

(সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৭)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৩১৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ : يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لِمُهِاجِرِ بْنِ ، وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لِلْأَنْصَارِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ ، فَقَالَ : أَوْقَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ (لَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلُّ) فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أُضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : دَعْنِي لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ، وَقَالَ غَيْرُ عُمَرَ : فَقَالَ لَهُ أَبْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَا تَنْقَلِبُ

حَتَّى تَقْرَأَ أَنَّكَ الدَّلِيلُ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْعَزِيزُ ، فَفَعَلَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩৩১৫. ইবন আবু 'উমার (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা এক গায়ওয়া অভিযানে ছিলাম। বর্ণনাকারী সুফয়ান (র) বলেন, এটি ছিল বানু মুস্তালিক (মুরায়সী) যুদ্ধ। ঘটনাক্রমে একজন মুহাজির জনৈক আনসারীর নিতম্বে ঘুষি মারে। আনসারী ব্যক্তিটি তখন (সাহায্যের জন্য) আনসারীদের আহ্বান জানায়। এ দিকে মুহাজির ব্যক্তিটি মুহাজিদেরকে আহ্বান জানায়। নবী ﷺ তা শুনে বললেন : এ জাহিলী ডাক কেন? সাহাবীরা বললেন : জনৈক মুহাজির ব্যক্তি জনৈক আনসারীর নিতম্বে ঘুষি মেরেছে।

নবী ﷺ বললেন : ছেড়ে দাও তা। এতো পুঁতিগন্ধময় কথা।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুলও তা শুনল। সে বলল : এরা এমন করেছে না কি? আল্লাহর কসম, আমরা যদি মদীনা ফিরে যেতে পারি, তবে সম্ভ্রান্তরা (মদীনাবাসীরা) নিকৃষ্টদের (মুহাজিরদের) অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে।

'উমার (রা) বললেন : আমাদের ছেড়ে দিন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দেই।

নবী ﷺ বললেন : ছেড়ে দাও ওকে। মুহাম্মদ তার সঙ্গীদের হত্যা করেছে — এই কথা যেন মানুষ না বলে।

আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীরা বলেন : আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর ছেলে আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন : আল্লাহর কসম, তুমি নিজে হীন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই হচ্ছেন সম্মানিত, এই কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত তুমি ফিরে যেতে পারবে না। শেষে তাকে তা স্বীকার করতে হল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৩১৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جُنَّابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ الضُّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبْلَغُهُ حَجٌّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَفْعَلْ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اتَّقِ اللَّهَ ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكَفَّارُ ؟ قَالَ سَأَلُوا عَلَيْكَ بِذَلِكَ قَرَأْنَا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ) (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا وَرَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) إِلَى قَوْلِهِ (وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) قَالَ : فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْنِ فَصَاعِدًا قَالَ : فَمَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالْبَعِيرُ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةٍ عَنْ الضُّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَقَالَ : هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي جُنَّابٍ عَنْ

الضَّحَّاكُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبُو جَنْابٍ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبَّةٍ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ.

৩৩১৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কারো যদি এত পরিমাণ সম্পদ থাকে যদ্বারা সে তার বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারে বা তার উপর যাকাত ফরয হতে পারে, আর যদি সে তা না করে, তবে মৃত্যুর সময় সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে।

জনৈক ব্যক্তি বলল : হে ইবন আব্বাস! আল্লাহকে ভয় করুন, দুনিয়ায় তো কাফিররা ফিরে আসতে চাইবে। ইবন আব্বাস (রা) বললেন : এই বিষয়ে আমি তোমাকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছি :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ... وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে; যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিচ্ছেছি, তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই; অন্যথায় মৃত্যুতে সে বলবে : হে আমার রব! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা দিতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনও কাউকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৯-১১)

লোকটি বলল : কিসে যাকাত ওয়াজিব হয়?

ইবন আব্বাস (রা) বললেন : দু'শো বা ততোধিক পরিমাণ দিরহাম হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়।

লোকটি বলল : হজ্জ কিসে ওয়াজিব হয়?

ইবন আব্বাস (রা) বললেন : পাথেয় এবং যানবাহনের ব্যবস্থা হলে।

আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবন উওয়ায়না প্রমুখ (র) এই হাদীসটিকে আবু জানাব-যাহহাক-ইবন আব্বাস (রা) থেকে ইবন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এটিকে মারফু'রূপে বর্ণনা করেন নি।

এ রিওয়ায়াতটি আবদুর রাযযাক (র)-এর রিওয়ায়াত থেকে (৩৩১৬ নং) অধিক সাহীহ।

আবু জানাব কাসসাব (র)-এর নাম হল ইয়াহুইয়া ইবন আবু হায়য়া। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ التَّغَابُنِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আত-তাগাবুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ . حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوا

هُمْ) قَالَ : هَؤُلَاءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَبَىٰ أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَنْ يَدْعُوهُمْ أَنْ يَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَوْا النَّاسَ قَدْ فَقَهُوْا فِي الدِّينِ هَمُّوا أَنْ يَعَاقِبُوهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) (الآية . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩১৭. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি “হে মু’মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের বিষয়ে সতর্ক থাক” (সূরা তাগবুন ৬৪ : ১৪) আয়াতটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : মক্কাবাসীদের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর কাছে হিজরত করে চলে আসতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শেষে তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরত করে আসতে সক্ষম হলেন, দেখতে পেলেন যে, লোকেরা দীনের বিষয়ে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান হয়ে গেছে। এতদর্শনে তাঁরা তাঁদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা নাযিল করেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ التَّحْرِيمِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আত্-তাহরীম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২৩১৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَّجْتُ مَعَهُ . فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ (إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) إِنَّ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ) فَقَالَ لِي : وَاعْجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَرِهَ وَاللَّهُ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمَهُ ، فَقَالَ : هِيَ عَانِشَةُ وَحَفْصَةُ . قَالَ : ثُمَّ أَتَشَأُ يُحَدِّثُنِي الْحَدِيثَ فَقَالَ :



বাংলা হাদিস

كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاءٌ هُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لِيرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ . قَالَ : قُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ قَالَ : وَكَانَ مَنْزِلِي بِالْعَوَالِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ ، وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كُنَّا نَتَنَاقَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَأَتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ : فَكُنَّا نَحْدُثُ أَنْ غَسَّانَ تَنْعُلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا . قَالَ : فَجَاءَنِي يَوْمًا عِشَاءً فَضْرَبَ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدِّثْ أَمْرًا عَظِيمًا . قُلْتُ ، أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ : أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ . قَالَ : قُلْتُ فِي نَفْسِي : خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا : قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَى ثِيَابِي ، ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ أَطْلَقَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَذَا مَنْزِلُ فِي هَذِهِ الْمَشْرِبَةِ قَالَ : فَأَنْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، قَالَ : فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . قَالَ : فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . قَالَ : فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيْضًا فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ ، فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . قَالَ : فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أُذِنَ لَكَ ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِيًا عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ قَدْ رَأَيْتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطْلَقْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ لَا . قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَحْنُ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لِيرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ فَقُلْتُ : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ

مِنْكُمْ وَخَسِرْتَ ، أَتَأْمَنُ إِحْدَا كُنْ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِيُغْضِبَ رَسُولَ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ؟ فَتَبَسَّمَ
 النَّبِيُّ ﷺ . قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِّينِي مَا بَدَأَ لَكَ ، وَ
 يَغْرُنْكَ إِنْ كَانَتْ صَاحِبَتُكَ أَوْسَمَ مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَسْتَأْنِسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَمَا رَأَيْتُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهْبَةَ ثَلَاثَةَ قَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَوْسَعَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَ الرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ ، فَاسْتَوَى جَالِسًا ، فَقَالَ أ
 بَى شَكَ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . قَالَ : وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا
 يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ .

عَالِ الزُّهْرِيِّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَدَأَ بِي
 فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرُكَ لَكَ شَيْئًا فَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ ، قَالَتْ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 قُلْ لَا أَزْوَاجُكَ) الْآيَةَ . قَالَتْ : أَعْلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَيْ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ : أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ
 أَبَوَيْ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَرْوَاحَ الْآخِرَةَ . قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ . يَا رَسُولَ اللَّهِ
 لَا تُخْبِرْ إِنْ زَوَّاجَكَ إِنِّي أَخْتَرْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ مُبَلِّغًا وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩১৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন :

(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَا) যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে তাই তোমরা উভয়ে
 অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা কর, তবে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন । (সূরা তাহরীম ৬৬ : ৪)
 আয়াতটিতে নবী ﷺ-এর যে দুইজন সহধর্মিণীর উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা কারা সে সম্পর্কে 'উমার
 (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য আমি অনেক দিন থেকে লালায়িত ছিলাম । শেষে 'উমার (রা) একবার
 হজ্জ করতে গেলেন আমিও তাঁর সঙ্গে সেই হজ্জে ছিলাম । একদিন তিনি উযু করছিলেন আর আমি পাত্র
 থেকে তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম । আমি তাঁকে বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন!

(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَا) আয়াতটিতে নবী ﷺ-এর যে দুই স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা
 হয়েছে, তাঁরা কারা?

তিনি আমাকে বললেন : হে ইবন আব্বাস, আশ্চর্য!

যুহরী (র) বলেন, ‘উমার (রা) জিজ্ঞাস্য বিষয়টি পছন্দ করেন নি, তবে তিনি বিষয়টি গোপনও করলেন না। যা হোক, তিনি বললেন : এরা হল আয়িশা ও হাফসা। এরপর তিনি আমাকে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা শুরু করেন। তিনি বলেন : আমরা কুরায়শী সম্প্রদায় ছিলাম স্ত্রীদের উপর প্রবল। কিন্তু মদীনায়ে এসে দেখতে পেলাম যে, এরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রবল। এখানে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের স্ত্রীদের আচরণ শিখতে শুরু করে। একদিন একটি বিষয়ে আমার স্ত্রীর উপর আমি রাগ করি। সে তখন আমাকে প্রত্যুত্তর দেয়। তার সে প্রত্যুত্তর করাটা আমি অপছন্দ করি। তখন সে বলল : এটা আপনি মন্দ ভাবছেন কেন? আল্লাহর কসম, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীরাও তো তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন এবং তাঁদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে রাখেন।

‘উমার (রা) বলেন : আমি মনে মনে বললাম, তাঁদের যে জন এই ধরনের কাজ করে, সে তো লাক্ষিত ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

‘উমার (রা) বলেন : মদীনার আওয়ালী অঞ্চলে বানু উমায়্যায় ছিল আমার বাস। আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দব্বারে হাযিরী প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা পালা নির্ধারণ করে নিই। তিনি একদিন সেখানে হাযির হতেন এবং সেদিনের ওয়াহী ও অন্যান্য বিষয়ের খবরাদি আমার কাছে নিয়ে আসতেন। আরেক দিন আমি হাযির হতাম আর তাঁর কাছে অনুরূপ খবরাদি নিয়ে আসতাম। তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যে, গাসসানীরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অশ্বসমূহে নাল লাগিয়ে তৈরী করে রাখছে। যা হোক, আমার ঐ প্রতিবেশী একদিন ইশার সময় আমার বাড়ি আসে এবং দরজায় করাঘাত করে। আমি তাঁর কাছে বের হয়ে এলাম। তিনি বললেন : একটি ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে।

আমি বললাম : গাসসানীরা কি এসে গেছে?

তিনি বললেন : এর চেয়েও ভীষণ ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন!

‘উমার (রা) বলেন : আমি মনে মনে বললাম, হাফসা নিরাশ হল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হল। আমারও ধারণা ছিল যে, এমন একটি বিষয় কোন দিন ঘটতে পারে।

ফজরের সালাত আদায় করে আমি কাপড়-চোপড় পরলাম। রওয়ানা হয়ে হাফসা-র কাছে পৌঁছলাম। সে তখন কাঁদছিল। আমি বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন?

সে বলল : আমি জানি না। এই তো তিনি ঐ চিলেকোঠায় আলাদা হয়ে আছেন।

‘উমার (রা) বলেন : আমি সে দিকে গেলাম। কৃষ্ণবর্ণের একটি গোলামকে সেখানে পেলাম। বললাম : ‘উমারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর।

সে ভেতরে গেল, পরে আমার কাছে বের হয়ে এল। বলল : আপনার কথা তাঁকে বলেছি কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি।

আমি মসজিদে চলে এলাম। মিস্বরের চারপাশে বসে কিছু লোক কাঁদছেন। আমি তাঁদের কাছে বসে গেলাম। কিন্তু পুনঃ আমার মনের উদ্বেগ প্রবল হয়ে উঠল। গোলামটির কাছে এলাম। বললাম : ‘উমারের জন্য অনুমতি নিয়ে এস। সে ভিতরে চলে গেল। এরপর আমার কাছে বের হয়ে এসে বলল : আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

আমি আবার মসজিদে চলে এলাম এবং বসে পড়লাম। পরে আবার আমার ভিতরের উদ্বেগ প্রবল হয়ে উঠল। গোলামটির কাছে এলাম এবং বললাম : ‘উমারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে ভিতরে গিয়ে পুনর্বার বের হয়ে এল। বলল : আপনার কথা তো তাঁকে বললাম কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

‘উমার (রা) বলেন : আমি পিছন ফিরে চলে এলাম। এমন সময় গোলামটি আমাকে ডাকতে লাগল। বলল : ভিতরে যান, তিনি আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।

‘উমার (রা) বলেন : আমি ভিতরে গেলাম। দেখতে পেলাম, নবীজী ﷺ একটি বুননকৃত চাটাইয়ে ঠেস দিয়ে আছেন। চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে তাঁর দুই পার্শ্বদেশে।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদের তালাক দিয়েছেন?

তিনি বললেন : না।

আমি বললাম : আল্লাহ আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের অবস্থা যদি লক্ষ্য করতেন যে, আমরা কুরায়শী সম্প্রদায় ছিলাম স্ত্রীদের উপর প্রবল। কিন্তু মদীনায়ে এসে এমন এক সম্প্রদায় পেলাম যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রবল। এখানে আমাদের স্ত্রীরা তাদের স্ত্রীদের আচরণ শিখতে থাকে। একদিন কোন এক বিষয়ে আমি আমার স্ত্রী উপর রাগ করি কিন্তু সে আমাকে প্রত্যুত্তর দেয়। আমি বিষয়টি খুবই না-পসন্দ করলাম। সে বলল : আপনি কেন তা না-পসন্দ করছেন? আল্লাহর কসম, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণও তো তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করেন এবং কোন কোন সময় তাদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেন।

পরে আমি হাফসাকে বললাম : তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথার প্রত্যুত্তর কর?

সে বলল : হাঁ, আমাদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে থাকে।

আমি বললাম : তোমাদের মধ্যে যে এমন কাজ করে, সে তো লাঞ্চিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ক্রোধের কারণে তার উপর আল্লাহর ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে তোমাদের কেউ কি নিজেকে নিরাপদ মনে কর? এমতাবস্থায় তো সে ধ্বংসই হয়ে গেল।

তখন নবী ﷺ স্থিত হাসলেন।

আমি বললাম : হাফসাকে বলেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথার প্রত্যুত্তর করবে না এবং তাঁর কাছে কোন কিছু চাইবে না। তোমার যা মন চায়, আমার কাছেই চেয়ো। তোমার যে সখী (আয়িশা) তোমার চেয়েও সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অধিক প্রিয়, তার অবস্থা যেন তোমাকেও ধোকায় না ফেলে।

নবীজী ﷺ আরেকবার স্থিত হাসলেন।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আরো স্বচ্ছন্দ হব?

তিনি বললেন : হাঁ।

‘উমার (রা) বলেন : আমি মাথা উঠালাম। সারা ঘরে তিনটা চামড়া ব্যতীত আর কিছুই নজরে পড়ল না। বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দু’আ করুন। তিনি যেন আপনার উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। পারস্য ও রোমবাসীরা আল্লাহর ইবাদত করে না অথচ তিনি তাদের কত অর্থ-বৈভব দিয়েছেন!

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সোজা হয়ে বসলেন। বললেন : হে খাত্তাব পুত্র! তুমি কি সন্দেহে আছ নাকি? এরা তো এমন সম্প্রদায় যাদের ত্বরা করে পার্থিব জীবনেই তাদের ভাল প্রতিদানসমূহ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

‘উমার (রা) বলেন : নবী ﷺ কসম করেছিলেন যে, এক মাস পর্যন্ত স্ত্রীদের কাছে যাবেন না। এ কারণে আল্লাহ তা’আলা তাঁকে সোহাগভরে ভর্তসনা করেন এবং কসমের কাফফারা প্রদানের বিধান দেন।

যুহরী (র) বলেন : উরওয়া বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবী ﷺ আমার কাছে এলেন এবং আমার থেকে (থাকা না থাকার এজিয়ার প্রদান বিষয়টি) শুরু করেন। বললেন : হে আয়িশা! আমি তোমাকে একটি বিষয় বলছি। তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ

ব্যতিরেকে এই ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়া করবে না।

আয়িশা (রা) বলেন : এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ)

হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন। তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং এর ভূষণ কামনা কর তবে এস, আমি তোমাদিগের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সংকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা আহযাব ৩৩ : ২৮-২৯)

আয়িশা (রা) বলেন : তিনি জানতেন, কসম আল্লাহর, আমার পিতামাতা তাঁকে পরিত্যাগ করার পরামর্শ আমাকে কখনও দিবেন না।

আমি বললাম : এই বিষয়ে আমি আমার পিতামাতার সঙ্গে কি পরামর্শ করব? আমি তো অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের আবাসই কামনা করি।

মা'মার (র) বলেন : আয়ুব বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) নবী ﷺ-কে বলেছিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার স্ত্রীদের অবহিত করবেন না যে, আমি আপনাকেই গ্রহণ করেছি।

নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে এক মুবাল্লিগ (বাণী প্রচারক) করে পাঠিয়েছেন, কষ্টদানকারী হিসেবে আমাকে পাঠান নি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। ইবন আব্বাস (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ ن وَالْقَلَمِ

পরিচ্ছেদ : সূরা নূন ওয়াল-কালাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩১৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ . قَالَ : قَدِمْتُ

مَكَّةَ فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَاسًا عِنْدَنَا يَقُولُونَ فِي الْقَدْرِ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لَقِيتُ

الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ

اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ فَجَرَى بِمَا هُوَ كَاتِنٌ إِلَى الْآبِدِ .

وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩১৯. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)... আবদুল ওয়াহিদ ইবন সুলায়ম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি মক্কায় এলাম এবং 'আতা ইবন আবী রাবাহ (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললাম : হে আবু মুহাম্মদ! আমাদের এখানে কিছু লোক তাকদীর বিষয়ে নানা কথা বলে থাকে।

তখন 'আতা (র) বললেন : ওয়ালীদ ইবন উবাদা ইবনুস সামিত-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তিনি

বললেন : তাঁর পিতা উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বল
 শুনেছেন। আল্লাহ তা'আলা সবার আগে সৃষ্টি করেন কলম। এরপর তিনি সেটিকে লিখতে হুকুম করলেন।
 সেটি অনন্তকাল অবধি যা ঘটবে, সব কিছুই লিখে নিল।

হাদীসটিতে আরো ঘটনা আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْحَاقَّةِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-হাক্বা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ
 اللَّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبَطْحَاءِ
 بِصَابَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِيهِمْ ، إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرُوا إِلَيْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 أَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذِهِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، هَذَا السَّحَابُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالْمُزْنُ ؟ قَالُوا : وَالْمُزْنُ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالْعَنَانُ ؟ قَالُوا : وَالْعَنَانُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَعْدَ
 أَبْيَنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ فَقَالُوا : لَا ، وَاللَّهِ مَا نَدْرِي ، قَالَ فَإِنَّ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةً وَإِمَّا اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَ
 قُورُنَ سَنَةً ، وَالسَّمَاءِ الَّتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ كَذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ
 بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَفَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ أَوْ عَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَرُكْبَهُنَّ مَا بَيْنَ
 سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ، ثُمَّ فَوْقَ ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَاللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ .
 عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : أَلَا يُرِيدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَنْ يَحْجَّ حَتَّى يَسْتَمَعَ مِنْهُ
 حَدِيثُ الْحَدِيثِ .

الْأَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ مِنْ سِمَاكِ نَحْوَهُ وَرَفَعَهُ .

رَوَى شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَوْقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ
 الْأَزْيُّ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩২০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন

এক দল লোকের সাথে বাতহা নামক স্থানে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় তাঁদের উপর দিয়ে একটা মেঘ উড়ে গেল। তাঁরা সে দিকে তাকান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি জান এর নাম কি?

তাঁরা বলল : হ্যাঁ, এটি হল সাহাব (মেঘ)।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মুয্ন (জলদ)-ও।

তাঁরা বলল : মুয্নও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আনান (নীরদ)-ও।

তাঁরা বলল : আনানও।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের বললেন : আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে কতটুকু দূরত্ব কি তা কি তোমরা জান?

তাঁরা বলল : আল্লাহর কসম, আমরা তা জানি না।

তিনি বললেন : এতদুভয়ের মাঝে দূরত্ব হল একাত্তর বা বাহাত্তর বা তিয়াত্তর বছরের পথ। এর উপর আসমানের দূরত্বও অনুরূপ। এইভাবে তিনি সাত আসমানের উল্লেখ করলেন। পরে বললেন : সপ্তম আকাশের উপরে আছে সাগর। এর উপর ও নিচের দূরত্ব হল আসমান ও যমীনের দূরত্বের অনুরূপ। এর উপর হল আটটি মেঘ (আকৃতির ফিরিশ্তা) এগুলোর খুর থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত হল এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্বের সমান। এগুলোর পিঠের উপর হল আরশ। এর নিচ থেকে উপরের ব্যবধান হল দুই আকাশের মাঝের ব্যবধানের অনুরূপ। এরও উর্ধ্বে হলেন আল্লাহ রাব্বুল ইয়যত।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

সিমাক (র)-এর বরাতে ওয়ালীদ ইবন আবী ছাওর (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটি মারফু' করেছেন। সিমাক (র) থেকে শারীক (র)-ও এই হাদীসটির কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মারফু'রূপে নয়, মাওকুফরূপে এটির রিওয়ায়াত করেছেন।

আবদুর রহমান (র) হলেন ইবন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ রাযী।

৩৩২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ وَعَنْ وَالِدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيُّ وَهُوَ الدَّشْتُكِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ

أَبَاهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَهُ كَذَا قَالَ أَخْبَرَهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلًا بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَيَقُولُ

كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩৩২১. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ আর্-রাযী বলেন : আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ রাযী বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবন সা'দ রাযী বলেছেন : বুখারায় খচ্চরের উপর উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছি। তাঁর মাথায় ছিল কাল এক পাগড়ী। তিনি বলেছেন : এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছেন।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ سَائِلُ

পরিচ্ছেদ : সূরা সাল সাইল (মাআরিজ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩২২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ (كَالْمُهْلِ) قَالَ : كَعَكِرِ الزَّيْتِ ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرَوَةٌ وَجْهِهِ فِيهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩২২. আবু কুরায়ব (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী : (كَالْمُهْلِ) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন : তেলের গাদের মত হবে। জাহান্নামীরা যখন তা মুখের কাছে নিবে, তার চেহারা চামড়া গলে তাতে পড়ে যাবে।

এ হাদীসটি গারীব। রিশদীন (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْجِنِّ

পরিচ্ছেদ : সূরা জিন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩২৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَاقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَأَهُمْ ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَازٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمُ الشُّهُبُ ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْنَا الشُّهُبُ ، فَقَالُوا : مَا حَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ ، فَأَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَنَظَرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَتَفَقَّحُونَ مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةٍ عَامِدًا إِلَى سُوقِ عُكَازٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَمِعُوا

الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ ، فَقَالُوا : هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي هَالِكُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ . قَالَ : فَهَذَا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِهٍ وَلَكِنْ نُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ - (قُلْ أَحَى إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ) وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ قَالَ : وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَوْلُ الْجِنِّ لِقَوْمِهِمْ (لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا) قَالَ : لَمَّا رَأَاهُ يُصَلِّي وَأَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَوَتِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ ، قَالَ : تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ (لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا) .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩২৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন্নদের কাছে তিলাওয়াত করেন নি এবং তাদের তিনি দেখেনও নি। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের একদল নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তখন আসমান থেকে খবর সংগ্রহের পথ শয়তান জিন্নদের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের দিকে উক্কাপিও নিক্ষেপ করা হত। তাই শয়তান জিন্নরা স্বসম্প্রদায়ে ফিরে আসে। তারা এদের বলল : তোমাদের কি ব্যাপার?

এরা বলল : আসমান থেকে খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বাধা পাচ্ছি। আমাদের উপর উক্কাপিও ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এরা বলল : নতুন কোন ব্যাপার ঘটেছে বলেই আসমান থেকে খবর সংগ্রহের বিষয়ে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। যমীনের পূর্ব-পশ্চিম সব দিকে বেরিয়ে পড়। দেখ সেটি কি — যা আমরা ও আমাদের আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে।

তারপর তারা রওয়ানা হল এবং পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সব দিক ঘুরে তালাশ করতে লাগল কি সে বস্তু, যদ্বারা আসমানের খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের বাধা হচ্ছে। (আরবের) তিহামা অঞ্চলের দিকে যে দলটি যাত্রা করেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকে এল। তিনি উকায বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে নাখলায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবী নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিন্নদের এই দল যখন কুরআনের আওয়াজ শুনল, তখন তারা এই দিকে কান পাতল এবং পরস্পর বলল : আল্লাহর কসম, এই জিনিসই তোমাদের এবং আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এখান থেকেই তারা নিজেদের কওমে ফিরে যায় এবং বলে : হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা তো এক বিশ্বয়কর কুরআন শুনেছি যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনও আমাদের রব্বের সঙ্গে কাউকে শরীক করব না।

এতদপ্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর নাযিল করেন :

(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِهٍ وَلَكِنْ نُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا)

বলুন, আমার কাছে ওয়াহী এসেছে যে, জিন্নদের একটি দল (আমার তিলাওয়াত) কান পেতে শুনেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি (সূরা জিন্ন ৭২ : ১)

নবী ﷺ -এর কাছে জিন্নদের বক্তব্য ওয়াহী করা হয়েছিল।

এ সনদে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট জিন্নদের বক্তব্যের মাঝে ছিল : (لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا)

আল্লাহর বান্দা (নবী ﷺ) যখন তাঁকে ডাকতে (সালাতে) দণ্ডায়মান হল, তখন তারা তাঁর নিকট ভিড় করল। (সূরা জিন্ন ৭২ : ১৯) জিন্নরা যখন দেখল নবী ﷺ সালাত আদায় করছেন এবং সাহাবীরা তাঁর সঙ্গে তাঁর সালাত অনুসারে সালাত আদায় করছেন, তাঁর সিজদা অনুসারে সিজদা করছেন, তারা নবী ﷺ -এর প্রতি সাহাবীগণের এই আনুগত্য দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয় এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে এসে বলে : আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকতে (সালাতে) দণ্ডায়মান হল, তখন তারা তাঁর নিকট ভিড় করল।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৩২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ . حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمْعُونَ الْوَحْيَ ، فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعًا ، فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا ، وَأَمَّا مَا زَادَ وَهُوَ فَيَكُونُ بَاطِلًا ، فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَعُوا مَفَاعِدَهُمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِإِبْلِيسَ وَلَمْ تَكُنْ النُّجُومُ يَرْمِي بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ : مَا هَذَا إِلَّا مِنْ أَمْرِ قَدْ حَدَّثَ فِي الْأَرْضِ ، فَبُعِثَ جُنْدُهُ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْنِ أَرَاهُ قَالَ بِمَكَّةَ ، فَلَقُوهُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَ فِي الْأَرْضِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩২৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জিন্নরা আকাশে চড়ত এবং ওয়াহী শুনার প্রয়াস পেত। একটা কথা শুনতে পেলে এতে তারা নয়টি কথা আরো নিজের থেকে বাড়িয়ে দিত। একটা কথা তো হত সত্য, আর তাদের বর্ধিতগুলো হত মিথ্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়ার পর তাদের এই উৎপাত রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারা এই বিষয়টি (তাদের নেতা) ইবলীসকে অবহিত করে। এরপূর্বে কখনও তাদের প্রতি উদ্ধাপিও নিক্ষেপ করা হত না। ইবলীস তাদের বলল : নিশ্চয়ই পৃথিবীতে নতুন কিছু ঘটেছে বলেই এই ধরনের বিষয় ঘটছে।

তারপর সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝে সালাত আদায়রত অবস্থায় পেল। পরে তারা ইবলীসের সাথে সাক্ষাত করে তাকে এই বিষয়ে অবহিত করে। সে বলল : নতুন এই ঘটনাই পৃথিবীতে ঘটেছে।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْمَدَّثِرِ

পরিচ্ছেদ : সূরা মুদাছ্‌হির

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩২২৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجِئْتُ رُعْبًا ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِلُونِي زَمِلُونِي فَدَثَرُونِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ) إِلَى قَوْلِهِ (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ . أَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩২৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাময়িকভাবে ওয়াহী অবতরণ বন্ধ থাকা (ফাতরাতুল ওয়াহী) সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন : আমি হাঁটছিলাম, এমন সময় আসমান থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার মাথা উপরে তুললাম। দেখি, হেরা গুহায় যে ফিরিশ্তা আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আসমান ও যমীনের মাঝে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট। ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। পরে ঘরে ফিরে আসলাম। বললাম : আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। বাড়ির লোকেরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন।

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ : আল্লাহ তা'আলা তখন নাযিল করলেন :

হে বন্ধুছাদিত! উঠুন সতর্কবাণী প্রচার করুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (সূরা মুদাছ্‌হির ৭৪ : ১-৪) এ ছিল সালাত ফরয হওয়ার আগের ঘটনা।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাছীর (র) এ হাদীসটি আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

৩৩২৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الصُّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ثُمَّ يَهْوِي بِهِ كَذَلِكَ أَبَدًا .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهْيَعَةَ وَقَدْ رَوَى شَيْئٌ مِنْ هَذَا عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ سَعِيدٍ مَوْقُوفًا .

৩৩২৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আবু সাঈদ الصُّعْدী হল জাহান্নামের একটি পাহাড়। তাতে চড়বে সত্তর বছর সময়ে এবং নামবেও সে পরিমাণ সময়ে সর্বদা।

এ হাদীসটি গারীব। ইবন লাহীআ (র)-এর হাদীস হিসাবে কেবল এটিকে মারফু' হিসাবে আমরা শুধু 'আতিয়া... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে এ ধরনের কিছু বিষয় মাওকুফরূপে বর্ণিত আছে।

৩৩২৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ كَمْ عَدَدَ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ ؟ قَالُوا : لَا نَدْرِي حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ غَلِبَ أَصْحَابُكَ الْيَوْمَ . قَالَ : وَمَا غَلِبُوا ؟ قَالَ : هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ عَدَدَ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ ؟ قَالَ : فَمَا قَالُوا ؟ قَالَ : قَالُوا لَا نَدْرِي حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا . قَالَ : يَا أَبُ قَوْمٍ سَأَلُوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ ؟ فَقَالُوا : لَا نَعْلَمُ حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا ، لَكِنُّهُمْ قَدْ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ ، فَقَالُوا : أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً ، عَلَى بِأَعْدَاءِ اللَّهِ ، إِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَنْ تَرْبَةِ الْجَنَّةِ وَهِيَ الدَّرْمَكُ ، فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ كَمْ عَدَدَ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ ؟ قَالَ : هَكَذَا وَهَكَذَا فِي مَرَّةٍ عَشْرَةً ، وَفِي مَرَّةٍ تِسْعٍ ، قَالُوا : نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ : تَرْبَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : فَسَكَتُوا هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالُوا : أَخْبِرْنَا يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَخْبِرْ مِنْ بَيْنِكُمْ .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ .

৩৩২৭. ইবন আবু 'উমার (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইয়াহুদীদের কিছু লোক একবার কিছু সংখ্যক সাহাবীকে বলল : তোমাদের নবী কি জানেন জাহান্নামের রক্ষীদের সংখ্যা কত? সাহাবীরা বললেন : তাঁকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তো আমরা এ বিষয়ে কিছু জানি না।

এক ব্যক্তি তখন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনার সাহাবীরা তো আজ পরাজিত হয়ে গেল।

তিনি বললেন : কিসে তারা পরাজিত হল?

লোকটি বলল : ইয়াহুদীরা জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাদের নবী কি জানেন জাহান্নামের রক্ষীদের সংখ্যা কত?

তিনি বললেন : তারা কি জওয়াব দিল?

লোকটি বলল, তারা বলল, আমাদের নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তো আমরা এ বিষয়ে কিছু জানি না।

তিনি বললেন : যে বিষয়ে তারা জানে না সে বিষয়ে যদি কোন সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন যদি তারা বলে, আমরা আমাদের নবীকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত কিছু বলতে পারব না — তবে তাতে কি এ লোকদেরকে পরাজিত বলা যায়? তারা তো তাদের নবীকেও প্রশ্ন করেছিল। বলেছিল : আল্লাহকে আমাদের চাক্ষুস দেখিয়ে দিন। আল্লাহর এই দুশমনদের আমার কাছে আসতে বল। আমি তাদেরকে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। আর তা হল ময়দার মত।

এরা যখন এল, তখন বলল : হে আবুল কাসিম! জাহান্নামের রক্ষীদের সংখ্যা কত?

তিনি বললেন : এত এবং এত। প্রথমবার দশ এবং দ্বিতীয়বার নয় বলে ইঙ্গিত করলেন।

তারা বলল : ঠিক।

নবী ﷺ তাদের বললেন : জান্নাতের মাটি কিসের?

তারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পরে বলল : এতো রুটির মত।

নবী ﷺ বললেন : ময়দার রুটির মত।

হাদীসটি গারীব। মুজালিদের রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি।

৩২২৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُطَيْمِيُّ وَهُوَ أَخُو

حَزْمِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ الْقُطَيْمِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (هُوَ

أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا أَهْلُ أَنْ أَتَقَى ، فَمَنْ التَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَهَا

فَأَنَا أَهْلُ أَنْ أُغْفِرَ لَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَسُهَيْلٌ لَيْسَ بِالتَّقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ قَدْ تَفَرَّدَ سُهَيْلٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ

ثَابِتٍ .

৩৩২৮. হাসান ইবন সাববাহ বায্যার (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত :

(هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ)

একমাত্র তিনিই ভয়যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। (সূরা মুদাছ্ছির ৭৪ : ৫৬) আয়াতটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমিই ভয় করার যোগ্য; যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করবে, সে আমার সঙ্গে অন্য ইলাহকে শরীক করবে না। তখন আমিই তাকে ক্ষমা করে দিব।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। বর্ণনাকারী সুহায়ল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। ছাবিত (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সুহায়ল একা।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْقِيَامَةِ .

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-কিয়ামা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩২৯- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يُحْرَكُ بِهِ لِسَانُهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (لَا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) قَالَ : فَكَانَ يُحْرَكُ بِهِ شَفْتَيْهِ ، وَحَرَكَ سُفْيَانُ شَفْتَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ عَلَى بْنُ الْمَدَنِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَحْسُنُ الثَّنَاءَ عَلَى مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ خَيْرًا .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩২৯. ইবন আবু 'উমার (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন কুরআন নাযিল হত তখন তাড়াতাড়ি তা আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁরা জিহ্বা নাড়াতে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : (لَا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ)

তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করবেন না। (সূরা কiyামা ৭৫ : ১৬)

তিনি তাঁর ঠোঁট নাড়তেন। রাবী সুফয়ান (র)-ও তাঁর ঠোঁট নেড়ে দেখিয়েছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আলী ইবনুল মাদীনী (র) বলেন : ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল কাত্তান (র) বলেছেন যে, সুফয়ান ছাওরী (র) মুসা ইবন আবু আয়িশা (র)-এর প্রশংসা করতেন।

৩৩৩০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنِي شَبَابَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثَوْبِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ أَنْ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرْرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ، وَكَرَّمَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَجْهُهُ يُؤَمِّنُ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ مِثْلَ هَذَا مَرْفُوعًا .

وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي حَرْفٍ عَنْ ثَوْبِرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

وَدَوَّى الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ غَيْرَ الثَّوْرِيِّ .

৩৩৩০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সবচেয়ে কম দরজার জান্নাতী যে, সেও যখন তার উদ্যান, সঙ্গিনী ও চাকর-নফরদের এবং আনন্দ-সুখের দিকে লক্ষ্য করবে, তখন তাও পাবে হাজার বছরের পথ জুড়ে বিস্তৃত। আল্লাহ তা'আলার নিকট যে জান্নাতী সবচেয়ে সম্মানিত হবে, সে সকাল ও সন্ধ্যা তাঁর চেহারার দীদার লাভ করবে। এরপর নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন : (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ)

সে দিন বহু চেহারা হবে উজ্জ্বল, তারা তাকিয়ে থাকবে তাদের রব্বের দিকে। (সূরা কিয়ামা ৭৪ : ২২-২৩)

হাদীসটি গারীব। এটিকে ইসরাঈল (র)-এর বরাতে একাধিক রাবী মারফু'রূপে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল মালিক ইবন জাবির (র) এটি 'ছুওয়ায়র — ইবন 'উমার (রা) সূত্রে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি মারফু' করেন নি।

আশজাজি (র) এটি সুফয়ান-ছুওয়ায়র-মুজাহিদ — ইবন 'উমার (রা) সূত্রে ইবন 'উমার (রা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি মারফু' করেন নি। ছাওরী (র) ছাড়া আর কেউ এই সনদে মুজাহিদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন বলে আমরা জানি না।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ

পরিচ্ছেদ : সূরা আবাসা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২২৩১- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : هَذَا مَا عَرَضْنَا عَلَىٰ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَنْزَلَ (عَبَسَ وَتَوَلَّى) فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْشِدْنِي ، وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ عِظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيَقْبِلُ عَلَى الْآخِرِ وَيَقُولُ : أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا ، فَيَقُولُ لَا ، فَفِي هَذَا أَنْزَلَ .

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَدَوَّى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَنْزَلَ (عَبَسَ وَتَوَلَّى) فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৩১. সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-উমাবী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “আবাসা” সূরাটি ইবন উম্ম মাকতূম (রা) প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ

-এর কাছে এসে বলতে লাগলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সত্যপথের সঠিক পথ-নির্দেশ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কয়েকজন মুশরিক অধিপতি ছিল। তাই তিনি তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য একজনের দিকে মনোযোগী হয়ে লোকটিকে বলছিলেন : আপনি আমার বক্তব্যে দোষের কিছু দেখছেন কি? লোকটি বলছিল : না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরাটি নাযিল হয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী এই হাদীসটিকে হিশাম ইবন উরওয়া — তাঁর পিতা উরওয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : আবাসা ওয়াতাতাওয়াল্লা সূরাটি ইবন উম্ম মাকতূমের ঘটনায় নাযিল হয়েছে। এই সনদে আয়িশা (রা)-এর উল্লেখ নেই।

২২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَحْشَرُونَ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : أَيْبُصِرُ أَوْ يَرَى بَعْضُنَا عُرَاةَ بَعْضٍ ؟ قَالَ يَا فَلَانَةُ (لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمٌ شَأْنٌ يَغْنِيهِ)

أَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩৩৩২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : খালি পা, বিবস্ত্র এবং খাতনাহীন অবস্থায় তোমাদের হাশর হবে।

কোন এক মহিলা তখন বললেন : আমাদের একজন আরেকজনের গুপ্তস্থান দেখে ফেলবে না?

তিনি বললেন : হে অমুক! (لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمٌ شَأْنٌ يَغْنِيهِ) সে দিন প্রত্যেকেরই এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে (নিজের ব্যাপারে) ব্যস্ত করে রাখবে। (সূরা আবাসা ৮০ : ৩৭)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইবন আব্বাস (রা) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

وَأَيُّ : وَمِنْ سُورَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

পরিচ্ছেদ : সূরা ইযাশ-শামসু কুওবিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) وَ (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) وَ (إِذَا السَّمَاءُ

انْشَقَّتْ) .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৩৩. আব্বাস ইবন আবদুল আযীয আল-আস্বারী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কিয়ামত দিবসের দৃশ্য চাক্ষুস দেখার মত দেখতে পছন্দ করে, সে যেন (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) আর (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) এবং (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) সূরাগুলো পাঠ করে ।

بَابُ : وَ مِنْ سُورَةِ وَيلُ لِلْمُطَفِّفِينَ

পরিচ্ছেদ : সূরা ওয়াইলুল-লিল-মুতাফফিফীন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩৩৪- حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكْتُتَ فِي قَلْبِهِ نُكْةٌ سَوْدَاءٌ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سَقَلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَغْلُو قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ).

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৩৪. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যখন কোন গুনাহ করে তখন তার হৃদয়ে একটি কাল দাগ পড়ে । পরে যখন সে গুনাহ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে, তখন তার হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে যায় । কিন্তু সে যদি পুনরাবৃত্তি করে, তবে কাল দাগ বৃদ্ধি পায় । এমন কি তার হৃদয়ের উপর তা প্রবল হয়ে উঠে । এই অবস্থাটিকেই আল্লাহ তা‘আলা রা’ন (মরচে পড়া) বলে উল্লেখ করেছেন : (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ).

কখনও নয়, বরং এদের কৃতকর্মের দরুন এদের হৃদয়ে জং ধরেছে । (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ : ১৪)

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

৩৩৩৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : هُوَ عِنْدَنَا

مَرْفُوعٌ (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ : يَقُومُونَ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ قَالَ حَمَّادُ .

৩৩৩৫. ইয়াহুইয়া ইবন দুরুস্ত বাসরী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত । আল্লাহর বাণী :

(يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) - যে দিন সব মানুষ রাক্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়াবে (সূরা

মুতাফফিফীন ৮৩ : ৬) প্রসঙ্গে তিনি বলেন : কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামের মাঝে তারা এক-একজন দাঁড়িয়ে থাকবে ।

বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র) বলেন, হাদীসটি আমাদের কাছে মারফু‘ ।

৩৩৩৬- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ : يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنِيهِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৩৩৬. হানাদ (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী : **يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** :
 যে দিন সব মানুষ রাক্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়াবে (৮৩ : ৪) প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : কানের
 অর্ধেক পর্যন্ত ঘামের মাঝে এরা দাঁড়িয়ে থাকবে।

এ হাদীসটি হাসান সাহীহ। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ : وَ مِنْ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

পরিচ্ছেদ : সূরা ইয়াস-সামাউন শাক্কাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৩৩৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ
 قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ نَوَّشَ الْحِسَابَ هَلَكَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
 يَقُولُ (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : يَسِيرًا) قَالَ : ذَلِكَ الْغَرَضُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
 عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৩৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ
 -কে বলতে শুনেছি, যার হিসাবের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তো বলছেন :

(فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : يَسِيرًا)

যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব হবে অতি সহজ। (৮৪ : ৭-৮)

তিনি বললেন : এ হবে পেশ করা মাত্র।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

সুয়াইদ ইবন নসর (র)... উছমান ইবন আসওয়াদ (র) একই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন আবান প্রমুখ (র)-আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২২২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَلَى ابْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ قَالَ : مَنْ حَوَسِبَ عَذَبَ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৩৩৮. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ হামদানী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যার হিসাবে কড়াকড়ি করা হবে, তাকে আযাব দেওয়া হবে।

কাতাদা-আনাস (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এ হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া কাতাদা (র)-এর বরাতে আনাস (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِ

পরিচ্ছেদ : সূরা বুরুজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২২২৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَيُّوبَ ابْنِ

خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالْيَوْمُ

الْمَشْهُودُ يَوْمَ عَرْفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ ، فِيهِ سَاعَةٌ-

لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا أَسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ، وَلَا يَسْتَعِيدُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْهُ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ يَكْنَى أَيْأَ عَبْدَ الْعَزِيزِ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى وَغَيْرُهُ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَ الثَّوْرِيُّ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَنْمَةِ عَنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ

يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعْفَهُ يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ .

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৩৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

বাংলা হাদিস

হল الشاهد এবং আরাফা দিবস হল اليوم المشهود। প্রতিশ্রুত দিন হল কিয়ামতের দিন। اليوم الموعود জুমু'আর দিন।

তিনি আরও বলেন : এই (জুমু'আর) দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নাই যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। এ দিনের মাঝে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোন মু'মিন বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন। কোন বিষয়ে যদি সে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়, তবে তিনি তা থেকে তাকে পানাহ দেন।

মূসা ইবন উবায়দা (রা)-এর সূত্র ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মূসা ইবন উবায়দা (র) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ প্রমুখ (র) তাঁর স্মরণশক্তির ক্ষেত্রে তাঁকে যঈফ বলেছেন। শু'বা, সুফয়ান ছাওরী ও আরো অনেক হাদীছের ইমাম মূসা ইবন উবায়দা (র)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলী ইবন হুজর (র)... মূসা ইবন উবায়দা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মূসা ইবন উবায়দা আর-রাযী (র)-এর উপনাম হল আবদুল আযীয। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ কাত্তাল প্রমুখ তাঁর স্মরণশক্তির ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা করেছেন।

৩৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ وَالْهَمْسُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ تَحَرَّكَ شَفْتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ قَالَ : إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَعْجَبَ بِأَمْتِهِ فَقَالَ : مَنْ يَقُومُ لِهَوْلَاءِ ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيْرُهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ أَنْ أَسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَذْوَهُمْ ، فَأَخْتَارُوا النِّقْمَةَ ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا . قَالَ : وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْآخِرِ . قَالَ : كَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ يَكْهِنُ لَهُ ، فَقَالَ الْكَاهِنُ : أَنْظِرُوا لِي غُلَامًا فَهَمَّا أَوْ قَالَ فَطِنَا لِقِنَا فَأَعْلِمَهُ عِلْمِي هَذَا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَيَنْقُطَعَ مِنْكُمْ هَذَا الْعِلْمُ وَلَا يَكُونُ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ . قَالَ : فَنَظَرُوا لَهُ عَلَى مَا وَصَفَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الْكَاهِنَ وَأَنْ يَخْتَلِفَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ . قَالَ مَعْمَرٌ : أَحْسِبُ أَنْ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمِنِذِ مُسْلِمِينَ . - قَالَ : فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ . فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَعْبُدُ اللَّهَ . قَالَ : فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ وَ يَبْطِئُ عَلَى الْكَاهِنِ ، فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الْغُلَامِ إِنَّهُ لَا يَكَادُ يَحْضُرُنِي ، فَأَخْبَرَ الْغُلَامُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : إِذَا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْ : عِنْدَ أَهْلِي ، وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلَكَ أَيْنَ كُنْتَ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّكَ كُنْتَ

عِنْدَ الْكَاهِنِ . قَالَ : فَبَيْنَمَا الْغُلَامُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ كَانَتْ أَسَدًا ، قَالَ : فَأَخَذَ الْغُلَامُ حَجَرًا فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَهَا . قَالَ : ثُمَّ رَمَى فَقَتَلَ الدَّابَّةَ . فَقَالَ النَّاسُ : مَنْ قَتَلَهَا؟ قَالُوا الْغُلَامُ ، فَفَزِعَ النَّاسُ وَقَالُوا : لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ ، قَالَ : فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ بَصْرِي فَلَكَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ لَهُ : لَا أُرِيدُ مِنْكَ هَذَا ، وَلَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعْتُ إِلَيْكَ بِصْرِكَ أَتُؤْمِنُ بِالَّذِي يَرُدُّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصْرَهُ ، فَأَمَّنَ الْأَعْمَى ، فَبَلَغَ الْمَلِكُ أَمْرَهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ ، فَأَتَى بِهِمْ ، فَقَالَ : لَا قَتْلَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لَا أَقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ ، فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ أَعْمَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى مَفْرَقِ أَحَدِهِمَا فَقَتَلَهُ وَ قَتَلَ الْآخَرَ بِقِتْلَةٍ أُخْرَى . ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُلَامِ ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا فَالْقُوهُ مِنْ رَأْسِهِ ، فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا انْتَهَوْا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادُوا أَنْ يَلْقَوْهُ مِنْهُ جَعَلُوا يَتَهَايَفُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَبَلِ وَ يَتَرَدَّدُونَ ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا الْغُلَامُ . قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ أَنْ يَنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَيَلْقَوْهُ فِيهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَحْرِ ، فَفَرَّقَ اللَّهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَأَنْجَاهُ ، فَقَالَ الْغُلَامُ لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لَا تَقْتُلْنِي حَتَّى تَصْلُبْنِي وَتَرْمِيَنِي وَتَقُولَ إِذَا رَمَيْتَنِي : بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ : قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ ، فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ . قَالَ : فَوَضَعَ الْغُلَامُ يَدَهُ عَلَى صَدْفِهِ حِينَ رَمَى ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ أَنَاسٌ : لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ ، فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هَذَا الْغُلَامِ . قَالَ : فَقِيلَ لِلْمَلِكِ أُجْرَعَتْ أَنْ خَالَفَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَهَذَا الْعَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوكَ . قَالَ : فَخَذَّ أَخْدُودًا ثُمَّ أَلْقَى فِيهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ تَرَكْنَاهُ ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَقَيْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأَخْدُودِ ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ) حَتَّى بَلَغَ (الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ) قَالَ : فَأَمَّا الْغُلَامُ فَإِنَّهُ دُفِنَ قَالَ : فَيَذْكُرُ أَنَّهُ أَخْرَجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَصْبَعَهُ عَلَى صَدْفِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِينَ قَتَلَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৩৪০. মাহমুদ ইবন গায়লান ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে ঠোট নাড়াচাড়া করতেন। তিনি যেন কথা বলছেন। তাঁকে বলা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আসরের সালাত শেষে আপনি যেন চুপে চুপে কথা বলেন?

তিনি বললেন : নবীগণের কোন একজন তাঁর উম্মত নিয়ে গৌরববোধ করছিলেন। বলেছিলেন : এদের মুকাবিলায় কে দাঁড়াতে পারবে! তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট ওয়াহী পাঠালেন : আমি তাদের শাস্তি দিব বা তাদের উপর শত্রু চাপিয়ে দিব। এ দু'য়ের একটি গ্রহণ করার জন্য তাদের ইখতিয়ার দিন।

তারা শাস্তিকেই গ্রহণ করে নিল। সে মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর মৃত্যু চাপিয়ে দিলেন। ফলে একদিনেই তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু হল।

এ হাদীসটি বর্ণনার সাথে তিনি পরবর্তী এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন : কোন এক বাদশাহ ছিল। তার ছিল একজন গণক। সে তার জন্য ভবিষ্যত গণনা করত। একবার তাকে ঐ গণক বলল : একটা বুদ্ধিমান ধীশক্তিসম্পন্ন বালক তালাশ করুন, আমি তাকে আমার এই জ্ঞান শিক্ষা দিব। কারণ, আমার আশংকা হয়, যদি আমি মারা যাই তবে আপনাদের থেকে এই জ্ঞান খতম হয়ে যাবে। এই জ্ঞানের অধিকারী আপনাদের মধ্যে কেউ থাকবে না।

তাদের বর্ণনানুযায়ী এক বালক তারা তালাশ করে বের করল। তারা তাকে গণকের কাছে হাযির হতে নির্দেশ দিল এবং তার কাছে আসা-যাওয়া করতে বলল। সে মতে বালকটি তার কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। আসা-যাওয়ার পথে এক গীর্জায় একজন পাদ্রী থাকত। [বর্ণনাকারী মা'মার (র) বলেন, তৎকালে গীর্জার উপাসনাকারিগণ সত্য দীনে বিশ্বাসী ছিলেন]। বালকটি যখনই সেখান দিয়ে যেত, সে পাদ্রীকে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত। শেষে পাদ্রী তাকে জানাল : আমি আল্লাহ্র ইবাদত করি।

বালকটি পাদ্রীর কাছে সময় দিতে লাগল এবং উক্ত গণকের কাছে যেতে দেবী করতে লাগল। এতে গণক বালকটির পরিবার-পরিজনের কাছে খবর পাঠায় যে, সে প্রায়ই হাযির হয় না। বালকটি পাদ্রীকে এ বিষয়টি অবহিত করে। পাদ্রী তাকে বলল : গণক যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কোথায় ছিলে, তবে তুমি বলবে যে, তুমি তোমার পরিবারের লোকদের কাছেই ছিলে। আর তোমার পরিবারের লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন বলবে তুমি গণকের কাছে ছিলে।

এভাবেই চলছিল। একদিন বালকটি মানুষের এক বিরাট ভিড়ের নিকট দিয়ে পথ-অতিক্রম করছিল। লোকদেরকে একটা হিংস্র জন্তু পথ আটকে রেখেছিল। কোন কোন রাবী বলেছেন, এই জন্তুটি ছিল একটা সিংহ। বালকটি একটা পাথর হাতে নিয়ে বলল : হে আল্লাহ্! পাদ্রী যা বলে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আমি যেন জন্তুটিকে হত্যা করতে পারি। এরপর সে পাথরটি ছুঁড়ে মারল এবং জন্তুটি মারা গেল। লোকেরা বলতে লাগল, কে এই জন্তুটি হত্যা করেছে? অন্যেরা জবাব দিল, এই বালকটি। মানুষের মাঝে এতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, এই বালকটি এমন কিছু জ্ঞান শিখেছে যা অন্যরা শিখেনি। এক অন্ধও বালকটির কথা শুনে পায়। সে তাকে বলল : তুমি যদি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পার, তবে তুমি অমুক অমুক জিনিস পাবে।

বালকটি বলল : আমি তোমার কাছে এই অর্থ চাই না। কিন্তু তুমি যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও তবে কি তুমি সেই সত্তার উপর ঈমান আনবে — যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিবেন?

সে বলল : হ্যাঁ।

তখন বালকটি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করল। আল্লাহ্ এই অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর এই অন্ধ ঈমান গ্রহণ করে। সেই বাদশাহর কাছে তাদের এই ঘটনার সংবাদ পৌঁছল। সে তখন লোক পাঠিয়ে তাদের ধরে আনল। বলল : তোমাদের প্রত্যেককে আমি এমনভাবে হত্যা করব যে, কাউকে এমনভাবে আমি আর হত্যা করিনি।

তার নির্দেশে পাদ্রী এবং অন্ধ লোকটির একজনকে তো মাথার সিঁথি থেকে করাত দিয়ে চিরে শহীদ করে দেওয়া হল এবং অন্যজনকে অন্য একভাবে হত্যা করা হল।

পরে বালকটি সম্পর্কে সে নির্দেশ দিয়ে বলল : তাকে নিয়ে অমুক পাহাড়ে যাও এবং চূড়া থেকে তাকে ফেলে দিবে। লোকেরা তাকে পাহাড়ে নিয়ে গেল। যে স্থান থেকে তাকে তারা ফেলে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সে স্থানে তারা পৌঁছার পর নিজেরাই গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল; বালকটি ছাড়া আর কেউ তাদের বাকী রইল না। শেষে বালকটি ফিরে এল। বাদশাহ তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে নির্দেশ দেয়। তদনুসারে তাকে সাগরে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তাদেরকে আল্লাহ ডুবিয়ে দিলেন আর বালকটিকে বাঁচিয়ে দিলেন।

শেষে বালকটি বাদশাহকে বলল : শূলীতে ঝুলিয়ে তীর নিক্ষেপ করে মারা ভিন্ন তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যখন তীর নিক্ষেপ করবে তখন বলবে : ‘এই বালকটির প্রতিপালক আল্লাহর নামে।’

যা হোক, বাদশাহ উক্ত মর্মে নির্দেশ জারি করে এবং বালকটিকে শূলীতে ঝুলিয়ে ‘এই বালকটির রব্ব আল্লাহর নামে’ বলে তাকে তীর ছোড়া হল। তীর নিক্ষেপের সময় বালকটি তার হাত কানপট্টিতে স্থাপন করে রেখেছিল।

লোকেরা বলল : এই বালকটি এমন এক জ্ঞানের অধিকারী — যা আর কেউ জানে না। এই বালকের রব্বের উপর আমরাও ঈমান আনলাম।

বাদশাহকে বলা হল, মাত্র তিন ব্যক্তি তোমার বিরোধিতা করায় তুমি ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলে আর এখন পৃথিবীর সবাই তোমার বিরোধী হয়ে উঠেছে।

তারপর এই বাদশাহ অনেকগুলো গর্ত খনন করে এবং এতে লাকড়ি ফেলে আগুন জ্বালায়। পরে সে লোকদের একত্রিত করে বলল : যে এই ধর্ম থেকে ফিরে আসবে, তাকে ছেড়ে দিব আর যে ব্যক্তি ফিরে আসবে না, তাকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করব। তারপর সে মু’মিনদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে শুরু করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা বলেন :

(قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ) (الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)

ধ্বংস হয়েছে কুণ্ড অধিপতিরা, ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি যিনি পরাক্রমশালী এবং প্রশংসিত। (সূরা বুরূজ ৮৫ : ৪-৮)

বালকটিকে পরে দাফন করা হয়। বর্ণনা করা হয় যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত আমলে তাঁর লাশ বের করা হয়। শহীদ হওয়ার সময় তাঁর আঙুলগুলি যে কানপট্টিতে রাখা ছিল, তখনও ঠিক তেমনই ছিল।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْفَاشِيَةِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-গাশিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ

وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ لِّسِتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ)
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৪১. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর স্বীকৃতি প্রদান না করা পর্যন্ত আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশিত হয়েছি। যখন তারা এই কথার স্বীকৃতি দিবে, তখন আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। কিন্তু হকের দাবী স্বতন্ত্র, আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। এরপর তিনি পাঠ করলেন :

(إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ لِّسِتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ) আপনি তো একজন উপদেশদাতা। আপনি এদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন (সূরা গাশিয়া ৮৮ : ২১-২২)
 হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْفَجْرِ
 পরিচ্ছেদ : সূরা আল-ফাজর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৪২- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، فَقَالَ : هِيَ الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَبَعْضُهَا وَتْرٌ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ .
 وَقَدْ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৪২. আবু হাফস আমর ইবন আলী (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে জোড় ও বেজোড়-এর কসম (সূরা ফাজর ৮৯ : ৩) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন : এ হল সালাত; এর কিছু তো জোড় আর কিছু বেজোড়।

হাদীসটি গারীব। কাতাদা (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। খালিদ ইবন কায়স (র) এটিকে কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الشَّمْسِ وَخُصَامِهَا

পরিচ্ছেদ : সূরা ওয়াশ-শামসি ওয়া যুহাহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৪৩- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ زَمْعَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمًا يَذْكُرُ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ : (إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا) انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلَ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَقَالَ : إِلَى مَا يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ - قَالَ : ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرِطَّةِ فَقَالَ : إِلَى مَا يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَا يَفْعَلُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৪৩. হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র)... আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একদিন [সালিহ (আ.)-এর] উদ্বী এবং এর হত্যাকারী সম্পর্কে নবী ﷺ-কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : (إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا) যখন (উদ্বীটিকে বধ করার জন্য) সবচেয়ে হতভাগ্য লোকটি উঠল (সূরা আশ-শামস ৯১ : ১২) কঠিন হৃদয়, কঠোর এবং আবু যামআর মত স্বীয় গোষ্ঠীর মাঝে প্রতিপত্তিশালী এক ব্যক্তি এর জন্য তৎপর হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এরপর তাঁকে আমি মহিলাদের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ কেউ এ কি ধরনের আচরণে উদ্যত হয়? গোলামের মত স্ত্রীদের মারতে শুরু করে দেয় অথচ এই দিনের শেষভাগেই হয়ত সে তার সাথে সঙ্গত হবে!

আবদুল্লাহ (রা) বলেন : এরপর নবী ﷺ কারো বাৎকর্মের দরুন হাসার বিষয়ে তাদের নসীহত করলেন। বললেন : কি বিষয়ে তোমাদের লোকেরা হাসে! অথচ নিজেই তো এটা করে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

পরিচ্ছেদ : সূরা ওয়াল-লায়লি ইযা ইয়াগশা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قَدَامَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي الْبَقِيعِ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ وَمَعَهُ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَدْخُلُهَا ، فَقَالَ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَكَلَّى عَلَى كِتَابِنَا ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلْسَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ ؟ قَالَ : بَلِ اعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسَرٍ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَسِيرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَسِيرُ لِعَمَلِ

الشَّقَاءِ ، ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৪৪. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা 'বাকী'তে এক জানাযার সাথে ছিলাম । নবী ﷺ এলেন । তিনি বসলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে বসলাম । তাঁর সঙ্গে একটি গাছের ডাল ছিল । সেটি দিয়ে তিনি মাটি ঠোকাচ্ছিলেন । অনন্তর আসমানের দিকে তিনি তাঁর মাথা তুললেন এবং বললেন : এমন কোন প্রাণ নেই যার প্রবেশস্থল লিখে না রাখা হয়েছে । উপস্থিত লোকেরা বলল : হে আল্লাহর রাসূল! তবে আমরা কি আমাদের ভাগ্যলিপির উপরই নির্ভর করব? যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য সৌভাগ্যজনক অনায়াসসাধ্য কর্ম হবে আর যে হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য তা আয়াসসাধ্য কর্ম হবে?

তিনি বললেন : তোমরা আমল করতে থাক । তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই সহজসাধ্য করে দেওয়া হয়েছে; যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজসাধ্য করে দেওয়া হয়েছে আর যে হবে দুর্ভোগ্যের অধিকারী, তার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ সহজসাধ্য করে দেওয়া হবে ।

তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

(فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ)

সুতরাং যে দান করে, মুক্তাকী হয় এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ । আর যে কার্পণ্য করে, নিজেকে মুখাপেক্ষীহীন মনে করে এবং যা উত্তম তা অস্বীকার করে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ । (সূরা ওয়া-লায়ল ৯২ : ৫-১০)

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ وَالضُّحَىٰ

পরিচ্ছেদ : সূরা যুহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩২৪৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ الْبَجَلِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ فَدَمِيتُ أَصْبَعُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ . هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتُ .

قَالَ : وَأَبْطَاءَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ الْمَشْرِكُونَ : قَدْ وَدَّعَ مُحَمَّدٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (مَا

وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) .



বাংলা হাদিস

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৪৫. ইবন আবু উমার (র)... জুন্দুব বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক অভিযানে ছিলাম। এমন সময় তাঁর একটি আঙুল যখমী হয়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তখন নবী ﷺ বললেন :

তুই তো একটি আঙুলই মাত্র;

রক্তাক্ত হয়েছ আজ,

আল্লাহর পথেই তো তোর এই মসীবত ।

বর্ণনাকারী বলেন : একবার তাঁর কাছে জিরবীল (আ) আসতে দেরী করেন। তখন মুশরিকরা বলল : (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) .

তোমার রব্ব তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি। (৯৩ : ৩)

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

শু'বা ও ছাওরী (র) এটিকে আসওয়াদ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْمُنْشَرَحِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আলাম নাশরাহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ : أَحَدَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ، فَأَتَيْتُ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ مَاءٌ زَمْزَمٌ فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا . قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ ، مَا يَعْنِي (قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مَا يَعْنِي) ؟ قَالَ : إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي فَاسْتَخْرِجَ قَلْبِي ، فَفُسِلَ قَلْبِي بِمَاءِ زَمْزَمٍ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৪৬. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আনাস (রা) সূত্রে তাঁর স্বগোত্রীয় ব্যক্তি মালিক ইবন সা'সা' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি বায়তুল্লাহর কাছে ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম।

হঠাৎ শুনি কেউ একজন বলছে, তিনজনের মাঝে একজন তারপর সোনার একটি খাঞ্চা আমার কাছে আনা হল। এতে ছিল যমযমের পানি। এখান থেকে ওখান পর্যন্ত আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হল।

কাতাদা (র) বলেন : আমি আনাস (রা)-কে বললাম : ওখান পর্যন্ত বলতে কি বুঝিয়েছেন?

তিনি বললেন : পেটের নিচ পর্যন্ত।

নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেন : তারপর আমার হৃদয় বের করে আনা হয় এবং তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করে পুনরায় স্ব-স্থানে স্থাপন করা হয়। আর ঈমান ও হিকমত দ্বারা তা ভরে দেওয়া হয়।

হাদীসটিতে আরো দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আবু যারর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ التِّينِ

পরিচ্ছেদ : সূরা ত্বীন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৪৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا بَدَوِيًّا أَعْرَابِيًّا يَقُولُ :

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ سُورَةَ (وَالتِّينِ وَ الزَّيْتُونِ) فَقَرَأَ (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ) فَلْيَقُلْ :

بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا يَرْوَى بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنْ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُسَمَّى .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৪৭. ইবন আবু উমার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সূরা ওয়াত-ত্বীন ওয়ায যায়তুন তিলাওয়াত করতে গিয়ে, (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ)

আল্লাহ কি সব বিচারকের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (সূরা ত্বীন ৯৫ : ৮) তিলাওয়াত করে তখন যেন সে বলে, (بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) অবশ্যই, আমি এর অন্যতম সাক্ষী।

এ হাদীসটি এ সনদে এই মরুবাসী — আবু হুরায়রা (রা) সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। এই মরুবাসী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয় নি।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

পরিচ্ছেদ : সূরা ইকরা বিসমি রাব্বিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৪৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ) قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ : لِنَنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي لَأَطَانُ عَلَى عُنُقِهِ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ فَعَلَ لَأَخَذْتُهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৪৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে, (سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ) আমরাও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরিগণকে ... (সূরা আলাক ৯৬ : ১৮) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আবু জাহল বলল : মুহাম্মদকে সালাত আদায় করতে যদি দেখি, তবে অবশ্যই তার গর্দানে পা মাড়িয়ে ধরব ।

নবী ﷺ (ওনে) বললেন : সে যদি এমন করে তবে ফিরিশতারা অবশ্যই তাকে প্রকাশ্যে পাকড়াও করবে ।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব ।

৩৩৪৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي ، فَجَاءَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ : أَلَمْ أَتُكَّ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَتُكَّ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَتُكَّ عَنْ هَذَا؟ فَأَنْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَبَّرَهُ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ مِنِّي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللَّهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذْتُهُ زَبَانِيَةُ اللَّهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৩৩৪৯. আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আশাজ্জ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ সালাত আদায় করছিলেন । এমন সময় আবু জাহল এল । বলল : আমি কি তোমাকে এই কাজ থেকে নিষেধ করিনি? তোমাকে আমি এ বিষয়ে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করিনি? ﷺ

নবী ﷺ সালাত শেষে ফিরে তাকালেন এবং তাকে শাসালেন ।

আবু জাহল বলল : তুমি অবশ্যই জান আমার চেয়ে বেশী লোক এই শহরে আর কারো নেই ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ)

সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করুক । আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে । (সূরা আলাক ৯৬ : ১৭-১৮) ইবন আব্বাস (রা) বলেন : সে যদি তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করত, তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর প্রহরী ফিরিশতারা পাকড়াও করত ।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব ।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْقَدْرِ

পরিচ্ছেদ : সূরা লায়লাতুল-কাদর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَدَانِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا بَاعَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : سَوَّدَتْ وَجُوهُ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ يَامَسُودَ وَجُوهُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : لَا تُؤْنِبْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَى بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مَنْبَرِهِ فِسَاءَهُ ذَلِكَ ، فَتَزَلَّتْ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) يَا مُحَمَّدُ ، يَعْنِي نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ ، وَنَزَلَتْ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (يَمْلِكُهَا بَعْدَكَ بَنُو أُمَيَّةَ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ الْقَاسِمُ : فَعَدَدْنَاهَا فَإِذَا هِيَ أَلْفُ شَهْرٍ لَا يَزِيدُ يَوْمًا وَلَا تَنْقُصُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ .

وَقَدْ قِيلَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَارِزٍ . وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَدَانِيُّ هُوَ ثِقَةٌ ، وَثِقَةٌ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَيُونُسُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... ইউসুফ ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণের পর হাসান ইবন আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং বলল : তুমি মু'মিনদের মুখে কালি মেখে দিয়েছ (বর্ণনান্তরে সে বলল :) হে মু'মিনদের মুখে কালি লেপনকারী!

তিনি বললেন : আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, এমনভাবে তুমি আমাকে ভৎসনা করবে না। নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখান হল যে, বনু উমাইয়ার লোকেরা তাঁর মিশ্বরে চড়ে বসেছে। এটা তাঁর কাছে খারাপ লাগে। তখন নাযিল হয় : (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)

হে মুহাম্মদ! আপনাকে তো আমি জান্নাতের নহর কাওছার দান করেছি। আরো নাযিল হল :

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)

আমি তা (আল কুরআন) নাযিল করেছি মহিমাম্বিত রজনীতে। মহিমাম্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কি জান? মহিমাম্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে মুহাম্মদ! আপনার ইনতিকালের পর বনু উমাইয়ারা এই পরিমাণকাল সিংহাসনের অধিকারী থাকবে।

কাসিম (র) বলেন : আমরা গুণে দেখেছি বানু উমাইয়ার শাসনকাল ছিল এক হাজার মাস। এর একদিন কম বা বেশী নয়।

এ হাদীসটি গারীব। কাসিম ইবন ফায়ল (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। কাসিম ইবন ফায়ল-ইউসুফ ইবন মাযিন (র) হিসাবেও কথিত আছে। কাসিম ইবন ফায়ল হাদানী (র) ছিকাহ ও নির্ভরযোগ্য। ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র) তাঁকে ছিকাহ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইউসুফ ইবন সা'দ (র) একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। উল্লিখিত শব্দে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

২২৫১- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لَبَابَةَ وَعَاصِمٍ هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ، سَمِعَا زَيْدَ بْنَ حُبَيْشٍ، وَزَيْدُ بْنُ حُبَيْشٍ يُكْنَى أَبَا مَرِيَمَ، يَقُولُ: قُلْتُ: لِأَبِي بَنِي كَعْبٍ: إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدَرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرَةِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ النَّاسُ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَتْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ، تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ بِالْعَلَامَةِ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৩৫১. ইবন আবু উমার (র)... যিরর ইবন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে বললাম : আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলে থাকেন যে, সারা বছর যে ব্যক্তি রাত জেগে ইবাদত করবে, সে লায়লাতুল কাদর পাবে।

তিনি বললেন : আবু আবদুর রহমানকে আল্লাহ ক্ষমা করুন। তিনি অবশ্যই জানেন এ রাত হল রমযানের শেষ দশ দিনের মাঝে এবং তা হল সাতাশ তারিখের রাত। কিন্তু তিনি চান যে, মানুষ যেন ভরসা করে বসে না থাকে। এরপর তিনি দ্ব্যর্থহীন হলফ করে বললেন : এই রাত অবশ্যই সাতাশের রাত।

আমি বললাম : হে আবুল মুনযির! আপনি কি করে এই কথা বলছেন?

তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্পর্কে যে আলামত আমাদের বলেছেন, সে অনুসারে আমি তা বলছি। সূর্য এই দিন এমনভাবে উদিত হয় যে, এর কোন কিরণোজ্জ্বল্য থাকে না।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ لَمْ يَكُنْ
পরিচ্ছেদ : সূরা লাম ইয়াকুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

২২৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلَيْقٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৫২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলল : হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ!

তিনি বললেন : এতো হলেন ইবরাহীম (আ) ।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ

পরিচ্ছেদ : সূরা ইযা যুলযিলাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৫৩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنْ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهَرِهَا ، تَقُولُ : عَمَلٌ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৫৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا)

— “সেইদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।” (সূরা যিলযাল ৯৯ : ৪) তারপর তিনি বললেন : তোমরা কি জান পৃথিবীর বৃত্তান্ত বর্ণনা কি?

সাহাবীগণ বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন ।

তিনি বললেন : এর বৃত্তান্ত বর্ণনা হল প্রত্যেক বান্দা নারী ও পুরুষ তার উপরে যে কাজ করবে, তারই সে সাক্ষ্য দিবে । বলবে : অমুক দিন সে অমুক কাজ করেছে, তমুক কাজ করেছে । এই হল পৃথিবীর বৃত্তান্ত বর্ণনা ।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ النَّكَاتِ

পরিচ্ছেদ : সূরা আলহাকুমুত-তাকাছুর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৫৪- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ (الْهَآكُمُ التَّكَآثُرُ) : قَالَ : يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَا لِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ؟
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৫৪. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... মুতাররিফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন শিখখীর তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবন শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন, তিনি তখন পাঠ করছিলেন :

(الْهَآكُمُ التَّكَآثُرُ) - প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাম্বল্ল করে রাখে (সূরা তাকাছুর ১০২ : ১) ।

তিনি বললেন : আদম-সন্তান বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ । অথচ তুমি সাদাকা করে যা ব্যয় করলে, খেয়ে যা শেষ করলে, কাপড় পরে যা পুরাতন করলে তা ছাড়া তোমার সম্পদ বলতে কিছুই নেই ।
 হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

৩৩৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ أَسْلَمَ الرَّازِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا زِلْنَا نَشْكُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّى نَزَلَتْ (الْهَآكُمُ التَّكَآثُرُ) قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ مَرَّةً عَنْ عَمْرِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ : عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৩৫৫. আবু কুরায়ব (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যতদিন না আল-হাকুমুত-তাকাছুর নাযিল হয়েছে, কবরের আযাব বিষয়ে আমরা সন্দেহে ছিলাম ।

আবু কুরায়ব (র) এক সময় আমার ইবন আবু কায়স-ইবন আবু লায়লা-মিনহাল (র) সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন ।

এ হাদীসটি গারীব ।

৩৩৫৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) قَالَ الزُّبَيْرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفَأَيُّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৩৫৬. ইবন আবু উমার (র)... আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র ইবন আওওয়াম তাঁর পিতা যুবায়র ইবন আওওয়াম (রা) সূত্রে বর্ণিত যে : (ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) — সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে

অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে (সূরা তাকাছুর ১০২ : ৮) আয়াতটি নাযিল হলে যুবায়র (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি নিয়ামত সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করা হবে? নিয়ামত তো মাত্র দুটো কাল বস্তু — খেজুর আর পানি।

তিনি বললেন : শোন, অচিরেই তোমাদের তা হবে।

এ হাদীসটি হাসান।

৩৩৫৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لِمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ النَّعِيمَ) قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَيِّ النَّعِيمِ نَسْأَلُ ؟ فَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ وَالْعَدْوُ حَاضِرٌ وَسَيُوفُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا . قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ ابْنِ عِيَّانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ هَذَا ، سَفْيَانُ بْنُ عِيَّانَةَ أَحْفَظُ وَأَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ .

৩৩৫৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে : (ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ النَّعِيمَ)

তারপর তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। আয়াতটি নাযিল হলে লোকেরা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি নিয়ামত সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করা হবে? নিয়ামত তো কেবল দুটি খেজুর ও পানি। আর এদিকে শত্রু সব সময় মাথার উপর। আর তলওয়ার হল ঘাড়ে।

তিনি বললেন : অচিরেই তা হবে।

ইবন উয়ায়না-মুহাম্মদ ইবন আমর (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি আমার কাছে এটি থেকে অধিকতর সাহীহ। আবু বকর ইবন আয্যাশ (র)-এর তুলনায় সুফয়ান ইবন উয়ায়না হাদীছের ক্ষেত্রে অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী।

৩৩৫৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَزْزَمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْنَى الْعَبْدُ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ : أَلَمْ نُنْصَحْ لَكَ جِسْمَكَ وَتُرْوَيْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَالضَّحَّاكُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَزْزَمٍ ، وَيُقَالُ ابْنُ عَزْزَمٍ ، وَابْنُ عَزْزَمٍ أَصَحُّ .

৩৩৫৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন বান্দাকে সবার আগে যে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তা হল — তাকে বলা হবে, আমি কি তোমার শরীর সুস্থ রাখিনি? আমি কি ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করিনি?

এ হাদীসটি গারীব।

যাহহাক (র) হলেন, ইবন আবদুর রহমান ইবন আরযাব এবং তিনি ইবন আরযাম বলেও কথিত। ইবন আরযামই অধিক সাহীহ।

بَابُ : وَعَنْ سُورَةِ الْكَوْثَرِ

পরিচ্ছেদ : সূরা কাওছার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৫৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ (إِنَّا أُعْطِينَاكَ الْكَوْثَرَ) أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ قَبَابُ اللَّوْلُؤِ .

قُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي قَدْ أُعْطَاكَهُ اللَّهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৫৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে, (إِنَّا أُعْطِينَاكَ الْكَوْثَرَ) — আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : কাওছার হল জান্নাতের একটি নহর।

রাবী বলেন : নবী ﷺ আরো বলেছেন : জান্নাতে একটি নহর দেখেছি। এর উভয় তীরে মতির গম্বুজ বিশিষ্ট ঘরসমূহ স্থাপিত। আমি বললাম : হে জিবরাঈল, এটি কি?

তিনি বললেন : এটি কাওছার, আল্লাহ তা'আলা এটি আপনাকে দান করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৩৬০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا شُرَيْبُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا عَرَضَ لِي نَهْرٌ حَافَتَاهُ قَبَابُ اللَّوْلُؤِ قُلْتُ لِلْمَلِكِ

مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أُعْطَاكَهُ اللَّهُ قَالَ : ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى طِينَةٍ فَاسْتَخْرَجَ مَسْكَاً ثُمَّ رَفَعَتْ لِي

سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَرَأَيْتُ عِنْدَهَا نُورًا عَظِيمًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ .

৩৩৬০. আহমদ ইবন মানী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে পায়চারি করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একটি নহর আমার সামনে পড়ল এর উভয় তীরে মতির গম্বুজ। ফিরিশ্তাকে বললাম : এটি কি?

আনাস (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

পরিচ্ছেদ : সূরা আন-নাসর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَسْأَلُهُ وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ ؟

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৬২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমার (রা) সাহাবীদের সঙ্গে আমাকেও জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) তাঁকে বললেন : আপনি একেও জিজ্ঞাসা করেন অথচ এর মত আমাদের সন্তান রয়েছে।

উমার (রা) তখন তাঁকে বললেন : সে কে, আপনি তা ভাল করেই জানেন। তারপর তিনি তাঁকে (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

শেষে আমি বললাম : এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের ইঙ্গিত রয়েছে — যা তাঁকে জানানো হয়েছে। এরপর তিনি সূরাটির শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।

উমার (রা) বললেন : আল্লাহর কসম! তুমি যা জান, এ বিষয়ে আমি এর চেয়ে বেশী কিছু জানি না।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আবু বিশর (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে আছে, আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) তাঁকে বললেন : একেও আপনি জিজ্ঞাসা করেন অথচ এর মত আমাদের সন্তান রয়েছে?

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ تَبَّتْ يَدَا
পরিচ্ছেদ : সূরা তাক্বাত ইয়াদা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৬৩- حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّافَا فَنَادَى : يَا صَبَاحَاهُ ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ ، فَقَالَ : أَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُمَسِّيكُمْ أَوْ مُصِيبِكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ : الْهَذَا جَمْعَتُنَا؟ تَبَّالَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৬৩. হান্নাদ ও আহমদ ইবন মানী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং ডাক দিলেন : ইয়া সাবাহা, ওহে বিপজ্জনক ভোর!

এতে (প্রথানুসারে) কুরায়শরা তাঁর কাছে এসে জমায়েত হল। তিনি তাদের বললেন : আমি তোমাদের সতর্ককারী, আগত কঠিন আযাব থেকে। যদি আমি তোমাদের অবহিত করি যে, শত্রুবাহিনী সন্ধ্যায় বা সকালে তোমাদের উপর চড়াও হচ্ছে, তোমরা কি মনে কর, তোমরা কি আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে?

আবু লাহাব তখন বলেছিল : তোমার জন্য ধ্বংস, এর জন্যই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ?

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ) আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হয়েছে আর সে নিজেও হল ধ্বংস ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ

পরিচ্ছেদ : সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

২২৬৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ هُوَ الصَّنَعَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : اُنْسِبْ لَنَا رَبَّكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ) فَأُصَمِّدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ ، وَلَا شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) قَالَ : لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهُ وَلَا عَدْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٍ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

৩৩৬৪. আহমদ ইবন মানী' (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুশরিকরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল : আপনি আপনার প্রভুর নসব বয়ান করুন ।

আল্লাহ তা'আলা তখন এ প্রসঙ্গে নাযিল করেন : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ)

“বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয় । আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন । তিনি সন্তান জন্ম দেন নি এবং তাঁকে কেউ সন্তান রূপে জন্ম দেয় নি ।”

কেননা যার জন্ম আছে, তার অবশ্যই মৃত্যু আছে । আর যে মরে, সে তার উত্তরাধিকারী রেখে যায় । আর আল্লাহ তা'আলার মৃত্যু নেই, তাঁর উত্তরাধিকারীও নেই ।

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) — তাঁর সমতুল্য কেউ নেই, তাঁর অনুরূপ, তাঁর সমান এবং তাঁর মত কিছুই নেই ।

২২৬৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ إِلَهُتَهُمْ فَقَالُوا : اُنْسِبْ لَنَا رَبَّكَ . قَالَ : فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ السُّورَةِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) .

فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعْدٍ وَأَبُو سَعْدٍ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ .

৩৩৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবুল আলিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার তাদের (কাফিরদের) ইলাহগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা বলল : আপনার প্রভুর নসব বর্ণনা করুন। তখন জিরবীল (রা) এই সূরাটি নিয়ে আগমন করেন : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

এরপর বর্ণনাকারী আগের রিওয়াযাতটির অনুরূপ বর্ণনা করেন। এতে উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর উল্লেখ নাই। এটি আবু সা'দ (র)-এর রিওয়াযাত (নং ৩৩৬৪) থেকে অধিক সাহীহ। আবু সা'দ (র)-এর নাম হল মুহাম্মদ ইবন মুইয়াসসার।

بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤَذِّنِينَ

পরিচ্ছেদ : সূরা আল-মু'আওয়াযাতায়ন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৩৩৬৬- حَدَّثَنَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو الْعَقَدِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ أَسْتَعِيزُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا ؟ فَإِنَّ هَذَا الْفَاسِقُ إِذَا وَقَبَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৬৬. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। পরে বললেন : হে আয়িশা! এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহর পানাহ চাও। কেননা এটি হল গাসিক (আঁধারের বস্তু যা আঁধারে নিমজ্জিত হয়)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৩৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ . حَدَّثَنَا قَيْسُ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى آيَاتٍ لَمْ يَرِ مِثْلُهُنَّ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩৩৬৭. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার উপর আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছেন যার কোন উদাহরণ দেখা যায় না।

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) সূরাটির শেষ পর্যন্ত এবং (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) সূরাটির শেষ পর্যন্ত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৩৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي ذَبَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَحَمِدَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : يَرْحِمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ ، اذْهَبْ إِلَى أَوْلِيكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا : وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَيْنِكَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُ لَهُ وَيْدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرَايَهُمَا شِئْتَ ، قَالَ : اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيَّ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا ذُرِّيَّتُهُ ، فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ : هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَاهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَاهُمْ . قَالَ : يَارَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمُرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً . قَالَ : يَارَبِّ زِدْهُ فِي عُمُرِهِ . قَالَ ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ . قَالَ : أَيُّ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً؟ قَالَ : أَنْتَ وَذَاكَ . قَالَ : ثُمَّ أَسْكِنِ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَهْبِطْ مِنْهَا ، فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ . قَالَ : فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ : قَدْ عَجَلْتُ ، قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ . قَالَ : بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسَى فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ . قَالَ : فَمِنْ يَوْمَئِذٍ أَمَرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৩৬৮. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মাঝে রুহ ফুঁকলেন। তখন তিনি হাঁচি দিলেন এবং বললেন : আলহামদুলিল্লাহ। যাবতীয় হাম্দ আল্লাহরই জন্য।

তিনি আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর তারিফ করলেন। পরওয়ারদিগার আল্লাহ তা'আলা বললেন : হে আদম! আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহম করুন। সেখানে বসা একদল ফিরিশ্তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : ঐ ফিরিশ্তাদের কাছে যাও এবং তাদেরকে বল, আসসালামু আলাইকুম।

যাহোক, ফিরিশ্তারা বললেন : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

পরে আদম তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফিরে এলেন। তাঁর প্রতিপালক বললেন : এ হল তোমার এবং তোমার সন্তানদের পরস্পরের অভিবাদন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতী দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে বললেন : যে কোনটি ইচ্ছা তুমি নাও।

আদম (আ) বললেন : আমার প্রতিপালকের ডান হাতটি আমি গ্রহণ করলাম। আর আমার প্রতিপালকের উভয় হাতই ডান হাত এবং বরকতময়।

এরপর তিনি সেটি প্রসারিত করলেন। তাতে ছিল আদম ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের প্রতিকৃতি।

আদম (আ) বললেন : হে প্রতিপালক! এ সব কি?

তিনি বললেন : এ হল তোমার সন্তান-সন্ততি।

প্রতিটি মানুষের দুই চোখের মাঝে তার বয়স লিপিবদ্ধ ছিল। তাদের মাঝে একজন ছিল সবচেয়ে জ্যোতির্ময়। আদম (আ) বললেন : হে প্রতিপালক! ইনি কে?

তিনি বললেন : তিনি হলেন আপনার সন্তান দাউদ। তার বয়স লিখেছি চল্লিশ বছর।

তিনি বললেন : হে প্রতিপালক! এর বয়স বৃদ্ধি করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা বললেন : তাই থাকবে — যা লেখা হয়েছে।

তিনি বললেন : আমি আমার বয়স থেকে একে ষাট বছর দিয়ে দিলাম।

আল্লাহ তা'আলা বললেন : তুমি আর তোমার অঙ্গীকার যা, তা-ই ঘটবে।

এরপর আদম (আ) আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা জান্নাতে বসবাস করলেন। পরে তাঁকে সেখান থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। তিনি তাঁর নিজের বয়স গণনা করে রাখছিলেন। শেষে একদিন মৃত্যুর ফিরিশ্তা তাঁর কাছে এলেন। তিনি বললেন : বড় তাড়াতাড়ি এসে গেলেন। আমার বয়স তো এক হাজার বছর লেখা হয়েছিল। ফিরিশ্তা বললেন : হ্যাঁ ঠিকই, কিন্তু আপনি তো আপনার সন্তান দাউদকে ষাট বছর দিয়ে দিয়েছিলেন।

আদম তা মানতে অস্বীকার করলেন। তাই তার সন্তানরাও আজ অস্বীকার করে। আদম ভুলে গেলেন, তাই তার সন্তানরাও আজ ভুলে যায়।

নবী ﷺ বলেন : সে দিন থেকে চুক্তিপত্র লিখে রাখার এবং সাক্ষী রাখার বিধান দেওয়া হয়।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

আবু হুরায়রা (রা)-এর বরাতে একাধিক সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

২৩৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدٌ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا

فَاسْتَقَرَّتْ ، فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوا : يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ : نَعَمْ

الْحَدِيدُ . قَالُوا : يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ : نَعَمْ النَّارُ . قَالُوا : يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ

شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : نَعَمْ الْمَاءُ . قَالُوا : يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ : نَعَمْ
الرِّيحُ، قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ : نَعَمْ ابْنُ آدَمَ ، تَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِيَمِينِهِ يَخْفِيهَا
مِنْ شِمَالِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

৩৩৬৯. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যমীন সৃষ্টির পর যখন সেটি কাঁপতে থাকে। তখন তিনি পাহাড় সৃষ্টি করেন এবং সেগুলিকে এর উপর স্থাপন করিয়ে দিলেন, ফলে তা স্থির হয়ে যায়। ফিরিশ্তারা পাহাড়ের কাঠিন্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। তারা বললেন : হে রব্ব! পাহাড় থেকে সুদৃঢ় ও কঠিন কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, তা হল লোহা।

তারা বললেন : হে রব্ব! লোহা অপেক্ষাও কঠিন কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, তা হল অগ্নি।

তারা বললেন : হে রব্ব! আগুন থেকেও শক্ত কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, পানি।

তারা বললেন : হে রব্ব! পানি থেকেও শক্তিশালী কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, বায়ু।

তারা বললেন : হে রব্ব! বায়ু অপেক্ষা শক্তিশালী আপনার কোন সৃষ্টি আছে কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, সে হল আদম সন্তান, যে তার ডান হাতে সাদকা দেয়, বাম হাত থেকেও তা সে গোপন রাখে।

এ হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি মারফু' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
অধ্যায় : দু'আ
রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত



বাংলা হাদিস

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অধ্যায় : দু'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত

بَابُ : مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدَّعَاءِ

পরিচ্ছেদ : দু'আর ফযীলত

৩৩৭০- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيْلَسِيُّ. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدَّعَاءِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ نَحْوَهُ.

৩৩৭০. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আশ্বারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে দু'আ অপেক্ষা মর্যাদাবান আর কিছু নেই।

এ হাদীসটি গারীব। ইমরান আল-কাত্তান (র)-এর বর্ণনা ছাড়া এটি মারফু' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... ইমরান আল-কাত্তান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৩৭১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدَّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهْيَعَةَ.

৩৩৭১. আলী ইব্ন হুজর (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : ইবাদতের সারবস্তু দু'আ।

এ সূত্রে হাদীসটি গারীব। ইব্ন লাহীআ (র)-এর রিওয়ায়াত ভিন্ন এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।

২২৭২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَرَّعَنْ يُسَيْعٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ ذَرٍّ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ذَرٍّ .

৩৩৭২. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : দু'আ হল ইবাদত। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

(وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) .

তোমাদের রব্ব বলেন : তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মুমিন ৪০ : ৬০)

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

মানসূর ও আ'মাশ (র)-ও এটি যারর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। যারর (র)-এর রিওয়ায়াত ভিন্ন এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

২২৭৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ .

قَالَ : وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৩৭৩. কুতায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, তিনি তার উপর রাগান্বিত হন।

ওয়াকী' (র) এ হাদীসটি একাধিক রাবী-আবুল মালীহ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ পরিচ্ছেদ

২৩৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا أَشْرَقْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمٍّ وَلَا غَائِبٌ، هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُمُوسِ رِحَالِكُمْ. قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ أَلَا أَعْلَمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلٍّ، وَأَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَيْسَى.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩৩৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সগীরা আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। ফেরার সময় মদীনা যখন আমাদের দৃষ্টি গোচর হল, তখন সাহাবীরা তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং তাঁদের স্বর উচ্চ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : তোমাদের রব্ব তো বধিরও নন এবং তোমাদের থেকে দূরেও নন, তিনি তো আছেন তোমাদের এবং তোমাদের সাওয়ারী উট-এর মাথার মাঝামাঝি। এরপর তিনি বললেন : হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স! তোমাকে কি জান্নাতের একটি গুপ্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করব? (তা হল :) লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবু উছমান নাহদী (র)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন মুল্ল। আবু নাআমা সা'দী (র)-এর নাম হল আমর ইব্ন ইসা। ইসহাক ইব্ন মানসূর... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী সগীরা থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الذِّكْرِ

পরিচ্ছেদ : যিকরের ফযীলত

২৩৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهَ بِهِ. قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

৩৩৭৫. আবু কুরায়র (র)... আবদুল্লাহ ইবন বিশর (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামের বিধি-বিধান তো আমার জন্য অনেক হয়ে গেছে, তবে আমাকে এমন কিছু বিষয় বলে দিন যাকে আমি দৃঢ়ভাবে পালন করতে পারি।

তিনি বলেন : তোমার যবান যেন সব সময় আল্লাহর যিকরে আর্দ্র থাকে।

এ হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৩৭৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ الْغَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ دَرَّاجٍ.

৩৩৭৬. কুতায়বা (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল : কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে বান্দাদের মাঝে মর্যাদার দিক দিয়ে কে হবে শ্রেষ্ঠ?

তিনি বললেন : যারা অধিক হারে আল্লাহর যিকর করে।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর পথে জিহাদকারীর চেয়েও?

তিনি বললেন : কাফির ও মুশরিকদের আঘাত করতে করতে যদি তার তলওয়ার ভেঙ্গে যায় এবং রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়, তবুও অধিক হারে আল্লাহর যিকরকারীরাই তার তুলনায় মর্যাদার দিক দিয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ হবে।

এ হাদীসটি গারীব। দাররাজ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল আমরা এটি সম্পর্কে জানি।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৩৭৭- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زِيَادِ مَوْلَى ابْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنَ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَدِيقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنَ ذِكْرِ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ هَذَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ.

৩৩৭৭. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করব, যে আমল হবে তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পরিপূর্ণ, তোমাদের দরজা সমুচ্চকারী, স্নেহ ও রূপা আল্লাহর পথে ব্যয় করার চেয়েও তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর এর চেয়েও মঙ্গলকর হবে যে, তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হয়ে তাদের গর্দানে আঘাত করবে আর তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত করবে।

সাহাবীরা বললেন : হ্যাঁ, বলুন।

তিনি বললেন : এ হল আল্লাহর যিকর।

মুআয ইবন জাবাল (রা) বলেন : আল্লাহর যিকর অপেক্ষা আল্লাহর আযাব থেকে অধিক মুক্তিদানকারী আর কোন বিষয় নেই।

কোন কোন রাবী এ সনদে আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ তাঁর বরাতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي الْقَوْمِ يَجْلِسُونَ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَهُمْ مِنَ الْفَضْلِ

পরিচ্ছেদ : যে সম্প্রদায় কোন এক স্থানে বসে এবং আল্লাহর যিকর করে, তাদের ফযীলত

২২৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৩৭৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)... আবু হুরায়রা এবং আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে সম্প্রদায় আল্লাহর যিকর করে, অবশ্যই ফিরিশতারা তাদের বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদের আবৃত করে আর তাদের উপর সাকীনা (প্রশান্তি) নাযিল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকটস্থ ফিরিশতাগণের কাছে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২২৭৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ. حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ : اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ : أَمَا أَنِّي مَا أَسْتَحْلِفُكُمْ تَهْمَةً لِي

وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقْلَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ لِمَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ . قَالُوا : اللَّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ . قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ اسْتَحْلِفْكُمْ لَتُهِمَةِ لَكُمْ ، إِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عِيسَى ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَلٍ .

৩৩৭৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মুআবিয়া (রা) একদিন বের হয়ে মসজিদে এসে বললেন : তোমরা কি উদ্দেশ্যে বসে আছ?

লোকেরা বলল : আমরা বসে আল্লাহর যিকর করছি।

তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! তোমরা কি এ উদ্দেশ্যেই বসেছ?

তারা বলল : আল্লাহর কসম! আমরা এ উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছি।

তিনি বললেন : তোমাদের প্রতি সন্দেহবশত আমি তোমাদের কসম দেই নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার যে স্থান ছিল, সেই শ্রেণীর সাহাবীদের মধ্যে আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনাকারী আর কেউ নেই।

শোন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সাহাবীদের এক হালকায় (গোল হয়ে উপবিষ্ট লোকদের দল) বের হয়ে এলেন। বললেন : তোমরা কি উদ্দেশ্যে বসেছ?

তারা বললেন : আমরা বসে আল্লাহর যিকর করছি, তাঁর প্রশংসা করছি। কেননা তিনিই আমাদের ইসলামের হেদায়াত দান করেছেন এবং এই নিয়ামত দ্বারা আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।

তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এখানে বসনি?

তারা বলল : আল্লাহর কসম! এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এখানে বসিনি।

তিনি বললেন : শোন, তোমাদের প্রতি কোনরূপ সন্দেহবশত আমি তোমাদেরকে কসম দেই নি। আমার কাছে জিবরীল (আ) এসেছিলেন এবং আমাকে জানিয়ে গেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের কাছে তোমাদের নিয়ে মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবু না'আমা সা'দী (র)-এর নাম হল আমর ইব্ন ঈসা এবং আবু উছমান নাহদী (র)-এর নাম হল আবদুর রাহমান ইব্ন মুত্তা।

بَابُ : فِي الْقَوْمِ يَجْلِسُونَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ

পরিচ্ছেদ : যে সম্প্রদায় কোন মজলিসে বসে কিন্তু আল্লাহর যিকর করে না

২২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَفِينُ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ

إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ ، فَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غُفِرَ لَهُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ .

৩৩৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কোন সম্প্রদায় যখন কোন মজলিসে বসে কিন্তু সেখানে তারা যদি আল্লাহর যিকর না করে এবং তাদের নবীর উপর দরুদ পাঠ না করে, তবে তা তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে তাদের তিনি মাফ করে দিবেন।

হাদীসটি হাসান।

আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিকভাবে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ

পরিচ্ছেদ : মুসলিমের দু'আ কবুল হয়

৩৩৮১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ

أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

৩৩৮১. কুতায়বা (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কেউ যদি কিছু দু'আ করে আর তা যদি কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ না হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে যা চায় তা তাকে দেন কিংবা তার থেকে দূরীভূত হবে সে পরিমাণ মন্দ।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ ও উবাদা ইব্নুস-সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৩৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَقْدٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَطِيَّةَ اللَّيْثِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ

حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ

الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৩৮২. মুহাম্মাদ ইব্ন মারযুক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি পছন্দ করে যে, কঠিন এবং দুঃখের সময়ে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন, তবে যেন সে সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের সময় বেশী করে দু'আ করে।

হাদীসটি গারীব।

২২৮২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبٍ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خَوَاشٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَقَدْ رَوَى عَلَى بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثُ .

৩৩৮৩. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সর্বোত্তম যিকর হল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আর সর্বোত্তম দু‘আ হল ‘আলহামদু লিল্লাহ’।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মুসা ইবন ইবরাহীম (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ (র) এই হাদীসটি মুসা ইবন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২২৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَحَارِبِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، الْبَيْهَقِيِّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ .

৩৩৮৪. আবু কুরায়ব এবং মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ আল-মুহারিবী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর যিকর করতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া ইবন আবু যাইদা (র)-এর রিওয়ায়াত ভিন্ন এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। বায়হাকী (র)-এর নাম হল আবদুল্লাহ।

بَابُ : مَا جَاءَ أَنَّ الدَّاعِيَ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

পরিচ্ছেদ : প্রার্থনাকারী দু‘আর ক্ষেত্রে নিজেকে দিয়ে শুরু করবে

২২৮৫- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو قَطْنٍ عَنْ حَمْرَةَ الزِّيَّاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بِدَأْ بِنَفْسِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو قَطْنٍ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ .

৩৩৮৫. নাসর ইব্ন আবদুর রহমান আল-কুফী (র)... 'উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি, বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো আলোচনা করতেন এবং তার জন্য দু'আ করতেন, তখন নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ। আবু কাতন (র)-এর নাম হল আমার ইবনুল হায়ছাম।

بَاب : مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الدُّعَاءِ

পরিচ্ছেদ : দু'আর সময় হাত উঠানো

৩৩৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجَمْعِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحْطِهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى.

وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ، وَحَنْظَلَةُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْجَمْعِيِّ ثِقَةٌ وَثِقَةُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ.

৩৩৮৬. আবু মুসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না, ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব প্রমুখ (র)... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দু'আর সময় হাত উঠাতেন তখন উভয় হাতে চেহারা মাসেহ না করা পর্যন্ত হাত নামাতেন না। মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না তাঁর বর্ণনায় বলেন : উভয় হাত দিয়ে চেহারা মাসেহ না করা পর্যন্ত হাত ফিরিয়ে আনতেন না।

এ হাদীসটি গারীব। হাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। তিনি এটির রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে একক। তিনি খুব কম রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর বরাতে বহু লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী হানযালা ইব্ন আবু সুফয়ান নির্ভরযোগ্য। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান (র) তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

بَاب : مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَعْجِلُ فِي دُعَائِهِ

পরিচ্ছেদ : দু'আর ব্যাপারে যে ব্যক্তি ত্বরিত ফল চায়

৩৩৮৭- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ. حَدَّثَنَا مَعْنُ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ اسْمُهُ سَعْدٌ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَيُقَالُ

مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৩৩৮৭. আল-আনসারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো দু'আ কবুল করা হয়, যতক্ষণ সে ত্বরিত ফল না চায়। যেমন সে বলল : আমি তো দু'আ করলাম কিন্তু তা কবুল করা হয়নি।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আবু উবায়দ (র)-এর নাম হল সা'দ। তিনি হলেন আবদুর রহমান ইবন আযহার (র)-এর মাওলা এবং তাঁকে আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-এর মাওলাও বলা হয়।

এ বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَ إِذَا أَمْسَى

পরিচ্ছেদ : সকাল ও সন্ধ্যার দু'আ

৩৩৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرْفُ فَالِجٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ : مَا تَنْظُرُ ؟ أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثَكَ وَلَكِنِّي لَمْ أَقْلَهُ يَوْمَنْدٍ لِيَمْضِيَ اللَّهُ عَلَى قَدَرِهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩৩৮৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... উছমান ইবন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় যে বান্দা তিনবার এ দু'আটি পাঠ করবে, কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“আল্লাহর নাম নিচ্ছি। যমীন ও আসমানের কোন কিছুই যার নামের বরকতে ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।”

এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী আবান (র) অর্ধাঙ্গ আক্রান্ত হয়েছিলেন। হাদীস শ্রোতা ব্যক্তি তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন : কি দেখছ? তোমাকে যেমন বর্ণনা করেছি, হাদীসটি তদ্রূপই। তবে তাকদীরের ফায়সালা যাতে আমার উপর জারী হয়, সেজন্য দু'আটি আমি একদিনও পাঠ করিনি।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

৩৩৮৯- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَ

بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৩৮৯. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কেউ যদি সন্ধ্যায় (নিম্নের) এ দু'আটি পাঠ করে তবে আল্লাহর উপর হক হয়ে যায় সেই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

আমি রব্ব হিসাবে আল্লাহর প্রতি, দীন হিসাবে ইসলামের প্রতি, আর নবী হিসাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সন্তুষ্ট।

এ হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

৩৩৯০- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَرَاهُ قَالَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَسْأَلُكَ خَيْرًا مَّا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرًا مَّا بَعْدَهَا وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ إِلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَعْتَرِفُ بِذُنُوبِي ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، لَا يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدْرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إِلَّا وَجَبَتْ الْجَنَّةُ ، وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدْرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَبُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ الرَّاهِدِيُّ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৩৩৯০. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করতেন :

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَرَاهُ قَالَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَسْأَلُكَ خَيْرًا مَّا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرًا مَّا بَعْدَهَا وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

“আমাদের সন্ধ্যা হলো এবং সন্ধ্যা হলো রাজ্যের আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। সব কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সব তারীফ তাঁরই জন্য। তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তোমার কাছেই প্রার্থনা করি সেই সব কল্যাণ, যা কিছু আছে এই রাতে এবং সেই কল্যাণ যা কিছু আছে এই রাতের পরবর্তীতে। আর পানাহ চাই তোমার কাছে এই রাতের মন্দ থেকে এবং এ রাতের পরবর্তী সময়ের মন্দ থেকে। তোমারই কাছে পানাহ চাই আলস্য ও খারাপ বার্ষিক্য থেকে। তোমারই আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে।

সকালেও তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন। তবে **أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ** এর স্থলে বলতেন **أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ**

আমাদের ভোর হলো এবং ভোর হলো রাজ্যের আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। সব প্রশংসা আল্লাহরই।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, ইবন উমর, ইবন মাসউদ, ইবন আবযা, বুরায়দা (রা.) প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। আর আবদুল আযীয ইবন আবু হাযেম হলেন ইবন আবু হাযেম যাহিদ।

শাদ্দাদ ইবন আওস (রা.) থেকে হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৩৩৯১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نُحْيَى وَبِكَ نُمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ . وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نُمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৩৯১. আলী ইবন হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের শিখাতেন যে, তোমাদের যখন ভোর হয় তখন বলবে :

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نُحْيَى وَبِكَ نُمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

হে আল্লাহ! তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের সকাল হলো, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের জীবন, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের বিকাল হলো, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের জীবন, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের মরণ এবং তোমারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

আর যখন সন্ধ্যা হবে তখন বলবে :

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نُحْيَى وَبِكَ نُمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

হে আল্লাহ! তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের সন্ধ্যা হলো এবং তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের সকাল হলো। তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের জীবন, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের মরণ আর তোমারই দিকে আমাদের উত্থান।

এ হাদীসটি হাসান।

৩৩৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ

عَاصِمُ الثَّقَفِيُّ يُحَرِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرِنِي بِشَيْءٍ أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ : قُلِ اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه قَالَ : قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৩৯২. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বাকর (রা) একদিন বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কিছু বিষয় বলুন যা আমি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করতে পারি।

তিনি বললেন : বল —

اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه

হে আল্লাহ! যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহ নেই তুমি ছাড়া। তোমারই পানাহ চাই আমার নফসের মন্দ থেকে এবং শয়তানের মন্দ ও শিরক থেকে।

তিনি বললেন : সকাল-সন্ধ্যা এবং শয্যাগ্রহণের সময় তুমি এই দু'আ পাঠ করবে।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৩৯৩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى سَيِّدٍ أَلَا سَتَغْفَارُ (اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ وَأَبُوكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاعْتَرَفَ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) لَا يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدْرُ قَبْلِ أَنْ يُصْبِحَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدْرُ قَبْلِ أَنْ يُمْسِيَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَمْرٍ وَابْنِ مَسُودٍ وَابْنِ أَبِي وَبُرَيْدَةَ.

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَعَيْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ الرَّاهِدِ.

৩৩৯৩. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ আবদুল আযীয ইবন আবু হাযেম (র)... শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন তাকে বললেন : আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার-এর সন্ধান দিব না? তা হল :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

صَنَعْتَ وَابْتَوَّلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاعْتَرَفَ بِذُنُوبِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .

হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক, কোন ইলাহ নেই তুমি ছাড়া, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তো তোমারই বান্দা আমি যথাসম্ভব তোমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর আছি।

আমি তোমারই পানাহ চাই আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে। আমার প্রতি তোমার নিয়ামত আমি স্বীকার করছি, আমি আমার সব অপরাধও স্বীকার করছি। তুমি মাফ করে দাও আমার সব অপরাধ। তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার তো কেউ নেই।

তোমাদের কেউ যদি সন্ধ্যায় এটি পাঠ করে, আর ভোরের আগেই যদি তাকদীর অনুসারে তার মৃত্যু এসে যায়, তবে জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব। সকালে যদি কেউ এটি পাঠ করে, আর সন্ধ্যার পূর্বেই যদি তার মৃত্যু এসে যায়, তবে তার জন্য জান্নাত হবে ওয়াজিব।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা, ইব্ন উমার, ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আবযা ও বুরায়দা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

রাবী আবদুল আযীয ইব্ন আবু হাযিম (র) হলেন ইব্ন আবু হাযিম যাহিদ।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أُوِيَ إِلَى فِرَاشِهِ

পরিচ্ছেদ : শয্যাগ্রহণকালের দু'আ

২৩৯৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا تَقُولُ : اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى إِلَّا إِلَيْكَ ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ الْبَرَاءُ : فَقُلْتُ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، قَالَ : فَطَعَنَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ : وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْبَرَاءِ .

وَرَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ عَلَى وَضُوئِهِ .

৩৩৯৪. ইব্ন আবু উমার (র)... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁকে বলেন : এমন কিছু কালিমা আমি কি তোমাকে শিখিয়ে দিব না যেগুলো তুমি শয্যাগ্রহণের সময় পাঠ করবে। তারপর তুমি যদি সেই রাত মারা যাও তবে দীনে ফিতরাতের উপর হবে তোমার মৃত্যু। আর যদি তোমার ভোর হয় তবে ভোর হবে এমন অবস্থায় যে তোমার সকাল হবে কল্যাণের।

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَى إِلَّا إِلَيْكَ ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .

হে আল্লাহ্! আমি সমর্পণ করলাম নিজেকে তোমার কাছে। আমি আমার চেহারাকে তোমার দিকে মুতাওয়াজেহ করলাম। আমার সব বিষয় তোমাকে সোপর্দ করলাম তোমার প্রতি আগ্রহে ও তোমার ভয়ে। আমি তোমার প্রতি নির্ভর করলাম। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও মুক্তির পথ নেই। আমি ঈমান এনেছি তোমার কিতাবের প্রতি — যা তুমি নাযিল করেছ এবং তোমার নবীর উপর যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।

বারা' (রা) বলেন, আমি বললাম : وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

তোমার রাসূলের প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছ, তখন তিনি আমার বুকে খোঁচা দিয়ে বললেন :

وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ — তোমার নবীর প্রতি, যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। এ বিষয়ে রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

বারা' (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে।

মানসূর ইব্ন মু'তামির (র) এটিকে সা'দ ইব্ন উবায়দা—বারা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে যে, নবী ﷺ তাঁকে বললেন : যখন তুমি উযুসহ শয্যা গ্রহণ করবে।

২২৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا اضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، أَوْ مِنْ بِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৩৩৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি ডান কাতে শুয়ে এই দু'আ পাঠ করে আর সে যদি সেই রাতে মারা যায় তবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। দু'আটি হল :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، أَوْ مِنْ بِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ .

হে আল্লাহ্! আমি সমর্পণ করলাম নিজেকে তোমার কাছে, আমি আমার চেহারাকে তোমার দিকেই মুতাওয়াজেহ করলাম, আমার সব বিষয় তোমাকে সোপর্দ করলাম, তোমার প্রতি আগ্রহে ও তোমার প্রতি ভয়ে, আমি তোমার প্রতি নির্ভর করলাম। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও কোন মুক্তির পথ নেই। আমি ঈমান রাখি তোমার কিতাব ও রাসূলের প্রতি।

রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-এর রিওয়াযাত হিসাবে এই সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৩৯৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّنَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مَوْدِي .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৩৯৬. ইসহাক ইবন মানসুর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّنَا وَآوَانَا ، وَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مَوْدِي .

সব তারীফ আল্লাহর, যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের রক্ষা করেছেন এবং আমাদের ঠিকানা দিয়েছেন। কত লোক এমন আছে যাদের নেই কোন রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৩৯৭- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عِدَّةَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عِدَّةَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عِدَّةَ أَيَّامِ الدُّنْيَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ فِي هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ .

৩৩৯৭. সালিহ ইবন আবদুল্লাহ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : শয্যা আশ্রয় গ্রহণের সময় কেউ যদি (নিম্নের) এই দু'আটি তিনবার পাঠ করে তবে গুনাহর সংখ্যা যদিও হয় সমুদ্রের ফেনার মত, গাছের পাতার মত, মরুভূমির ঘন বালুকারাশির মত, দুনিয়ার দিবসগুলোর মত, তবুও আল্লাহ তা'আলা তার সেই সব গুনাহ মাফ করে দিবেন। দু'আটি এই :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সে আল্লাহর কাছে, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি চিরজীব, স্বাধিষ্ট, বিশ্বধাতা। আর আমি তার কাছে তাওবা করছি।

হাদীসটি হাসান-গারীব। উবায়দুল্লাহ ইবন ওয়ালীদ ওয়াস-সাফী (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৩৯৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ أَوْتَبَعْتُ عِبَادَكَ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩৯৮. ইবন আবু উমার (র)... হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিদ্রায় যেতে ইচ্ছা করতেন তখন মাথার নীচে তাঁর হাত রাখতেন এবং বলতেন :
 اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ أَوْتَبَعْتُ عِبَادَكَ.
 হে আল্লাহ! যেদিন তোমার বান্দাদের একত্রিত করবে অথবা বলেছেন তাদের উঠাবে, সেই দিন তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবে।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৩৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ ثُمَّ يَقُولُ : رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
 وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا .
 وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَرَجُلٍ آخَرَ عَنِ الْبَرَاءِ .
 وَرَوَاهُ شُؤَيْبُ بْنُ سَرْيَاثٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ وَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৩৯৯. আবু কুরায়ব (র)... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিদ্রার সময়
 রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত বালিশরূপে বানিয়ে নিতেন এবং বলতেন :
 رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. — প্রতিপালক! যেদিন তোমার বান্দাদের উঠাবে সে দিন তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবে।

হাদীসটি হাসান এ সূত্রে গারীব।

ছাওরী (র) এই হাদীসটি আবু ইসহাক-বারা' (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতদুভয়ের মাঝে অন্য কারো নাম তিনি উল্লেখ করেন নি।

শু'বা (র) এটি আবু ইসহাক-আবু উবায়দা ও জনৈক ব্যক্তি — বারা' (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল (র) এটি আবু ইসহাক-আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ-বারা' (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবু ইসহাক-উবায়দা-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৪০০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضَيْنِ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَفَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ أَخِذَ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، أَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪০০. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শয্যাগ্রহণের সময় (নিম্নের) এই দু'আটি পড়তে নির্দেশ দিতেন :

اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضَيْنِ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَفَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ أَخِذَ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، أَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ .

হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলীর প্রভু, যমীনসমূহের প্রভু, আমাদের এবং প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক, বীজ ও দানার উদ্গাতা, তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী, তোমারই কাছে পানাহ চাই প্রতিটি মন্দ বস্তুর ক্ষতি থেকে। সে নিয়ন্ত্রণ তোমারই হাতে। তুমিই প্রথম, তোমার আগে কিছুই নেই, তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে আর কিছুই নেই, তুমিই জাহির, তোমার উর্ধ্বে কিছুই নেই, তুমিই গুপ্ত তোমার চাইতে অতি গুপ্ত কিছুই নেই। তুমি পরিশোধ করে দাও আমার ঋণ, আর তুমি আমাকে অভাবমুক্ত কর।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

১. ২৪- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلْيَتَّقِ بِحُسْنَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ : بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنَّتِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَزَادَ عَلَى رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ . قَالَ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৪০১. ইবন আবু উমার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কেউ যদি বিছানা থেকে উঠে এবং পরে আবার ফিরে আসে তবে তহবন্দের এক কিনার দিয়ে সে যেন তিনবার বোড়ে নেয়। কেননা সে জানে না, সে চলে যাওয়ার পর কি পড়ে আছে পিছনে। তারপর যখন সে শোবে, তখন যেন সে বলে :

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنَّتِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

তোমার নামেই হে রব্ব! আমার পার্শ্বদেশ আমি রাখছি, তোমার নামেই তা উঠাব। তুমি যদি আটকিয়ে রাখ আমার প্রাণ, তবে রহম কর এর প্রতি; আর যদি ছেড়ে দাও তা, তবে হেফাজত কর এবং যেভাবে হেফাজত কর তোমার নেক বান্দাদের। আর যখন সে জাগবে, তখন যেন সে বলে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَزَادَ عَلَى رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ .

সব প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমার দেহের সুস্থতা রক্ষা করেছেন। আমার রুহ আমার কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর যিকরের অনুমতি আমাকে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে জাবির, আয়িশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

بَابُ : مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عِنْدَ الْمَنَامِ

পরিচ্ছেদ : শোয়ার সময় কুরআন থেকে কিছু পাঠ করা

২. ২৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفْيَيْهِ ثُمَّ نَفَقَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ)

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتِطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩৪০২. কুতায়বা (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রতি রাতেই যখন শয্যায় আশ্রয় নিতেন তখন তাঁর দুই অঙ্গুলী একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন। সে সময় কুল হুয়াল্লাহ্ আহাদ, কুল আউযু বিরাক্বিল-ফালাক এবং কুল আউযু বিরাক্বিল-নাস পাঠ করতেন। তারপর উভয় হাতে যথাসম্ভব দেহে মাসেহ করতেন, মাথা, চেহারা এবং শরীরের সামনের দিক থেকে তিনি তা শুরু করতেন। এ ভাবে তিনি তিনবার করতেন।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৪০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَدْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فَرُوءَةَ بْنِ نَوْفَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أُوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي قَالَ : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ .
 قَالَ شُعْبَةُ : أَحْيَانًا يَقُولُ مَرَّةً وَحَيَانًا لَا يَقُولُهَا

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ فَرُوءَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَرَوَى زُهَيْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ فَرُوءَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَهَذَا أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ .

وَقَدْ اضْطَرَبَ أَصْحَابُ أَبِي إِسْحَقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ أَخُو فَرُوءَةَ بْنِ نَوْفَلٍ .

৩৪০৩. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... ফারওয়া ইব্ন নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি আমার শয্যাগ্রহণের সময় বলতে পারি।

তিনি বললেন : 'কুল ইয়া আযুহাল কাফিরুন' সূরাটি পাঠ করবে। কেননা এটি হল শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা।

শু'বা (র) বলেন : রাবী আবু ইসহাক (র) কখনও কখনও 'একবার' শব্দটির উল্লেখ করেছেন, আর কখনও তা উল্লেখ করেন নি।

মুসা ইব্ন হিয়াম (র)... ফারওয়া ইব্ন নাওফাল তাঁর পিতা নাওফাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন। এরপর রাবী পূর্বের হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেন। এ রিওয়াযাতটি অধিক সাহীহ।

যুহায়র (র) এ হাদীসটি আবু ইসহাক-ফারওয়া ইব্ন নাওফাল — তাঁর পিতা নাওফাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি শু'বা (র)-এর তুলনায় অধিক সামঞ্জস্যশীল ও অধিকতর সাহীহ।

আবু ইসহাক (র)-এর শাগরিদগণ এ হাদীসটির সনদে ইয়তিরাব করেছেন। অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইব্ন নাওফাল (র)-ও এটি তাঁর পিতা নাওফাল (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে রিওয়াযাত করেছেন। এই আবদুর রহমান (র) হলেন ফারওয়া ইব্ন নাওফাল (রা)-এর ভাই।

২৪০৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الْكُوفِيُّ. حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَتَبَارَكَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَكَذَا رَوَى سَفْيَانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

وَرَوَى زُهَيْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ جَابِرٍ ، إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنْ صَفْوَانَ أَوْ ابْنَ صَفْوَانَ .

وَرَوَى شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَ حَدِيثِ لَيْثٍ .

৩৪০৪. হিশাম ইব্ন ইউনুস আল-কুফী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তানযীল আস-সাজদা ও তাবারাক সূরাদ্বয় পাঠ না করে ঘুমাতে নো।

ছাওরী প্রমুখ (র) এ হাদীসটি লায়ছ-আবুয-যুবায়র—জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

যুহায়র (র) আবুয-যুবায়র (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করে। বলেন, আমি আবুয-যুবায়র (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি কি সরাসরি জাবির (রা) থেকে হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বললেন : আমি সরাসরি জাবির (রা) থেকে এটি শুনি নাই। আমি সাফওয়ান কিংবা ইব্নুস সাফওয়ান (র) থেকে শুনেছি।

শাবাবা (র) এটিকে মুগীরা ইব্ন মুসলিম-আবুয-যুবায়র—জাবির (রা) থেকে লায়ছ (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৪০৫- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الزُّمَرَ وَبَنَى إِسْرَائِيلَ .

أَخْبَرَ نَيْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : أَبُو لُبَابَةَ هَذَا اسْمُهُ مَرْوَانُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَسَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ سَمِعَ مِنْهُ حَمَّادُ بْنُ زِيَادٍ .

৩৪০৫. সালিহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র)... আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ সূরা আয-যুমার ও বানী ইসরাঈল পাঠ না করা পর্যন্ত ঘুমাতে না।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল যুখারী (র) বলেন : আবু লুবাবা (র)-এর নাম হল মারওয়ান, যিনি আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ (র)-এর মাওলা। আর তিনি আযিশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ (র) হাদীস শুনেছেন।

৩৪০৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا بَغِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ وَ يَقُولُ : فِيهَا آيَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৪০৬. আলী ইব্ন হুজর (র)... ইরবায় ইব্ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আল মুসাব্বিহাত সূরাগুলো পাঠ না করে ঘুমাতে না। আর তিনি বলতেন : এগুলোতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত থেকেও শ্রেষ্ঠ।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৪০৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِبْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الْجُرَيْجِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ : قَالَ صَحِبْتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ : أَلَا أَعْلَمُكَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرَّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ بِمُخْجَعِهِ يَقْرَأُ سُورَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرِيهِ شَيْءٌ يُوْذِيهِ حَتَّى يَهْبُ مَتَّى هَبَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَأَبُو الْعَلَاءِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الشَّخِيرِ .

৩৪০৭. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... বানু হানযালার জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এক সফরে শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যা পাঠ করতে শিখাতেন আমি কি তা তোমাকে শিখাব? তা হল :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا ، وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ .

হে আল্লাহ! আমি চাই তোমার কাছে দীনী বিষয়ে অবিকলতা, আর চাই তোমার কাছে হেদায়াতের উপর দৃঢ় সংকল্পতা, আমি যাগ্ণা করি তোমার কাছে নিয়ামতসমূহের শুকরওয়ারী এবং তোমার উত্তম ইবাদত আর প্রার্থনা করি তোমার কাছে সত্যবাদী যবান, কলুষমুক্ত অন্তর। পানাহ চাই তোমার কাছে তুমি যা জান সে সব বিষয়ের মন্দ থেকে। আর চাই তোমার কাছে তুমি যা জান সে সব কিছুর কল্যাণ। ক্ষমা চাই তোমার কাছে সে সব পাপের যা তুমি জান। তুমিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

তিনি আরো বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিম যখন শয্যা গ্রহণ করে আর সে আল্লাহর কিতাবের কোন সূরা পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। ফলে যে সময়ই সে জাগ্রত হোক না কেন, কষ্টদায়ক কোন জিনিস তার কাছেও পৌছতে পারবে না।

এ হাদীসটিকে এ সূত্রেই কেবল আমরা জানি। রাবী আবুল 'আলা (র)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শিখখীর।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ الْمَنَامِ

পরিচ্ছেদ : শয়নকালে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করা

৩৪০৮- حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَكَتُ إِلَى فَاطِمَةَ مَجَلَّ يَدَ يَهَا مِنَ الطَّحِينِ ، فَقُلْتُ : لَوْ أَتَيْتُ أَبَاكَ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا ، فَقَالَ : أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا تَقُولَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثًا ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مِنْ تَحْمِيدٍ وَتَسْبِيحٍ ، وَتَكْبِيرٍ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَلِيٍّ .

৩৪০৮. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহইয়া বাসরী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা (রা) আমার কাছে আঁটা পেষার দক্কন তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ করলেন। আমি বললাম : তোমার পিতার কাছে গিয়ে যদি একটা খাদেমের আবদার জানাতে।

তিনি ^{সহীহ মুসলিম} বললেন : তোমাদের জন্য কি খাদেমের চেয়ে উত্তম কিছু বলব না? (তা হল :) তোমরা যখন তোমাদের শয্যা গ্রহণ করবে, তখন পাঠ করবে তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ্, তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহ্ আকবার।

এ হাদীসটিতে আরও বর্ণনা রয়েছে।

ইবন আওন (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

এটি আলী (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

৩৪০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُو مَجْلَ بَيْدِيهَا فَأَمَرَهَا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ

৩৪০৯. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা (রা) তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবী ^{সহীহ মুসলিম} -এর কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্ আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ্ পাঠের নির্দেশ দিলেন।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৪১০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَلَتَانِ لَا يُحْصِيَهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَلَا وَهُمَا يَسِيرُ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْبُدُهَا بِيَدِهِ، قَالَ، فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةً بِاللِّسَانِ وَأَلْفَ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تَسْبِيحَهُ وَتُكْبِيرَهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةً بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ سَبِّحَةً؟ قَالُوا: فَكَيْفَ لَا يُحْصِيَهُمَا، قَالَ : يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا حَتَّى يَنْتَقِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا بَزَالُ يَنْوَمُهُ حَتَّى يَنَامَ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ هَذَا الْحَدِيثَ . وَرَوَى الْأَعْمَشُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

السَّائِبُ مُخْتَصَرًا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنْسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

৩৪১০. আহমাদ ইব্ন মানী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন দুটো অভ্যাস রয়েছে যদি কোন মুসলিম সে দুটো আয়ত্ত করতে পারে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল হবে। জেনে রাখ, এ দুটো অভ্যাস খুবই সহজ কিন্তু এ অনুসারে আমলকারীর সংখ্যা খুবই কম। প্রত্যেক সালাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাতের সাহায্যে তা গণনা করতে দেখেছি।

নবী ﷺ বলেন : যবানে তো মোট হয় একশত পঞ্চাশবার কিন্তু মীযানের পাল্লায় হবে এক হাজার পাঁচশতবার।

আর যখন শয্যাগ্রহণ করবে, তখন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করবে একশতবার। এ যবানে তো হল একশ' কিন্তু মীযানের পাল্লায় হবে হাজার।

তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে রাত-দিনে দুই হাজার পাঁচশ' গুনাহ করে!

সাহাবীগণ বললেন : আমরা এ দুটো অভ্যাস কেন আয়ত্ত করতে পারব না?

নবীদী বললেন : তোমাদের একজন যখন সালাতে থাকে, তখন শয়তান আসে আর তাকে বলতে থাকে, এটা মনে কর, ওটা মনে কর। এমন কি সে সালাত শেষ করে ফেলে। হয়ত সে কারণে সে তা আয়ত্ত করতে পারে না। ফলে তার শয্যাগ্রহণের সময় সে আসে এবং তাকে ঘুম পাড়াতে থাকে। শেষে সে ঘুমিয়ে যায়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

তু'বা ও ছাওরী (ব) এই হাদীসটি আতা ইব্নুস সাইব (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আ'মাশ (র)-ও এটি আতা ইব্নুস সাইব (র) থেকে সংক্ষিপ্তাকারে রিওয়ায়াত করেছেন।

এই বিষয়ে যায়দ ইব্ন ছাবিত, আনাস ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৪১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُ السَّيِّحَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

৩৪১১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা সানআনী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আঙ্গুলের নিচে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।

আ'মাশ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৪১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

قَيْسٍ الْمَلَانِيُّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مُعْتَبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ، تُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمَلَانِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ .
وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْحَكَمِ وَلَمْ يَرْفَعَهُ . وَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ الْمُتَتَمِرِ عَنِ الْحَكَمِ فَرَفَعَهُ .

৩৪১২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন সাযুবা আহমাদী আল-কুফী (র)... কা'ব ইব্ন উজ্জরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : (সালাত) পরবর্তী এমন কতগুলো কালিমা আছে যে ব্যক্তি এগুলো পাঠ করবে, সে বিফল হবে না। প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।

হাদীসটি হাসান। বর্ণনাকারী আমার ইব্ন কায়স মুলানী আস্থাযোগ্য ও হাফিযুল হাদীস।

শু'বা (র) এই হাদীসটি হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে মারফু' করেন নি। মানসূর ইব্ন মু'তামির (র) এটি হাকাম (র) থেকে মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন।

৩৪১৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مَشَّامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَقْلَعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرْنَا أَنْ نَسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَنُحَمِّدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ . قَالَ : فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : أَأَمَرَ كُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُوا اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : فَاجْعَلُوا مَنَسًا وَعِشْرِينَ ، وَاجْعَلُوا التَّهْلِيلَ مَعَهُنَّ ، فَعَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَحَدَّثَهُ فَقَالَ : أَفَعَلُوا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৪১৩. ইয়াহইয়া ইব্ন খালাফ (র)... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদেরকে প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক আনসারী ব্যক্তি স্বপ্নে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক সালাতের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়তে? বললেন : হ্যাঁ। বললেন : পঁচিশবার পড় এবং তৎসঙ্গে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়। পরদিন বিষয়টি নবী ﷺ এর সামনে বলা হলে তিনি বললেন : কর।

হাদীসটি সাহীহ।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতে ঘুম থেকে জেগে কি দু'আ পড়বে

৩৪১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ . حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنِي جُنَادَةُ ابْنُ أَبِي أُمَيَّةَ . حَدَّثَنِي عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَبِّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ قَالَ : ثُمَّ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ ، فَإِنْ عَزَمَ فِتْرَتَهُ ، ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৪১৪. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আযীয ইবন আবু রিয়মা (র)... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে বলে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই সার্বভৌমত্ব, তাঁরই সব তারীফ, তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ সব ক্রটি থেকে পবিত্র, আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা, আর নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ মহান; নেই কোন গতি আর না কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া।

এরপর সে বলে : হে আমার রব! মাফ করে দাও আমাকে অথবা তিনি বলেছেন : তারপর দু'আ করে, তবে তার দু'আ কবুল করা হবে। আর তার সংকল্প যদি দৃঢ় হয় এবং উযু করে কিছু সালাত আদায় করে, তবে তার সালাতও কবুল করা হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৪১৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا مُسْلِمَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ : كَانَ عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ سَجْدَةٍ وَيُسَبِّحُ مِائَةَ أَلْفٍ تَسْبِيحَةً .

৩৪১৫. আলী ইবন হুজর বলেন, মাসলামা ইবন আমর বর্ণনা করেছেন যে উমায়র ইবন হানী (র) প্রতি দিন এক হাজার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং এক লক্ষবার তাসবীহ পাঠ করতেন।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৪১৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدُّسْتُوَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْطِيَهُ وَضُوءَهُ فَأَسْمَعُهُ الْهُوَّى مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَأَسْمَعُهُ الْهُوَّى مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪১৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... রাবীআ ইব্ন কা'ব আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর দরজার পার্শ্বে রাত অতিবাহিত করতাম। তাঁর উযূর পানি আমি দিতাম। রাতের অনেকক্ষণ আমি শুনতাম, তিনি বলছেন : আমি আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ। রাতের বহুক্ষণ শুনতাম তিনি বলছেন : আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৪১৭- حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ بْنِ سَعِيدٍ. الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَا نَفْسِي بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪১৭. উমার ইব্ন ইসমাইল ইব্ন মুজালিদ ইব্ন সাঈদ হামদানী (র)... হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শুতে ইচ্ছা করতেন তখন পাঠ করতেন :

— اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا — হে আল্লাহ! তোমার নামে ঘুমাই আবার জীবিত হই।

আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন তিনি বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَا نَفْسِي بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

সব তারীফ আল্লাহর, যিনি আমার প্রাণ যিন্দা করেছেন নিদ্রারূপ মৃত্যু দানের পর। আর তাঁরই দিকে তো আমাদের উত্থান।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَاب : مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ : রাতে সালাতের জন্য দাঁড়ালে কী পাঠ করবে?

৩৪১৮- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، إِنَّتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ . اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، إِنَّكَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪১৮. আনসারী (র)... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মধ্যরাতে সালাতের জন্য উঠে দাঁড়াতেন তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، إِنَّتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ . اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، إِنَّكَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

হে আল্লাহ! তোমারই সব তারীফ, তুমিই আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর নূর, সব তারীফ তোমারই, তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নিয়ন্তা, সব তারীফ তোমারই, তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতে যা কিছু আছে, সবারই রব্ব। তুমিই তো সত্য, তোমার ওয়াদা তো সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমার জন্যই আত্মসমর্পিত আমি, তোমার উপরই ঈমান রাখি, তোমার উপরই করি ভরসা, তোমার দিকে মনোযোগী হই, তোমার বিষয়ে বিবাদ করি, তোমাকেই হাকিম মানি। ক্ষমা করে দাও যা আগে করেছি, যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই তো আমার মা'বুদ। কোন ইলাহ নেই তুমি ছাড়া।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৬১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي
 ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْلَةٌ حِينَ فَرَّغَ مِنْ صَلَاتِهِ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا
 أَمْرِي، وَتَلْمُ بِهَا شَعْنِي وَتَصْلِحَ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّيَ بِهَا عَمَلِي وَتُلْهِمُنِي بِهَا رَشْدِي، وَتَرُدُّ
 بِهَا أَلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اَللَّهُمَّ اَعْطِنِي اِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً اُنَالُ بِهَا شَرَفَ
 كِرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشَّهَادَةِ، وَعَيْشَ السَّعْدَاءِ، وَالنَّصَرَ
 عَلَى الْأَعْدَاءِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اُنْزِلْ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَاسْأَلُكَ
 يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ،
 وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ . اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدَّتْهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ
 أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ . اَللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ
 الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ، اَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ
 الْمُؤَقِّينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ . اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ،
 سَلَامًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعِنَاً لِأَعْدَائِكَ، مُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِي بَعْدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ . اَللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِ
 جَابَةُ، وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ . اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَنُورًا
 مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِينِي، وَنُورًا عَنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي،
 وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشْرِي، وَنُورًا فِي لَحْمِي، وَنُورًا فِي دَمِي، وَنُورًا فِي
 عَظَامِي . اَللَّهُمَّ اَعْظِمْ لِي نُورًا، وَاعْظِمْنِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ،
 سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْمَجْدُ وَتَكْرَمُ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنُّعْمِ،
 سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُقْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضَ هَذَا
الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِطَوَّلِهِ.

৩৪১৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন ব্যাকুল হয়ে উঠে দাঁড়াতে তখন তাঁকে বলতে শুনেছি :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلْمُّ بِهَا شَعْنِي وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي،
وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَتُلْهِمْنِي بِهَا رَشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتْنَى، وَتَعْصِمْنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ،
اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيْمَانًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنْالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشَّهَادَةِ، وَعَيْشَ السَّعَادَةِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ
حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا
تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَ نِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ. اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ
رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدَّتْهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ
فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ يَا سَائِلُكَ بِرَحْمَتِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ
يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ الْمُؤَقِّينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ،
وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ، سَلَامًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ، مُحِبُّ
بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنَعَادِي بَعْدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ. اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ إِلَّا جَابَةٌ، وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِينِي،
وَنُورًا عَنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي، وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَنُورًا فِي
شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي، وَنُورًا فِي لَحْمِي، وَنُورًا فِي دَمِي، وَنُورًا فِي عَظَامِي. اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا،
وَأَعْظِمْنِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْمَجْدُ وَتَكْرَمُ بِهِ.

سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

হে আল্লাহ! আমি যাঙ্গা করি তোমার কাছে তোমার পক্ষ থেকে রহমত যদ্বারা হেদায়াত করবে তুমি আমার হৃদয়কে, একত্রিত করবে আমার বিষয়াদি, সমন্বিত করে দিবে আমার সব বিক্ষিপ্ততা, ঠিক করে দিবে আমার দৃষ্টির আড়ালে যা আছে তা, সমুচ্চ করে দিবে আমার সমক্ষে যা আছে তা, সংশোধন করে দিবে আমার আমল, ইলহাম করবে আমার হেদায়াত, ফিরিয়ে দিবে আমার প্রিয় সব বস্তু আর হেফাজত করবে আমাকে সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দাও ঈমান, দাও প্রত্যয় যার পর কুফরীর কোন স্পর্শও থাকবে না আর। দাও তুমি রহমত যদ্বারা পাই আমি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার প্রদত্ত সম্মানের সুউচ্চ আসন। হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করি ফায়সালায় সফলকামিতা, শহীদগণের মানযিল, সৌভাগ্যশীলদের জীবন, শত্রুদের উপর সাহায্য। হে আল্লাহ! আমার সব হাজত নিয়ে নেমেছি তোমারই দরবারে যদিও ক্রটিময় আমার প্রয়াস, ক্ষীণ আমার আমল। তোমার রহমত ও দয়ারই মুখাপেক্ষী আমি। তাই চাই তোমারই কাছে হে সকল বিষয়ের সম্পাদনকারী! হে হৃদয়ের শেফাদানকারী! যেমন সমুদ্রের মাঝে পরস্পর আড়াল সৃষ্টি করে রেখেছ তুমি, তেমনি তুমি আমাকে আশ্রয় দাও জাহান্নামের আযাব থেকে, ধ্বংসকে আহ্বান জানানোর মত পরিণাম থেকে, কবরের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমার প্রয়াস ও সাধনার যে ক্রটি, আমার নিয়্যাত তো ইখলাসের সেই স্তরে পারেনি পৌঁছাতে আমার প্রার্থনাও তো পারেনি সে স্তরে পৌঁছতে, তবুও দাও তুমি সব কল্যাণ যার ওয়াদা তুমি করেছ তোমার কোন সৃষ্টির সাথে — বা সেই কল্যাণ যা দিয়েছো তোমার বান্দাদের কাউকে। আমি এই বিষয়ে তোমারই সাতিশয় আগ্রহী। হে রাক্বুল আলামীন! তোমার রহমতের ওয়াসীলায়ই চাই তোমারই কাছে। হে আল্লাহ! সুদৃঢ় রজ্জুর অধিকারী যিনি, সঠিক বিধানের মালিক যিনি, তোমার কাছেই চাই প্রতিশ্রুত দিনের ভয়াবহ হুমকি থেকে নিরাপত্তা, চাই অনন্ত দিনের জান্নাত তাদের সাথে, যারা নৈকট্যের অধিকারী তোমার দরবারে; যারা সব সময় সমুপস্থিত, বেশী রুকু ও সিজদাবনত এবং চুক্তিপূরণকারী যারা। তুমিই তো দয়ালু প্রেমময়। তুমিই কর যা তোমার অভিপ্রায় তাই। হে আল্লাহ! তুমি বানাও আমাদের হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত, যারা পথভ্রষ্টও নয় এবং পথ ভ্রষ্টকারীও নয় তোমার ওলীদের সঙ্গে আপসকারী ও তোমার দুশমনদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীরূপে।

তোমারই ভালবাসায় আমরা ভালবাসি তাদের, যারা ভালবাসে তোমাকে। তোমার শত্রুতার কারণেই আমরা শত্রুতা পোষণ করি তাদের প্রতি, যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে। হে আল্লাহ! এ তো প্রার্থনা তোমার দরবারে আর তোমার বিষয় হল তা কবুল করা।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নূর দাও আমার হৃদয়ে, নূর দাও আমার কবরে, নূর দাও আমার সামনে, নূর দাও আমার পিছনে, নূর দাও আমার ডানে, নূর দাও আমার বামে, নূর দাও আমার উপরে, নূর দাও আমার নীচে, নূর দাও আমার কানে, নূর দাও আমার চোখে, নূর দাও আমার লোমে লোমে, নূর দাও আমার চামড়ায়, নূর দাও আমার গোশতে, নূর দাও আমার রক্তে, নূর দাও আমার সব হাড়ে। হে আল্লাহ! আমার নূর করে দাও সুমহান, দাও আমাকে নূর। আমার জন্য দাও নূর।

পবিত্র তিনি, যিনি বেষ্টন করেছেন ইযযতের চাদর আর নিজের জন্যই খাস করে নিয়েছেন তা। মহাপবিত্র তিনি, যিনি মর্যাদার পোশাক করেছেন পরিধান এবং তদ্বারা অনুগ্রহিত করেছেন বান্দাদের। পবিত্র তিনি, যিনি ছাড়া আর কারো জন্য সব দোষ-ক্রটি পবিত্রতা নয় শোভন। পবিত্র তিনি, অনুগ্রহ নিয়ামতের

অধিকারী যিনি। পবিত্র তিনি, সম্মান ও দয়ার অধিকারী যিনি। পবিত্র তিনি, প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী যিনি।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া ইবন আবু লায়লা-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

শু'বা ও সুফয়ান হাওরী (র) সালামা ইবন কুহ'ফল-কুরায়ব-ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীসটির কিছু বর্ণনা করেছেন। তবে এত দীর্ঘ করে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন নি।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ রাতের সালাত শুরুকালের দু'আ

৩৪২০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ . قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ وَ

مِيكَائِيلَ إِسْرَافِيلَ ، فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৪২০. ইয়াহইয়া ইবন মুসা প্রমুখ (র)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবী ﷺ যখন রাতে সালাতে দাঁড়াতেন তখন কী পাঠ করে তাঁর সালাত শুরু করতেন?

তিনি বললেন : তিনি রাতে যখন উঠতেন তখন তাঁর সালাত শুরু করতে গিয়ে বলতেন :

اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

হে আল্লাহ! জিবরীল, মিকাইল ও ইসরাফীলের রব্ব, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তুমিই তো তোমার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা দিবে তাতে, যাতে তারা মতবিরোধ করছিল। হক নিয়ে যে মতবিরোধিতা করা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে তোমার অনুমতিক্রমে তুমি আমাদের সত্য-ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করো। তুমি তো অবশ্যই আছ সীরাতে মুস্তাকীমে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৬২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونِ . قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، إِنَّتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي ، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، أَمَنْتُ بِكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَإِذَا رَكَعَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ أَمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخْيَ وَعِظَامِي وَعَصْبِي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَمِلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ . فَإِذَا سَجَدَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ ، لَكَ أَسْلَمْتُ . سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصُورُهُ وَشَقَّ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، ثُمَّ يَكُونُ آخِرَ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالسَّلَامِ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪২১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবুশ্ শাওয়ারিব (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতে তখন বলতেন :

وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، إِنَّتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي ، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، أَمَنْتُ بِكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

আমি ফিরিয়ে রাখলাম আমার মুখ সেই সত্তার দিকেই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী একনিষ্ঠভাবে। আর আমি তো নই মুশরিকদের একজন। আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই তো আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর শরীক নাই কেউ। এই বিষয়েই আমি নির্দেশিত। আর আমি তো মুসলিমদেরই একজন। হে আল্লাহ্! তুমিই তো আধিপতি, নেই ইলাহ্ তুমি ছাড়া। তুমিই তো আমার প্রভু, আমি তো তোমার দাস। আমি যুলুম করেছি আমার উপর। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। মাফ করে দাও আমাকে, আমার পাপরাশি সবই। গুনাহ্ তো মাফ করতে পারে না কেউ তুমি ছাড়া। হেদায়াত দাও আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের। সুন্দরতম আখলাকের পথ-নির্দেশনা করতে পারে না তো কেউ তুমি ছাড়া। আমার থেকে তুমি ফিরিয়ে রাখ মন্দ চরিত্রসমূহ। মন্দ চরিত্র থেকে ফিরাতে পারে না তো কেউ তুমি ছাড়া। ঈমান এনেছি তোমার উপর। বরকতময় তুমি, সমুচ্চ তুমি, তোমার কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করি আর তোমার দিকেই ফিরে আসি।

তিনি যখন রুকুতে যেতেন তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ أَمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمَخْيَ وَعِظَامِي وَعَصَبِي

হে আল্লাহ্! তোমার জন্যই আমি রুকু করছি। তোমারই উপর এনেছি ঈমান, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত, বিনয়াবনত তোমার জন্য আমার কান, আমার চোখ, আমার মগজ, আমার হাড়, আমার শিরা-উপশিরা সবই।

রুকু থেকে মাথা তুলে বলতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ

হে আল্লাহ্! হে আমাদের রব্ব! তোমারই জন্য এত প্রশংসা যাতে আকাশমণ্ডলী ও যমীনসমূহ এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তা এবং তুমি যা কিছু চাও সবই হয়ে যায় ভরপুর।

যখন সিজদা দিতেন তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ . سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصُورُهُ وَشَقَّ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য আমি সিজদাবনত, তোমারই উপর এনেছি ঈমান, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত। আমার চেহারা সিজদারত সেই সত্তার উদ্দেশ্যে — যিনি সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকৃতি দিয়েছেন তার এবং তাতে সৃষ্টি করেছেন কান ও চোখ। কত বরকতময় আল্লাহ্ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।

এরপর সর্বশেষে তাশাহহুদ ও সালামের মাঝে যা বলতেন তা হল :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

হে আল্লাহ্! মাফ করে দাও আমাকে যা আগে করেছি, যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি, আর যা সম্পর্কে তুমিই ভাল জান আমার চেয়েও। তুমিই সর্বাত্মক, তুমিই সর্ব পশ্চাতে, নেই ইলাহ্ তুমি ছাড়া।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬২২- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَيُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنِي عُمَى. وَقَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْرَجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. فَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي، فَإِذَا رَقَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَاءَ وَمِلَأَ الْأَرْضَ وَمِلَأَ بَيْنَهُمَا وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، فَإِذَا سَجَدَ قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصُورُهُ وَشَقَّ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ يَقُولُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ التَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪২২. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতে, তখন বলতেন :

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

যখন রুকু করতেন, তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمِنْتُ وَلَكَ اسَلَّمْتُ ، خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعَظَامِي وَعَصْبِي

আর যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন, তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَاءَ السَّمَاءِ وَمِلَاءَ الْأَرْضِ وَمِلَاءَ بَيْنَهُمَا وَمِلَاءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ

যখন সিজদা করতেন, তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمِنْتُ وَلَكَ اسَلَّمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصُورُهُ وَشَقَّ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

পরে তিনি তাশহুদ ও সালামের মাঝে সব শেষে যা বলতেন, তা হল :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدُمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৪২৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ . حَتَّى مَنَكَبِيهِ وَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاعَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِذَا قَامَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ فَكَبَّرَ ، وَيَقُولُ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ : وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ . سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، لَا مَنَجَا مِنْكَ وَلَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْكَ ، اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ثُمَّ يَقْرَأُ :

فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلَامَهُ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعَتْ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسَلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي ، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمَخَى وَعَظَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ يَتَّبِعُهَا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسَلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَأَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُ هَذَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَقُولُ فِي الْمَكْتُوبَةِ . يَقُولُ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيَّ يَقُولُ ، وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : هَذَا عِنْدَنَا مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ .

৩৪২৩. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফরয সালাত আদায় করতে দাঁড়াতে তখন কাঁধ বরাবর তাঁর দুই হাত উঠাতেন। কিরাআত শেষ করে যখন রুকু'তে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও তদ্রূপ করতেন, রুকু' থেকে যখন মাথা উঠাতেন তখনও এইরূপ করতেন। উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি তাঁর সালাতে হাত উঠাতেন না। যখন দুই সিজদা করে দাঁড়াতে তখনও তিনি তাঁর দুই হাত সেভাবে উঠাতেন এবং আল্লাহু আকবার বলতেন। তাকবীরের পর যখন সালাত শুরু করতেন তখন পড়তেন :

وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ . سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، أَنَابُكَ رَأْيُكَ ، وَلَا مَنَاجَا وَلَا مَلْجَا إِلَّا إِلَيْكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

এরপর তিনি কিরাআত করতেন। আর যখন তিনি রুকু করতেন তখন তাতে তিনি বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَمْ أَسَلَمْ وَأَنْتَ رَبِّي ، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمَخَى وَعَظَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

রুকু' থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন বলতেন : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .

এরপর বলতেন : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلَاءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلَاءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর সিজদায় বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

সালাত শেষ করা কালে বলতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَأَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইমাম শাফিঈ (র)-এবং আমাদের কোন কোন ইমাম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। কূফাবাসী এবং অপরাপর কোন কোন আলিম বলেন : এ দু'আগুলো নফল সালাতের মধ্যে পাঠ করবে, ফরযের মধ্যে পাঠ করবে না।

আবু ইসমাইল তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, আমি সুলায়মান ইব্ন দাউদ হাশিমী (র)-কে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলতে শুনেছি : এই হাদীসটির সনদ আমাদের কাছে যুহরী-সালিম — তাঁর পিতা ইবন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ (সবচে' নির্ভরযোগ্য) সনদ।

بَابُ : مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

পরিচ্ছেদ : সিজদা-এ তিলাওয়াতে কি বলা হবে

২৪২৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي كُنْتُ أَصْلَى خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي جَدِّي: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَ الرَّجُلُ مِنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِقْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

৩৪২৪. কুতায়বা (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম। তখন দেখি যে, আমি যেন একটা গাছের

পিছনে সালাত আদায় করছি। আমি সিজদা করলাম, গাছটিও আমার সিজদার সাথে সিজদা করল। শুনলাম গাছটি তখন বলছে :

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا ، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَذْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا ، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ .

হে আল্লাহ্! তুমি লিখ এর কারণে আমার জন্য তোমার কাছে ছওয়াব, এর দ্বারা আমার গুনাহ্ তুমি নিশ্চিহ্ন করে দাও। তোমার কাছে আমার জন্য এটিকে সঞ্চয় হিসাবে বানিয়ে দাও। তা আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নাও, যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ থেকে কবুল করে নিয়েছিলে।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : পরে নবী ﷺ সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং সিজদা করলেন। উক্ত বৃক্ষের যে কলিমাটি সেই ব্যক্তি বর্ণনা করেছিল, অনুরূপ দু'আ এই সিজদায় তাঁকে পাঠ করতে আমি শুনেছি।

এই হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৪২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ : سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪২৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় কুরআন তিলাওয়াতের সিজদায় বলতেন :

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

পরিচ্ছেদ : ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ

২৪২৬- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا بَنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَالَ ، يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، يُقَالُ لَهُ كُفِّتَ وَوَقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৪২৬. সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ উমাবী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আটি পাঠ করে, তাকে (ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে) বলা হয় : তুমি যথেষ্ট করে নিলে, বেঁচে গেলে, তোমার থেকে শয়তান দূর হয়ে গেল। দু'আটি হল : بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

৩৪২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَ أَوْ نُضِلَّ أَوْ نَظْلَمَ أَوْ نَظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪২৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন বলতেন :

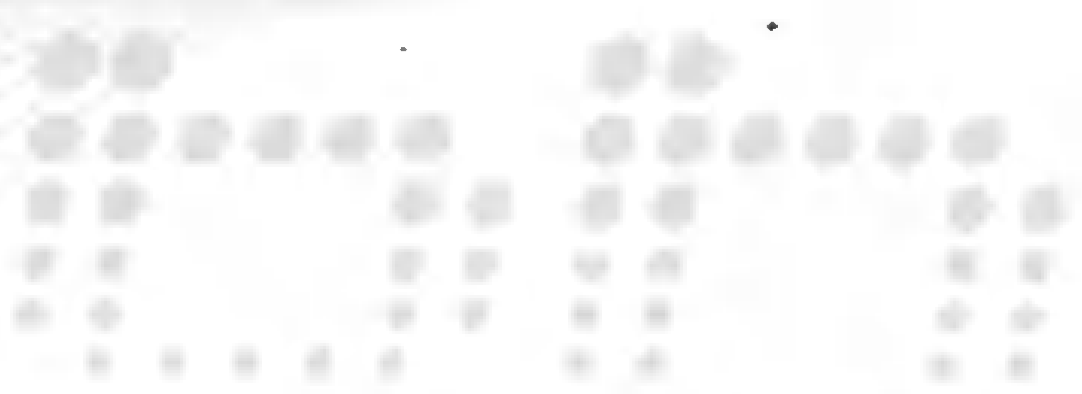
بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَ أَوْ نُضِلَّ أَوْ نَظْلَمَ أَوْ نَظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا
আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপরই করেছি ভরসা। হে আল্লাহ! আমরা পানাহ চাই তোমারই (অনিচ্ছাবশতঃ) পদস্থলন থেকে বা পথভ্রষ্টতা থেকে বা অত্যাচার করা থেকে বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে বা মূর্খতা প্রদর্শন থেকে বা আমাদের উপর মূর্খ আচরণ হওয়া থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ

পরিচ্ছেদ : বাজারে প্রবেশের দু'আ

৩৪২৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِينِي أَخِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفٍ حَسَنَةٍ ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفٍ سَيِّئَةٍ ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفٍ دَرَجَةٍ .



বাংলা হাদিস

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ قَهْرُ مَنْ أَلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثُ نَحْوَهُ .

৩৪২৮. আহমাদ ইব্ন মানী (র)... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার তাঁর পিতা — তাঁর পিতামহ উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নোক্ত) এই দু'আটি পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এক লক্ষ নেকী লিখবেন, এক লক্ষ গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার এক লক্ষ দরজা বুলন্দ করবেন। দু'আটি হল :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হাদীসটি গারীব।

যুবায়র পরিবারের খাজাখী আমার ইব্ন দীনার (র) এই হাদীসটি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৪২৯- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ قَهْرُ مَنْ أَلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفٍ حَسَنَةٍ ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفٍ سَيِّئَةٍ ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

৩৪২৯. আহমাদ ইব্ন আবদা আয-যাক্বী (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে এই দু'আ পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এক লক্ষ নেকী লিখবেন। এক লক্ষ গুনাহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন, দু'আটি হল : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, তিনি এক, তাঁর শরীক নেই, তাঁরই সব সাম্রাজ্য। তাঁরই সব তারীফ। তিনি জীবিত করেন আর তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সব কল্যাণ। তিনি সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

بَابُ : مَا يَقُولُ الْعَبْدُ إِذَا مَرَضَ

পরিচ্ছেদ : কোন বান্দা অসুস্থ হলে সে কি পড়বে?

৩৪৩০- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جُحَادَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَهُ رَبُّهُ وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ :

يَقُولُ اللَّهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ اللَّهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَوْلُ وَالْأَثَرَةُ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِي . وَكَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمَ النَّارُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُرَيْزَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ شُعْبَةُ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِذَا .

৩৪৩০. মুফয়্যান ইবন ওয়াকী' (র)... আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যখন বলে, ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া আর আল্লাহ মহান। তখন তার রব্ব আল্লাহ তা'আলা তার এই বক্তব্য সত্যায়ন করে বলেন : হ্যাঁ, আমি ছাড়া ইলাহ নেই আর আমি মহান। সে যখন বলে : ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া তিনি তো একক। আল্লাহ বলেন : আমি ছাড়া ইলাহ নেই, আমি একক। যখন সে বলে : ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ বলেন : আমি ছাড়া ইলাহ নেই, আমি একক, আমার শরীক নেই।

যখন সে বলে : ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। বাদশাহী তাঁরই আর তাঁরই সব তারীফ।

আল্লাহ বলেন : আমি ছাড়া ইলাহ নেই। বাদশাহী আমারই। আমারই সব তারীফ।

যখন সে বলে : ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া কারো সামর্থ্য নেই, কারো শক্তি নেই আল্লাহ ছাড়া।

আল্লাহ বলেন : ইলাহ নেই আমি ছাড়া কারো সামর্থ্য নেই, কারো শক্তি নেই আমি ছাড়া।

নবী ﷺ আরো বলতেন : কেউ যদি তার রোগশয্যায় এই কথাগুলো বলে, এরপর সে মারা যায়, তখন জাহান্নামের আগুন তাকে গ্রাস করবে না।

এই হাদীসটি হাসান।

গু'বা (র) এটিকে আবু ইব্রাহীম-আগার-আবু মুসলিম-আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে গু'বা এটিকে মারফু' রূপে বর্ণনা করেন নি।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার-মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার-গু'বা (র) সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ : مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى مُبْتَلًى

পরিচ্ছেদ : কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে কি পড়বে?

৩৪৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِيَّاهُ قَالَ : مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ :
كَانَ مَا عَاشَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَ وَبْنِ دِينَارٍ قَهْرُ مَانَ آلِ الزُّبَيْرِ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِي فِي الْحَدِيثِ .
وَقَدْ تَفَرَّدَ بِأَحَادِيثَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُسْمِعُ
صَاحِبَ الْبَلَاءِ .

৩৪৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযী (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে,
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখে এই দু'আটি পাঠ করে, তবে সে যতদিন
জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত যে কোন ধরনের বিপদ হোক না কেন — আল্লাহ তাকে সেই বিপদ থেকে মুক্ত
রাখবেন। দু'আটি হল :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِيَّاهُ قَالَ : مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ :

সব তারীফ আল্লাহর, যিনি আমাকে মুক্ত রেখেছেন সেই বিপদ থেকে যে বিপদে তোমাকে তিনি
নিপতিত করেছেন এবং তিনি তাঁর বহু সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছেন আমাকে।

হাদীসটি গারীব।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

যুবায়র পরিবারের খাজাঞ্চী আমর ইব্ন দীনার হলেন একজন বসরাবাসী শায়খ। তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে
নির্ভরযোগ্য রাবী নন। তিনি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর থেকে একাকী কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন : কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে
তা থেকে আল্লাহর পানাহ চাইবে। তবে মনে মনে তা বলবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তা শোনাবে না।

৩৪৩২- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُطَرَفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عُمَرَ الْمُعَمَّرِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ رَأَى مَبْتَلَى
فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لَمْ يَصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .



বাংলা হাদিস

৩৪৩২. আবু জা'ফার সিমনানী প্রমুখ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে কেউ যদি এ দু'আটি পাঠ করে তবে তাকে এ বিপদে স্পর্শ করবে না। দু'আটি হল :
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا.

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابُ : مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

পরিচ্ছেদ : মজলিস থেকে উঠে আসার সময় কী দু'আ পড়বে

৩৪৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ الْكُوفِيُّ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَعَائِشَةَ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

৩৪৩৩. আবু উবায়দা ইবন আবু সাফার কুফী, এর নাম হল আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ হামদানী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি কোন মজলিসে বসে আর তাতে সে অধিক অনর্থক কথাবার্তা বলে ফেলে, তবে মজলিস থেকে প্রস্থানের পূর্বে এই দু'আ পাঠ করলে সেই মজলিসে তার যে ত্রুটি হয়েছে তা মাফ করে দেওয়া হবে। দু'আটি হল :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

এই বিষয়ে আবু বারযা ও আয়িশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ, এই সূত্রে গারীব। সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৪৩৪- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفْعُولٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْتٍ عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ يُعَدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةً مَرَّةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ : رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَتَبَّ عَلَى إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.



বাংলা হাদিস

৩৪৩৪. নাসর ইব্ন আবদুল্লাহ কুফী (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা গণনা করতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বৈঠকে তা থেকে উঠবার আগেই শতবার নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

باب : مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ

পরিচ্ছেদ : পেরেশানীর সময় কী দু'আ পড়বে

৩৪৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পেরেশানীর সময় এ দু'আ পড়তেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৪৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُفِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ السَّدَنِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الْأَمْرُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَإِذَا أَجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ : يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .



বাংলা হাদিস

৩৪৩৬. আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন মুগীরা মাখযুমী মাদীনী প্রমুখ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে যখন কোন ব্যাপারে চিন্তিত করে তুলত তখন তিনি আসমানের দিকে তাঁর মাথা তুলে বলতেন : সুবহানাল্লাহিল আযীম ।

আর যখন দু'আয় খুবই কাকুতি করতে থাকতেন তখন বলতেন : ইয়া হায়্য ইয়া কায্যুম ।
হাদীসটি গারীব ।

باب : مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا

পরিচ্ছেদ : কোন মনযিলে অবতরণের সময় কী দু'আ পড়বে

৩৪৩৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ الشَّامِيَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ .
وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ وَيَقُولُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُصَنَّبِ عَنْ خَوْلَةَ .

قَالَ : وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَجَلَانَ .

৩৪৩৭. কুতায়বা (র)... খাওলা বিনত হাকীম শামিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি কোন মনযিলে অবতরণের পর এই দু'আ পড়ে তবে পুনরায় যাত্রা না করা পর্যন্ত তাকে কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না । দু'আটি হল :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আল্লাহ্ পরিপূর্ণ কলিমাসমূহের ওয়াসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্টসমূহ থেকে (তাঁর কাছে) পানাহ চাই ।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ ।

মালিক ইবন আনাস (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন : তাঁর নিকট ইয়াকুব ইবন আশাজ্জ (র)-এর বরাতে পৌঁছেছে যে, এরপর তিনি উক্ত হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেন ।

ইবন আজলান (র) থেকেও হাদীসটি ইয়াকুব ইবন আবদুল্লাহ ইবন আশাজ্জ (র) বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন : সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) খাওলা (রা) সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে ।

লাযছ (র)-এর রিওয়ায়াতটি (৩৪৩৭ নং) ইবন আজলান (র)-এর রিওয়ায়াত থেকে অধিক সাহীহ ।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

পরিচ্ছেদ : মুসাফিররূপে বের হওয়ার সময় কী দু'আ পড়বে

৩৪২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرِ
الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، قَالَ بِأَصْبُعِهِ
وَمَدَّ شُعْبَةً بِأَصْبُعِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ . اللَّهُمَّ أَصْحَابَنَا بِنُصْحِكَ ،
وَأَقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ . اللَّهُمَّ أَرْزُقْنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ .
حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ .

৩৪৩৮. মুহাম্মাদ ইব্ন উমার ইব্ন আলী মুকাদ্দামী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন এবং সওয়ারীতে আরোহণ করতেন তখন তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন এবং তা লম্বা করতেন। তিনি বলতেন :

اللَّهُمَّ أَصْحَابَنَا بِنُصْحِكَ ، وَأَقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ . اللَّهُمَّ أَرْزُقْنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ
وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ .

হে আল্লাহ! তুমিই সঙ্গী আমার এই সফরে আর স্থলাভিষিক্ত আমার পরিবারে। হে আল্লাহ! তোমারই হেফাযতে তুমি আমাদের হেফাযত কর আর তোমারই যিম্মায় তুমি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো। হে আল্লাহ! ভূমিকে আমাদের জন্য সংকুচিত করে দাও আর আমাদের জন্য এই সফর সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই তোমারই কাছে সফরের কঠোরতা থেকে এবং দুঃখিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন থেকে।

সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র)... শু'বা (র) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এই হাদীসটি হাসান-গারীব। ইব্ন আবু আদী-শু'বা (র)-এর সনদ ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৪২৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجٍ قَالَ :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ . اللَّهُمَّ أَصْحَابَنَا فِي
سَفَرِنَا وَأَخْلَفْنَا فِي أَهْلِنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ . وَمِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَمِنْ
دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ : وَيُرَوَّى الْحَوْرُ بَعْدَ الْكُورِ أَيْضًا قَالَ : وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحَوْرُ بَعْدَ الْكُورِ وَكِلَاهُمَا لَهُ وَجْهٌ ، إِنَّمَا هُوَ الرَّجُوعُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ ، أَوْ مِنَ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا يَعْنِي الرَّجُوعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الشَّرِّ .

৩৪৩৯. আহমাদ ইবন আবদা যাক্বী (র)... আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

নবী ﷺ যখন সফর করতেন তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ أَصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا ، وَأَخْلَفْنَا فِي أَهْلِنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَمِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ .

হে আল্লাহ! তুমিই সফরে আমার সঙ্গী, পরিবার-পরিজনে আমার স্থলবর্তী। হে আল্লাহ! তুমি সঙ্গী হও আমাদের সফরে আর তুমিই স্থলবর্তী হও পরিবারে। হে আল্লাহ! তোমারই কাছে পানাহ চাই সফরের কঠোরতা থেকে, কষ্টে নিপতিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন থেকে, আনুগত্য বন্ধনের পর তা ছিন্ন করা থেকে, ময়লুমের বদ দু'আ থেকে এবং পরিবার ও সম্পদ-সম্পত্তিতে মন্দ দৃশ্য অবলোকন থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। الحور-এর স্থলে الكور বর্ণিত আছে। উভয় রিওয়াযাতেরই তাৎপর্য রয়েছে। তা হল, ঈমান গ্রহণের পর কুফরীর দিকে বা বন্দেগী গ্রহণের পর নাফরমানীর দিকে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ কোন কল্যাণময় অবস্থা থেকে অকল্যাণকর অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ

পরিচ্ছেদ : সফর থেকে ফিরে এসে কী দু'আ পড়বে

৩৪৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ : أَيُّبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَصَحُّ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

৩৪৪০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ

যখন কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন বলতেন : أَيُّبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ছাওরী (র) এই হাদীসটি আবু ইসহাক-বারা' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি রাবী' ইবন বারা (র)-এর উল্লেখ করেন নি। শু'বা (র)-এর রিওয়ায়াতটি (৩৪৪০ নং) অধিক সাহীহ।

এই বিষয়ে ইবন উমার, আনাস ও জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৪৪১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَأْسَهُ رَاحِلَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৪৪১. আলী ইবন হুজর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন আর মদীনার প্রাচীরসমূহের দিকে যখন তাঁর দৃষ্টি পড়ত, তখন এর প্রতি ভালবাসায় তাঁর উটটিকে দ্রুত চালাতেন আর যদি ঘোড়ার উপর আরোহী হতেন তবে সেটির গতিও দ্রুততর করে দিতেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا ودَّعَ إِنْسَانًا

পরিচ্ছেদ : কাউকে বিদায় জানাতে গিয়ে কী দু'আ পড়বে

৩৪৪২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلْمِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قَتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ودَّعَ رَجُلًا أَخَذَهُ بِيَدِهِ فَلَا يَدْعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدْعُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

৩৪৪২. আহমাদ ইবন আবু উবায়দুল্লাহ সালীমী বাসরী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ কোন ব্যক্তিকে যখন বিদায় জানাতেন তখন নিজ হাতে তার হাত ধরতেন। ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ না নিজে নবী ﷺ-এর হাত ছাড়ত, ততক্ষণ তিনি তাঁর হাত ছাড়তেন না। এই সময় তিনি বলতেন :

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ

আল্লাহরই হেফাজতে হাওয়ালা করছি তোমার দীন, তোমার আমানতদারী এবং তোমার শেষ আমল।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

এটি ইবন উমার (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

৩৪৪৩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَيْثَمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَدْنُ مِنْنِي أَوْدَعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُودِعُنَا فَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ

وَأَمَانَتِكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

৩৪৪৩. ইসমাইল ইবন মুসা ফাযারী (র)... সালিম (র) থেকে বর্ণিত যে, কোন ব্যক্তি যদি সফরের ইচ্ছা করত, ইবন উমার (রা) তাকে বলতেন : আমার কাছে আস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভাবে আমাদের বিদায় জানাতেন, আমিও তোমাকে সে ভাবে বিদায় জানাই। এরপর তিনি বলতেন :

-أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ-

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। সালিম ইবন আবদুল্লাহর রিওয়ায়াত হিসেবে এই সূত্রে এটি গারীব।

باب مِنْهُ

পরিচ্ছেদ : এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

২৪৪৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَنَا سَيَّارُ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : جَاءَ

رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَرُودَنِي . قَالَ : زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى . قَالَ :

زِدْنِي . قَالَ : وَغَفَرَ ذَنْبَكَ . قَالَ : زِدْنِي بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي . قَالَ : وَيَسِّرْكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৪৪৪. আবদুল্লাহ ইবন আবু যিয়াদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সফরের ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন।

তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পাথেয় হিসাবে তাকওয়া দান করুন।

লোকটি বলল : আরও কিছু বাড়িয়ে দান করুন।

তিনি বললেন : তোমার গুনাহর মাগফিরাত দান করুন।

লোকটি বলল : আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান, আরো বৃদ্ধি করুন।

তিনি বললেন : যেখানেই তুমি থাক না কেন, তোমার জন্য আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ সহজলভ্য করে দিন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

باب مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

২৪৪৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ

سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ فَأَوْصِنِي .

قَالَ : عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ : اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

৩৪৪৫. মুসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দী কূফী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি সফরের ইরাদা করেছি, আমাকে কিছু নসীহত করুন।

তিনি বললেন : আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে। প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! তার জন্য দূরত্ব হ্রাস করে দিন এবং তার জন্য সফর সহজ করে দিন।

হাদীসটি হাসান।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً

পরিচ্ছেদ : সওয়ারীতে আরোহণের সময় কী দু'আ পড়বে

৩৪৪৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أَتَى دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرَّكَابِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ، سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ . قُلْتُ : مِنْ أَى شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَى شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مَنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৪৬. কুতায়বা (র)... আলী ইব্ন রাবীআ (র) থেকে বর্ণিত, আমি আলী (রা)-এর কাছে হাযির ছিলাম। তখন আরোহণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে একটি সওয়ারী আনা হল। তারপর যখন তিনি তাঁর পা রেকাবে রাখলেন তখন বললেন : বিস্মিল্লাহ্, এরপর যখন তার পীঠে সোজা হয়ে বসলেন, বললেন : আলহামদু লিল্লাহ্, পরে বললেন :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

পবিত্র মহান তিনি যিনি এদের আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদের বশীভূত করতে। আমরা আমাদের রব্বের নিকট অবশ্যই প্রত্যাভর্তন করব।

এরপর তিনি তিনবার আলহামদু লিল্লাহ বললেন। এরপর বললেন :

سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

এরপরে তিনি হাসলেন। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন। কী কারণে আপনি হাসলেন?

তিনি বললেন : আমি যেরূপ করলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও সেরূপ করার পর হাসতে দেখেছি। আমি তখন তাঁকে বললাম : কী কারণে হাসলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

তিনি বললেন : তোমার রব্ব তাঁর সে বান্দার প্রতি অত্যন্ত খুশী হন যখন সে বলে : হে আমার রব্ব! মাফ করে দাও আমার গুনাহসমূহ, তুমি ছাড়া আর কেউ তো গুনাহ মাফ করার নেই।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৪৪৭- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى . اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا الْمَسِيرَ وَأَطْوِ عَنَّا بَعْدَ الْأَرْضِ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ : اللَّهُمَّ أَصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَأَخْلَفْنَا فِي أَهْلِنَا . وَكَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ : أَيُّبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৪৪৭. সুওয়ায়াদ ইব্ন নাসর (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সফর করতেন তখন সওয়ারীতে আরোহণ করে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, পরে বলতেন :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

এরপর বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى . اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا الْمَسِيرَ وَأَطْوِ عَنَّا بَعْدَ الْأَرْضِ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ : اللَّهُمَّ أَصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَأَخْلَفْنَا

فِي أَهْلِنَا

হে আল্লাহ! আমার এই সফরে এমন নেকী, তাকওয়া ও আমল প্রার্থনা করি যার উপর তুমি সন্তুষ্ট থাক। হে আল্লাহ! সহজ করে দাও আমাদের প্রতি এই সফর। সংকুচিত করে দাও আমাদের জন্যে যমীনের দূরত্ব।

হে আল্লাহ্! তুমিই আমার সফরের সাথী আর পরিজনদের মাঝে স্থলবর্তী। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরে তুমি আমাদের সঙ্গী হও আর আমাদের পরিজনদের মধ্যে আমাদের স্থলবর্তী হও।

আর যখন তিনি পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে আসতেন, বলতেন :

أَتَّبِعُونَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

হাদীসটি হাসান।

باب

পরিচ্ছেদ

৩৪৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَالِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَزَادَ فِيهِ : مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولُ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنُ وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ .

৩৪৪৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি দু'আ মকবুল : মাযলুমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ, সন্তানের জন্য তার পিতার দু'আ।

আলী ইবন হুজর (র)... ইয়াহুইয়া ইবন কাছীর (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আরো আছে : এগুলো মকবুল হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হাদীসটি হাসান।

এই আবু জা'ফার হলেন তিনি, যার বরাতে ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাছীর রিওয়ায়াত করে থাকেন। তাঁকে আবু জা'ফার মুআযাযন বলা হয়। তাঁর নাম আমাদের জানা নেই।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ

পরিচ্ছেদ : ঝড় বায়ু প্রবাহিত হলে কী পড়বে

৩৪৪৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيبَعَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى الرِّيحَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ

مَا فِيهَا وَخَيْرٍ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৪৪৯. আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ আবু আমর বাসরী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন ঝঞ্ঝা বায়ু বইতে দেখতেন তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا خَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرٍ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এর কল্যাণ, এতে যা আছে সেই কল্যাণ এবং এটিকে যা দিয়ে পাঠান হয়েছে সেই কল্যাণ। আর পানাহ চাই তোমার কাছে এর অনিষ্ট থেকে। এতে যা আছে সেই অনিষ্ট থেকে এবং এটিকে যা দিয়ে পাঠান হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে।

এই বিষয়ে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হাসান।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ

পরিচ্ছেদ : বজ্রধ্বনি শুনলে কী পড়বে

৩৪৫০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي مَطَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، وَلَا تَهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৪৫০. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মেঘের ও বজ্রের আওয়াজ শুনতেন তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، وَلَا تَهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ .

হে আল্লাহ! তোমার গযব দিয়ে আমাদের হত্যা করো না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দিও না। এর আগেই তুমি আমাদের নিরাপদে রাখ।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

باب : مَا يَقُولُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ

পরিচ্ছেদ : নতুন চাঁদ দেখার সময় কী পড়বে

৩৪৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَفْيَانَ الْمَدَنِيُّ . قَالَ حَدَّثَنِي

بِلَالُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى
الْهَلَالَ قَالَ : اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيَمَنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৪৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নয়া
চাঁদ দেখলে বলতেন : اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيَمَنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ
হে আল্লাহ! আমাদের উপর এই চাঁদ উদিত কর বরকত ও ঈমানের সাথে, শান্তি ও ইসলামের সাথে।
(হে চাঁদ!) আমার ও তোমার রব্ব আল্লাহ।
হাদীসটি হাসান-গারীব।

باب : مَا يَقُولُ عِنْدَ الْغُضْبِ

পরিচ্ছেদ : রাগান্বিত হলে কী পড়বে

৩৪৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغُضْبُ فِي
وَجْهِ أَحَدِهِمَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ غَضَبُهُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .
قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ .

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، مَاتَ مُعَاذٌ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقُتِلَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى غُلَامٌ بَنُ سِتِّ سِنِينَ ، وَهَكَذَا رَوَى شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي لَيْلَى .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَرَأَاهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يُكْنَى أَبَا عِيسَى ،
وَأَبُو لَيْلَى أَسْمُهُ يَسَارُ وَرَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : أَدْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪৫২. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

নবী ﷺ -এর সম্মুখে দুই ব্যক্তি পরস্পর গালিগালাজ করছিল। এমনকি একজনের চেহারায়ে ক্রোধের আভাস ফুটে উঠে। তখন নবী ﷺ বললেন : আমি এমন একটা কালিমা জানি যদি সে তা পাঠ করে তবে তার ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যাবে। তা হল : **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** :

এই বিষয়ে সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... সুফয়ান (র)-থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীসটি মুরসাল।

আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) সরাসরি মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে কোন হাদীস শুনে নি। মুআয (রা) মারা যান উমার (রা)-এর খিলাফতকালে। আর উমার (রা) যখন শহীদ হন তখন আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা ছয় বছর বয়সের শিশু মাত্র।

শুবা (র)-ও এটি হাকাম সূত্রে-আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁকে দেখেছেনও। আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র)-এর কুনিয়াত আবু ঈসা। আর আবু লায়লা (র)-এর নাম হল ইয়াসার। আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ -এর একশত বিশজন আনসারী সাহাবীকে পেয়েছি।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

পরিচ্ছেদ : খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী পড়বে

২৪৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِمَارَى، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَأَبْنُ الْهَادِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الْمَدَنِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَالنَّاسُ.

৩৪৫৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : তোমরা ভাল কোন স্বপ্ন দেখলে বুঝবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ জন্য আল্লাহর হামদ করবে এবং যা দেখেছ তা (অন্যকে) বলতে পার। আর যদি এর বিপরীত অপছন্দনীয় কিছু দেখ, তবে বুঝবে এ হল শয়তানের পক্ষ থেকে। তখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর পানাহ চাইবে আর কাউকে তা বলবে না। তা হলে এ স্বপ্ন তার অনিষ্ট করবে না।

এই বিষয়ে আবু কাতাদা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ এ সূত্রে গারীব।

ইবন হাদ (র)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উসামা ইবন হাদ মাদীনী। মুহাদিসীনের কাছে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। মালিক (র)-সহ বহু বর্ণনাকারী তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْبَاكُودَةَ مِنَ الثَّمَرِ

পরিচ্ছেদ : প্রথম ফল দেখলে কী পড়বে

৩৪৫৪- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَارِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمَدْنَنَا . اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلَدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩৪৫৪. আনসারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাহাবীরা যখন প্রথম ফল দেখতে পেতেন তখন তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হাতে নিয়ে বলতেন :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَارِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمَدْنَنَا . اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ .

হে আল্লাহ! বরকত দাও আমাদের ফলে, বরকত দাও আমাদের মদীনায়, বরকত দাও আমাদের (পরিমাপ) সা' ও মুদে। হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) তো তোমার বান্দা, তোমার খালীল এবং তোমার নবী আর আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী। তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন আর আমি তোমার কাছে মদীনার জন্য দু'আ করছি যেহেতু তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন এবং এতদসঙ্গে অনুরূপ আরো।

এরপর তিনি সবচেয়ে কম বয়সের যে বালকটিকে দেখতেন, তাকে ডেকে এই ফলটি দিয়ে দিতেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا

পরিচ্ছেদ : যখন খানা খাবে তখন কী পড়বে

৩৪৫৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي حَرْمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةٍ فَجَاعَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدُ عَلَى شِمَالِهِ ، فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ ، فَإِنْ شِئْتَ أَثَرْتُ بِهَا خَالِدًا ، فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ أُؤْثِرُ عَلَى سُورِكَ أَحَدًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ شَيْءٌ يَجْزِي مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ : عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَمْرُو بْنُ حَرْمَلَةَ .

وَلَا يَصِحُّ

৩৪৫৫. আহমাদ ইব্ন মানী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমি ও খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) মায়মূনা (রা)-এর ঘরে গেলাম। তিনি আমাদের কাছে একটি দুধ ভর্তি পাত্র নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করলেন। আমি ছিলাম তাঁর ডান পার্শ্বে আর খালিদ ছিলেন তাঁর বাম পার্শ্বে। নবী ﷺ আমাকে বললেন : এখন তা পান করার অধিকার তো তোমার, তবে ইচ্ছা করলে তুমি খালিদকে প্রাধান্য দিতে পার।

আমি বললাম : আপনার পানের অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে প্রস্তুত নই।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কাউকে আল্লাহ তা'আলা কোন খাদ্য আহার করালে সে যেন বলে :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

হে আল্লাহ! তুমি বরকত দাও এতে আর এর চেয়েও ভাল কিছু আমাদের আহার করাও।

আর যাকে আল্লাহ তা'আলা দুধ পান করান সে যেন বলে : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

হে আল্লাহ! আমাদের এতে বরকত দাও এবং তা আরো বেশি করে দাও আমাদের।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খাদ্য ও পানীয় উভয়টির স্থলে যথেষ্ট হতে পারে দুধ ছাড়া এমন কিছু আর নেই।

এই হাদীসটি হাসান।

কোন কোন রাবী এই হাদীসটি আলী ইব্ন যায়দ (র) সূত্রে উমার ইব্ন হারমালা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন আবার কেউ কেউ আমর ইব্ন হারমালা বলেছেন কিন্তু তা ঠিক নয়।

بَابُ : مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

পরিচ্ছেদ : খাওয়া শেষ হওয়ার পর কী পড়বে

৩৪৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا ثَوْرِيُّ بْنُ يَزِيدَ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ

أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا

مُبْرَكًا فِيهِ غَيْرُ مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৫৬. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে থেকে যখন দস্তরখানা উঠানো হত তখন তিনি বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبْرَكًا فِيهِ غَيْرُ مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا .

আল্লাহরই জন্য অনেক তারীফ — যা পবিত্র ও বরকতময়; যা বর্জনীয় নয় এবং যা থেকে আমরা অমুখাপেক্ষী নই, — হে আমাদের রব!

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৪৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ رِبَاحِ

بْنِ عُبَيْدَةَ . قَالَ حَفْصُ : عَنْ ابْنِ أَخِي أَبِي سَعِيدٍ . وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ : عَنْ مَوْلَى لَأَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا

مُسْلِمِينَ .

৩৪৫৭. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন কিছু আহার করতেন বা পান করতেন তখন বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ .

সব তারীফ আল্লাহর যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, আমাদের পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলিম করেছেন।

৩৪৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّي . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ . قَالَ

حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو مَرْحُومٍ أَسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ .

৩৪৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র)... মুআয ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি খাওয়ার পর এই দু'আ পাঠ করে তবে তার পূর্বের সব গুনাহ মার্ফ করে দেওয়া হবে। দু'আটি হল :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ .

হাদীসটি হাসান-গারীব। বর্ণনাকারী আবু মারহূম (র)-এর নাম হল আবদুর রহীম ইব্ন মায়মূন।

بَابُ : مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ نَهْيَ الْحِمَارِ

পরিচ্ছেদ : গাধার ডাক শুনলে কী বলবে

৩৪৫৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে, কেননা সে ফেরেশতা প্রত্যক্ষ করেছে; আর গাধার ডাক শুনলে শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চাইবে। কেননা সে শয়তানকে দেখেছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ

পরিচ্ছেদ : সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করার ফযীলত

৩৪৬০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ السَّهْمِيُّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي بَلَجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَلَجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ، وَأَبُو بَلَجٍ أَسْمَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سَلِيمٍ، وَيَقَالُ ابْنُ سَلِيمٍ أَيْضًا .



বাংলা হাদিস

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَدِيٍّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

৩৪৬০. আবদুল্লাহ ইবন আবু যিয়াদ কুফী (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

পৃথিবীর যে কেউ পাঠ করবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ হলেও তা মাফ করে দেওয়া হবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

শু'বা (র) এই হাদীসটি আবু বালজ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফু'রূপে বর্ণনা করেন নি। আবু বালজ (র)-এর নাম হল ইয়াহুইয়া ইবন আবু সুলায়ম। কেউ কেউ ইবন সুলায়মও বলেছেন।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)-আবু বালজ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তা তিনি মারফু' করেন নি।

৩৪৬১-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ . حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ ، فَأَمَّا قَفْلُنَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمٍّ وَلَا غَائِبٌ ، هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُؤُسِ رِحَالِكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ، أَلَا أَعْلَمُكَ كُنْزًا مِمَّنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو عَثْمَانَ النَّهْدِيُّ أَسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَلٍّ وَأَبُو نَعَامَةَ أَسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مُوسَى . وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُؤُسِ رِحَالِكُمْ يَعْنِي عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ .

৩৪৬১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। ফেরার সময় মদীনা যখন আমাদের দৃষ্টি গোচর হল, তখন সাহাবীরা তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং তাঁদের স্বর উচ্চ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের রক্ত তো বর্ধিরও নন এবং তোমাদের থেকে দূরেও নন, তিনি তো আছেন তোমাদের এবং তোমাদের সাওয়ারী উট-এর মাথার মাঝামাঝি। এরপর তিনি বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! তোমাকে কি জান্নাতের একটি গুপ্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করব? (তা হল :) লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবু উছমান নাহদী (র)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন মুন্ন। আবু নাআমা (র)-এর নাম হল আমর ইব্ন ঈসা।

তিনি তো আছেন তোমাদের এবং তোমাদের সওয়ারী উটের মাথার মাঝামাঝি এর মর্ম হল তাঁর জ্ঞান ও কুদরত এখানে বিরাজমান।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقْرَبُ أَمَّتِكَ مِنِّي السَّلَامُ وَأَخْبَرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيَعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ بْنِ مَسْعُودٍ.

৩৪৬২. আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যিয়াদ (র)... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মিরাজের রাতের সফরে ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তখন তিনি বললেন : হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাদের জানিয়ে দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উত্তম আর এর পানিও সুমিষ্ট। তবে তা ফাঁকা ময়দান। এর ছায়া হল সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার।

এই বিষয়ে আবু আয্যুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইব্ন মাসউদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৪৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَجِلْسَائِهِ: اَيَعِجْزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جِلْسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحْطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪৬৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর সঙ্গে উপবিষ্ট কিছু লোককে বললেন : তোমাদের কেউ কি এক হাজার নেকী অর্জনে অক্ষম?

উপবিষ্টদের একজন প্রশ্ন করলেন : কেমন করে আমাদের একজন এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারবে?

তিনি বললেন : তোমরা একশবার তাসবীহ পাঠ করবে। এতে এক হাজার নেকী লেখা হবে এবং এক হাজার গুনাহ মুছে ফেলা হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

২৪৬৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.

৩৪৬৪. আহমাদ ইব্ন মনী' প্রমুখ (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে তবে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর চারা লাগান হয়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবু যুযায়র-জাবির (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

২৪৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৪৬৫. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর চারা রোপণ করা হবে। হাদীসটি হাসান-গারীব।

২৪৬৬- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪৬৬. নাসর ইব্ন আবদুর রহমান কুফী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি একশতবার 'সুবহানাল্লাহি আজীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে তবে তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ হলেও তা মাফ করে দেওয়া হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৪৬৭- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ . سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৬৭. ইউসুফ ইবন ইসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুটি কলিমা এমন যা উচ্চারণে খুব হালকা কিন্তু পাল্লায় খুব ভারি এবং দয়াময় আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় : 'সুবহানাল্লাহিল আজীম এবং সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৪৬৮- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَ مُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَيْدِ الْبَحْرِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৬৮. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি 'লَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ' এই কালিমাটি দিনে একশবার পাঠ করে তবে দশজন গোলাম স্বাধীন করা ছাড়া তার হবে এবং তার জন্য একশটি নেকী লেখা হবে, একশটি গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে আর ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য শয়তান থেকে রক্ষার একটি উপায় বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি এই আমলটিই সবচেয়ে বেশী করেছে, সে ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক ফযীলত সম্পন্ন আমলের অধিকারী হবে না।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : কেউ যদি একশবার 'সুবহানাল্লাহি

৩৪৬৮-৩৪৬৯

ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে তবে তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা অপেক্ষা বেশী হলেও তা মাফ করে দেওয়া হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

২৪৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْزَادَ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৪৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবু শাওয়ারিব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে তবে কিয়ামাতের দিন সে যে আমল নিয়ে আসবে তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসবে না — ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তার অনুরূপ বা তার চাইতে বেশী পাঠ করেছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২৪৭০- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ مَطَرِ بْنِ الْوَدَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ : قُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، مَنْ قَالَهَا مَرَّةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا ، وَمَنْ قَالَهَا عَشْرًا كُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ ، وَمَنْ قَالَهَا مِائَةَ كُتِبَتْ لَهُ أَلْفًا ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَسْتَغْفَرَ غُفِّرَ اللَّهُ لَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৪৭০. ইসমাইল ইব্ন মুসা (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর সাহাবীদের বললেন : একশতবার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে। যে ব্যক্তি একবার পাঠ করবে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, যে ব্যক্তি দশবার পাঠ করবে তার জন্য একশ নেকী লেখা হবে। যে ব্যক্তি একশবার পাঠ করবে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে। যে ব্যক্তি আরো বেশী বার পাঠ করবে তদনুসারে আল্লাহ তা'আলাও তার ছওয়াব বৃদ্ধি করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانَ الْحَمِيرِيُّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ حَمْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً بِالْفُتَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حُجَّةٍ ، وَمَنْ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةً بِالْفُتَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قَالَ غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ ، وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةً بِالْفُتَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْفُتَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَى إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالِ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৪৭১. মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াযীর ওয়াসিতী (র)... আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করল সে যেন একশ' হজ্জ আদায় করল; কেউ সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' পাঠ করল সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একশটি ঘোড়া সওয়ারীর জন্য দিল; অথবা বলেছেন সে যেন একশটি জিহাদ করল, কেউ সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলে সে যেন ইসমাইল (আ)-এর বংশের একশজন গোলাম আযাদ করল। আর কেউ সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করলে সে যে আমল করেছে, সে দিন এর চাইতে বেশী আমল নিয়ে আর কেউ আসবে না; ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে অনুরূপ বা তদপেক্ষা বেশী বার তা পাঠ করেছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৪৭২- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْعَجَلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِهِ.

৩৪৭২. হুসায়ন ইব্ন আসওয়াদ ইজলী বাগদাদী (র)... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রমায়ানে একবার তাসবীহ পাঠ করা অন্য সময়ে এক হাজারবার তাসবীহ পাঠ করার চাইতে উত্তম।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৭৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْخَلِيلِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ زُهْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَخَلِيلُ بْنُ مَرَّةٍ لَيْسَ بِالْقَوِيَّ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

৩৪৭৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই কালিমাটি দশবার পাঠ করবে তার জন্য চল্লিশ হাজার, হাজার নেকী লেখা হবে। কলেমাটি হল :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ
 হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। হাদীসবিদগণের কাছে খালীল ইবন মুররা নির্ভরযোগ্য রাবী নন। মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র) বলেন : ইনি হাদীসের ক্ষেত্রে মুনকার।

৩৪৭৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرِّقَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنَمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ فِي دُبْرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانِ رَجُلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، مُحْيِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يَنْتَبِعْ لِذَنْبٍ أَنْ يَذَرَ كَهْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشَّرْكَ بِاللَّهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৪৭৪. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আবু যারর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ফজরের সালাত শেষে কোনরূপ কথা বলার আগে পা ফিরানোর পূর্বে যদি কেউ দশবার এই দু'আটি পাঠ করে তবে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি গুনাহ মাফ করা হবে, তার দশটি দরজা বুলন্দ করা হবে, পুরো দিনটিতে সে সব ধরনের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাযতে থাকবে; শয়তান থেকে প্রহরা দিয়ে রাখা হবে আর শিরক ব্যতীত অন্য কোন গুনাহ তাকে ঐ দিন কারু করতে পারবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ : جَامِعُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সম্মিলিত দু'আসমূহ

৩৪৭৫- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عِمْرَانَ الشَّعْبِيُّ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِأَسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ قَالَ زَيْدٌ فَذَكَرْتُهُ لِزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنِينَ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ زَيْدٌ : ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَرَوَى شَرِيكَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ .

৩৪৭৫. জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইমরান ছা'লাবী কূফী (র)... বুয়ায়দা আসলামী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দু'আ করতে শুনলেন। সে বলছিল :

لَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

নবী ﷺ তখন বললেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এমন ইসমে আজমের মাধ্যমে দু'আ করছে যার ওয়াসীলায় দু'আ করা হলে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন এবং যার ওয়াসীলায় যাক্বা করা হলে তিনি দান করেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

শারীক এই হাদীসটিকে আবু ইসহাক সূত্রে ইব্ন বুয়ায়দা-তাঁর পিতা বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক (র) মূলত হাদীসটি মালিক ইব্ন মিজওয়াল (র) থেকেই সংগ্রহ করেছেন।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৭৬- حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ . قَالَ : بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَجَلَتْ أَيْهَا الْمُصَلِّي ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَصَلِّ عَلَى ثَمَّ ادْعُهُ
 قَالَ : ثُمَّ صَلِّ رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَيْهَا الْمُصَلِّي
 ادْعُ تُجِبْ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي هَانِيٍّ وَأَبُو هَانِيٍّ اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هَانِيٍّ
 وَأَبُو عَلِيٍّ الْجَنْبِيُّ ، اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ .

৩৪৭৬. কুতায়বা (র)... ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সেখানে সালাত আদায় করল এরপর এ দু'আ করল :

اللهم اغفر لي وارحمني — হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও এবং তুমি আমার প্রতি রহম কর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে সালাত আদায়কারী! তুমি বেশ তাড়াহুড়া করে ফেললে। তুমি সালাত আদায় করে যখন বসবে, তখন আগে আল্লাহর যথোপযুক্ত তারীফ করবে এবং আমার উপর দরুদ পাঠ করবে এরপর আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।

ফাযালা (রা) বলেন : এরপর আরেক ব্যক্তি এসে সালাত আদায় করে। আল্লাহর হামদ করল এবং নবী ﷺ-এর উপর সালাত ও দরুদ পাঠ করল। তখন নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন : হে সালাত আদায়কারী! এখন দু'আ কর। তোমার দু'আ কবুল হবে।

হাদীসটি হাসান।

হায়ওয়া ইব্ন গুরায়হ (র) এটি আবু হানী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হানী (র)-এর নাম হল হুমায়দ ইব্ন হানী। আবু আলী জান্বী (র)-এর নাম হল আমর ইব্ন মালিক।

٣٤٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ قَالَ ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيٍّ ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ مَالِكِ
 الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ : سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَصَلِّ عَلَى
 النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَجَلْ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ : إِذَا صَلَّيْتَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ
 اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ بِمَا شَاءَ . ﷺ

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

৩৪৭৭. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাতে দু'আ করতে শুনতে গেলেন। কিন্তু সে নবী ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করে নি। তিনি তখন বললেন : এতো বড় তাড়াহুড়া করে ফেলল। এরপর তিনি তাকে ডাকলেন। তাকে বা অন্যকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে তখন যেন সে (দু'আর পূর্বে)

শুরুতে আল্লাহর হামদ ও সানা সিফাত বর্ণনা করে পরে নবী ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করে, এরপর যেন সে তার যা চায় সে দু'আ করবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৪৭৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ . حَدَّثَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَاحِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اِسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ (وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) وَفَاتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ (اَلَمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৭৮. আলী ইবন খাশরাম (র)... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : এই দুইটি আয়াতে ইসমে আযম বিদ্যমান :
 (একটি হল) (অপরটি হল :) সূরা আলে ইমরানের প্রারম্ভিক আয়াতটি : اَلَمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৭৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ . حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيَّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اَدْعُوا اللَّهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٌ غَافِلٌ لَاهٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৪৭৯. আবদুল্লাহ ইবন মুআবিয়া জুমাহী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবুলের দৃঢ় প্রত্যয় রেখে তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। জেনে রাখ, উদাসীন ও অমনোযোগী মনের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৮০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ عَنْ حَمْزَةَ الزِّيَّاتِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اَللَّهُمَّ عَافِنِي فِي جَسَدِي ، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي بِوَاجِعِهِ الْوَارِثِ

مِنِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
 عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا .

৩৪৮০. আবু কুরায়ব (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আয় বলতেন :

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي جَسَدِي ، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ
 اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

হাদীসটি হাসান গারীব। মুহাম্মাদ বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, হাবীব ইবন আবু ছাবিত (র) সরাসরি উরওয়া ইবন যুযায়র (র) থেকে কিছুই শোনে নি।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

٣٤٨١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ
 إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَقَالَ لَهَا : قُولِي اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ
 كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ،
 أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ
 فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَهَكَذَا رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَ هَذَا .

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَرْسَلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৪৮১. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : একবার ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে একটি খাদেম চাইতে এলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি এই দু'আ পাঠ করবে :

اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، فَالِقَ
 الْحَبِّ وَالنَّوَى ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ

فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضَى عَنِّي الدِّينَ وَأَغْنَى
مِنَ الْفَقْرِ.

হাদীসটি হাসান-গারীব।

আ'মাশ (র)-এর কোন কোন শাগরিদ আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। আর কোন কোন রাবী আ'মাশ-আবু সালিহ (র) সূত্রে এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এতে আবু হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

باب

পরিচ্ছেদ

৩৪৮২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّعِبُ ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوَلَاءِ
الْأَرْبَعِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৪৮২. আবু কুরায়ব (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আয়) বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَدُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّعِبُ ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، أَعُوذُ
بِكَ مِنْ هَوَلَاءِ الْأَرْبَعِ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই এমন হৃদয় থেকে যা বিনীত নয়, এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না, এমন প্রাণ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন ইলম থেকে যা উপকার করে না, আমি তোমার কাছে এই চারটি থেকে পানাহ চাই।

এই বিষয়ে জাবির, আবু হুরায়রা ও ইবন মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ, এই সূত্রে গারীব।

باب

পরিচ্ছেদ

৩৪৮৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي: يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا؟ قَالَ أَبِي: سَبْعَةَ سِتَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ. قَالَ: فَأَيُّهُمْ تُعِدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ. قَالَ: يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلِمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ، قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي، فَقَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ الْهَمِّنِي رُشْدِي، وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

৩৪৮৩. আহমাদ ইব্ন মালী (র)... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : হে হুসায়ন! আজকাল কয়জন মা'বুদের পূজা কর?

আমার পিতা বললেন : সাত জনের; ছয়জন যমীনের, আরেকজন আসমানের।

তিনি বললেন : তোমার আশা ও ভয়ের সময় কাকে তুমি গণ্য মনে কর?

আমার পিতা বললেন : যিনি আসমানে আছেন, তাঁকে।

নবী ﷺ বললেন : হে হুসায়ন! শোন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তোমাকে আমি এমন দুটি কালিমা শিখিয়ে দেব যা তোমার উপকারে আসবে।

ইমরান (রা) বলেন : (আমার পিতা) হুসায়ন যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন নবী ﷺ - কে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সেই দুটো কালিমা শিখিয়ে দিন, যে দুটোর ওয়াদা আপনি আমার সঙ্গে করেছিলেন।

নবী ﷺ বললেন : তুমি দু'আ করবে : اللَّهُمَّ الْهَمِّنِي رُشْدِي، وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হেদায়াত ঢেলে দিন আর আমাকে পানাহ দিন আমার নফসের অনিষ্ট থেকে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে এই হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى

الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو بِهِمْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ عَنْ الْهَمِّ وَالْجَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.

৩৪৮৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, বহুবার নবী সি জান্নাতুহ
আনলিহি
০৭ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া
আল্হাইরুসসালাম -কে এই কালিমাসমূহের মাধ্যমে দু'আ করতে শুনেছি :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ عَنِ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই চিন্তা থেকে, বিষণ্ণতা থেকে, অক্ষমতা থেকে, অলসতা থেকে, কৃপণতা থেকে, ঋণের চাপ থেকে এবং লোকদের অত্যাচার থেকে।

হাদীসটি হাসান এবং আমর ইব্ন আবু আমরের এ সূত্রে এটি গারীব।

৩৪৮৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ

: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجَبَنِ وَالْبُخْلِ ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৮৫. আলী ইব্ন হুজর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সি জান্নাতুহ
আনলিহি
০৭ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া
আল্হাইরুসসালাম দু'আয়

বলতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجَبَنِ وَالْبُخْلِ ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই তোমার কাছে অলসতা থেকে, বার্ধক্যজনিত জরাজনুহতা থেকে, কাপুরুষতা থেকে, কৃপণতা থেকে, মাসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ

পরিচ্ছেদ : হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করা

৩৪৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ .

فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ .

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِطَوِيلِهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ يُسَيْرَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৪৮৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী সি জান্নাতুহ
আনলিহি
০৭ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া
আল্হাইরুসসালাম -কে তাঁর হাত দ্বারা তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।

আ'মাশ (র)-আতা ইব্ন সাইব (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

শু'বা এবং ছাওরী (র) এই হাদীসটি আতা ইব্ন সাঈব (র) থেকে দীর্ঘ করে রিওয়ায়াত করেছেন।

এই বিষয়ে ইউসায়রা বিনত ইয়াসির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৪৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا قَدْ جَهَدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ فَرَخٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَمَا كُنْتَ تَدْعُو؟ مَا كُنْتَ تَسْأَلُ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ؟ قَالَ : كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، إِنَّكَ لَا تُطِيقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ ، أَفَلَا كُنْتَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪৮৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে এলেন। রোগে সে ব্যক্তি পাখির ছানার মত (কৃশ) হয়ে পড়েছিল। তিনি লোকটিকে বললেন : তুমি দু'আ করছ না, তোমার রব্বের কাছে সুস্থতা প্রার্থনা করছ না? সে বলল : আমি দু'আয় বলে থাকি : হে আল্লাহ! তুমি আখিরাতে আমাকে যে শান্তি দিবে, দুনিয়াতেই তুমি আমাকে সত্ত্বর তা দিয়ে দাও।

নবী ﷺ বললেন : সুবহানাল্লাহ! তুমি তো তা বইতে সক্ষম নও এবং তা সহ্য করতে পারবে না। তুমি এই কথা কেন বললে না যে, হে আল্লাহ! দুনিয়াতেও তুমি আমাকে দাও কল্যাণ, আখিরাতেও দাও কল্যাণ। আর রক্ষা কর জাহান্নামের আযাব থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ, এই সূত্রে গারীব।

আনাস (রা) ... নবী ﷺ থেকে ভিন্ন সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

৩৪৮৮- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) قَالَ : فِي الدُّنْيَا الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ ، وَفِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ .

৩৪৮৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ বাযযার (র)...হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً প্রসঙ্গে বলেছেন : দুনিয়ার কল্যাণ হলো জ্ঞান ও ইবাদত এবং আখিরাতে কল্যাণ জান্নাত।

মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... আনাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

باب

পরিচ্ছেদ

৩৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْاِحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغَنَى .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৮৯. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দু'আয় বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغَنَى .

হে আল্লাহ! আমি চাই তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, বিপদমুক্ততা এবং অভাবমুক্ততা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

باب

পরিচ্ছেদ

৩৪৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبِيعَةَ الدَّمَشَقِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِذُ اللَّهِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَانَ دُعَاءُ دَاوُدَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ ، وَحَبَّ مَنْ يَحُبُّكَ ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ . اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ بَابًا إِلَى مَنْ نَفْسِي وَأَهْلِي ، وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ . قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -- إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ : حَتَّى أَعْبَدَ الْبَشَرَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৪৯০. আবু কুরায়ব (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
 দাউদ (আ.)-এর অন্যতম দু'আ ছিল এই যে, তিনি বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ ، وَحَبَّ مَنْ يَحُبُّكَ ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ . اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَجَبًا إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي ، وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ .

হে আল্লাহ! আমি যাঞ্চা করি তোমার মুহাব্বত, যারা তোমাকে মুহাব্বত করে, তাদের মুহাব্বত আর চাই সেই আমল যা আমাকে পৌছিয়ে দেয় তোমার ভালবাসা। হে আল্লাহ! কর তোমার মুহাব্বত আমার কাছে অধিক প্রিয় আমার প্রাণ থেকে, আমার পরিজন থেকে এবং শীতল পানি থেকেও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাউদ (আ)-এর আলোচনা করতেন তখন বলতেন : তিনি ছিলেন মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতকারী।
হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

২৪৯১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ :
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ . اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ . اللَّهُمَّ وَمَا رَزَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً فِرَاغًا فِي مَا تُحِبُّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْخَطَمِيُّ أَسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْشَةَ .

৩৪৯১. সুফয়ান ইবন ওয়াকী (র)... আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ খাতমী আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'আয় বলতেন :

اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ . اللَّهُمَّ وَمَا رَزَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً فِرَاغًا
فِي مَا تُحِبُّ

হে আল্লাহ! আমাকে সৌভাগ্যবান কর তোমার মুহাব্বত দ্বারা এবং তাদের মুহাব্বত দ্বারা যাদের মুহাব্বত তোমার কাছে আমার উপকারে আসবে। হে আল্লাহ! আমি যা পছন্দ করি তার যা তুমি দিয়েছ আমাকে তা তুমি যা পছন্দ কর তাতে ব্যবহারের শক্তি দাও আমাকে। আর আমার পছন্দীয় যা কিছু তুমি আমার থেকে সরিয়ে রেখেছ, এ সরিয়ে রাখাকে তুমি যা ভালবাস তাতে নিয়োজিত থাকার অবকাশ স্বরূপ বানিয়ে দাও।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আবু জা'ফার খাতমী (র)-এর নাম উমায়র ইবন ইয়াযীদ ইবন খুমাশা।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

২৪৯২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ . قَالَ : فَاتَّخِذْ بِكَفَى فَقَالَ : قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي

وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِي : يَعْنِي فَرْجَهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى .

৩৪৯২. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... শাকল ইব্ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে পানাহ চাওয়ার একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যদ্বারা আমি পানাহ চাইব।

তিনি তখন আমার হাত ধরে বললেন, বল :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِي

হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই তোমার কাছে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনিষ্ট থেকে, দর্শনেন্দ্রিয়ের অনিষ্ট থেকে, জিহ্বার অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং আমার জননেন্দ্রিয়ের অনিষ্ট থেকে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। সা'দ ইব্ন আওস-বিলাল ইব্ন ইয়াহইয়া (র) বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৯৩- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ فَوَقَعَ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ : أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدَرَوِي مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادُ نَحْوَهُ .

وَزَادَ فِيهِ : وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ .

৩৪৯৩. আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পার্শ্বে ঘুমিয়ে ছিলাম। কোন এক রাতে আমি তাঁকে পাচ্ছিলাম না। আমি হাতড়িয়ে তালাশ করতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর পায়ের তলায় লাগল। তিনি তখন সিজদারত অবস্থায় বলছিলেন :

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

(হে আল্লাহ!) আমি পানাহ চাই তোমার সন্তুষ্টির ওয়াসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার হেফাজতের

ওয়াসীলায় তোমার শান্তি থেকে। তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারছি না তুমি তেমনই যেমন তোমার নিজের তারীফ করেছ তুমি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

কুতায়বা (র)... ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে অতিরিক্ত আছে : وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ .

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৯৪- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৪৯৪. আনসারী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ভাবে এ দু'আটি শিক্ষা দিতেন যে ভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, পানাহ চাই তোমার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং পানাহ চাই তোমার কাছে জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৪৯৫- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ . اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلَجِّ وَالْبَرْدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৯৫. হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন এই কালিমাসমূহ দ্বারা :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى ، وَمِنْ شَرِّ
فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ . اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَانْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا انْقَيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ،

হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।^১

৩৪৯৬- حَدَّثَنَا هَارُونُ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ وَفَاتِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৯৬. হারুন (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইনতিকালের
সময় বলতে শুনেছি : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى .
হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৯৭- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ : لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعَزِمَ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لَا
مُكْرَهَ لَهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৯৭. আনসারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের
কেউ এ কথা বলবে না যে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা
হলে আমার উপর রহম কর। বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে চায়, কেননা তাঁকে বাধ্য করার কেউ নেই।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

১. (দূর) : باعدت ; (জ্বর) : الهرم ; (ময়লা থেকে) : الدنس ; (বরফ ও শিশির পানি) : بماء الثلج و البرد ; (নির্মল কর) : وانق .
(পাপ) : الماثم ; (দায়) : المغرم ; (করে দাও) : .

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৪৯৮- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ بِنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَنْزِلُ رَبَّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيُّ أَسْمُهُ سَلْمَانُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مَطْعَمٍ وَرِفَاعَةَ الْجَهَنِيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ .

৩৪৯৮. আনসারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতি রাতেই শেষ রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আমাদের পরওয়ারদিগার দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। এরপর তিনি বলেন : কে আছে আমাকে ডাকার আমি তার ডাক কবুল করব। কে আছে আমার কাছে চাইবার আমি তাকে তা দান করব, কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবু আবদুল্লাহ আগারর (র)-এর নাম হল সালমান।

এই বিষয়ে আলী, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আবু সাঈদ, জুবায়র ইবন মুতইম, রিফাআ জুহানী, আবুদ দারদা ও উছমান ইবন আবুল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৪৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي الدُّعَاءُ أَسْمَعُ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدَبْرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ الدُّعَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ وَأَرْجَى وَنَحْوَ هَذَا .

৩৪৯৯. মুহাম্মাদ ইয়াহুইয়া (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ দু'আ বেশী কবুল হয়?

তিনি বললেন : শেষ রাতের মাঝে আর ফরয সালাতের পরে।

হাদীসটি হাসান।

আবু যরর এবং ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : শেষ রাতের মাঝে দু'আ করো সর্বোত্তম ও আশাব্যঞ্জক।

৩৫০০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عُمَرَ الْهَلَالِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَيَّاسٍ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ ، فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ إِنَّكَ قَوْلُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي رَأْيِي ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي . قَالَ : فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكَنَّ شَيْئًا . وَأَبُو السَّلِيلِ اسْمُهُ ضُرَيْبُ بْنُ نَفِيرٍ ، وَيُقَالُ بْنُ نَفِيرٍ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৫০০. আলী ইবন হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার রাতের দু'আ আমি শুনেছি। এ থেকে যে সব শব্দ আমার কাছে এসে পৌঁছেছে, তা হল যে আপনি বলছিলেন : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي رَأْيِي ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي . হে আল্লাহ! মাফ করে দাও আমার গুনাহ, প্রশস্ত করে দাও আমার ঘর, বরকত দাও আমাকে যে রিয়-দিয়েছ তাতে।

তিনি বললেন : এতে কি কিছু ছুটেছে বলে দেখতে পাচ্ছ?

আবুস সালীল (র)-এর নাম হল যুরায়ব ইবন নুফায়র। ইবন নুফায়র বলেও কথিত আছে।

হাদীসটি গারীব।

৩৫০১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمَصِيُّ عَنْ بَقِيَّةٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نَشْهَدُكَ وَنُشْهِدُكَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، لَا تُغْفِرُ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يَمْسِي غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ .

হাদীসটি গারীব : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৫০১. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি এই দু'আ : اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نَشْهَدُكَ وَنُشْهِدُكَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ : আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমাদের ভোর বেলা সাক্ষী করছি তোমাকে এবং সাক্ষী করছি তোমার আরশ বহনকারীদের, তোমার ফিরিশতাদের এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে যে, তুমি আল্লাহ, নেই মাবুদ তুমি ব্যতীত, তুমি একক, তোমার অংশীদার নেই, আর যে, মুহাম্মাদ ﷺ তোমার রাসূল ও তোমার রাসূল।

সকালে পাঠ করে তবে তার ঐদিনের গুনাহসমূহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেন আর যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে তবে তার ঐ রাতের গুনাহসমূহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন।

হাদীসটি গারীব।

باب

পরিচ্ছেদ

২৫০৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَلِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهِوَلَاءِ الْكَلِمَاتِ لِصَحَابِهِ : اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمَنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّاتِكَ ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا ، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ عُمَرَ .

৩৫০২. আলী ইবন হুজর (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিম্নের এই কালিমা সমূহে সাহাবীদের জন্য দু'আ না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মজলিস থেকে খুব কমই উঠেছেন। কালিমাগুলো হল :

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمَنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّاتِكَ ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا ، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا .

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য বন্টন কর তোমার ততটুকু ভয় যতটুকু আমাদের মাঝে এবং তোমার নাফরমানীর মাঝে যেন আমাদের জন্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়, তোমার ততটুকু ফরমাবরদারী দাও যতটুকু আমাদের পৌঁছে দেবে তোমার জান্নাতে। ততটুকু ইয়াকীন দাও যতটুকু দ্বারা সহজ হয়ে যায় আমাদের জন্য দুনিয়ার বিপদাপদ। উপভোগের অবকাশ দাও আমাদের শ্রবণ শক্তির, আমাদের দৃষ্টির, আমাদের শক্তির। যতদিন তুমি আমাকে জীবিত রাখবে ততদিন এগুলো তুমি বজায় রেখো। যারা আমাদের উপর যুলম করেছে তাদের উপর বদলা তুমিই নিও, যারা আমাদের শত্রুতা করে তাদের মুকাবিলায় তুমিই আমাদের সাহায্য করো। আমাদের দীনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিপদাপন্ন করো না। দুনিয়ার চিন্তাই তুমি আমাদের বড় চিন্তায় পরিণত করো না, এটিকেই তুমি আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত বানিও না, আর যারা আমাদের দয়া করবে না তাদেরকে তুমি আমাদের উপর আধিপত্য দিও না।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী এই হাদীসটি খালিদ ইবন আবু ইমরান-নাফি'-ইবন উমার (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

৩৫০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عَثْمَانُ الشَّحَامُ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بُكْرَةَ قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَ : يَا بُنَيَّ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا ؟ قُلْتُ : سَمِعْتُكَ تَقُولُهُنَّ ، قَالَ الزَّمَنُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُنَّ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৫০৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... মুসলিম ইব্ন আবু বাকরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমার পিতা আমাকে বলতে শুনলেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
 হে আল্লাহ্! আমি পানাহ চাই তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, অলসতা ও কবর-আযাব থেকে।
 তিনি বললেন : হে প্রিয় বৎস! এই দু'আ কার কাছ থেকে শুনেছ?
 আমি বললাম : আপনাকে এগুলো বলতে শুনেছি।
 তিনি বললেন : সব সময়ের জন্য এগুলো ধারণ করে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এগুলো বলতে শুনেছি।
 হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫০৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُورًا لَكَ ؟ قَالَ : قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .
 قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهَا : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ .
 ৩৫০৪. আলী ইব্ন খাশরাম (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাকে কি এমন কতক কলিমা শিখিয়ে দিব না যেগুলি পাঠ করলে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিবেন আর তুমি হয়ে যাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তুমি বলবে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .
 আলী ইব্ন খাশরাম (র)... আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদ (র) তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর শেষে الحمد لله رب العالمين বলেছেন।

হাদীসটি গারীব। আবু ইসহাক-হারিছ-আলী (রা) সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ
بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ :
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَسْتَجَابَ
اللَّهُ لَهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ فَقَالُوا : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ . فَحُورَوَاتِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ .

৩৫০৫. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যুননূন (মাছ-ওয়ালা) ইউনুস (আ) মাছের পেটে দু'আ করেছিলেন। 'লা ইলাহা
ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায়-যালিমীন'। কোন মুসলিম যখনই এই দু'আ করে আল্লাহ অবশ্যই
তার দু'আ কবুল করে থাকেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র) কোন কোন সময় ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ-সা'দ (রা) সূত্রের কথা
বলেছেন।

একাধিক রাবী এই হাদীসটি ইউনুস ইব্ন আবু ইসহাক-ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ-সা'দ (রা)
সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদের পিতা মুহাম্মাদ (র)-এর উল্লেখ করেন নি।

কতক রাবী এবং আবু আহমাদ যুবায়রী (র)-ও এটিকে ইউনুস (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা
বলেছেন : ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ — তাঁর পিতা মুহাম্মাদ-সা'দ (রা) সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ
(র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫০৬- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

قَالَ يُونُسُ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৩৫০৬. ইউসুফ ইবন হাম্মাদ বাসরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ' নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো পাঠ করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে।

ইউসুফ (র) এটিকে আবদুল আ'লা-হিশাম ইবন হাসসান-মুহাম্মাদ ইবন সীরীন-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবু হুরায়রা (রা)—নবী ﷺ থেকে ভিন্ন সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

৩৫০৭- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ . حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكِيمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيزُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمُتَيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنتَقِمُ الْعَفُورُ الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمَلِكِ

نُؤُ الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ، الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْكَافِي، وَنُؤُ النَّافِعُ التُّوَدُّ الْهَادِي، وَنُؤُ الْبَاقِي
الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، حَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ ، وَلَمْ نَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَعْلَمُ مَنْ رَوَاهُ مِنَ الرُّوَايَاتِ لَهُ
إِسْنَادٌ ذَكَرَ الْأَسْمَاءُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَنُؤُ الْبَاقِي
وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .

৩৫০৭. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিবানবহুইটি, অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে সেগুলি
পাঠ করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সেগুলো হল : আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর-
রাহমান-দয়াময়, আর-রাহীম-দয়ালু, আল-মালিক-অধিপতি, আল-কদ্দুস-নিষ্কলুষ, আস-সালাম-শান্তিময়,
আল-মুমিন-নিরাপত্তাবিধায়ক, আল-মুহায়মিন-রক্ষাবাবস্থাকারী, আল-আযীয-প্রবল, আল-জাক্বার-পরাক্রম-
শালী, আল-মুতাকাব্বির-অহংকারের অধিকারী, আল-খালিক-সৃষ্টিকর্তা, আল-বারী-উন্মোচকারী, আল-
মুসাওবির-রূপদানকারী, আল-গাফ্যার-মহাক্ষমাশীল, আল-কাহহার-মহাপরাক্রান্ত, আল-ওয়াহহাব-মহাব-
দান্য, আর-রাযযাক-জীবিকাদাতা, আল-ফাত্তাহ-মহাবিজয়ী, আল-আলীম-মহাজ্ঞানী, আল-কাবিয-
সংকোচনকারী, আল-বাসিত-সম্প্রসারণকারী, আল-খাফিয়-অবলম্বনকারী, আর-রাফি'-উন্ময়নকারী, আল-
মুইয্য-সম্মানদাতা, আল-মুযিল্ল-অপমানকারী, আস-সামী'-সর্বশ্রেষ্ঠা, আল-বাসীর-সর্বদ্রষ্টা, আল-হাকাম-
মীমাংসাকারী, আল-আদল-ন্যায়নিষ্ঠ, আল-লাতীফ-সূক্ষ্ম দক্ষতাসম্পন্ন, আল-খাবীর-সর্বজ্ঞ, আল-হালীম-
সহিষ্ণু, আল-আযীম-মহিমাময়, আল-গাফুর-ক্ষমাশীল, আশ-শাক্বুর-গুণগ্রাহী, আল-আলী-অতুষ্ক, আল-
কাবীর-মহৎ, আল-হাফীয-মহারক্ষক, আল-মুকিত-আহার্যদাতা, আল-হাসীদ-মহাপরীক্ষক, আল-জালীল-
প্রতাপশালী, আল-কারীম-মহামান্য, আর-রাকীব-নিরীক্ষণকারী, আল-মুজীব-প্রত্যুত্তরদাতা, আল-ওয়াসি'-
সর্বদানী, আল হাকীম-বিচক্ষণ, আল-ওয়াদুদ-প্রেমময়, আল-মাজীদ-গৌরবময়, আল-বাইহ-পুনরুত্থানকারী,
আশ-শাহীদ-প্রত্যক্ষকারী, আল-হাক্ক-সত্য, আল-ওয়াকীল-তত্ত্বাবধায়ক, আল-কাবী'-শক্তিশালী, আল-
মাতীন-দৃঢ়তাসম্পন্ন, আল-ওয়ালী-অভিভাবক, আল-হামীদ-প্রশংসিত, আল-মুহসী-হিসাব গ্রহণকারী, আল-
মুবদী-আদি স্রষ্টা, আল-মুঈদ-পুনঃসৃষ্টিকারী, আল-মুহঈ-জীবনদাতা, আল-মুমীত-মরণদাতা, আল-হায়্য-
চিরঞ্জীব, আল-কায্যুম-স্বয়ং স্থিতিশীল, আল-ওয়াজিদ-অবধায়ক, আল-মাজিদ-মহান, আল-ওয়াহিদ-একক,
আস-সামাদ-অভাবমুক্ত, আল-কাদির-ক্ষমতাশালী, আল-মুকতাদির-প্রবল, আল-মুকাদ্দিম-অগ্রবর্তীকারী,
আল-মুআখখির-পশ্চাত্বর্তীকারী, আল-আওয়াল-অনাদি, আল-আখির-অনন্ত, আয-যাহির-প্রকাশ্য, আল-
বাতিন-গুপ্ত, আল-ওয়ালী-কার্যনির্বাহক, আল-মুতাআলী-সুউচ্চ, আল-বারর-ন্যায়বান, আত-তাওওয়াব-

তওবা কবুলকারী, আল-মুতাক্বিম-শিশোধ গরখকারী, আল-আফুউ-ক্ষমাকারী, আর রাউফ-কোমল-হৃদয়, মালিকুল মূলক-রাজার মালিক, আল-মুহাম্মাদ-ইক্বাম-মহিমামিত, মাহাদিয়াপূর্ণ, আল-মুকসিত-ন্যায়পরায়ণ, আল-জামি'-একত্রীকরণকারী, আল-খান্না-অভাবমুক্ত, আল-মুগনী-অভাবমোচনকারী, আসমানি'-প্রতিরোধকারী, আয-যাব-অকল্যাণকর্তা, আন-নাফি'-কল্যাণকর্তা, আন-নূর-জ্যোতি, আল-হাদী-পথপ্রদর্শক, আল-বাদী'-অভিনব সৃষ্টিকারী, আল-বাকী-চিরস্থায়ী, আল-ওয়ালিহ-উত্তরাধিকারী, আর-রাশীদ-সত্যদর্শী, আস-সাবুর-বৈধর্যশীল।

হাদীসটি গারীব। একাধিক রাবী এটিকে সাফওয়ান ইব্ন সালিহ (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। সাফওয়ান ইব্ন সালিহ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। তিনি হাদীস বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য।

এই হাদীসটি একাধিক সূত্রে আবু হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এটি ছাড়া আরো বেশী রিওয়াযাতে এই নামসমূহের উল্লেখ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আদম ইব্ন আবু ইয়াস অপর এক সনদে আবু হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে আসমাউল হুস্না-এর উল্লেখ আছে। তবে এর কোন সাহীহ সনদ নেই।

৩৫০৮- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْأَسْمَاءِ .
قَالَ : وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ورواه ابو اليمان عن شعيب بن ابي حمزة عن ابي الزناد ولم يذكر فيه الاسماء .

৩৫০৮. ইব্ন আবু উমার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এইগুলো আবৃত্তি করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে।

এই হাদীসটিতে নামসমূহের উল্লেখ নেই।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবুল ইয়ামান (র)... আবু যিনাদ (রা) থেকেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে নামসমূহের উল্লেখ নেই।

৩৫০৯- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَّابٍ عَنْ حُمَيْدِ الْمَكِيِّ مَوْلَى ابْنِ عُلْقَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : الْمَسَاجِدُ ، قُلْتُ : وَمَا الرِّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৫০৯. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা জান্নাতের বাগান দিয়ে পথ অতিক্রম করবে তখন তাতে বিচরণ করে নিও।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতের বাগান কি?

তিনি বললেন : মসজিদসমূহ।

আমি বললাম : এতে বিচরণ করা মানে কি ইয়া রাসূলুল্লাহ!

তিনি বললেন : 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'।

হাদীসটি গারীব।

৩৫১০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : حِلَقُ الذِّكْرِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ..

৩৫১০. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন জান্নাতের বাগান দিয়ে পথ অতিক্রম করবে তখন তাতে বিচরণ করো।

সাহাবীরা বললেন : জান্নাতের বাগান কি?

তিনি বললেন : যিকরের হালকাসমূহ।

ছাবিত-আনাস (রা) সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

باب

পরিচ্ছেদ

৩৫১১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ (إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ) اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَاجِرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا ، فَلَمَّا أَحْتَضَرَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : اللَّهُمَّ أَخْلَفْ فِي أَهْلِي خَيْرًا مِنِّي ، فَلَمَّا قُبِضَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ) . عِنْدَ اللَّهِ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَاجِرْنِي فِيهَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ

الْأَسَدِ.

৩৫১১. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র)... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের কারো কোনরূপ বিপদ আসে তখন বলবে :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأَجِرْنِي فِيهَا وَابْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا

আমরা তো আল্লাহরই আর তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ! তোমার কাছেই আমি আমার এই মুসীবতের ছওয়াব আশা করি। তুমিই আমাকে এর ছওয়াব দাও এবং একে কল্যাণ ও মঙ্গলে পরিবর্তিত করে দাও।

পরে আবু সালামা (রা)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন : اللَّهُمَّ اخْلُفْ فِي أَهْلِ خَيْرًا مِنِّي

হে আল্লাহ! আমার পরিবারের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে ভাল কাউকে আমার স্থলবর্তী কর।

তাঁর মৃত্যুর পর (তদীয় পত্নী) উম্মু সালামা (রা) এই দু'আটি পড়লেন : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

হাদীসটি অন্য সূত্রেও উম্মু সালামা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

আবু সালামা (রা)-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল আসাদ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫১২- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : سَلَّ رَبِّكَ الْعَافِيَةَ وَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ : فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ .

৩৫১২. ইউসুফ ইব্ন ইসা (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এল। বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম?

তিনি বললেন : তোমার রবের কাছে যাচঞা করবে সুস্থতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদমুক্তি।

লোকটি দ্বিতীয় দিন আবার এল। বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম দু'আ কোন্টি?

তিনি এই দিনও তাকে আগের মতই জওয়াব দিলেন। পরে সে তৃতীয় দিনও এল। এবারও তিনি তাকে আগের মতই জওয়াব দিলেন এবং বললেন : দুনিয়াতে তুমি যদি বিপদমুক্ত থাক আর আখিরাতেও তা পাও, তবে তো তুমি সফলকাম হলে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব। সালামা ইব্ন ওয়ারদান (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৫১৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبْعِيُّ عَنْ كَثْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيْ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدَرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : قُولِي :
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫১৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ রাতটি লায়লাতুল ক্বাদর, এই কথা যদি আমি জানতে পারি তবে সে রাতে কি দু'আ করব? তিনি বললেন, বলবে :
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي .
 হে আল্লাহ! তুমি তো খুবই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাই তুমি ভালবাস। সুতরাং ক্ষমা করে দাও আমাকে।
 হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৫১৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ ، فَقَالَ لِي : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ نَوْفَلٍ قَدْ سَمِعَ مِنَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 ৩৫১৪. আহমাদ ইব্ন মানী (র)... আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে তুমি নিরাপত্তার দু'আ করবে। আমি কিছু দিন অপেক্ষা করে আবার এসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কিছু আমাকে শিখিয়ে দিন যদ্বারা আমি আল্লাহর কাছে চাইব।

তিনি আমাকে বললেন : হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের প্রিয় চাচা, আপনি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের আফিয়াত (নিরাপত্তা) প্রার্থনা করুন।

হাদীসটি সাহীহ। রাবী আবদুল্লাহ (র) হলেন ইব্ন হারিছ ইব্ন নাওফাল। তিনি সরাসরি আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন।

৩৫১৫- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوفِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الْمَلِيكِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا سُئِلَ

شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ.

১- حَدِيثُ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَلِكِيِّ.

৩৫১৫. কাসিম ইব্ন দীনার কুফী (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন প্রার্থনা নেই।
হাদীসটি গারীব। আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকর মুলাইকী বর্ণিত হাদীসটি ছাড়া এতদসম্পর্কিত কোন
কিছু আমাদের জানা নেই।

৩

পরিচ্ছেদ

২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ . حَدَّثَنَا زَنْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَبْدِ
لَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا قَالَ : اللَّهُمَّ
إِنِّي وَاخْتَرَلِي .

৩- أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَنْفَلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَيُقَالُ لَهُ
زَنْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرَفِيُّ ، وَكَانَ يَسْكُنُ عَرَفَاتٍ ، وَ تَقَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا يَتَّبَعُ عَلَيْهِ .

৩৫১৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন :
اللهم خِرْ لِي وَاخْتَرِي . যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন :

হে আল্লাহ! আমার কাজ কল্যাণমূলক করুন এবং কল্যাণমূলক কাজ আমার জন্য নির্ধারণ করুন।

হাদীসটি গারীব। যানফাল (র)-এর সূত্র ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। মুহাদ্দিছগণের
মতে তিনি যঈফ। তাঁকে যানফাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ আরাফী বলা হয়। তিনি আরাফায় বসবাস করতেন। এ
হাদীসটি তিনি একাই বর্ণনা করেছেন, তাঁর কোন সমর্থক নেই।

৩৫১৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ . حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْ
رَيْدَ بْنَ سَلَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْوُضُوءُ شَطْرُ
الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأَنِ أَوْ تَمْلَأُ بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ
أَوْرٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعَ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا
أَوْ مَوْقُفُهَا .

৩- أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .



বাংলা হাদিস

৩৫১৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... আবু মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উযু হল ঈমানের অর্ধেক। আলহামদু লিল্লাহ পূর্ণ করে দেয় মীযান (পাল্লা)। সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদু লিল্লাহ পূর্ণ করে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান। সালাত হল নূর সাদাকা হল দলীল, ধৈর্য হল জ্যোতি আর কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ সকাল করে এবং নিজেকে বিক্রী করে। অনন্তর কেউ নিজেকে মুক্ত করে আর কেউ নিজেকে ধ্বংস করে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫১৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ بْنِ أَنْعَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُهُ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللَّهِ حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ .

৩৫১৮. হাসান ইব্ন আরাফা (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাসবীহ হল পাল্লার অর্ধেক, আলহামদু লিল্লাহ পরিপূর্ণ করে পাল্লা। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ — এমন কালিমা যার মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই; সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌছে যায়।

এই সূত্রে হাদীসটি গারীব। এর সনদটি মজবুত নয়।

৩৫১৯- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَرِيٍّ الْهِنْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ : عَدَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَدَيْ أَوْفَى يَدِهِ التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُهُ ، وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصُّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ ، وَالطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .

৩৫১৯. হানাদ (র)... বানু সুলায়মের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাতে গুণে গুণে (বর্ণনান্তরে) তাঁর নিজের হাতে গুণে গুণে বললেন : সুবহানাল্লাহ হল মীযানের অর্ধেক, আলহামদু লিল্লাহ তা পূর্ণ করে দেয়, আল্লাহ আকবার আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। সিয়াম হল সবরের অর্ধেক আর পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক।

হাদীসটি হাসান। শু বা ও ছাওরী (র)-ও এটি আবু ইসহাক (র)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدَّبُ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ . حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَكَانَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ الْأَعْرَبِيِّ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُولُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، وَاِلَيْكَ مَابِي ، وَلَكَ رَبِّ تَرَاثِي ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَاسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْ بِهِ الرِّيْحُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِي

৩৫২০. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম মুআদিব (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ওয়াকুফ স্থানে আরাফা দিবসের বিকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় যে দু'আ করেছেন তা হল :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُولُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، وَاِلَيْكَ مَابِي ، وَلَكَ رَبِّ تَرَاثِي ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَاسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْ بِهِ الرِّيْحُ .

হে আল্লাহ! তোমার জন্য সব তারীফ যেরূপ তুমি বল আর আমরা যা বলি তা থেকে উত্তম। হে আল্লাহ! তোমার জন্যই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, তোমার দিকেই তো আমার প্রত্যাবর্তন, তোমার জন্যই তো হে আমার রব্ব! তুমি আমার উত্তরাধিকারী। হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে, মনের ওয়াসওয়াসা থেকে, কাজের বিশৃঙ্খলা থেকে। হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই বায়ু যা বয়ে নিয়ে আসে তার অনিষ্ট থেকে।

হাদীসটি এই সত্রে গারীব। এর সনদও মজবুত নয়।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدَّبُ . حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ : أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ تَقُولُ؟

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৫২১. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম মুআদ্বি (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এত বেশী দু'আ করলেন যে, আমরা এর কিছু স্বরণ রাখতে পারলাম না। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো অনেক দু'আ করেছেন কিন্তু আমরা তো তার কিছুই স্বরণ রাখতে পারলাম না।

তিনি বললেন : এক দু'আ তোমাদের বলব কি যা এই সবকিছু সমন্বিত করে নিবে? বলবে :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সেই সব কল্যাণ প্রার্থনা করি। যে সব কল্যাণের প্রার্থনা তোমার কাছে তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ করেছেন। আর সেই সব অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই যেসব অকল্যাণ থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ পানাহ চেয়েছেন। তুমিই তিনি যার কাছে সাহায্য পাওয়া যায়। তোমারই উপর নির্ভর যথেষ্ট। কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহ ছাড়া।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫২২- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ صَاحِبِ الْحَرِيرِ قَالَ . حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِمَ سَلَمَةٌ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِأَكْثَرِ دُعَاكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ؟ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ أَدْمَى إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ ، فَتِلَا مُعَاذٍ (رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالنَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَانْسٍ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৫২২. আবু মুসা আনসারী (র)... শাহর ইব্ন হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বললাম : হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন তখন অধিকাংশ সময় তিনি কি দু'আ করতেন?

তিনি বললেন : তাঁর অধিকাংশ দু'আ ছিল : **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ** .

হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয় তুমি তোমার দীনে সুদৃঢ় রাখ।

তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অধিকাংশ সময় এই দু'আ কেন করেন যে, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব ছাফিত কালবী আলা দীনিকা?

তিনি বললেন : হে উম্মু সালামা! এমন কোন মানুষ নাই যার হৃদয় আল্লাহ তা'আলার কুদরতী অঙ্গুলীসমূহের দুই আঙ্গুলের মাঝে নেই। যাকে তিনি ইচ্ছা তাকে তিনি দীনের উপর কায়েম রাখেন, যাকে ইচ্ছা তিনি সরিয়ে দেন।

রাবী মুআয (র) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : **رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا**

হে আমাদের রব! হেদায়তের পর তুমি আমাদের হৃদয় বক্র করে দিও না। (আল-ইমরান ৩ : ৮)

এই বিষয়ে আয়িশা, নাওওয়াস ইবন সামআন, আনাস, জাবির, আবদুল্লাহ ইবন আমর, নুআয়ম ইবন আম্মার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدَّبُ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظَهِيرٍ . حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَكَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا اللَّيْلُ مِنَ الْأَرَقِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرْشِكَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَتْ ، وَرَبِّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقْلَتْ ، وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ ، وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغَى ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ تَنَاقُوكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَالْحَكَمُ بْنُ ظَهِيرٍ قَدْ تَرَكَ حَدِيثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫২৩. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম মুআদ্বি (র)... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খালিদ ইবন ওয়ালীদ নবী ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলেন, বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনিদ্রা রোগে আমি ঘুমাতে পারি না।

নবী ﷺ বললেন : যখন তোমার শয্যাগ্রহণ করবে তখন বলবে :

اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَتْ ، وَرَبِّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقْلَتْ ، وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ ، وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغَى ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ تَنَاقُوكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .



বাংলা হাদিস

হে আল্লাহ! সপ্ত আকাশ এবং যা কিছু উপর তা ছায়া দেয় সে সব কিছুর রব! যমীনসমূহ এবং যা কিছু সে বহন করছে সে সব কিছুর রব! শয়তান ও যাদের সে গুমরাহ করে তাদের রব! তোমার সব সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তুমিই আমার আশ্রয় হও, এদের কেউ যেন আমার উপর কোন বাড়াবাড়ি করতে না পারে। সম্মানিত তোমার আশ্রয়প্রার্থী, মহিমাম্বিত তোমার প্রশংসা, তুমি ছাড়া ইলাহ নেই, তুমি ব্যতীত মা'বুদ নেই।

হাদীসটির সনদ মজবুত নয়। কোন কোন হাদীস বিশারদ হাকাম ইবন যুহায়র (র)-এর হাদীস পরিত্যাজ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। হাদীসটি অন্য সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الرَّجِيلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَخِي زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرَّبَهُ أَمْرٌ قَالَ : يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ .

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اَلِظُّوْا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَنَسٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا وَجْهٍ .

৩৫২৪. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে যখন কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত তখন তিনি বলতেন : يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ .

এই সনদেই বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়ালা ইকরাম' বলা সব সময়ের জন্য দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।

হাদীসটি গারীব।

আনাস (রা) থেকে এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

৩৫২৫- حَدَّثَنَا مَجُودُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا الْمُؤَمِّلُ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَلِظُّوْا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

قَالَ : هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ ، وَإِنَّمَا يَرَوِي هَذَا عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهَذَا أَصَحُّ ، وَ الْمُؤَمِّلُ غَلَطَ فِيْهِ فَقَالَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَلَا يَتَابِعُ فِيْهِ .

৩৫২৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়ালা ইকরাম' বলাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।

হাদীসটি গারীব। হাদীসটি সঠিক ভাবে রক্ষিত নয়।

এটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা-হুমায়দ-হাসান বাসরী (র) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এটিই অধিক সাহীহ। এর সনদে মুআম্মাল (র) ভুল করেছেন যে, এতে 'হুমায়দ-আনাস (রা) কথাটি উল্লেখ করেছেন। এতে তাঁর কোন সমর্থক নেই।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫২৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يَذْرُكَهُ النَّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا أَيْضًا عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৫২৬. হাসান ইব্ন আরাফা (র)... আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি পাক-সাফ অবস্থায় শয্যাগ্রহণ করে আর আল্লাহর যিকর করতে করতে তার নিদ্রা এসে যায়, তবে রাতের কোন মুহূর্তে সে জেগে উঠে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা দান করবেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এটি শাহর ইব্ন হাওশাব-আবু ইয়া-আমর ইব্ন আবাসা (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ الْجَلَّاجِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ تَمَامِ النِّعْمَةِ؟ قَالَ : دَعْوَةُ دَعَوْتُ بِهَا أَرْجُو بِهَا الْخَيْرَ . قَالَ : فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ . وَسَمِعَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ : يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، فَقَالَ : قَدْ أُسْتَجِيبَ لَكَ فَسَلْ . وَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ ، فَقَالَ سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَاءَ فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجَرِيرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৫২৭. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি দু'আয় বলছে : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিয়ামতের পূর্ণতা চাই।

তিনি বললেন : নিয়ামতের পূর্ণতা কি?

লোকটি বলল : একটি দু'আ করলাম আর এতে আমি কল্যাণ আশা করি।

তিনি বললেন : নিয়ামতের পূর্ণতার মানে হল জান্নাতে দাখিল হওয়া এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির সাফল্য লাভ করা।

নবী ﷺ একদিন আবার এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'।

তিনি বললেন : তোমার দু'আ অবশ্যই কবুল হবে; প্রার্থনা কর।

নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ধৈর্যধারণের তওফীক চাই।

তিনি বললেন : তুমি তো আল্লাহ তা'আলার নিকট মুসীবতের প্রার্থনা করছ, তাঁর কাছে তোমরা নিরাপত্তা প্রার্থনা কর।

আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... যুরায়রী (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫২৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ . قَالَ : فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صِكِّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৫২৮. আলী ইব্ন হুজর (র)... আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি ঘুমে ভয় পায় তবে যেন সে এই দু'আ পাঠ করে, তাহলে তার কোন অনিষ্ট হবে না :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওয়াসীলায় আমি পানাহ চাইছি তাঁর গযব, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে (আরো পানাহ চাইছি) শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও উপস্থিতি থেকে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) তাঁর বালগ সন্তানদের এই দু'আটি শিখাতেন আর যারা বালগ হয়নি, একটি পাতায় তা লিখে এটি তাদের গলায় বেঁধে দিতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৫২৯- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحَبْرَانِيِّ . قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقُلْتُ لَهُ : حَدَّثْنَا مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَى إِلَيَّ صَحِيفَةً فَقَالَ : هَذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَنَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا : إِنَّ أَبَابَكْرَ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : يَا أَبَابَكْرُ قُلْ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ ، أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا وَأَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫২৯. হাসান ইবন আরাফা (র)... আবু রাশিদ হুবরানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা)-এর কাছে এসে বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি তখন আমার দিকে একটি পাণ্ডুলিপি এগিয়ে দিলেন এবং বললেন : এই হল তা, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লিখে দিয়েছিলেন।

আবু রাশিদ (র) বলেন : আমি এতে দেখি যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রা) একদিন বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল এবং বিকালে পাঠ করব।

তিনি বললেন : হে আবু বাকর! বল :

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ ، أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ .

হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, ইলাহ নেই তুমি ছাড়া, প্রত্যেকটি বস্তুর যিনি রব ও মালিক, আমি তোমার কাছেই পানাহ চাই আমার নাফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে, আমার ব্যাপারে অকল্যাণকর কোন কিছু করা থেকে বা অন্য কোন মুসলিমের ক্ষতি করা থেকে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

৩৫৩০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قُلْتُ : لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ

مَدَحَ نَفْسَهُ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৩০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে মারফু' রূপে বর্ণিত যে, (নবী ﷺ বলেছেন :) আল্লাহ্ অপেক্ষা আত্মগরিমাসম্পন্ন আর কেউ নেই। আর তাই তিনি গোপন ও প্রকাশ্যে সব অশ্লীল কর্ম হারাম করেছেন। আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক প্রশংসাপ্রিয় আর কেউ নেই। আর তাই তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৩১- حَدَّثَنَا الْقُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلِمْنِي دِعَاءَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي . قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، وَهُوَ حَدِيثُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبُو الْخَيْرِ اسْمُهُ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ .

৩৫৩১. কুতায়বা (র)... আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদিন নবীজীকে) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটা দু'আ শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি সালাতে দু'আ করি।

তিনি বললেন : তুমি বলবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

হে আল্লাহ! আমি তো যুলম করেছি আমার নিজের উপর, অনেক যুলম, তুমি ছাড়া গুনাহ্ মাফ করার নেই কেউ, তাই মাফ করে দাও আমাকে তোমার পক্ষ থেকে, রহম কর আমার উপর, তুমি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। এ হল লায়ছ ইব্ন সা'দ (র)-এর রিওয়ায়াত। আবুল খায়র (র)-এর নাম হল মারহাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইয়াযানী।

৩৫৩২- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ : جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَهُ سَمِعَ شَيْئًا ، فَقَامَ النَّبِيُّ

ﷺ عَلَى الْمُنْبِرِ فَقَالَ : مَنْ إِيَّا ؟ فَقَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ . قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৫৩২. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... মুত্তালিব ইব্ন ওয়াদা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আব্বাস (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। (তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল) তিনি যেন (অনভিপ্রেত) কিছু শুনে এসেছেন। তখন নবী ﷺ মিস্বরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : আমি কে?

সাহাবীগণ বললেন : আপনি তো আল্লাহর রাসূল। সালাম আপনার উপর।

তিনি বললেন : আমি হলাম মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ তা'আলা সব মাখলুক পয়দা করে আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তমের মাঝে। এরপর তাদের দুই ভাগ করে আমাকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম অংশে। এরপর তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করে আমাকে পয়দা করেছেন সর্বোত্তম গোত্রে। এরপর বানালেন বিভিন্ন গৃহ পরিবেশ আর আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তম গৃহ পরিবেশে এবং করেছেন আমাকে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

হাদীসটি হাসান।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৩৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَا بَسَّةَ الْوَرَقِ فَضْرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَازَرُ الْوَرَقُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقَطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৫৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ রাযী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার একটি গাছের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, এর পাতা ছিল শুষ্ক। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে এতে আঘাত করলেন, ফলে পাতা ঝরে পড়তে লাগল। এরপর তিনি বললেন : এই গাছটির পাতা যেভাবে ঝরে পড়ছে, তেমনিভাবে 'আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার' (পাঠের) দ্বারাও বান্দার গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে।

হাদীসটি গারীব।

৩৫৩৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْجَلَّاحِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيِّ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ السَّبَّائِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللَّهُ مُسَلِّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ ، وَمَحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُؤِيقَاتٍ ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رَقَبَاتٍ مُؤِمِّنَاتٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَلَا نَعْرِفُ لِعِمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৫৩৪. কুতায়বা (র)... উমারা ইব্ন শাবীব আস-সাবাঈ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি মাগরিবের পর দশবার (নিম্নের) এই দু'আটি পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সশস্ত্র প্রহরী ফিরিশ্তা দল পাঠাবেন যারা তাকে ভোর পর্যন্ত শয়তান থেকে রক্ষা করবে। এতে তার জন্য তিনি লিখবেন দশটি অবশ্য প্রাপ্য নেকী, মাফ করে দিবেন তার জন্য ধ্বংসকর দশটি গুনাহ এবং তাতে তার দশজন মু'মিন দাস আযাদ করার সমতুল্য ছওয়াব হবে।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হাদীসটি হাসান-গারীব।

লায়ছ ইব্ন সা'দ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। উমারা ইব্ন শাবীব (রা) সরাসরি নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন বলেও আমরা জানি না।

بَابُ : فِي فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ

পরিচ্ছেদ : তওবা ও ইস্তিগফারের ফযীলত এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের বিবরণ

৩৫৩৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ أَسْأَلُهُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا زُرُّ ؟ فَقُلْتُ : ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ ، فَقَالَ : الْمَلَائِكَةُ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ : إِنَّهُ حَكَ فِي صَدْرِي الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَكُنْتُ أَمْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا لَنَا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرَيْنِ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَالِيَهْنَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ قَالَ فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَى شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِي بِصَوْتٍ لَهُ جَهْدِي يَامُحَمَّدُ ، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَحْوِ مَنْ صَوْتِهِ هَؤُلَاءِ فَقُلْنَا لَهُ : وَيَحَكَ أَغْضَضَ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا ،

فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ . قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ أَبَا مَنْ قَبِلَ الْمَغْرِبَ مَسِيرَةً عَرْضُهُ أَوْ يَسِيرُ الرَّأَكِبُ فِي عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سِتِينَ عَامًا . قَالَ سُفْيَانُ : قَبْلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَفْتُوحًا يَعْنِي لِلتَّوْبَةِ لَا يَغْلُقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৩৫. ইবন আবু উমার (র)... যিরর ইবন হুবাযশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সাফওয়ান ইবন আসসাল মুরাদী (রা)-এর কাছে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করার বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য এলাম। তিনি বললেন : হে যিরর! কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন?

আমি বললাম : ইলমের অন্বেষণে।

তিনি বললেন : তালেবুল ইলমের জন্য ফিরিশতারা তাদের পাখনা বিছিয়ে দেন তার ইলম সন্ধানের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশে।

আমি বললাম : প্রস্রাব-পায়খানার পর (উযূর ক্ষেত্রে) চামড়ার মোজায় মাসেহ করার বিষয়টি আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে। আপনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একজন। তাই আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে এলাম যে, এই বিষয়ে আপনি তাঁকে কিছু বলতে শুনেছেন কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যখন মুসাফির থাকি তখন যেন গোসল ফরযজনিত কারণ ব্যতীত (উযূ করার) তিন দিন তিন রাত আমাদের চামড়ার মোজা না খুলি, প্রস্রাব-পায়খানা ও নিদ্রা ইত্যাদি কারণের বেলায়ও নয়।

আমি বললাম : মুহাব্বতের বিষয়ে তাঁকে কিছু বলতে শুনেছেন কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা তাঁর কাছে ছিলাম এমন সময় এক বেদুঈন উচ্চৈশ্বরে তাঁকে ডাক দিয়ে বলল : হে মুহাম্মদ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মত আওয়াজে উত্তর দিলেন : এস।

আমরা তাকে বললাম : ওহে! তোমার আওয়াজ একটু নীচু কর। কেননা তুমি তো নবী ﷺ-এর কাছে এসেছ। আর তাঁর কাছে এরূপ করতে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

সে বলল : আল্লাহর কসম! আমি আমার আওয়াজ নীচু করতে পারব না। পরে ঐ বেদুঈন বলল : কোন ব্যক্তি এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে বটে কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি?

নবী ﷺ বললেন : যে যাকে ভালবাসবে, কিয়ামতের দিন সে তার সঙ্গেই থাকবে।

যিরর (র) বলেন : সাফওয়ান (রা) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতে করতে পশ্চিম প্রান্তের (সুফযানের বর্ণনায় সিরিয়ার প্রান্তে) একটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন। এই ফটকটির প্রশস্ততা হল চল্লিশ বা (অপর বর্ণনায়) সত্তর বছরের সওয়ারী অতিক্রম করার পথ। আল্লাহ তা'আলা যেদিন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে ঐটিও সৃষ্টি করেছেন। তওবার জন্য এটি সদা উন্মুক্ত। পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৫৩৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ . حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ ، فَقَالَ لِي مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ . قَالَ : بَلِّغْنِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ حَاكٍ أَوْ حَكٌ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ ، فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مِسَافِرِينَ أَمَرْنَا أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْهَوَى شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارٍ ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ كَانَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ بِصَوْتِ جَهْدِي أَعْرَابِيٌّ خَلَفَ خَافٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : مَا إِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنْ هَذَا ، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ مِنْ صَوْتِهِ هَاؤُمُ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ . قَالَ زَيْدٌ : فَمَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى حَدَّثَنِي أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يَغْلُقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا) الْآيَةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৩৬. আহমাদ ইবন আবদা দাববী (র)... যিরর ইবন হুয়াযশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সাফওয়ান ইবন আসসাল মুরাদী (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন : কেন এসেছ?

আমি বললাম : ইলমের তালাশে।

তিনি বললেন : আমার কাছে এই হাদীস পৌছেছে যে, 'ইলম তালাশকারী যা করে, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিশতারা তাঁর জন্য তাঁদের পাখনা বিছিয়ে দেন।

তিনি বলেছেন : আমি বললাম : চামড়ার মোজায় মাসেহ করার বিষয়ে আমার মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে। এই বিষয়ে কি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে কি কিছু সংরক্ষণ করেছেন?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, গোসল ফরযজনিত কারণ ব্যতীত, পায়খানা-প্রস্রাব ও নিদ্রাজনিত কারণে উযূর ব্যাপারে না ধোয়ার জন্য মুসাফির অবস্থায় তিন দিন চামড়ার মোজা না খুলতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি বললাম : মুহাব্বাত বিষয়ে কিছু নবী ﷺ থেকে সংরক্ষণ করেছেন কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। মজলিসের শেষদিকে অবস্থানরত এক বেদুঈন তখন চিৎকার করে তাঁকে বলল : হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ!

উপস্থিত লোকেরা তাকে বলল : চুপ কর, এভাবে ডাকা নিষেধ। নবী ﷺ তার মত আওয়াজে জওয়াব দিলেন : আস।

লোকটি বলল : কোন ব্যক্তি এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু সে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গেই অবস্থান করবে।

যিরর (র) বলেন, সাফওয়ান (রা) আমাদের হাদীস বর্ণনা করতে থাকলেন। শেষে তিনি বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা পশ্চিমে একটি তওবার দ্বার তৈরী করেছেন। এর প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না ঘটা পর্যন্ত তা কখনও রুদ্ধ হবে না।

আল্লাহর এই কালামে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে : (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا)

যে দিন তোমার রব্বের কিছু নিদর্শনের আবির্ভাব ঘটবে, সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না — যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি। (সূরা আনআম ৬ : ১৫৮)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৫২৭- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُفْرَغْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

৩৫৩৭. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : রুহ কণ্ঠায় না পৌছা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা অবশ্যই কবুল করবেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)... ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫২৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَنَسٍ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ هَذَا .

৩৫৩৮. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ হারিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তি পেলে যত খানি খুশী হয়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একজনের তওবায় এর চেয়ে বেশী আনন্দিত হন।

এই বিষয়ে ইবন মাসউদ, নু'মান ইবন বাশীর ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ এই সূত্রে গারীব।

মাকহুল... আবু যর-নবী ﷺ থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৩৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاصٍّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : قَدْ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَوْلَا أَنْكُمْ تَذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يَذْنِبُونَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غَفَرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৫৩৯. কুতায়বা (র)... আবু আয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শোনা একটি বিষয় তোমাদের কাছে থেকে এতদিন গোপন করে রেখেছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমাদের যদি পাপ সংঘটিত না হত তবে আল্লাহ তা'আলা এমন এক সৃষ্টি পয়দা করতেন যাদের পাপ হত আর তিনি তাদের মাফ করতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব-আবু আয়্যুব (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কুতায়বা (র)-আবু আয়্যুব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৫৪০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا كُثَيْبُ بْنُ فَاذِلٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ : يَا أَبْنَاءَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي . يَا أَبْنَاءَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ أَسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي . يَا أَبْنَاءَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫৪০. আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাক জাওহারী বাসরী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে তোমার পাপ যাই হোক না

কেন, আমি তা ক্ষমা করে দিব, এতে আমার কোন পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তোমার পাপরাশি যদি আকাশের মেঘমালায়ও উপনীত হয়, এরপর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও আমি সব ক্ষমা করে দিব, এতে আমার কোন পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তুমি যদি যমীন পরিমাণ পাপরাশি নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত হও, আর আমার সঙ্গে যদি কিছু শরীক না করে থাক, তবে আমি সেই পরিমাণ ক্ষমা ও মাগফিরাত তোমাকে দান করব।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ خَلْقِ اللَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন

৩৫৪১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاهَا حَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَجُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَفْيَانَ الْبَجَلِيِّ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৫৪১. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা একশ' রহমত সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে একটি রহমত রেখেছেন যদ্বারা তারা একে অন্যের প্রতি রহম করে থাকে। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে নিরানব্বইটি রহমত।

এই বিষয়ে সালমান এবং জুন্দুব ইবন আবদুল্লাহ ইবন সুফয়ান আল-বাজালী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৫৪২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمَعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৫৪২. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে কি শাস্তি আছে তা যদি মু'মিনরা জানত তবে কেউ জান্নাতের ব্যাপারে আশা করত না, আর আল্লাহর কাছে কি রহমত আছে তা যদি কাফিররা জানত তবে কেউ জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।

হাদীসটি হাসান। আলা ইবন আবদুর রহমান — তাঁর পিতা আবদুর রহমান-আবু হুরায়রা (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

৩৫৪৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَنِي عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حِينَ خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَلَى غَضَبِي .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৪৩. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টিসমূহ পয়দা করেন তখনই তাঁর হাতে লিখে রাখেন : আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৫৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي التَّلْحِجِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زُرَيْبٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اتَدْرُونَ بِمَا دَعَا اللَّهُ ؟ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ .

৩৫৪৪. মুহাম্মাদ ইবন আবু ছালজ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ মসজিদে এসে প্রবেশ করলেন। তখন সেখানে এক ব্যক্তি সালাত শেষ করে দু'আ করছিল। সে তার দু'আয় বলছিল : اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

হে আল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। তুমিই তো অনুগ্রহদাতা। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উপমাহীন সৃষ্টিকর্তা, প্রতাপশালী ও মর্যাদাবান।

নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জান, সে কিসের ওয়াসীলায় দু'আ করছে? এতো আল্লাহ তা'আলার ইন্মে অযমের মাধ্যমে দু'আ করছে। এর ওয়াসীলায় দু'আ করলে অবশ্যই তা কবুল করা হয়, যাঞ্ছা করা হলে অবশ্যই তা প্রদান করা হয়।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ : قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ)

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী (ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক)

৩৫৪৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّرَقِيُّ . حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ أَنْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةُ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَأُظْنُهُ قَالَ أَوْ أَحَدَهُمَا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَرَبِيعُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةٍ .

وَيُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً فِي الْمَجْلِسِ أَجَزَأَ عَنْهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ .

৩৫৪৫. আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যার কাছে আমার উল্লেখ করা হল অথচ আমার উপর দরুদ পাঠ করল না। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যার জীবনে রমযান মাস এল কিন্তু তাকে ক্ষমাপ্রাপ্ত না করেই তা অতিবাহিত হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যে তার পিতামাতাকে (বা তাদের একজনকে) বৃদ্ধাবস্থায় পেল কিন্তু তাদের খেদমত করার মাধ্যমে সে জান্নাতী হতে পারল না।

আবদুর রহমান বলেন : আমি মনে করি, তিনি বলেছেন তাদের (পিতামাতার) একজনকে পেল।

এই বিষয়ে জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান এই সূত্রে গারীব।

রিবই ইব্ন ইবরাহীম (র) হলেন ইসমাদীল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন উলাইয়া-এর ভাই। ইনি নির্ভরযোগ্য।

কোন কোন আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি নবী ﷺ -এর উপর মজলিসে একবার দরুদ পাঠ করে, তবে ঐ বৈঠকের জন্য তা-ই যথেষ্ট।

৩৫৪৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْبَخِيلُ الَّذِي مَنَ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৫৪৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন মুসা ও যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার নিকট আমার উল্লেখ করা হল কিন্তু সে আমার উপর দরুদ পাঠ করল না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ : فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর দু'আ

৩৫৪৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ بَرِّدْ قَلْبِي بِاللَّيْلِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ . اللَّهُمَّ نَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৫৪৭. আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আয়) বলতেন :

اللَّهُمَّ بَرِّدْ قَلْبِي بِاللَّيْلِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ . اللَّهُمَّ نَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ .

হে আল্লাহ! আমার হৃদয় শীতল করে দাও বরফ ঠাণ্ডা ও শীতল পানি দিয়ে। হে আল্লাহ! সাদা কাপড়কে যেমন ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় তেমনি তুমি আমার হৃদয়কে পাপরাশি থেকে নির্মল করে দাও।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৫৪৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ فَتَحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ . وَمَا سَأَلَ اللَّهُ شَيْئًا يُعْنَى أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزَلْ . فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرَفَهُ إِلَّا مَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ الْمَلِكِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

وَقَدْ رَوَى إِسْرَائِيلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : مَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوفِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بِهَذَا

৩৫৪৮. হাসান ইবন আরাফা (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে যার জন্য দু'আর দ্বার উন্মোচিত হয়, তার জন্য জান্নাতের দ্বারসমূহও উন্মোচিত হয়। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় যাচঞা হল সুস্থতা প্রার্থনা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : যে বিপদ আপতিত হয়েছে এবং যা এখনও আপতিত হয় নাই সবক্ষেত্রেই দু'আয় উপকার হয়। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের দু'আ করা উচিত।

হাদীসটি গারীব। আবদুর রহমান ইবন আবু বাকর কুরাশী (র)-এর রিওয়াযাত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইনি যঈফ। কোন কোন হাদীসবিদ তাঁর স্বরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

ইসরাঈল (র) এই হাদীসটি আবদুর রহমান ইবন আবু বাকর-মুসা ইবন উকবা-নাফি' ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহর কাছে যে সব প্রার্থনা করা হয় সে সবার মাঝে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনার চেয়ে প্রিয় জিনিস তাঁর কাছে আর কিছু নেই।

কাসিম ইবন দীনার কুফী (র)—ইসরাঈল (র) সূত্রে উক্ত রূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৫৪৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ

يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَإِنْ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ ، وَمِنْهَاةُ الْآثِمِ وَتَكْفِيرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمُطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مِنْ حَدِيثِ بِلَالٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يَصَحُّ مِنْ قَبْلِ إِسْنَادِهِ .

قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : مُحَمَّدُ الْقُرَشِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّامِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ

وَهُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ حَسَّانٍ وَقَدْ تَرَكَ حَدِيثَهُ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ

بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ

دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ ، وَمِنْهَاةُ لِلْآثِمِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ بِلَالٍ .

৩৫৪৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেননা, এ হলো তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের অবলম্বিত রীতি। রাতের সালাত আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়; মন্দকাজের কাফফারা এবং শারীরিক রোগের প্রতিরোধক।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া বিলাল (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। সনদের দিক থেকে এটি সাহীহ নয়।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি : মুহাম্মাদ কুরাশী হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন সাঈদ শামী। ইনি ইব্ন আবু কায়স; আর ইনি মুহাম্মাদ ইব্ন হাসসান। তাঁর বর্ণিত হাদীস পরিত্যাজ্য।

মুআবিয়া ইব্ন সালিহ (র) এই হাদীসটি রাবীআ ইব্ন ইয়াযীদ-আবু ইদরীস খাওলানী-আবু উমামা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেননা, এ হল তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের রীতি। এ হল তোমাদের রক্বের নৈকট্য লাভের উপায়, মন্দ কাজসমূহের কাফফারা ও পাপসমূহের জন্য প্রতিরোধক।

আবু ইদরীস-বিলাল (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে এই রিওয়ায়াতটি অধিক সাহীহ।

৩৫৫০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ سِتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ . وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَجَاوِزُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫৫০. হাসান ইব্ন আরাফা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতদের বয়স হল ষাট ও সত্তরের মাঝে। তাদের খুব কম সংখ্যকই এই সীমা অতিক্রম করতে পারবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ-এর হাদীস হিসাবে এটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

بَابُ : فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর দু'আ

৩৫৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَضْرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طَلْحِقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو يَقُولُ : رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعِنِّ

عَلَى، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ لِي الْهَدْيَ، وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شُكَّارًا، لَكَ ذَكَارًا، لَكَ رَهَابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُحِبًّا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَصَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَأَسْلِلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ سَفْيَانَ هَذَا الْحَدِيثُ نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৫১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দু'আয় বলতেন :

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهَدْيَ لِي، وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شُكَّارًا، لَكَ ذَكَارًا، لَكَ رَهَابًا، لَكَ مِطْوَاهًا، لَكَ مُحِبًّا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَصَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَأَسْلِلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي .

হে আমার রব্ব! তুমিই আমায় সহযোগিতা কর, আমার বিরুদ্ধে সহযোগিতা করো না, আমায় সাহায্য কর আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না, আমার পক্ষে কৌশল অবলম্বন কর, আমার বিরুদ্ধে কৌশল করো না, আমাকে হেদায়াত কর, আমার জন্য হেদায়াত সহজ করে দাও। যারা আমার উপর যুলুম করে তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। হে পারওয়ারদিগার! আমাকে বানাও তোমার প্রতি শুকুর গুয়ার, তোমার যিকরকারী, তোমার প্রতি ভয় পোষণকারী, তোমার প্রতি আনুগত্যশীল, তোমার প্রতি বিনয়াবনত, তোমার প্রতি মিনতিপূর্ণ ও প্রত্যাবর্তনশীল। হে আমার রব্ব! আমার তওবা কবুল কর, ধুয়ে দাও আমার সব গুনাহ, জবাব দাও আমার দু'আর, প্রতিষ্ঠিত কর আমার দলীলাদি, সঠিক রাখ আমার যবান, হেদায়াত কর আমার অন্তরকে আর বের করে দাও আমার হৃদয় থেকে সব হিংসা ও বিদ্বেষ।

মাহমুদ ইব্ন গায়লান-মুহাম্মাদ ইব্ন বশির আবদী-সুফয়ান ছাওরী (র) থেকে এই সনদে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৫৫২- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدْ ائْتَصَرَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَبِي حَمْزَةَ ، وَهُوَ مَيِّمُونُ الْأَعْوَرِّ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

৩৫৫২. হান্নাদ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যুলুম করেছে তার বিরুদ্ধে যে বদদু'আ করল সে তার প্রতিশোধ নিয়ে নিল।

হাদীসটি গারীব। আবু হামযা (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

কোন কোন আলিম আবু হামযা (র)-এর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। ইনি হলেন মায়মূন আ'ওয়ার।

কুতায়বা (র)... আবু হামযা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৫৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - كَانَتْ لَهُ عَدَلٌ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ .

قَالَ : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَوْقُوفًا .

৩৫৫৩. মুসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দী কূফী (র)... আবু আয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ি ও ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন কাদীর' — কালিমাগুলি দশবার পাঠ করে, তবে ইসমাইল বংশের চারজন গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব হবে।

আবু আয়্যুব (রা) থেকে এই হাদীসটি মাওকুফরূপেও বর্ণিত আছে।

৩৫৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ .

حَدَّثَنَا كِنَانَةُ مَوْلَى صَفِيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُولُ : دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْ أَرْبَعَةِ أَلْفِ نَوَاةٍ

أُسْبِحَ بِهَا . قَالَ : لَقَدْ سَبَّحْتَ بِهِذِهِ ، فَقَالَ : أَلَا أَعْلَمُكَ بِأَكْثَرِ مِمَّا سَبَّحْتَ بِهِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى عَلِمَنِي ، فَقَالَ :

قُولِي : سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدٍ

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

আমি বললাম : অবশ্যই আমাকে শিখিয়ে দিন ।

সৃষ্টির পরিমাণ সংখ্যকবার সুবশানান্নাহ

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৫৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... জুওয়ায়রিয়া বিনত হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার তাঁর ইবাদতখানায় ছিলেন, এমতাবস্থায় নবী ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। পরে আবার প্রায় দুপুরের সময়ও তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন : তুমি কি এতক্ষণ তোমার আগের অবস্থায়ই ছিলে?

তিনি বললেন : হ্যাঁ ।

নবী ﷺ বললেন : আমি কি তোমাকে এমন কতকগুলো কালিমা শিখিয়ে দিব না যা তুমি পাঠ করবে? সেগুলো হল :

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

সৃষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, সৃষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, সৃষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্; আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আরশের ওজন পরিমাণ সুবহানাল্লাহ্, আরশের ওজন পরিমাণ সুবহানাল্লাহ্, আরশের ওজন পরিমাণ সুবহানাল্লাহ্; আল্লাহর কালিমার পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহর কালিমার পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহর কালিমার পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহর কালিমার পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান হলেন তালহা পরিবারের আযাদকৃত দাস। তিনি একজন মাদীনী শায়খ এবং নির্ভরযোগ্য। মাসউদী এবং ছাওরী (র)-ও তাঁর বরাতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ قَالَ : أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ صَاحِبُ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنْ اللَّهُ حَتَّى كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صَفْرًا خَائِبَتَيْنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

৩৫৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... সালমান ফারেসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত লজ্জাশীল ও পরম দয়ালু। কোন বান্দা যখন তাঁর কাছে দুই হাত তোলে, তখন তাকে বঞ্চিত করে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে তাঁর লজ্জা হয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

কেউ কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু মরফু' হিসেবে নয়।

৩৫৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأَصْبَعِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَحَدٌ أَحَدٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِأَصْبُعِهِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لَا يُشِيرُ إِلَّا بِأَصْبُعٍ وَاحِدَةٍ .

৩৫৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি দুই আঙ্গুলে (তাশাহুদে) ইশারা করত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : একটা দ্বারা, একটা দ্বারা।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই হাদীসটির মর্ম হল, শাহাদাতের ক্ষেত্রে দু'আর সময় এক ব্যক্তি যখন দুই আঙ্গুলে ইশারা করে, তখন যেন সে এক আঙ্গুল ব্যতীত তা না করে।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ مُعَاذَ ابْنَ رِفَاعَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَامَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَأَ فَقَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْأَوَّلِ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَأَ فَقَالَ : أَسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ، فَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৩৫৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... মুআয ইব্ন রিফাআ তাঁর পিতা রিফাআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আবু বাকর সিদ্দীক (রা) মিম্বরে (খুত্বা দিতে) দাঁড়ালেন। এরপর কেঁদে উঠলেন। বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ (হিজরতের) প্রথম বছরে মিম্বরে (খুত্বা দিতে) দাঁড়ালেন। এরপর কেঁদে উঠলেন এবং বললেন : আল্লাহর কাছে তোমরা ক্ষমা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে। কেননা ঈমানের পর এই আফিয়াত বা নিরাপত্তা অপেক্ষা উত্তম কাউকে আর কিছুই প্রদত্ত হয়নি।

আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৫৯- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحَمَانِيُّ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَقْدٍ عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ عَنْ مَوْلَى لِأَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَصْرُ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ فَعَلَهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نُصَيْرَةَ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ .

৩৫৫৯. হুসায়ন ইব্ন ইয়াযীদ কূফী (র)... আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দিনে সত্তরবারও যদি কেউ পাপ করে কিন্তু সে যদি ইস্তিগফার ও তওবা করে, তবে সে পাপের পুনরাবৃত্তিকারী বলে গণ্য হবে না।

হাদীসটি গারীব। আবু নুসায়রার রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এটিকে আমরা জানি। এর সনদও শক্তিশালী নয়।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَسَفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : لَبَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَوَارَى بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَوَارَى بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ .

৩৫৬০. ইয়াহইয়া ইবন মুসা ও সুফয়ান ইবন ওয়াকী (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার উমার (রা) একটি নতুন কাপড় পরিধান করলেন। এরপর বললেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَوَارَى بِهِ عَوْرَتِي .

সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে পরিধান করিয়েছেন যদ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থল আচ্ছাদিত করি এবং আমার জীবন করি শোভিত।

এরপর তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি নতুন কাপড় পরিধান করে এই দু'আ পাঠ করে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَوَارَى بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

পরবর্তীকালে কাপড়টি পুরাতন হওয়ার পর সেটি সাদাকা করে দেয়, তবে সে জীবনে ও মরণে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর আশ্রয় এবং তাঁরই হেফাযতে ও আচ্ছাদনে অবস্থান করবে।

হাদীসটি গারীব।

ইয়াহইয়া ইবন আয়ুব এটিকে উবায়দুল্লাহ ইবন যাহর-আলী ইবন ইয়াযীদ-কাসিম (র) সূত্রে আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৬১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعَثًا قَبْلَ نَجْدٍ فَعَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ ، مَا رَأَيْنَا بَعَثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعَثِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَسْرَعَ رَجْعَةً ؟ قَوْمٌ شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
 وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ هُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ .

৩৫৬১. আহমাদ ইব্ন হাসান (র)... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ নাজদের দিকে একটা অভিযান প্রেরণ করেন। তারা সেখানে বহু গনীমতের মাল লাভ করেন এবং দ্রুত ফিরে আসেন। সেই অভিযানে শরীক ছিলেন না এমন একজন বললেন : এত দ্রুত এবং এত উত্তম গনীমত সম্পদ নিয়ে ফিরে আসতে আর কোন বাহিনীকে আমরা দেখিনি। তখন নবী ﷺ বললেন : আমি কি তোমাদের এমন এক সম্প্রদায়ের কথা বলব যারা আরো উত্তম গনীমত সম্পদ নিয়ে আরো দ্রুত ফিরে আসে? এরা হল এমন এক সম্প্রদায় যারা ফজরের জামায়াতে হাযির হয়। এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে থেকে আল্লাহর যিকর করতে থাকে। এরাই হল তারা — যারা আরো ভাল গনীমত সম্পদ নিয়ে আরো দ্রুত ফিরে এল।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

হাম্মাদ ইব্ন আবু হুমায়দ (র) হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবু হুমায়দ। আর ইনিই হলেন আবু ইবরাহীম আনসারী মাদীনী। ইনি হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৬২- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَقَالَ : أَيُّ أَخِي أَشْرِكْنَا فِي دُعَاكَ وَلَا تَنْسَنَا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৬২. সুফয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার নবী ﷺ -এর কাছে উমরা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

তিনি বললেন : হে আমার প্রিয় ভাই! তোমার দু'আয় শরীক করবে এবং আমাদের ভুলে যাবে না।
হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتِبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعْنِي . قَالَ : أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ صِيرَ دَيْنًا أَدَاهُ اللَّهُ عَنْكَ؟ قَالَ : قُلْ : اللَّهُمَّ أَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৫৬৩. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক মুকাতিব^১ গোলাম তাঁর কাছে এসে বলল : আমি আমার চুক্তি অনুসারে বিনিময় মূল্য দিতে অপারগ হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

তিনি বললেন : তোমাকে এমন কিছু কালিমা আমি শিখিয়ে দিব কি যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিখিয়েছিলেন? তোমার যিম্মায় যদি ছবীর পাহাড়^২ পরিমাণ ঋণও থাকে, তবে এতে আল্লাহ তা'আলা তাও আদায় করে দিবেন। তুমি বলবে :

اللَّهُمَّ أَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

হে আল্লাহ! হারাম থেকে মুক্ত রেখে তোমার প্রদত্ত হালাল বস্তুই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : فِي دُعَاءِ الْمَرِيضِ

পরিচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির দু'আ

৩৫৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرْحَنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَأَرْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ بَلَاءٌ فَصَبِّرْنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ : قَالَ فَضْرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اشْفِهِ، شُعْبَةُ الشَّائِكُ، قَالَ فَمَا اشْتُكَيْتُ وَجَعِي بَعْدُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১. বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে মালিকের সঙ্গে আযাদীর চুক্তি করা।

২. তায় কাবীলায় অবস্থিত আরবের একটি বড় পাহাড়।

৩৫৬৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। আমি তখন বলছিলাম : হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুর সময় যদি ঘনিয়ে এসে থাকে তবে (মৃত্যু দিয়ে) আমাকে শান্তি দাও। আর যদি তা আরো বিলম্বিত থাকে তবে আমার জীবনকে সুখময় করে দাও এবং যদি এটি পরীক্ষা স্বরূপ হয়ে থাকে তবে আমাকে ধৈর্য দাও।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি বলছ?

রাবী বলেন : তিনি যা বলছিলেন তা তাঁকে পুনরাবৃত্তি করে শুনালেন। নবী ﷺ তখন তাকে তাঁর পা দিয়ে ঠেলা দিলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! একে সুস্থ করে দাও।

আলী (রা) বলেন : এর পর কখনও আমি এই অসুখে আর ভুগিনি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৫৬৫- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَادَ مَرِيضًا قَالَ : اللَّهُمَّ أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ ، وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৫৬৫. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন :

اللَّهُمَّ أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ ، وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

এই অসুবিধা দূর করে দাও হে সব মানুষের প্রভু! সুস্থ করে দাও। তোমার সুস্থকরণ ছাড়া তো কারো সুস্থতা নেই। এমন সুস্থতা দাও যে, কোন রোগ-বলাই যেন এর আওতা বহির্ভূত না থাকে।

হাদীসটি হাসান।

بَابُ : فِي دُعَاءِ الْوَيْلِ

পরিচ্ছেদ : বিতরের দু'আ

৩৫৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي وَتَرِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمَعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ .

৩৫৬৬. আহমাদ ইব্ন মানী (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর বিতর সালাতে পাঠ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

হাদীসটি হাসান-গারীব। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ : فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَعَوُّذِهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর দু'আ এবং প্রত্যেক সালাতের শেষে তাঁর তাআওউয পাঠ

৩৫৬৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَا : كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يَعْلَمُ الْمَكْتَبُ الْعِلْمَانِ وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ مُضْطَرَبٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، يَقُولُ : عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ وَيَقُولُ عَنْ غَيْرِهِ وَيَضْطَرَبُ فِيهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫৬৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... মুসআব ইব্ন সা'দ এবং আমর ইব্ন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : সা'দ (রা) তাঁর ছেলেদের এই কালিমাগুলো এমনভাবে শিখাতেন লিপিকার যেমন শিশুদেরকে লেখা শেখায়। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের পর এগুলো পাঠ করে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

আবদুল্লাহ (র) বলেন : আবু ইসহাক হামদানী এই হাদীসটির ক্ষেত্রে ইযতিরাব-এ নিপতিত, তিনি সনদে কোন কোন সময়ে বলেছেন আমর ইব্ন মায়মুন-উমার সূত্রের কথা, আবার কোন কোন সময় বলেছেন অন্য একজনের কথা।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ।

৩৫৬৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ . أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ قَالَ حَصَاةٌ تُسَبِّحُ بِهَا ، فَقَالَ : أَلَا أَخْبَرُكِ بِمَا هُوَ أَلْيَسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ .

৩৫৬৮. আহমাদ ইব্ন হাসান (র)... আয়িশা বিনত সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস তৎপিতা সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক মহিলার কাছে গেলেন। উক্ত মহিলার সামনে তখন কিছু খেজুর-বীচি ছিল। এগুলো দিয়ে তিনি তাসবীহ পাঠ করছিলেন। নবীজী ﷺ তাকে বললেন : এর চেয়ে সহজ ও উত্তম উপায় সম্পর্কে কি তোমাকে অবহিত করব? (তা হল :)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ

সা'দ (রা)-এর রিওয়াযাত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৫৬৯- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَزَيْدُ ابْنُ حَبَابٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ وَلَا وَمَنَادٍ يُنَادِي : سُبِّحُوا الْمَلِكِ الْقُدُّوسَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৫৬৯. সুফয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : বান্দার এমন কোন সকাল হয় না যখন কোন আহ্বানকারী এই কথা বলে আহ্বান করে না।

سُبِّحُوا الْمَلِكِ الْقُدُّوسَ — 'তোমরা মহান নিষ্কলুষ রাজাধিরাজের পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

হাদীসটি গারীব।

بَابُ : فِي دُعَاءِ الْحِفْظِ

পরিচ্ছেদ : হেফজ করার দু'আ

৩৫৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا
 بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : يَا أَبِیْ أَنْتَ وَأُمِّی تَقْلَتَ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِي فَمَا أَجِدُنِي أَقْدِرُ
 عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، أَفَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمَتْهُ ،
 وَيُثَبِّتَ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ ؟ قَالَ : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَّمَنِي . قَالَ : إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ
 أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالْدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ ، وَقَدْ قَالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ :
 (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) يَقُولُ : حَتَّى تَأْتِيَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسْطِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ
 فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا ، فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، تَقْرَأُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةَ يَسٍ ، وَفِي الرُّكْعَةِ
 الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحَمِّ الدُّخَانِ ، وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْمِ تَنْزِيلُ السُّجْدَةِ وَفِي الرُّكْعَةِ
 الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفْصَلُ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشْهِيدِ فَأَحْمَدِ اللَّهَ ، وَأَحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ ، وَصَلِّ
 عَلَى وَأَحْسِنِ ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ ، وَأَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْإِخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالْإِيمَانِ ، ثُمَّ قُلْ
 فِي آخِرِ ذَلِكَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي ، وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي ، وَارْزُقْنِي
 حُسْنَ النَّظَرِ فِي مَا يُرْضِيكَ عَنِّي ، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ ،
 أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي ، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوهُ عَلَى
 النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي . اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا
 اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بَكِتَابِكَ بَصَرِي ، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي ، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي ، وَأَنْ
 تُسَرِّحَ بِهِ صَدْرِي ، وَأَنْ تُغْسِلَ بِهِ بَدَنِي ، فَإِنَّهُ لَا يَعْنِينِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
 إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . يَا أَبَا الْحَسَنِ تَفَعَّلْ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ تَجَابُ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَنِي
 بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْتُ عَلَى الْإِخْمَسِ أَوْ سَبْعًا حَتَّى جَاءَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ فِيمَا خَلَا لَا أَخَذَ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ ، وَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفْسِي تَقَلَّتْ وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ نَحْوَهَا فَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَى نَفْسِي فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ عَيْنِي ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَإِذَا ارْدُدْتُهُ تَقَلَّتْ وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْإِحَادِيثَ فَإِذَا تَحَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمُ مِنْهَا حَرْفًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ عِنْدَ ذَلِكَ : مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ .

قَالَ أَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ .

৩৫৭০. আহমাদ ইবনুল হাসান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম এমন সময় আলী ইবন আবু তালিব (রা) তাঁর কাছে এসে বললেন : আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমার হৃদয়ে কুরআন স্থির থাকে না। আমি তো এই বিষয়ে নিজেকে সক্ষম পাচ্ছি না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : হে হাসানের পিতা! এমন কিছু কালিমার কথা তোমাকে শিখিয়ে দিব কি যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করবেন এবং যাদেরকে তুমি তা শিখাবে তাদেরকেও উপকৃত করবেন আর তুমি যা শিখবে তা তোমার হৃদয়ে স্থিত হয়ে থাকবে।

তিনি বললেন : অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আপনি তা শিখিয়ে দিন।

নবী ﷺ বললেন : জুমু'আর রাতে তুমি সম্ভব হলে রাত্রির শেষ তৃতীয় ভাগে সালাতে দাঁড়াবে। কেননা এই ক্ষণটি হল রহমত সমুপস্থিতির সময়। এ সময়ে দু'আ অবশ্যই কবুল করা হয়ে থাকে। আমার ভাই ইয়াকুব (আ) তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন : আমার পরওয়ারদিগারের নিকট তোমাদের জন্য অচিরেই আমি মাগফিরাত ভিক্ষা করব (অর্থাৎ জুমু'আর রাত এলে তোমাদের জন্য)। আর এই সময়ে যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে মাঝ রাতে আর তাও সম্ভব না হলে রাত্রির প্রথম ভাগে দাঁড়াবে এবং চার রাকআত সালাত আদায় করবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং সূরা হামীম আদ-দুখান, তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা আলিফ-লাম-মীম তানযীল আস-সাজদা এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং তিওয়ালে মুফসসালের সূরা তাবারাকা পাঠ করবে। তাশাহুদ পাঠ শেষে আল্লাহর হামদ করবে এবং উত্তমরূপে আল্লাহর প্রশংসা করবে। আমার উপর দরুদ পাঠ করবে এবং উত্তমরূপে তা করবে। এর সঙ্গে আশ্বিয়ায়ে কিরাম সবার উপরই দরুদ পাঠ করবে। মু'মিন পুরুষ, মু'মিন নারী এবং তোমার যে সব ভাই ঈমানের ক্ষেত্রে তোমার অগ্রবর্তী, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এরপর বলবে :

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا بَقِيَّتِي ، وَارْحَمْنِي أَنْ اتَّكَلَفَ مَا لَا يَغْنِيَنِي ، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيهَا يُرْضِيكَ عَنِّي ، اللَّهُمَّ بَدِّعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ ، أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَتَوَدُّرِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي ، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي . اللَّهُمَّ بَدِّعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ

بِجَلَالِكَ وَتَوَدُّ وَجْهَكَ أَنْ تَتَوَدَّ بِكِتَابِكَ بَصَرِي ، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي ، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي ، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي ، وَأَنْ تَعْمَلَ بِهِ بَدَنِي ، لَأَنَّهُ لَا يَغِيثُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤَيِّبُهُ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

হে আল্লাহ! তুমি যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ সব সময়ের জন্য ততদিন ওম্মাহ্ পরিত্যাগ করার শক্তি দিও। আমার উপর রহম কর। যে কাজে কোন উপকার নেই সেই কাজে আমার লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখে আমার উপর রহম কর। যে সব কাজ আমার উপর তোমাকে করে সন্তুষ্ট, সে সব কাজে সুদৃষ্টির তাওফীক দান কর আমাকে। হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উদ্ভাবক, পরাক্রমসম্পন্ন ও প্রতিপত্তির মালিক যার কল্পনাও করতে পারে না কেউ। তোমার কাছেই যাচঞা করি হে আল্লাহ! হে দয়াময়! তোমারই পরাক্রমশীলতার ওয়াসীলায়, তোমার চেহারার জ্যোতির তুফায়লে তোমার কিতাবের হেফজ আমার হৃদয়ে সুস্থিত করে দাও যেমন তা তুমি শিখিয়েছ আমাকে। তাওফীক দান কর এমন পদ্ধতিতে যেন তিলাওয়াত করতে পারি তা, যা আমার উপর সন্তুষ্ট করবে তোমাকে। হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নব সৃষ্টিকারী, পরাক্রম, সম্মান এবং এমন প্রতিপত্তির অধিকারী যার ইচ্ছা পোষণও করা যায় না। তোমার কাছেই যাচঞা করি হে আল্লাহ! হে দয়াময়! তোমার পরাক্রমশীলতার ওয়াসীলায়, তোমার চেহারার নূরের তুফায়লে তোমার এই কিতাবের মাধ্যমে আলোময় করে দাও আমার দৃষ্টিশক্তি। প্রাঞ্জল করে দাও আমার যবান, বিকশিত করে দাও আমার হৃদয়। প্রশস্ত করে দাও আমার বক্ষ, ধুয়ে দাও আমার শরীর। কেননা সত্য বিষয়ে তুমি ছাড়া আমাকে সাহায্য করার আর নেই তো কেউ, তুমি ছাড়া তা দেওয়ার মত আর নেই তো কেউ। কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই সুউচ্চ সুমহান আল্লাহ ছাড়া।

হে হাসানের পিতা (আলী)! তিন বা পাঁচ বা সাত জুমু'আ তুমি তা করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার বাসনা পূরণ হবে। যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম! মুমিন এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যচ্যুত হবে না কখনও।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! পাঁচ কি সাত জুমু'আ বিরতির পর আলী (রা) অনুরূপ এক মজলিসে আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! অতীতে আমি চার বা অনুরূপ পরিমাণ আয়াতের বেশী মুখস্থ করতে পারতাম না। পরে যখন মনে মনে পড়তাম তখন দেখতাম সবই ছুটে গেছে। আর আজ চল্লিশ বা তৎপরিমাণ আয়াত শিখতে পারি। পরে যখন নিজে নিজে মুখস্থ পড়ি তখন দেখি আল্লাহর এই কিতাবটিই যেন আমার সমক্ষে বিদ্যমান। আমি হাদীস শুনতাম কিন্তু যখন আওড়াইতাম, তখন দেখতাম সব ছুটে গেছে। কিন্তু আজ বহু হাদীস আমি শুনি এবং পরে যখন তা বর্ণনা করি, একটি হরফের ক্ষেত্রেও আমার কোন ত্রুটি হয় না।

এই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হে হাসানের পিতা! কা'বার রক্বের কসম! তুমি তো মু'মিন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ওয়ালীদ ইবন মুসলিম (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ : فِي أَنْتِظَارِ الْقَرْجِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

পরিচ্ছেদ : সুদিনের অপেক্ষা করা ইত্যাদি

৩৫৭১- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاqِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْتِظَارُ الْقَرْجِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَكَذَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ وَاqِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ .

وَحَمَّادُ بْنُ وَاqِدٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ وَهُوَ عِنْدَنَا شَيْخٌ بَصْرِيُّ .

وَرَوَى أَبُو نَعِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَبْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ ، وَحَدِيثُ أَبِي نَعِيمٍ أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ .

৩৫৭১. বিশর ইবন মুআয আকদী বাসরী (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের দু'আ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে প্রার্থনা করা ভালবাসেন। সর্বোত্তম ইবাদত হল (ধৈর্য ধরে) বিপদ মুক্তির অপেক্ষা করা।

হাম্মাদ ইবন ওয়াকিদ (র) হাদীসটি এইরূপই বর্ণনা করেছেন।

হাম্মাদ ইবন ওয়াকিদ হাদীস সংরক্ষণশীল নন।

আবু নুআয়ম (র) এই হাদীসটি ইসরাঈল-হাকীম ইবন জুবায়র-জনৈক ব্যক্তি সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু নুআয়ম (র)-এর রিওয়াযাতটি অধিক সাহীহ হওয়ার প্রতি অধিকতর সামঞ্জস্যশীল।

৩৫৭২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخْلِ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৭২. আহমাদ ইবন মানী (র)... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ বলে দু'আ করতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخْلِ .

উক্ত সনদে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি জুরাওয়াস্ততা এবং কবর আযাব থেকেও আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৫৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِذَا أَنْكَرْتُ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْثَرُ .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي .

৩৫৭৩. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীর উপর যত মুসলিম আছে তারা যখন আল্লাহর কাছে কোন দু'আ করে তখন আল্লাহ তা'আলা হয়ত তাকে সে যা চেয়েছে তা দিয়ে দেন বা এর ফলে অনুরূপ কোন মন্দ পরিণাম তিনি দূরীভূত করে দেন যদি না সে কোন পাপকার্যের বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে ।

উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তখন বলল : তা হলে আমরা অনেক বেশী বেশী দু'আ করব ।

নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলাও আরো বেশী করে তা কবুল করবেন ।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব ।

ইবন ছাওবান (র) হলেন, আবদুর রহমান ইবন ছাবিত ইবন ছাওবান, ইনি একজন শামবাসী আবিদ-ব্যক্তি ।

৩৫৭৪- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ . قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ قَتَوْضًا وَضَوْتَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغِيَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَى وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مِتُّ فِي لَيْلَتِكَ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ . قَالَ : فَرَدَّدَتْ هُنَّ لَأَسْتَدَّ كِرَهُ ، فَقُلْتُ : أَمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَقَالَ : قُلْ أَمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَانَعَلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرُّوَايَاتِ ذِكْرَ الْوُضُوءِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

৩৫৭৪. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তুমি বিছানায় যাও তখন সালাতের উযূর মত উযূ করে নিবে পরে তোমার ডান কাঁধে শয়ন করবে এবং বলবে :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَإِلَيْكَ ، لَا مَلْجَى وَلَا مَنَاجَا
مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

এই রাতে যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপরই হবে তোমার মৃত্যু ।

মনে রাখার জন্য আমি পুনরায় এগুলো পাঠ করতে যেয়ে بِنَبِيِّكَ এর স্থলে بِرَسُولِكَ বলে ফেললাম ।

নবী বললেন : বল, أَمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

বারা' (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে, এই রিওয়াযাতটি ছাড়া অন্য কোন রিওয়াযাতে উয়ূর উল্লেখ নেই ।

৩৫৭৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَرَادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ وَظُلُمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا ، قَالَ : فَأَدْرَكْتُهُ ، فَقَالَ : قُلْ . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : قُلْ قُلْتُ : مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ (هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْبَرَادُ هُوَ أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ مَدَنِي .

৩৫৭৫. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন খুবায়ব (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক বর্ষণমুখর রাতে গভীর অন্ধকারে আমাদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তালাশ করতে বের হলাম । এক স্থানে গিয়ে আমি তাঁকে গেলাম । তখন তিনি বললেন : বল, আমি কিছুই বললাম না । তিনি আবার বললেন : বল, আমি কিছুই বললাম না । পুনরায় তিনি আমাকে বললেন : বল । আমি বললাম : কি বলব? তিনি বললেন : সকাল-সন্ধ্যায় কুল ছয়াল্লাহু আহাদ এবং মুআওওয়াযাতায়ন (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস) তিনবার পাঠ করবে; তবে তা সব কিছুর ক্ষেত্রে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে ।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব । আবু সাঈদ বাররাদ (র) হলেন আসীদ ইব্ন আবু আসীদ মাদানী ।

৩৫৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي فَقَالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُ وَيُلْقِي النَّوَى يَأْصُبُ عَلَيْهِ جَمْعَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى ، قَالَ شُعْبَةُ : وَهُوَ ظَنِّي فِيهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ . وَالْقَى

النَّبِيُّ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ . ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاولَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ : فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ :
أَدْعُ لَنَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ ، وَأَغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ .

৩৫৭৬. আবু মুসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের মেহমান হলেন। আমরা তাঁর কাছে খাবার পেশ করলাম। তিনি তা থেকে
কিছু খেলেন। এরপর খেজুর হাযির করা হল। তিনি তা খাচ্ছিলেন এবং মধ্যমা ও তর্জনী একত্রিত করে দুই
আঙ্গুল দিয়ে বীচি নিক্ষেপ করছিলেন। বর্ণনাকারী শু'বা (র) বলেন : আমার ধারণা হচ্ছে যে, তিনি হয়ত দুই
আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বীচি নিক্ষেপ করছিলেন।

এরপর তাঁর জন্য পানীয় আনা হল। তিনি তা পান করলেন এবং তাঁর ডান পার্শ্ববর্তী লোককে তা দিয়ে
দিলেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) বলেন : আমার পিতা নবী ﷺ-এর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন : আমাদের
জন্য দু'আ করুন। তখন নবী ﷺ দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! আপনি বরকত দিন তাদের রিয়কে, মাফ
করে দিন তাদের এবং রহম করুন তাদের।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

৩৫৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّيْبِيُّ . حَدَّثَنِي أَبِي
عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ قَالَ : سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي سَمِعَ النَّبِيَّ
ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرُّ مِنْ
الرَّحْفِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫৭৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র)... যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন :
কেউ যদি (নিম্নের) এই দু'আটি পাঠ করে তবে সে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করার মত গুনাহ করলেও আল্লাহ
তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ
 بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ :
 إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرُكَ . قَالَ : فَادْعُهُ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ
 وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ - إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي
 حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِي .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ وَهُوَ الْخَطْمِيُّ
 وَعُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ هُوَ أَخُو سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ .

৩৫৭৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... উছমান ইবন হুনাযফ (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি
 নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আল্লাহর কাছে দু'আ করুন আমাকে যেন তিনি সুস্থ করে দেন।

তিনি বললেন : তুমি যদি চাও তবে আমি দু'আ করতে পারি। যদি চাও তবে এর উপর সবর করতে
 পার। আর তা হবে তোমার জন্য কল্যাণকর।

লোকটি বলল : দু'আ করে দিন।

তখন তিনি খুব উত্তমরূপে উযু করে এই দু'আটি পড়তে তাকে নির্দেশ দিলেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ - إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى
 لِي ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِي .

হে আল্লাহ! আমি তো তোমার কাছেই প্রার্থনা করছি, তোমার দিকেই মনোনিবেশ করছি রহমতের নবী
 তোমার নবী মুহাম্মাদের ওয়াসীলায়। আমি তো মনোনিবেশ করছি তোমার ওয়াসীলায় আমার এই প্রয়োজনে
 আমার রব্বের কাছেই যেন পূরণ হয় আমার এই প্রয়োজন। হে আল্লাহ! আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ কবুল
 কর।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবু জা'ফর (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে
 আমাদের কিছু জানা নেই। এই আবু জা'ফর খিত্মী আর উছমান ইবন হুনাযফ হলেন সাহল ইবন
 হুনাযফ-এর ভ্রাতা।

৩৫৭৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنُ . حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ
 صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫৭৯. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আমার ইব্ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, রাতের শেষভাগেই বান্দা তার রব্বের সর্বাধিক নৈকট্যলাভ করে। সেইক্ষণে যদি তুমি আল্লাহর যিকরকারীদের একজন হতে সক্ষম হও, তবে তা হবে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৫৮০- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدُّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنِي عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا دَاوُدَ الْيَحْصَبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَائِدٍ الْبَجَبِيِّ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ زَعْكْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي الَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ مُلَاقٍ قَرْنَهُ يَعْنِي عِنْدَ الْقِتَالِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ .

৩৫৮০. আবুল ওয়ালীদ দিমাশকী (র)... ইমারা ইব্ন যা'কারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : আমার প্রকৃত বান্দা হল সে, যে শত্রুর সম্মুখীন হয়েও অর্থাৎ যুদ্ধের সময়েও আমার কথা স্মরণ করে।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এর সনদও শক্তিশালী নয়।

بَابُ : فِي فَضْلِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

পরিচ্ছেদ : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এর ফযীলত

৩৫৮১- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَادَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَخْدُمُهُ قَالَ : فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ صَلَّيْتُ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫৮১. আবু মুসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র)... কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা (সা'দ ইব্ন উবাদা) তাঁকে নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর খিদমতের জন্য সমর্পণ করেছিলেন। কায়স (রা) বলেন : নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন মাত্র সালাত শেষ করেছি। তিনি আমাকে

তাঁর কদম মুবারক দ্বারা আঘাত করলেন। বললেন : জান্নাতের দ্বারসমূহের একটি দ্বারের কথা আমি তোমাকে বলব কি?

আমি বললাম : অবশ্যই।

তিনি বললেন : লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ : فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ

পরিচ্ছেদ : তাসবীহ, তাহলীল, তাকদীস এর ফযীলত

৩৫৮৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حِرَازٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ هَانِيَّ بْنَ عُثْمَانَ عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ جَدَّتِهَا بِسِيرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسِينَ الرَّحْمَةَ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هَانِيَّ بْنِ عُثْمَانَ وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ هَانِيَّ بْنِ عُثْمَانَ.

৩৫৮৩. মুসা ইব্ন হিয়াম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ প্রমুখ (র)... বুসায়রা, ইনি মুহাজির মহিলাদের অন্যতম ছিলেন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : তোমরা সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস পাঠ করবে। আর তা আঙ্গুলে গণনা করবে। কেননা এই আঙ্গুলগুলোকেও জিজ্ঞাসা করা হবে, এদেরও কথা বলান হবে। তোমরা উদাসীন হবে, যদি না হও তবে রহমতের বিষয়েও তোমাদের ভুলে যাওয়া হবে।

হাদীসটি গারীব। হানী ইব্ন উছমান (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এই হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি।

মুহাম্মাদ ইব্ন রবীআ (র)-ও এটি হানী ইব্ন উছমান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ : فِي الدُّعَاءِ إِذَا غَزَا

পরিচ্ছেদ : যুদ্ধকালীন দু'আ

৩৫৮৪- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ الْمَثْنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا غَزَى قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عِزِّي ، وَأَنْتَ نَصِيرِي ، وَبِكَ أَقَاتِلُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৫৮৪. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যুদ্ধে এই দু'আ পাঠ করতেন : **اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي ، وَأَنْتَ نَصِيرِي ، وَبِكَ أَقَاتِلُ .**

হে আল্লাহ! আপনিই শক্তি, আপনিই আমার সাহায্যদাতা, আর আপনার তওফীকেই তো আমি লড়াই করি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : فِي دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ : আরাফা দিবসের দু'আ

৩৫৮৫- حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عُمَرَ وَالْحَذَاءُ الْمَدَنِيُّ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

৩৫৮৫. আবু আমর মুসলিম ইব্ন উমার (র)... আমর ইব্ন শুআয়ব তৎপিতা, তৎপিতামহ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম দু'আ হল আরাফা দিনের দু'আ। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছেন তাই সবচেয়ে মঙ্গলজনক :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

হাম্মাদ ইব্ন আবু হুমায়দ (র) হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবু হুমায়দ। ইনি আবু ইবরাহীম আনসারী মাদীনী। হাদীসবিদগণের মতে ইনি শক্তিশালী নন।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْكَنْدِيِّ. عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي ، وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ ، غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

৩৫৮৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ (র)... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিখিয়েছেন; তিনি আমাকে বলেছেন : বল :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي ، وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي
النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ ، غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ .

হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনকে আমার প্রকাশ্য থেকে উত্তম বানিয়ে দাও আর আমার বাহিরকেও কর
সৎ। হে আল্লাহ! তুমি মানুষকে যে ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি দিয়েছ এর ভাল ও সৎ বস্তু
আমাকে দাও। নিজেও যেন গুমরাহ না হয় এবং অন্যকেও যেন গুমরাহ না করে।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এর সনদও শক্তিশালী নয়।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৫৮৭- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي
عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ
الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبْضَ أَصَابِعَهُ وَيَسَطَ السَّبَابَةَ ، وَهُوَ
يَقُولُ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫৮৭. উকবা ইব্ন মুকররাম (র)... আসিম ইব্ন কুলায়ব জারামী তৎপিতা, তৎপিতামহ শিহাব (রা)
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন।
তিনি (বসা অবস্থায়) তাঁর বাম হাত রেখেছিলেন তাঁর বাম উরুতে আর ডান হাত রেখেছিলেন তাঁর ডান
উরুতে এবং (ডান হাতের) আঙ্গুলগুলো বন্ধ করে তর্জনীটিকে সোজা রেখে বলছিলেন :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ .

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

بَابُ : فِي الرَّفِيَةِ إِذَا اشْتَكَى

পরিচ্ছেদ : ব্যথার উপশম

৩৫৮৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ . حَدَّثَنِي أَبِي . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ
قَالَ : قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي ، وَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ
شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعٍ هَذَا ، ثُمَّ أَرْفَعُ يَدَكَ ثُمَّ أَعِدُّ ذَلِكَ وَتَرَا فَإِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

حَدَّثَهُ بِذَلِكَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ هَذَا شَيْخٌ بَصْرِيُّ .

৩৫৮৮. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস সামাদ (র)... মুহাম্মাদ ইব্ন সালিম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমাকে ছাবিত বুনানী (র) বললেন : হে মুহাম্মাদ! তোমার যদি কোথাও কষ্ট হয় তবে যেখানে কষ্ট হচ্ছে সেখানে তোমার হাত রাখবে এবং বলবে :

بِسْمِ اللَّهِ ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعٍ هَذَا .

আল্লাহর নামে শুরু, আমি পানাহ চাই আল্লাহর ইযযত ও কুদরতের ওয়াসীলায় আমার এই ব্যথার যে অকল্যাণ ও কষ্ট, তা থেকে।

এরপর হাতটি সে স্থান থেকে তুলে নিবে এবং বেজোড় সংখ্যায় অনুরূপ আবার করবে। কেননা আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ কথাই বলেছেন।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব। মুহাম্মদ ইব্ন সালেম হলেন শায়খে বসরী।

بَابُ : دُعَاءِ أُمِّ سَلَمَةَ

পরিচ্ছেদ : উম্মু সালামার দু'আ

৩৫৮৯- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ

حَفْصَةَ بِنْتِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهَا أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قُولِي : اللَّهُمَّ

هَذَا اسْتَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِسْتِدْبَارُ نَهَارِكَ ، وَأَصَوَاتُ دُعَاكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ أَبِي كَثِيرٍ لَا نَعْرِفُهَا وَالْأَبَاهَا ،

৩৫৮৯. হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আসওয়াদ বাগদাদী (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি মাগরিবের আযানের সময় বলবে :

اللَّهُمَّ هَذَا اسْتَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِسْتِدْبَارُ نَهَارِكَ ، وَأَصَوَاتُ دُعَاكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي .

হে আল্লাহ! এই তো হল তোমার রাতের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান, তোমার আহ্বানকারীদের ধ্বনি, তোমার সালাতের উপস্থিতি (এমন মুহূর্তে) তোমার কাছে ভিক্ষা চাই যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্রেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি। হাফসা বিনত আবু কাছীরকে এবং তাঁর পিতা কাছীরকে আমরা চিনি না।

৩৫৯০- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ الصَّدَائِي الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ

يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا قَالَ عَبْدٌ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تَفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا أَجْتَنَّبَ الْكِبَائِرَ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫৯০. হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন ইয়াযীদ সুদাঈ বাগদাদী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা কবীরা ওনাহ থেকে দূরে থেকে যখনই ইখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখনই আসমানের দরওয়াজাসমূহ তার জন্য খুলে দেওয়া হয়; এমনকি তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

৩৫৯১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ
 قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَعَمُّ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ هُوَ قُطَيْبَةُ بْنُ مَالِكٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৫৯১. সুফয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... যিয়াদ ইব্ন ইলাকা-এর চাচা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আ) বলতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই মন্দ আখলাক, মন্দ আমল ও কুপ্রবৃত্তি থেকে।

এই হাদীসটি হাসান-গারীব। যিয়াদ ইব্ন ইলাকা (র)-এর চাচা হলেন নবী ﷺ-এর সাহাবী কুতবা ইব্ন মালিক (রা)।

৩৫৯২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ عَنْ
 أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ، فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ : مَنْ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : عَجِبْتُ لَهَا فَتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ
 السَّمَاءِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا تَرَكَتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ هُوَ حَجَّاجُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّوَّافُ وَيَكْنَى أَبَا الصَّلْتِ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

৩৫৯২. আহমাদ ইবরাহীম দাওরাবী (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা
 রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতরত ছিলাম এমন সময় মুসল্লিদের একজন বলল :

اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কে এই দু'আ পাঠ করেছে?

উপস্থিত একজন বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার খুব আশ্চর্য লেগেছে। এই কালিমাগুলোর জন্য আসমানের সব দরওয়াজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

ইবন উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই কথা শোনার পর থেকে আমি এই কালিমাগুলো বলা কখনও পরিত্যাগ করিনি।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

হাজ্জাজ ইবন আবু উছমান (র) হলেন হাজ্জাজ ইবন মায়সারা সাওওয়াফ। তাঁর উপনাম হল আবুস-সালত। হাদীসবিদগণের মতে তিনি ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য।

بَابُ : أَيُّ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় কালাম

৩৫৯৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّرَقِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَهُ ، وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ عَادَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا أَبِى أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ؟ فَقَالَ : مَا أَصْطَفَاهُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ ، سُبْحَانَ رَبِّيَ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ رَبِّيَ وَبِحَمْدِهِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৯৩. আহমাদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবু যারর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থতাকালে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন কিংবা তিনি নবী ﷺ-এর অসুস্থতাকালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, যা হোক, এ সময় আবু যারর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কালাম কোনটি?

তিনি বললেন : যে কালামটিকে তিনি তাঁর ফিরিশতাদের জন্য নির্বাচন করেছেন, সেটি। তা হল :

سُبْحَانَ رَبِّيَ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ رَبِّيَ وَبِحَمْدِهِ .

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : فِي الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

পরিচ্ছেদ : অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা

৩৫৯৪- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّقَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي أَيَّاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّعَاءُ لَا يَرُدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، قَالَ : فَمَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

قَالَ : أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ زَادَ يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا الْحَرْفَ ، قَالُوا : فَمَاذَا نَقُولُ ؟ قَالَ : سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

৩৫৯৪. আবু হিশাম রিফাসি মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ কুফী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না।

সাহাবীগণ বললেন : তখন আমরা কি দু'আ করব হে আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন : তোমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে।

এই হাদীসটি হাসান।

এ হাদীসটিতে ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়ামান কিছু অতিরিক্ত বাক্য সংযোজন করেছেন। তাঁরা বললেন : এ সময় আমরা কি বলবো! বললেন : তোমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে।

৩৫৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أَحْمَدَ وَ أَبُو نَعِيمٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهَكَذَا رَوَى أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ الْكُوفِيِّ عَنْ أَنَسِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا . وَهَذَا أَصَحُّ .

৩৫৯৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ রদ হয় না।

আবু ইসহাক হামদানী এই হাদীসটি বুয়ায়দ ইব্ন আবু মারযাম কুফী-আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়াযাতটি অধিকতর সাহীহ।

৩৫৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ ، قَالُوا وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُسْتَهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ يَضَعُ الذِّكْرَ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَفَافًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৫৯৬. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্নুল আ'লা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুফাররিদগণ অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। সাহাবীগণ বললেন : মুফাররিদ কারা, হে আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন : আল্লাহর যিকরে যারা আত্মবিভোর, যিকরই তাদের গুনাহর বোঝা নামিয়ে দিয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের দিন হালকা হয়ে তাদের আগমন ঘটবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৫৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৯৭. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বল :

سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

আমার কাছে যে সব বস্তুর উপর সূর্যরশ্মি পড়ে, সব কিছু থেকে অধিক প্রিয়।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৫৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدَانَ الْقُمِيِّ عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مُدَّةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَ يَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَا نَصْرَ لَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَسَعْدَانُ الْقُمِيُّ هُوَ سَعْدَانُ ابْنُ بَشِيرٍ .

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَائِرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ،

وَأَبُو مُجَاهِدٍ هُوَ سَعْدُ الطَّائِي ، وَأَبُو مُدَّةٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَيُرْوَى

عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا وَ أَتَمَّ .

৩৫৯৮. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি এমন, যাদের দু'আ রদ হয় না : সিয়াম পালনকারী, যখন সে ইফতার করে, ন্যায়বান শাসক এবং মযলুমের দু'আ; আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ মেঘের উপরে নিয়ে যান, এর জন্য আসমানের দরওয়াজাসমূহ করে দেওয়া হয় উনুজ্জ আর পরওয়ারদিগার বলেন : আমার ইযযতের কসম, কিছু দিন পরে হলেও অবশ্যই তোমাকে আমি সাহায্য করব।

হাদীসটি হাসান। সা'দান কুম্মী হলেন সা'দান ইব্ন বিশর।

ঈসা ইব্ন ইউনুস, আবু আসিম প্রমুখ (র) বড় বড় হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাঁর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু মুজাহিদ (র) হলেন সা'দ তাঈ। আবু মুদিল্লাহ (র) হলেন উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)-এর মাওলা

বা আযাদকৃত গোলাম, তাঁকে এই হাদীসটির মারফতেই আমরা চিনি। তাঁর নিকট থেকে এই হাদীসটি আরো দীর্ঘ আরো পরিপূর্ণ আকারে বর্ণিত আছে।

৩৫৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اَللَّهُمَّ اَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي ، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي ، وَزِدْنِي عِلْمًا . اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৫৯৯. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আয় বলতেন :

اَللَّهُمَّ اَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي ، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي ، وَزِدْنِي عِلْمًا . اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ .

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উপকৃত কর যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছ তা দ্বারা, আমাকে তুমি জ্ঞান দাও সেই বিষয়ের, যাতে আমার উপকার নিহিত, তুমি বৃদ্ধি করে দাও আমার জ্ঞান; সর্বাবস্থায়ই সব তারীফ আল্লাহর। জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে আমি আল্লাহর পানাহ চাই।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

بَابُ : مَا جَاءَ أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ .

পরিচ্ছেদ : আল্লাহর কিছু ফিরিশতা রয়েছেন — যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন

৩৬০০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَضَلًا عَنْ كِتَابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمْ ، فَيَجِئُتُونَنَ فَيَحْفُوتَنَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ اللَّهُ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَرَكَتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكَنَاهُمْ يُحْمَدُونَكَ وَيُتَعَبَّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ . قَالَ : فَيَقُولُ : فَهَلْ رَأَوْنِي ؟ قَالَ فَيَقُولُونَ : لَا ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَكَيْفَ لَرَأَوْنِي ؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْكَ لَكُنَّا أَشَدَّ تَحْمِيدًا وَأَشَدَّ تَعْجِيدًا وَأَشَدَّ ذِكْرًا قَالَ : فَيَقُولُ : وَآيَ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ ؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ قَالَ : فَيَقُولُ : فَهَلْ رَأَوْنَاهَا ؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : لَا . فَيَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنَاهَا ؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْنَاهَا كَانُوا أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حَرَصًا . قَالَ : فَيَقُولُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ ؟ قَالُوا : يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ . قَالَ : فَيَقُولُ : وَهَلْ

رَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ . فَيَقُولُ . فَكَيْفَ لَرَأَوْهَا . فَيَقُولُونَ : لَرَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا ، وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا ، وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّدًا . قَالَ : فَيَقُولُ : فَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّ فِيهِمْ فَلَانًا الْخَطَاءَ لَمْ يَرُدُّهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ . فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৬০০. আবু কুরায়ব (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের আমলনামা যারা লেখেন সেই সব ফিরিশতা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার একদল বিচরণকারী ফিরিশতা রয়েছেন। তাঁরা যখন এমন সম্প্রদায় পান যারা আল্লাহর যিকর করছে তখন একজন আরেকজনকে ডাকেন : তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে দৌড়ে আস। তখন তাঁরা চলে আসেন এবং দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত এদেরকে বেঁধে রাখে। এরপর যখন তারা আল্লাহর দরবারে ফিরে যান তখন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার বান্দাদের কি কি কর্মরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?

তাঁরা বলেন : আমরা তাদের আপনার হামদ করতে, মহত্ব বর্ণনা করতে এবং যিকর করার অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : তারা আমাকে দেখেছে কি?

তারা বলেন : না।

আল্লাহ বলেন : যদি আমাকে তারা দেখত তবে কেমন করত?

তারা বলেন : তারা যদি আপনাকে দেখত তবে আরো বেশী হামদ, আরো বেশী মহত্ব, আরো বেশী যিকর করত।

আল্লাহ বলেন : তারা কি চায়?

তারা বলেন : এরা জান্নাত চায়।

আল্লাহ বলেন : তারা কি জান্নাত দেখেছে?

তারা বলেন : না।

আল্লাহ বলেন : তা যদি দেখত তবে তারা কি করত?

তারা বলেন : যদি তারা তা দেখত তবে অবশ্যই তারা এর জন্য আরো বেশী আগ্রহী হয়ে উঠত, আরো বেশী তা তালাশ করত।

আল্লাহ বলেন : তারা কি জিনিস থেকে পানাহ চায়?

তারা বলেন : তারা জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়।

আল্লাহ বলেন : তারা কি তা দেখেছে?

তারা বলেন : না।

আল্লাহ বলেন : তা যদি দেখত তবে তারা কেমন করত?

তারা বলেন : যদি তারা তা দেখত তবে তা থেকে আরো বেশী দূরে সরে থাকত, আরো বেশী ভয় করত এবং আরো বেশী তা থেকে পানাহ চাইত।

আল্লাহ বলেন : আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

ফিরিশতারা বলেন : এদের মাঝে অমুক এক গুনাহ্গার রয়েছে। এরা যে উদ্দেশ্যে মজলিসে এসেছে, সে উদ্দেশ্যে সে সেখানে আসেনি। সেতো অন্য কোনো প্রয়োজনে তাদের কাছে এসেছিল।

আল্লাহ বলেন : এরা এমন এক সম্প্রদায় যে, তাদের সঙ্গে উপবেশনকারী কেউ বঞ্চিত হয় না।
হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ : فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

পরিচ্ছেদ : লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-এর ফযীলত

৩৬০১- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَارِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ . قَالَ مَكْحُولٌ : فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَنْجَى مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ : كَشَفَ عَنْهُ سَبْعُونَ بَابًا مِنَ الضَّرَائِدِ هُنَّ الْفَقْرُ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৬০১. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে

বলেছেন : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

দু'আটি বেশি করে পাঠ করবে, এ হল জান্নাতের সঞ্চয়-ভাণ্ডার।

মাকহুল (র) বলেন : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

দু'আটি যে ব্যক্তি পাঠ করবে, তার জন্য সত্তরটি অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। সর্বনিম্ন দরওয়াজাটি হল দারিদ্র্য।

হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। মাকহুল (র) সরাসরি আবু হুরায়রা (রা) থেকে কিছু শোনেন নি।

৩৬০২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، وَإِنِّي أَخْتَبَأُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬০২. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর জন্য একটা বিশেষ মকবুল দু'আ রয়েছে। আমি আমার বিশেষ এই দু'আটি আমার উম্মতের জন্য শাফ'আত হিসাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি। যারা আল্লাহর সঙ্গে কিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, ইনশাআল্লাহ তারাই এই শাফা'আত পাবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : فِي حَسَنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ

৩৬০২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَامَةٌ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مِلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مِلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ أَقْتَرَبَ إِلَى شَيْءٍ أَقْتَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ، وَإِنْ أَقْتَرَبَ إِلَى ذِرَاعٍ أَقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَيُرْوَى عَنِ الْأَعْمَشِ فِي تَفْسِيرِهِ هَذَا الْحَدِيثُ : مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَيْئًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا يَعْنِي بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ، وَهَكَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ . قَالُوا : أَنَّمَا مَعْنَاهُ يَقُولُ : إِذَا تَقَرَّبَ إِلَى الْعَبْدِ بِطَاعَتِي وَمَا أَمَرْتُ سَارِعًا إِلَيْهِ بِمَغْفِرَتِي وَرَحْمَتِي .

وَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) قَالَ : أَذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتِي .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَعَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الرَّمْلِيُّ عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَبِيبٍ بِهَذَا .

৩৬০৩. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার সম্পর্কে বান্দা যেমন ধারণা করবে, সে অনুসারে আমি তার সাথে আছি। আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সে যদি আমাকে তার মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন সমাবেশে আমার স্মরণ করে, তবে এরচেয়েও উত্তম এক সমাবেশে আমি তার স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে আধ হাত নিকটবর্তী হয়, তবে আমি এক হাত তার নিকটবর্তী হই। আর সে যদি এক হাত নিকটবর্তী হয়, তবে আমি তার প্রতি সম্প্রসারিত দুই বাহু পরিমাণ নিকটবর্তী হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীসটির ভাষ্যে আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আমি তার এক হাত নিকটবর্তী হই' — মর্ম হল রহমত ও মাগফিরাত নিকটবর্তী করি। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিম হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। তাঁরা বলেন : এর মর্ম হল বান্দা যখন আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং আমার নির্দেশ পালন করে, নিকটবর্তী হয় তখন তার প্রতি আমার মাগফিরাত ও রহমত অতিদ্রুত অগ্রসর হয়।

(اذكروني اذكركم) আয়াতের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, (আল্লাহ বলেন :) আমাকে স্মরণ কর আনুগত্যের দ্বারা তাহলে আমি স্মরণ করবো ক্ষমার দ্বারা।

আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ : فِي الْإِسْتِعَاذَةِ

পরিচ্ছেদ : (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা

৩৬০৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ : اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

الدَّجَالِ ، اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

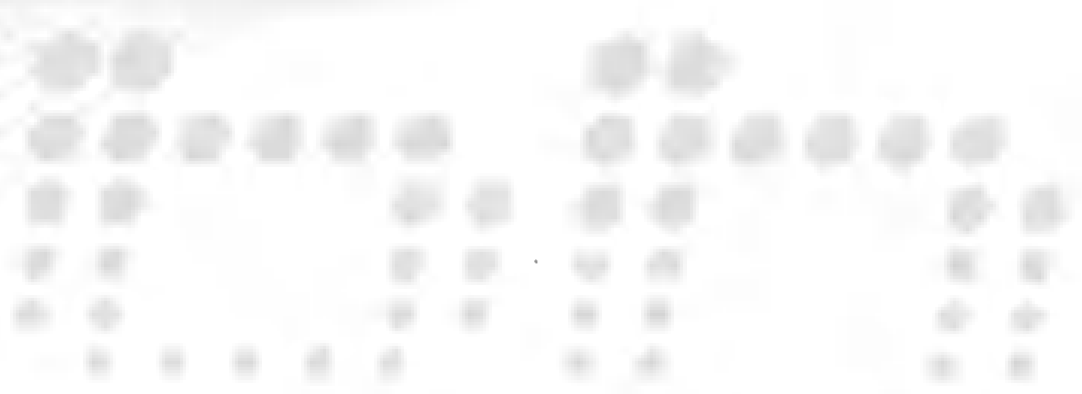
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬০৪. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে তোমরা পানাহ চাবে, কবরের আযাব থেকে তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে, মসীহ দাজ্জাল থেকে তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

كِتَابُ الْمَنَاقِبِ

অধ্যায় : মানাকিব



বাংলা হাদিস

كِتَابُ الْمَنَاقِبِ

অধ্যায় : মানাকিব

بَابُ : فِي فَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর মর্যাদা

৩৬০৫- حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬০৫. খাল্লাদ ইবন আসলাম বোগদাদী (র)...ওয়াছিলা ইবন আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদের থেকে ইসমাইল (আ)-কে করেছেন মনোনীত। ইসমাইল (আ)-এর সন্তানদের মাঝে মনোনীত করেছেন বানু কিনানাকে। বানু কিনানার মাঝে মনোনীত করেছেন কুরায়শকে। কুরায়শ থেকে মনোনীত করেছেন বানু হাশিমকে। আর বানু হাশিম থেকে মনোনীত করেছেন আমাকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬০৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ . حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ . حَدَّثَنِي وَائِلَةُ بِنُ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْ اللَّهَ

اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى هَاشِمًا مِنْ قُرَيْشٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩৬০৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র)... ওয়াহিলা ইব্ন আসকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইসমাইল-বংশে মনোনীত করেছেন বানু কিনানাকে, বানু কিনানা থেকে মনোনীত করেছেন কুরায়শকে, কুরায়শদের থেকে মনোনীত করেছেন হাশিমকে আর বানু হাশিম থেকে মনোনীত করেছেন আমাকে ।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ ।

৩৬০৭- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : قُلْتُ . يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكُرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلُوا مِثْلَكَ كَمَثَلِ نَخْلَةٍ فِي كِبْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ فِرْقِهِمْ وَخَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ ، ثُمَّ خَيْرَ الْقَبَائِلِ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ، ثُمَّ خَيْرَ الْبُيُوتِ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ ، فَأَنَا خَيْرُ هُمْ نَفْسًا ، وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ هُوَ أَبُو نُؤْفَلٍ .

৩৬০৭. ইউসুফ ইব্ন মুসা বাগদাদী (র)... আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কুরায়শরা বসে নিজেদের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিল । যমীনের আস্তাকুঁড়ে গজিয়ে উঠা খেজুর গাছের মত তারা আপনার উদাহরণ দিচ্ছে ।

তখন নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুক সৃষ্টি করে আমাকে পয়দা করেছেন সর্বোত্তম দল (মানুষ) থেকে । (মানুষের) দুটো শাখা (আরব-অনারব)-এর সর্বোত্তম শাখা (আরবদের) থেকে । এরপর গোত্রসমূহের মাঝে সর্বোত্তম গোত্র থেকে, এর পর গৃহসমূহের মাঝে সর্বোত্তম গৃহ-পরিবেশে আমাকে পয়দা করেছেন । সুতরাং আমি ব্যক্তি হিসাবেও তাদের মাঝে সর্বোত্তম আর গৃহ পরিবেশ হিসাবেও তাদের মাঝে সর্বোত্তম ।

হাদীসটি হাসান ।

আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ (র) হলেন আবু নাওফাল ।

৩৬০৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْحَارِثُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ : جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ . قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৬০৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... মুত্তালিব ইবন ওয়াদা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আব্বাস (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। (তাকে দেখে মনে হচ্ছিল) তিনি যেন (অনভিপ্রেত) কিছু শুনে এসেছেন। তখন নবী ﷺ মিসরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : আমি কে?

সাহাবীগণ বললেন : আপনি তো আল্লাহর রাসূল। সালাম আপনার উপর।

তিনি বললেন : আমি হলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ তা'আলা সব মাখলুক পয়দা করে আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তমের মাঝে। এরপর তাদের দুই ভাগ করে আমাকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম অংশে। এরপর তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করে আমাকে পয়দা করেছেন সর্বোত্তম গোত্রে। এরপর বানালেন বিভিন্ন গৃহ পরিবেশ আর আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তম গৃহ পরিবেশে এবং করেছেন আমাকে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

হাদীসটি হাসান।

৩৬০৯- حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ ابْنِ الْوَلِيدِ الْبَغْدَادِيِّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجِبَتْ لَكَ النُّبُوءَةُ ؟ قَالَ : وَادَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৬০৯. আবু হাম্মাম ওয়ালীদ ইবন শুজা' ইবন ওয়ালীদ বাগদাদী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! কবে থেকে আপনার জন্য নবুওয়াত নির্ধারিত হয়েছে?

তিনি বললেন : আদম যখন ছিলেন রূহ ও শরীরের মাঝে।

আবু হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৬১০- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا ، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَقَدُوا ، وَأَنَا

مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَتَسَوَّاءُ لَوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ يَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ أَدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ.
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৬১০. হুসায়ন ইব্ন ইয়াযীদ কুফী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুনরুত্থানের পর লোকদের মাঝে আমিই সর্বপ্রথম (কবর থেকে) বের হব, তারা যখন আল্লাহর সামনে প্রতিনিধি দলরূপে উপস্থিত হবে, তখন আমিই হব তাদের মুখপাত্র। তারা যখন নিরাশ হয়ে যাবে, তখন আমিই হব তাদের সুসংবাদদাতা। প্রশংসার নিশান থাকবে সেইদিন আমার হাতে। আমার প্রভুর কাছে আমিই হব আদম সন্তানদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান। এ কোন অহংকার নয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৬১১- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَتَكْسِي حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩৬১১. হুসায়ন ইব্ন ইয়াযীদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (পুনরুত্থানকালে) আমার জন্যই প্রথম ভূমি বিদীর্ণ করা হবে। আমাকে জান্নাতের জোড়া পোশাক পরানো হবে। এরপর আমি আরশের ডান পাশে দাঁড়াব। এই স্থানে আমি ছাড়া সৃষ্টির আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

৩৬১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ وَهُوَ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبٌ . حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَكَعْبٌ لَيْسَ هُوَ بِمَعْرُوفٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرَ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ .

৩৬১২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার জন্য “ওয়াসীলা”-এর প্রার্থনা করবে।

সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওয়াসীলা কি?

তিনি বললেন : জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা। এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ তা লাভ করবে না। আমি আশা করি যে সেই ব্যক্তি আমিই হব।

হাদীসটি গারীব। বর্ণনাকারী কা'ব পরিচিত রাবী নন। লায়ছ ইব্ন সুলায়ম ব্যতীত আর কেউ তাঁর বরাতে রিওয়াযাত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

৩৬১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بِنٍ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَثَلِي فِي النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَجَمَّأَهَا وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبِنَاءِ وَيُعْجُونَ مِنْهُ ، وَيَقُولُونَ : لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبَنَةِ وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ بِمَوْضِعِ تِلْكَ اللَّبَنَةِ .

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ ، غَيْرَ فَخْرٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৬১৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নবীগণ (আ)-এর মাঝে আমার উদাহরণ হল এমন এক ব্যক্তির মত যে একখানা ঘর বানাল। তা অত্যন্ত সুন্দর করল, পরিপূর্ণ করল এবং মনোরম করে তৈরী করল। কিন্তু এতে একটি ইঁটের স্থান ছেড়ে দিল। লোকেরা ইমারতটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এবং তারা খুবই বিস্মিত হল। আর তারা বলল : এই ইঁটটির স্থান যদি পূর্ণ করে দেওয়া হত!

নবীগণের মাঝে আমি হলাম সেই (পরিপূর্ণকারী) ইঁটটির স্থানে।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন আমি হব নবীগণের ইমাম, তাঁদের খতীব, শাফাআতের অধিকারী। এ কোন অহংকার নয়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৬১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ . حَدَّثَنَا حَيْوَةُ . أَخْبَرَنَا كَعْبُ بْنُ عُلْقَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُّوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، وَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ هَذَا قُرَشِيٌّ وَهُوَ مِصْرِيٌّ مَدَنِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ نَفِيرٍ شَامِيٌّ .

৩৬১৪. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : তোমরা যখন মুআযযিনকে (আযান দিতে) শোন তখন তোমরাও তা বলবে যা সে বলছে। এরপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। এরপর আমার জন্য ওয়াসীলা-এর দু'আ করবে। এ হল জান্নাতের একটি স্থান। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনই তা লাভ করবে। আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন : এই আবদুর রহমান ইব্ন জুবায়র (র) হলেন কুরাশী, তিনি মিসরী ও মাদানী। আর আবদুর রহমান ইব্ন জুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) হলেন শামী।

৩৬১৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا فَخْرَ بِيَدَيَّ لِوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৬১৫. ইব্ন আবু উমর (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমিই হব আদম-সন্তানদের সর্দার, এ কোন অহংকার নয়। আমারই হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা, এ কোন অহংকার নয়। ঐ দিন আদম এবং অপরাপর সকল নবী আমারই পতাকাতলে থাকবেন। আমার জন্যই সর্বপ্রথম ভূমি বিদীর্ণ করা হবে, এ কোন অহংকার নয়।

হাদীসটিতে আরো বর্ণনা রয়েছে। হাদীসটি হাসান।

৩৬১৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَهُ قَالَ : فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَجَبًا أَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيلًا ، اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . وَقَالَ آخَرُ : مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنْ كَلَامِ مُوسَى كَلِمَةً تَكْلِيمًا ، وَقَالَ آخَرُ : فَعَبَسَى كَلِمَةَ اللَّهِ وَرَوْحَهُ . وَقَالَ آخَرُ : آدَمُ أَصْطَفَاهُ اللَّهُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَمَعْجَبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِيُّ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَعِيسَى رَوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَآدَمُ أَصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ ، وَأَنَا حَامِلُ لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا

فَخَرَّ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحْرَكُ حِلَقُ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيَدْخُلْنِيهَا وَمَعِيَ فَقَرَاءَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ ، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৬১৬. আলী ইব্ন নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী বসে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। তিনি (ঘর থেকে) বের হয়ে তাদের কাছাকাছি যখন হলেন, শুনলেন তারা পরস্পর আলোচনা করছে। তিনি তাদের কথাবার্তাও শুনতে পেলেন। তাদের কেউ কেউ বলছিল : কি আশ্চর্য! আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে একজনকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন! ইবরাহীম (আ.)-কে তিনি তার খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে) গ্রহণ করেছেন।

অপর একজন বলল : মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কালাম করা অপেক্ষা এটা আশ্চর্যের নয়। আল্লাহ তো মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বিশেষ কালাম করেছেন।

অন্য একজন বলল : ঈসা (আ.) তো আল্লাহর কালিমা ও তাঁর (প্রদত্ত) রূহ।

আরেকজন বলল : আদম (আ.)-কে তো আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সমক্ষে বের হয়ে এলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। পরে বললেন : আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং বিশ্বয়ের কথা শুনেছি। ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর খালীল অবশ্যই তিনি এই, মূসা (আ.) আল্লাহর সঙ্গে আলাপ করেছেন কথা ঠিক, ঈসা (আ.) আল্লাহর রূহ ও তার কালিমা, তিনি তাই, আদম (আ.) আল্লাহর মনোনীত, তিনি ঠিক তা-ই। তবে তোমরা শুনে রাখ, আমি হলাম হাবীবুল্লাহ — আল্লাহর হাবীব, এ কোন অহংকার নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব প্রশংসার পতাকা বহনকারী, এ কোন অহংকার নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে, এ কোন অহংকার নয়। জান্নাতের আংটাসমূহ আমিই প্রথম পাব। আল্লাহ তা'আলা তা আমার জন্য খুলে দিবেন এবং আমাকে সেখানে প্রবেশ করাবেন। দরিদ্র মু'মিনরা আমার সঙ্গে থাকবে তখন, এ কোন অহংকার নয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবার তুলনায় আমি সবচেয়ে সম্মানের অধিকারী, এ কোন অহংকার নয়।

হাদীসটি গারীব।

৩৬১৭- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ يَدْفَنُ مَعَهُ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو مَوْدُودٍ : قَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

هَكَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، وَالْمَعْرُوفُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَدَنِيُّ .

৩৬১৭. যায়দ ইব্ন আখযাম তাঈ বাসরী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাওরাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর গুণাবলী লিপিবদ্ধ আছে। আরো আছে যে, ঈসা ইব্ন মারযাম (আ)-কে তাঁর সঙ্গে দাফন করা হবে।

আবু মওদূদ (র) বলেছেন : ঘরে (যেখানে নবীজীকে দাফন করা হয়েছে) এখনো একটি কবরের স্থান বাকী আছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

উছমান ইব্ন যাহহাক (র) অনুরূপ বক্তব্যই রিওয়ায়াত করেছেন। প্রসিদ্ধ হল যাহহাক ইব্ন উছমান মাদীনী।

৩৬১৮- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافِ البَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّبْعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَيْدِي وَإِنَّا أَفَى دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩৬১৮. বিশর ইব্ন হিলাল সাওওয়াফ বাসরী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ (হিজরত করে) মদীনায় প্রবেশ করেন, সেই দিন এর প্রতিটি বস্তুই জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল। আর যে দিন তাঁর ইন্তিকাল হয়, সেদিন প্রতিটি বস্তু অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করে হাত ঝাড়তেও পারিনি অর্থাৎ আমরা তাঁর দাফন কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এর মধ্যেই আমাদের হৃদয়ে ঈমানের নূরের অভাব অনুভব করলাম।

হাদীসটি গারীব সাহীহ।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي مِيلَادِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বেলাদত

৩৬১৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَحْدُثُ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : وَلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ قَالَ وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثُ بْنُ أَشِيمٍ أَخَا بَنِي يَعْمُرَ ابْنَ لَيْثٍ أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ قَالَ : وَرَأَيْتُ خَذَقَ الْفِيلِ أَخْضَرَ مُحْيِلًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ .

৩৬১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার আবদী (র)... কায়স ইব্ন মাখরামা (রা) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়েরই জন্য হয়েছে আমুল ফীলে ।১

উহমান ইব্ন আফফান (রা) একবার ইয়া'মার ইব্ন লায়ছ গোত্রের কুবাছ ইব্ন আশয়াম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আপনি বড়, না রাসূলুল্লাহ ﷺ বড়?

তিনি বললেন : বড় তো রাসূলুল্লাহ ﷺ, তবে জন্মের তারিখ আমারটা আগে। তিনি আরো বলেন : আমি (আবাবীল) পাখির সবুজ রঙের পরিবর্তিত বিষ্ঠা দেখেছি।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর নবুওয়াতের সূচনা

৩৬২০- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ .

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى

الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَلَّوْا رِحَالَهُمْ ،

فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ . قَالَ لَهُمْ يَحْلُوتُن رِحَالَهُمْ ، فَجَعَلَ

يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عِلْمُكَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعُقْبَةِ لَمْ يَبْقَ

حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا النَّبِيُّ ، وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غَضْرُوفٍ كَتَفِهِ

مِثْلَ التَّفَاخَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ : أَرْسِلُوا إِلَيْهِ ،

فَأَقْبَلَ وَ عَلَيْهِ غَمَامَةٌ تَظِلُّهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فِيءِ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فِيءِ

الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْظَرُوا إِلَيَّ فِيءَ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ . قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا

يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ ، فَإِنَّ الرُّومَ إِنْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصَّفَةِ فَيَقْتُلُونَهُ ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ

فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا : جِئْنَا أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ ، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ

بِأَنَاسٍ وَإِنَّا قَدْ أَخْبَرْنَا خَبْرَهُ بَعِثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا ، فَقَالَ : هَلْ خَلَفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا : إِنَّمَا

أَخْبَرْنَا خَيْرَهُ بِطَرِيقِكَ هَذَا . قَالَ : أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ بَسْطَطِيْعُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ رَدُّهُ؟ قَالُوا

১. আবরাহার হস্তী বাহিনী কর্তৃক পবিত্র কা'বা আক্রান্তের বৎসর।

لَا . قَالَ : فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ . قَالَ : أَنْشَدُكُمْ اللَّهَ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ ؟ قَالُوا : أَبُو طَالِبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ يَنْشُدُهُ حَتَّى

رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِلَالًا وَزُوْدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৬২০. ফাযল ইব্ন সাহল আবুল আব্বাস আ'রাজ বাগদাদী (র)... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু তালিব একবার শামে (বাণিজ্যের) উদ্দেশ্যে বের হলেন। নবী ﷺ ও আরো কতিপয় কুরায়শ দলপতিও তাঁর সঙ্গে বের হলেন। পথে এক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর আশ্রমে যখন তারা পৌঁছলেন, তখন বিশ্বামের জন্য তাঁরা নামলেন। তাঁরা তাঁদের বাহন উটগুলো ছেড়ে দিলেন। ঐ সন্ন্যাসীও তাঁদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে এলেন। এর পূর্বেও তাঁরা এই আশ্রমের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করতেন কিন্তু কখনও ঐ সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে আশ্রম থেকে বের হয়ে আসতেন না বা তাঁদের দিকে দৃকপাতও করেননি। তিনি বললেন : এরা কারা এখানে কারাভাঁ থামিয়েছে। এরপর ঐ সন্ন্যাসী তাঁদের মাঝে পথ করে এগুতে লাগলেন। শেষে রানুল্লাহ্ -এর কাছে এলেন এবং তাঁর হাত ধরে বললেন : ইনিই হলেন সারা জাহানের সর্দার। ইনিই হলেন সারা জাহানের প্রভুর রাসূল। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করবেন।

কুরায়শ দলপতিরা তাঁকে বলল : কি করে আপনি তা জানলেন?

তিনি বললেন : তোমরা যখন এই উপত্যকায় এসে থামলে, তখন কোন পাথর এবং কোন গাছই এমন ছিল না যা সিজদায় লুটিয়ে পড়েনি। এরা কখনও নবী ব্যতীত আর কাউকে সিজদা করে না। আমি তাঁকে নবুওয়াতের মোহর মারফত চিনতে পেরেছি। সেটি হল তাঁর কাঁধের হাড়ের নীচে একটি সেবের ন্যায় দেখতে।

এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং এই কাফেলার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলেন। তিনি যখন তা নিয়ে তাঁদের কাছে এলেন তখন নবী ﷺ উট চরাতে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন। নবী ﷺ যখন আসছিলেন তখন তাঁর উপর একটি মেঘ ছায়া দান করছিল। তিনি কাফেলার লোকদের নিকট এসে দেখলেন যে তাঁরা তাঁর পূর্বেই গাছের ছায়ায় স্থান করে নিয়েছেন। যা হোক, তিনি বসলে গাছের ছায়া তাঁর দিকেই ঝুঁকে গেল।

তখন সন্ন্যাসী বললেন : তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, গাছের ছায়া তাঁর উপরেই চলে এসেছে।

সন্ন্যাসী তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং কসম দিয়ে বললেন যে, তারা যেন নবীজীকে নিয়ে রোমানদের এলাকায় না যায়। কেননা তারা তাঁকে দেখলে আলামত দর্শনে তাঁকে চিনে ফেলবে। ফলে তারা তাঁকে হত্যা করে বসবে।

অনন্তর তিনি (পথের দিকে) তাকিয়ে দেখেন, রোম সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চল থেকে সাতজন লোক এদিকে আসছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের সামনা-সামনি হলেন। বললেন : আপনারা কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?

তারা বলল : আমরা এসেছি। কারণ, শেষ নবী এ মাসেই আবির্ভূত হবেন। সুতরাং সব ক'টি রাস্তায় কিছু কিছু লোক প্রেরণ করা হয়েছে। আমরাও তাঁর খবর পেয়েছি। আমাদেরকে আপনার এই পথে খোঁজ নেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

সন্ন্যাসী বললেন : তোমাদের পিছনে তোমাদের চেয়েও উত্তম কেউ আছে কি?

তারা বলল : আপনার এই পথে তিনি আছেন বলে আমাদের খবর দেওয়া হয়েছে।

তিনি বললেন : তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ তা'আলা যদি কোন কাজ সম্পাদন করতে চান তবে কোন মানুষ কি তা রদ করতে সক্ষম হবে?

তারা বলল : না।

অনন্তর তারা তাঁর কাছে বায়'আত হল এবং তাঁর সঙ্গেই থেকে গেল।

পরে উক্ত সন্ন্যাসী কাফেলার লোকদের বললেন : তোমাদের আল্লাহর কসম দিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে তাঁর (নবীজীর) অভিভাবক কে?

ওঁরা বললেন : আবু তালিব।

সন্ন্যাসী তাঁকে বার বার কসম দিয়ে এমনভাবে অনুরোধ করতে থাকলেন যে, শেষ পর্যন্ত আবু তালিব নবীজীকে (মক্কায়) ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আবু বাকর তাঁর সঙ্গে বিলালকেও পাঠিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে আটার পিঠা এবং যায়তুন তেল পাথয়ে হিসাবে প্রদান করেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ : فِي مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَابْنُ كَمْ كَانَ حِينَ بَعَثَ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর নবীরূপে প্রেরিত হওয়া এবং প্রেরিত হওয়াকালে তাঁর বয়স

৩৬২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوفِيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬২১. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ওয়াহী নাযিল হয় তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়সে। এরপর তিনি মক্কায় তের বৎসর এবং মদীনায়ে দশ বৎসর অবস্থান করেন। আর তেষষ্ঠি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَهَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَرَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

৩৬২২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : পঁয়ষট্টি বছর বয়সে নবী ﷺ -এর ইনতিকাল হয়।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) হাদীসটি একরূপই বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র)-ও তাঁর বরাতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৬২৩- حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْآمَهَقِ ، وَلَا بِالْأَدَمِ ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ ، الْقَطَطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬২৩. কুতায়বা ও আনসারী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না আবার বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না আবার গন্ধুর্মী রঙেরও ছিলেন না। তাঁর চুল বেশী কোঁকড়ানোও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (নবীরূপে) প্রেরণ করেন। অনন্তর মক্কায় অবস্থান করেন দশ বৎসর এবং মদীনাতে অবস্থান করেন দশ বৎসর। ষাট বছরের মাথায় তাঁর ইনতিকাল হয়। তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে তখনও বিশটি চুলও সাদা ছিল না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : فِي آيَاتِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ

পরিচ্ছেদ : নবুওয়াতের আলামতসমূহ এবং যে সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষত্ব দান করেছেন

৩৬২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا : أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضُّبِّيُّ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْ بِمَكَّةَ حَجْرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى لِيَالِي بُعِثْتُ إِنِّي لَا أَعْرِفُهُ الْآنَ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৬২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মক্কায় একটি পাথর আছে। আমার নবুওয়াত প্রাপ্তিকালে সেটি আমাকে সালাম করত। এখনও আমি সেটিকে চিনি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৬২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَدَاوُلُ مِنْ قِصْعَةٍ عَنْ غَدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ نَقُومُ عَشْرَةً وَتَقَعْدُ عَشْرَةً .

قُلْنَا : فَمَا كَانَتْ تَمُدُّ ؟ قَالَ : مِنْ أَىِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ تُمَدُّ الْأَمِنْ هُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو الْعَلَاءِ أَسَمَهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ .

৩৬২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি পেয়ালা থেকে ভোর হতে রাত পর্যন্ত পালাক্রমে আহার করেছি। দশজন উঠে যেত পরে অন্য দশজন এসে তাতে বসত।

আমরা বললাম : কোথেকে এর খাদ্য বর্ধিত হত?

তিনি বললেন : কিসের উপর তোমরা বিশ্বাস প্রকাশ করছ?

তিনি আকাশের দিকে ইশারা করে বললেন : ঐখান থেকেই তো তা বর্ধিত হত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আবুল আ'লা (র)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শিখখীর।

باب

পরিচ্ছেদ

৩৬২৬- حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ السَّيِّ عَنِ عَبَادِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ وَقَالُوا : عَنْ عَبَادِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ .

৩৬২৬. আব্বাদ ইব্ন ইয়াকুব কুফী (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মক্কায় মুকাররামায় ছিলাম। একবার এর কোন এক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আমরা বের হলাম। এ সময় যে কোন পাহাড় ও বৃক্ষ তাঁর সামনে পড়ছিল, সেটিই তাঁকে লক্ষ্য করে বলছিল : আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ!

হাদীসটি হাসান-গারীব।

একাধিক রাবী এটিকে ওয়ালীদ ইব্ন আবু সওর (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এর সনদে (আব্বাদ ইব্ন ইয়াযীদ-এর স্থলে) আব্বাদ ইব্ন আবু ইয়াযীদ উল্লেখ করেছেন।

৩৬২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ إِلَى عِزْقٍ جَذَعٍ وَاتَّخَذُوا لَهُ مَنِيرًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ فَحَنُّ الْجَذَعِ حَنِينَ النَّاقَةِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَّهُ فَسَكَنَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَبْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬২৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের পাশে খুতবা দিতেন। পরে তাঁর জন্য সাহাবীগণ মিস্বার তৈরী করেন। তখন এর উপর দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দেন। তখন কাণ্ডটি উটনীর ন্যায় গোঙাতে থাকে। তিনি নেমে এসে সেটির উপর হাত বুলিয়ে দেন, তখন সেটি শান্ত হয়।

এই বিষয়ে উবাই, জাবির, ইবন উমর, সাহল ইবন সা'দ, ইবন আব্বাস ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ।

৩৬২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سَمَاقٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بِمَا أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ؟ قَالَ : إِنَّ دَعْوَتُ هَذَا الْعَذَقِ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : أَرْجِعْ فَعَادَ ، فَاسْلَمْ الْأَعْرَابِيُّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩৬২৮. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল : আমি কেমন করে জানব যে আপনি একজন সত্য নবী?

তিনি বললেন : আমি এই খেজুর-ছড়াটিকে ডাকছি। সেটি সাক্ষী দিবে যে আমি আল্লাহর রাসূল।

এরপর তিনি এটিকে ডাকেন।

খেজুর ছড়াটি খেজুর গাছ থেকে নামতে শুরু করে। এমন কি নবী ﷺ -এর কাছে এসে পড়ে যায়। এরপর তিনি এটিকে ফিরে যেতে বলেন। ফলে সেটি পূর্বস্থানে ফিরে যায়।

(তা দেখে) বেদুঈন লোকটি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

৩৬২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ بْنُ أَخْطَبٍ قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَدَعَا ، قَالَ عَزْرَةُ : إِنَّهُ عَاشِرَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ إِلَّا شَعْرَاتُ بَيْضٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَأَبُو زَيْدٍ إِسْمُهُ عَمْرُو بْنُ أَخْطَبٍ .



বাংলা হাদিস

৩৬২৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু যায়দ ইবন আখতাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত মুবারক আমার চেহারায়ে বুলিয়ে দেন এবং আমার জন্য দু'আ করেন।

আযরা (র) বলেন : আবু যায়দ (রা) একশ বিশ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর মাথায় সামান্য কটি চুল ব্যতীত কিছুই পাকে নি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

আবু যায়দ (রা)-এর নাম হল আমর ইবন আখতাব (রা)।

৩৬৩০- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرَفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَتِ الْخَبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَتْهُ فِي يَدِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ. قَالَ: فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: بَطْعَامٍ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِمَنْ مَعَهُ قَوْمُوا، قَالَ: فَانْطَلَقُوا، فَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَطْعِمُهُمْ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلُمِّي يَا أُمُّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكَ؟ فَأَتَتْهُ بِدَلِكِ الْخَبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عَكَّةً لَهَا فَأَدَمَّتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: أَنْذَنَ لِعَشْرَةٍ فَأَذَنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: أَنْذَنَ لِعَشْرَةٍ فَأَذَنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ خَرَجُوا، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৩০. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু তালহা (রা) (তাঁর স্ত্রী; আনাস-এর মা) একদিন উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বর খুব ক্ষীণ শুনতে পেলাম। এতে বুঝলাম যে, তিনি খুব ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কিছু আছে কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

এরপর তিনি যবের কয়েকটি রুটি বের করলেন এবং তাঁর একটি উড়নী বের করে এর কিয়দংশে রুটিগুলো জড়ালেন এবং সেটি আমার হাতের মুঠোয় দিয়ে দিলেন আর উড়নীটির বাকী অংশ দিয়ে আমার গা পেচিয়ে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আমাকে পাঠালেন। আবু তালহা এগুলি আনাস (রা)-এর হাতে দিলেন। আনাস (রা) বলেন : আমি এগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে মসজিদে উপবিষ্ট পেলাম। তাঁর সঙ্গে তখন আরো লোক ছিল। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে?

আমি বললাম : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : খাদ্যসহ?

আমি বললাম : হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গের সাহাবীদের বললেন : তোমরা উঠ।

আনাস (রা) বলেন : সকলেই উঠে চললেন। আমি তাঁদের সামনে এগিয়ে আবু তালহার কাছে (আগেই) চলে এলাম এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম।

আবু তালহা (রা) বললেন : হে উম্মু সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে চলে এসেছেন অথচ তাঁদের খাওয়ানোর মত কিছু আমাদের কাছে নেই।

উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

আবু তালহা (রা) এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহাসহ সামনে এগুলেন। উভয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উম্মু সুলায়ম! তোমার কাছে যা আছে নিয়ে এস।

উম্মু সুলায়ম সেই রুটি তাঁর সামনে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে রুটিগুলো টুকরো টুকরো করা হল। উম্মু সুলায়ম তাঁর ঘিয়ের পাত্রটি চিপে যা আছে বের করলেন এবং তরকারী হিসাবে তাই দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় অনুসারে যে দু'আ পাঠ করার, তাতে সেই দু'আ পাঠ করলেন। পরে বললেন : দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তখন দশজনকে অনুমতি দেওয়া হল। তাঁরা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন এবং বের হয়ে গেলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন : দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। দশজনকে অনুমতি দেওয়া হল। তাঁরাও পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে বের হয়ে গেলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন : আরও দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাঁদেরকে অনুমতি দেওয়া হল। তাঁরাও পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে বের হয়ে গেলেন।

এইভাবে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সত্তরজন অথবা আশিজন।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৬৩১- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَالتَّمَسُّ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوُضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّعُوا مِنْهُ . قَالَ : فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ . فَتَوَضَّعَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّعُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৩১. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলাম, তখন আসরের ওয়াক্ত ঘনিয়ে আসছে। মানুষ উযূর পানি তালাশ করে তা কোথাও পেল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কিছু উযূর পানি আনা হল। তিনি ঐ পানির পাত্রটিতে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকদেরকে তা থেকে উযূ করতে নির্দেশ দিলেন।

আনাস (রা) বলেন : আমি দেখলাম তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উথলে বেরুচ্ছে। লোকেরা তা দিয়ে উযূ করল। এমন কি তাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও উযূ সম্পাদন করল।

এই বিষয়ে ইমরান ইবন হুসায়ন, ইবন মাসউদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬৩২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ مَا ابْتَدَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّبُوءَةِ حِينَ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ وَرَحْمَةَ الْعِبَادِ بِهِ أَنْ لَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا جَاءَتْ كَفَلَقِ الصُّبْحِ ، فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمُكُثَ وَحُبُّهُ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৬৩২. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন নবুওয়াতের দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্মানিত করতে এবং বান্দাদের প্রতি রহমত দান করতে চাইলেন তখন এর প্রথম সূচনা এরূপ হয় যে, নবী স্বপ্নে যা দেখতেন ভোরের আলোর ন্যায় তা স্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হত। 'আল্লাহ যতদিন তাঁকে এ অবস্থায় রাখতে চাইলেন তিনি ততদিন এই অবস্থায়ই রইলেন। সে সময় প্রিয় হয়ে পড়ল তাঁর কাছে নির্জনতা। নির্জনতার চেয়ে অন্য কিছুই তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৬৩৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّكُمْ تَعُدُّونَ آيَاتِ عَذَابِنا وَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَرَكَةً لَقَدْ كُنَّا نَأْكُلُ الطَّعَامَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ ، قَالَ : وَاتَى النَّبِيُّ ﷺ بَانَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى عَلَى الْوُضُوءِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى تَوْضَا نَا كُلُّنَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা তো অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে আযাব বলে মনে কর কিন্তু আমরা এগুলোকে (অনেকগুলোকে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে বরকত বলে মনে করতাম। আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য আহার করতাম আর খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ পাঠ আমরা শুনতে পেতাম।

তিনি আরো বলেন : নবী ﷺ -এর কাছে একটি পাত্র আনা হল। তিনি তাতে তাঁর হাত রাখলেন, তখন তাঁর আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে ফোয়ারার মত পানি বের হতে লাগল। নবী ﷺ বললেন : বরকতময় এই উয়ূর পানির দিকে তোমরা শীঘ্র আস। আকাশ থেকে নেমেছে এই বরকত।

শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই তা দিয়ে উয়ূ সম্পন্ন করলাম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর উপর কিভাবে ওয়াহী নাযিল হত

৩৬৩৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ هُوَا بْنُ عَيْسَى . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

: أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلَاسَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَى وَأَحْيَانًا يَتِمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْبَى مَا

يَقُولُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبُرْدِ فَيَقْصِمُ

عَنْهُ وَإِنْ جَبِينُهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَفًا .

قَالَ أَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩৬৩৪. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হারিছ ইব্ন হিশাম (রা) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আপনার কাছে কিভাবে ওয়াহী আসে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কোন কোন সময় তো ঘন্টা ধ্বনির মত হয়। আর এই অবস্থাটি আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন। আর কোন কোন সময় ফিরিশতা কোন ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে আমার নিকট এসে কথা বলেন আর আমি তাঁর বক্তব্য সংরক্ষণ করে রাখি।

আয়িশা (রা) বলেন : খুব কঠিন শীতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর আমি ওয়াহী নাযিল হতে দেখেছি। এই অবস্থার যখন অবসান হত, তখন তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর আকৃতি-প্রকৃতি

৩৬৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ

ذِي لَمَّةٍ فِي خَلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৩৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : লালবর্ণ পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুন্দর বাবরী চুলের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধে এসে পড়ত। তাঁর বক্ষ ছিল সুপ্রশস্ত। তিনি না ছিলেন বেঁটে, না ছিলেন লম্বা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬৩৬. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বারা' (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা কি তরবারির মত ছিল? তিনি বললেন : না, (তা ছিল) চাঁদের মত।

হাদীসটি হাসান।

৩৬৩৭. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর দুই হাতের তালু ও পায়ের তলা ছিল মাংসল। মাথা ছিল বড়, অস্থিগ্রন্থিগুলো ছিল মোটা। বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ একটি সরু কেশ রেখা ছিল। পথ চলাকালে সম্মুখে ঝুঁকে দ্রুত হাঁটতেন, মনে হত নীচে কোথাও নামছেন। তাঁর মত পূর্বেও কাউকে দেখিনি পরেও কখনও দেখিনি (দরদ ও সালাম তাঁরই উপর)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)-মাসউদী (র) থেকেও এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৬৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَلِيمَةَ مِنْ قَصْرِ الْأَحْخَفِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غَفَرَةَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ عَلَى رَضَى اللَّهِ عَنْهُ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نَبِيٌّ بِالطَّوِيلِ الْمَمْفُطِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رُبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ، كَانَ جَعْدًا رَجُلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلَّمِ، وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَنْوِيرٌ، أَبْيَضُ مُشْرِبٌ، الْأَصْبَحُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمَشَاشِ وَالْكَتْدِ أَحْرٌ، ذُو مَسْرِيَةٍ شَتْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَمَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ، وَإِذَا التَفَتَ التَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتْفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوءَةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجُودُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لِهَجَّةً، وَالْيَنَّهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، مَنْ رَأَاهُ بِدَيْهَةٍ هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعَتُهُ: لَمْ أَرْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ليس إسناده بمتصل.

قال أبو جعفر: سمعت الأمامي يقول في تفسير صفة النبي ﷺ: الممفط الذاهب طولا. قال وسمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمفط في نشأته: أي مدّها مدّا شديداً. وأما المتردد: فالداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط: فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجنة أي ينحني قليلا وأما المطهم، فالباين الكثير للحم. وأما المكلم فالمدور الوجه وأما المشرب: فهو الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، مجتمع الكتفين، وهو الكاهل والمسرية: هو الشعر الدقيق الذي هو كنهه قضيب من الصدر إلى السرة، والشتن الغليظ الأصابع من الكفين أو القدمين. والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور، تقول: انحدرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش، يرد رؤس المناكب. والعشيرة الصحبة والعشيرة صاحب. ولديهة المفاجأة، يقول بدته بأي أمر أي فجئته.



বাংলা হাদিস

৩৬৩৮. আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আবু হালীমা প্রমুখ (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর বংশধর ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) যখন নবী ﷺ-এর বিবরণ দিতেন তখন বলতেন : তিনি অত্যন্ত দীর্ঘকায় ছিলেন না এবং একেবারে খর্বকায়ও ছিলেন না। তিনি ছিলেন লোকদের মাঝে মধ্যমাকৃতির। তাঁর কেশ অত্যধিক কুঞ্চিতও ছিল না আর একেবারে সোজাও ছিল না। তা ছিল ঈষৎ কৌকড়ানো ও ঈষৎ সোজা। তিনি চর্বিময় মোটা ছিলেন না, তাঁর চেহারাও একেবারে গোলাকৃতির ছিল না। তাঁর চেহারা ছিল ঈষৎ গোলাকৃতির। তাঁর রং ছিল লোহিতাভ শুভ্র, চক্ষুদ্বয়ের তারকা ছিল ঘোরকৃষ্ণ। চোখের পাতার চুল ছিল দীর্ঘ। অস্থিহিঁড়লো ও কাঁধ ছিল প্রশস্ত। হাত-পা ছিল লোমশূন্য, বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটা সরু রেখা ছিল। হাত-পদদ্বয়ের তলা ছিল মাংসল। পথ-চলাকালে এমন দৃঢ়ভাবে পা উঠাতেন মনে হত যেন নীচে কোথাও নামছেন।

যখন কোন দিকে তাকাতেন তখন পূর্ণ ভাবে তাকাতেন। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে ছিল নবুওয়াতের মোহর। তিনিই তো শেষ নবী। তিনিই ছিলেন অধিকারী সর্বাধিক দানশীল হৃদয়ের। সবচেয়ে সত্য যবানের। সর্বাধিক কোমল স্বভাবের, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সমাজের। প্রথমবার তাঁকে যে দেখত তার অন্তরে জাগত ভক্তি-মিশ্রিত ভয়। কিন্তু যে ঘনিষ্ঠভাবে মিশত ও পরিচিত হত তাঁর সঙ্গে, সে তাঁকে ভালবেসে ফেলত।

তাঁর সম্পর্কে বিবরণদানকারী বলত, তাঁর মত কাউকে পূর্বেও দেখিনি পরেও দেখিনি (দরুদ ও সালাম তাঁরই উপর)।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়।

আবু জা'ফর (র) বলেন : নবী ﷺ-এর গুণাবলী (সম্মিলিত শব্দাবলীর) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি আসমাঈ (র)-কে বলতে শুনেছি : **تمفط في نشابة**, অত্যন্ত দীর্ঘ। জনৈক মরুবাসী আরবকে বলতে শুনেছি, **المررد** খর্বকায় হওয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, একটি আরেকটির মধ্যে যেন প্রবিষ্ট।

القطط অত্যন্ত ঘন কুঞ্চিত।

الرجل ঈষৎ কৌকড়ানো চুলবিশিষ্ট হওয়া।

المطهم মোটা, অত্যন্ত মাংসল।

المكتم গোলাকৃতি চেহারা।

المشذب লোহিতাভ শুভ্র।

العدعيع চোখের মণি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হওয়া।

الاهذب চোখের পাতার চুল দীর্ঘ হওয়া।

الكتد দুই কাঁধের সংযুক্তিস্থল। একে **كامل**ও বলা হয়।

المسرود বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ বাঁশের ছিলার মত সরু লোম-রেখা।

الشثن হাতের ও পায়ের আঙ্গুলগুলো মাংসল হওয়া।

التقلع দৃঢ় পদে চলা।

الصبيب নীচু অঞ্চল। আমরা বলি **ايحدرنا في صبوب و صبيب** নিম্নাঞ্চলে নেমে এলাম।

المشاش গ্রীবা মূল।

العشيرة একত্রে বসবাস, একসঙ্গে উঠা-বসা। **السجيرة** সঙ্গী।

البزیهة হঠাৎ, প্রথমবার। বলা হয়, **بذهته بامر** হঠাৎ উপস্থিত হলাম।

بَابُ : فِي كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর কথাবার্তা

৩৬৩৯- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يُبَيِّنُهُ فَصَلَ يَحْفَظُهُ مَنْ لَسَ إِلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ .

وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

৩৬৩৯. হুমায়দ ইবন মাসউদ (র)... আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মত দ্রুত কথা বলতেন না। বরং তিনি সুস্পষ্ট করে আলাদা আলাদাভাবে কথা উচ্চারণ করতেন। যারা তাঁর কাছে বসা থাকত, তারা তা সংরক্ষণ করতে পারত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। যুহরী (র)-এর বর্ণনা ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র)-ও এটি যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৩৬৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَشَّيْ . عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لَتُعْقَلَ عَنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَشَّيْ .

৩৬৪০. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে একজন তাঁর থেকে (কথা) বুঝে নিতে পারে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবদুল্লাহ ইবনুল মুছান্না (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এটিকে আমরা জানি।

بَابُ : فِي بِشَائَةِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর হাঙ্গামা

৩৬৪১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزَاء قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .



বাংলা হাদিস

وَقَدْ رَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِثْلُ هَذَا.

৩৬৪১. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবন হারিছ ইবন জায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক স্মীত হাসতে আর কাউকে আমি দেখিনি। হাদীসটি হাসান-গারীব।

ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব-আবদুল্লাহ ইবন হারিছ ইবন জায (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৬৪২- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ . حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ : مَا كَانَ ضَحْكُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا تَبَسُّمًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৬৪২. আহমাদ ইবন খালিদ খাল্লাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবন হারিছ ইবন জায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্মীত হাসির বেশী হাসতেন না।

হাদীসটি সাহীহ গারীব। লায়ছ ইবন সা'দ (র)-এর রিওয়াযাত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ : فِي خَاتَمِ النَّبِيِّ

পরিচ্ছেদ : নবুওয়াতের মোহর

৩৬৪৩- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجَعَ ، فَمَسَحَ بِرَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ، فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زَرِّ الْحَجَلَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَقُرَّةَ بْنِ أَيَّاسٍ الْمُزْنِيِّ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِي رَمْثَةَ وَبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجِسَ وَعَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ وَأَبِي سَعِيدٍ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৬৪৩. কুতায়বা (র)... সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার এই ভাগ্নেটি অসুস্থ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তিনি উঠে গেলেন। আমি তাঁর উঠে পানি থেকে পান করলাম। পরে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুওয়াতের মোহর দেখতে পেলাম। সেটি ছিল চাঁদোয়ার ঝালরের গোলকের মত।

এই বিষয়ে সালমান, কুররা ইব্ন আয়াস মুযনী, জাবির ইব্ন সামুরা, আবু রামছা, বুরায়দা আসলামী, আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস, আমর ইব্ন আখতার ও আবু সালিদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৬৪৪- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ جَابِرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : يَعْنِي الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ غُدَّةٌ حُمْرَاءُ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৪৪. সালিদ ইব্ন ইয়াকুব তালেকানী (র)... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোহর অর্থাৎ যেটি তাঁর দুই কাঁধের মাঝে ছিল সেটি ছিল কবুতরের ডিমের মত একটি লোহিতাভ মাংসপিণ্ড।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

باب : فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর গুণাবলী

৩৬৪৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ فِي سَاقَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمُشَةٌ، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا، وَكَانَتْ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْهَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ، يَكْهَلُ ﷺ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৬৪৫. আহমাদ ইব্ন মানী (র)... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাঁটুর নিম্নাংশ ততটা মাংসল ছিল না। তিনি স্মিত হাসির বেশী হাসতেন না। আমি যখন তাঁর দিকে তাকাতাম মনে হত দুই চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ তিনি সুরমা লাগান নি (দরদ ও সালাত তাঁরই উপর)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৬৪৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيمَ الْفَمِ أَشْكَالَ الْعَيْنَيْنِ مَنُهِوسَ الْأُذُنِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৪৬. আহমাদ ইব্ন মানী (র)... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখের ফাঁক ছিল প্রশস্ত, আঁখি ছিল তাঁর ডাগর, গোড়ালী ছিল অমাংসল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৬৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيعُ الْفَمِ ، أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ ، مَنَّهُوسُ الْعَقَبِ . قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِسِمَاكِ ، مَا ضَلِيعُ الْفَمِ ؟ قَالَ : وَاسِعُ الْفَمِ . قُلْتُ : مَا أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ ؟ قَالَ : طَوِيلُ شِقِّ الْعَيْنِ . قُلْتُ : مَا مَنَّهُوسُ الْعَقَبِ ؟ قَالَ : قَلِيلُ اللَّحْمِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৪৭. আবু মুসা মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র)... জাবির ইবন সামুরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ ছিল প্রশস্ত, আঁখি ছিল ডাগর, গোড়ালী ছিল অমাংসল। শু'বা (র) বলেন : আমি সিমাক (র)-কে বললাম : **ضَلِيعُ الْفَمِ** কি?

তিনি বললেন : প্রশস্ত মুখ।

আমি বললাম : **أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ** কি?

তিনি বললেন : চোখের ফাঁক যার দীর্ঘ।

আমি বললাম : **مَنَّهُوسُ الْعَقَبِ** কি?

তিনি বললেন : অমাংসল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৬৪৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تَطْوِي لَهُ ، إِنَّا لَنُجَاهِدُ أَنْفُسَنَا ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرَبٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৬৪৮. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুন্দর কিছু আমি দেখিনি। সূর্য যেন তাঁর হাযায় ছিল প্রবাহিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা দ্রুত হাঁটতে কাউকে আমি দেখিনি। মনে হত যমীনকে বুঝি তাঁর জন্য সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা তো খুবই চেষ্টা করতাম কিন্তু তিনি ছিলেন একেবারেই বেপরোয়া।

হাদীসটি গারীব।

২৬৪৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : عَرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبُ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهاً عُرْوَةَ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهاً صَاحِبُكُمْ نَفْسًا ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَإِذَا

أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دَحِيَّةً هُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৬৪৯. কুতায়বা (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার কাছে নবীগণকে পেশ করা হল। মুসা (আ)-কে দেখলাম মেদহীন লোকদের মত; যেন শানুআ গোত্রের একজন পুরুষ। ইসা ইবন মারযাম (আ)-কেও দেখলাম। আমি তাঁর সঙ্গে যাদের সাদৃশ্যপূর্ণ দেখি, তাদের মাঝে উরওয়া ইবন মাসউদ হল সর্বাধিক নিকটবর্তী। আমি ইনশাহীম (আ)-কে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যাদের দেখি, তাদের মধ্যে তোমাদের এই সঙ্গী (অর্থাৎ তিনি নিজে) হলেন সর্বাধিক নিকটবর্তী। আমি জিবরীল (আ)-কেও দেখেছি। যাদের আমি তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখি, তাদের মধ্যে দিহইয়া ইবন খালীফাতুল কালবী হল সর্বাধিক নিকটবর্তী।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ : فِي سِنِّ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ كَمْ كَانَ حِينَ مَاتَ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বয়স এবং ইন্তিকালের সময় তাঁর কত বছর হয়েছিল

৩৬৫০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ أَبِي إِسْرَاهِيمَ الدُّرَقِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ

حَدَّثَنَا عَمَّارُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ تَوْفَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ .

৩৬৫০. আহমাদ ইবন মানী ও ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর ইন্তিকাল হয় পঁয়ষট্টি বছর বয়সে।

৩৬৫১- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضُلِ . حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءِ . حَدَّثَنَا عَمَّارُ مَوْلَى

بَنِي هَاشِمٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوْفِيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .

৩৬৫১. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, পঁয়ষট্টি বছর বয়সে নবী ﷺ ইন্তিকাল করেছেন।

হাদীসটি হাসান। এর সনদ সাহীহ।

৩৬৫২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يَوْمًا يُوْحَى إِلَيْهِ ، وَتُوْفِيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَدَعْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، وَلَا يَصِحُّ إِذْ غَفَلَ سَمَاعٌ مِنَ

النَّبِيِّ ﷺ .



বাংলা হাদিস

وَحَدِيثُ بَنِي عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ .

৩৬৫২. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মক্কায় ওয়াহী নাযিল হওয়া অবস্থায় তের বছর অবস্থান করেন। আর তিনি ইনতিকাল করেন তেষ্টি বছর বয়সে।

এই বিষয়ে আয়িশা, আনাস (রা) ও দাগফাল ইব্ন হনযালা (র) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। দাগফাল (র) সরাসরি নবী-<sup>সি সাদাতু
আল-মুহাজির
৩৯ সাদাত</sup> থেকে কিছু শুনেছেন বলে সাহীহ প্রমাণ নেই।

আমর ইব্ন দীনার (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে ইব্ন আব্বাস বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٦٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ

جَرِيرٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُولُ : مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩৬৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... জারীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়া ইব্ন আবু সুফয়ান (রা)-কে খুতবায় বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ তেযটি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আর আবু বাকর ও উমার (রা)-ও তেযটি বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। আর আমিও (এরূপ আশা রাখি)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।


٣٦٥٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ قَالَ :

أَخْبَرْتُ عَنْ أَبِي شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ فِي حَدِيثِهِ : أَبُو جَرِيجٍ عَنْ

الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا.

৩৬৫৪. আব্বাস আমরাবী (র) ও হুসায়ন ইব্ন মাহদী বাসরী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী  তেঁষটি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

ইবন আখিয় যুহরী (র)-ও এটিকে যুহরী-উরওয়া-আয়িশা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ : مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আবু বাকর (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

৩৬৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خَلِهِ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قَحَافَةَ خَلِيلًا ، وَإِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَبْنِ عَبَّاسٍ وَبْنِ الزَّبَيْرِ .

৩৬৫৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{স-ই আল্লাহর রাসূল} বলেছেন : আমি সকল বন্ধুর খুদ্রা (অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যার প্রেম প্রবিষ্ট এমন বন্ধুত্ব) থেকে সম্পর্কহীন। আমি যদি কাউকে খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করতাম তবে আবু কুহাফা পুত্র (আবু বাকর)-কেই সে হিসাবে গ্রহণ করতাম। তোমাদের এই সঙ্গী (নবীজী) তো আল্লাহর খালীল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, ইবন আন্বাস ও ইবনুয-যুবার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৬৫৬- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৬৫৬. ইবরাহীম ইবন সাঈদ জাওহারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার (রা) বলেছেন : আবু বাকর আমাদের সর্দার এবং সর্বোত্তম। তিনি রাসূলুল্লাহ ^{স-ই আল্লাহর রাসূল} -এর কাছে আমাদের সবার চেয়ে প্রিয় ছিলেন।

হাদীসটি সাহীহ-গারীব।

৩৬৫৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَتْ : أَبُو بَكْرٍ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَتْ : عُمَرُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَتْ : ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : فَسَكَتَتْ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৫৭. আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : সাহাবীগণের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন কে?

তিনি বললেন : আবু বাকর।

আমি বললাম : তার পর কে?

তিনি বললেন : উমার।

আমি বললাম : তার পর কে?

তিনি বললেন : আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

আমি বললাম : তার পর কে?

তিনি চুপ করে রইলেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬৫৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ . سَالِمِ بْنِ أَبِي خَفْصَةَ وَالْأَعْمَشِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُهَبَانَ وَابْنِ

أَبِي لَيْلَى وَكَثِيرُ النَّوَّاءِ كُلُّهُمْ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى

لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النُّجُومَ الطَّالِعَ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ ، وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمْ وَأَنْعَمًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .

৩৬৫৮. কুতায়রা (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে ভাবে আকাশের সীমানায় উদিত তারা দেখ, তেমনিভাবে নিচের দরজার জান্নাতীরা উর্ধ্ব দরজার জান্নাতীদের অবলোকন করবে। আবু বাকর-উমারও উর্ধ্ব দরজার জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত বরং তারা আরো অতিরিক্ত মর্যাদা পাবে।

হাদীসটি হাসান। একাধিক সূত্রে এটি অতিয়া-আবু সাঈদ (রা) সনদে বর্ণিত আছে।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৬৫৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ

أَبِي الْمُطَيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ : إِنْ رَجُلًا خَيْرُهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعْيشَ فِي الدُّنْيَا

مَا شَاءَ أَنْ يَعْيشَ وَيَأْكُلَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ . قَالَ : فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ،

فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ : أَلَا تَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ إِذْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا صَالِحًا خَيْرُهُ رَبُّهُ

بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ . قَالَ : فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ

أَبُوبَكْرٍ : بَلْ نَفْدِيكَ بِأَبَائِنَا وَأَمْوَالِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمِنَ عَلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ ، وَلَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا ، وَلَكِنْ وَدَّوْا إِخَاءَ إِيْمَانٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৬৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবু শাওয়ারিব (র)... আবুল মুআল্লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন খুতবায় বললেন : এক ব্যক্তিকে তার রব্ব ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, যতদিন সে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে চায়, ততদিন সে বেঁচে থাকতে পারবে এবং যতদিন সে আহার-বিহার করতে চায় ততদিন সে আহার করতে পারবে কিংবা সে তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে আসবে। কিন্তু এই বান্দা তাঁর রব্বের মুলাকাতকেই গ্রহণ করে নিয়েছে।

এই শুনে আবু বাকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। তখন সাহাবীগণ বলতে লাগলেন : তোমরা এই শায়খের আচরণে কি আশ্চর্য বোধ করছ না? রাসূলুল্লাহ ﷺ এক নেক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন যাকে তার রব্ব দুনিয়া ও তার প্রভুর মুলাকাতের মাঝে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যই গ্রহণ করে নিয়েছেন।

আবুল মুআল্লা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্যের মর্ম সম্পর্কে আবু বাকর (রা)-ই সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। অনন্তর তিনি বললেন : আমরা আমাদের পিতা-পিতামহ ও ধন-সম্পদ আপনার জন্যই ফিদয়া দিচ্ছি হে রাসূল!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সাহচর্য ও সম্পদ উভয় ক্ষেত্রেই ইব্ন আবু কুহাফা (আবু বাকর) অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক অনুগ্রহকারী আর কেউ নেই। আমি যদি কাউকে খালীলরূপে গ্রহণ করতাম তবে ইব্ন আবু কুহাফাকেই খালীল হিসাবে গ্রহণ করতাম। তবে ভালবাসা ও ঈমানী-ভ্রাতৃত্ব থাকবেই (দু'বার কি তিনবার তিনি এই কথা বললেন)। শোন, তোমাদের এই সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহর খালীল।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি গারীব।

২৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ : إِنَّ عَبْدًا خَيْرُهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَدَيْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبَائِنَا وَآمِهَاتِنَا : قَالَ : فَعَجِبْنَا ، فَقَالَ النَّاسُ : أَنْظِرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يَخْبِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ : فَدَيْنَاكَ بِأَبَائِنَا وَآمِهَاتِنَا ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمَخِيرُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ مِنْ أَمِنَ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَ

مَا لَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامَ ، لَا تَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةً إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৬০. আহমাদ ইবনুল হাসান (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মিসরে বসে বললেন : আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, পার্থিব সম্পদের চাকচিক্য যা ইচ্ছা তা গ্রহণের বা আল্লাহর কাছে যা আছে তা গ্রহণের। সেই বান্দা আল্লাহর কাছে যা আছে তাই গ্রহণ করে নিল।

আবু বাকর (রা) তখন বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পিতা-পিতামহ আর মাতা-মাতামহী আপনার জন্য উৎসর্গ করছি।

রাবী বলেন : আমরা এ শুনে আশ্চর্য বোধ করলাম। লোকেরা বলল : এই শায়খের দিকে চেয়ে দেখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বান্দা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার চাকচিক্যের যা ইচ্ছা গ্রহণের কিংবা আল্লাহর কাছে যা আছে তা গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছেন — আর ইনি বলছেন আমাদের পিতা-পিতামহ ও মাতা-মাতামহীদের উৎসর্গ করছি আপনার জন্য।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই ছিলেন সেই ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা। আমাদের মাঝে আবু বাকর (রা)-ই ছিলেন এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

নবী ﷺ বলেছেন : সাহচর্য ও সম্পদের ক্ষেত্রে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহকারী ব্যক্তি হচ্ছে আবু বাকর। আমি যদি কাউকে খালীল হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বাকরকেই খালীল হিসাবে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব থাকবেই। মসজিদে আবু বাকরের দরওয়াজা ছাড়া আর কোন বিশেষ দরওয়াজা বাকী থাকবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬৬১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مَحْرِزٍ الْقَوَارِيرِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَدَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَحَدٌ عِنْدَنَا يَدٍ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ، إِلَّا وَإِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ..

৩৬৬১. আলী ইবন হাসান কুফী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আবু বাকর ব্যতীত এমন কারো অনুগ্রহ আমার উপর নেই যা আমি পরিশোধ করিনি। আবু বাকরের অনুগ্রহ আমার উপর এমন, যার বদলা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নিজে দিবেন। কারো সম্পদ আমার এতটুকু উপকার করেনি যতটুকু উপকার আবু বাকরের সম্পদ দ্বারা আমার

হয়েছে। আমি যদি কাউকে খালীলরূপে গ্রহণ করতাম তবে অবশ্যই আবু বাকরকেই খালীল হিসাবে গ্রহণ করতাম। শোন, তোমাদের এই সঙ্গী হলেন আল্লাহর খালীল।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابُ : فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُلِّيهِمَا

পরিচ্ছেদ : আবু বাকর ও উমার (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

১৬৬২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ

رَبِيعٍ هُوَ ابْنُ حَرَّاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ .

وَفِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى لِرَبِيعٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ نَحْوَهُ . وَكَانَ

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُدْلِسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَرُبَّمَا ذَكَرَهُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ

عَنْ زَائِدَةَ .

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ هِلَالٍ مَوْلَى رَبِيعٍ عَنْ

حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৬৬২. হাসান ইব্ন সাব্বাহ বাযযার (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার পরে তোমরা আবু বাকর ও উমার-এর অনুসরণ করবে।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

সুফয়ান ছাওরী (রা) এই হাদীসটি আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র-রিবঈ-এর মাওলা-রিবঈ-হুযায়ফা (রা)
সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ ইব্ন মানী' (র) প্রমুখ সুফয়ান ইব্ন উওয়ায়না-আবদুল মালিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
সুফয়ান ইব্ন উওয়ায়না (র) এই হাদীসটির সনদে তাদলীস করেছেন। কোন কোন সময় এটিকে উল্লেখ

করেছেন যাইদা-আবদুল মালিক ইবন উমায়র সনদে, কোন কোন সময় যাইদা-এর উল্লেখ করেননি।

ইবরাহীম ইবন সা'দ (র) এই হাদীসটি সুফয়ান ছাওরী-আবদুল মালিক ইবন উমায়র-রিবঈ-এর মাওলা হিলাল-রিবঈ-হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও . রিবঈ-ইবন হিরাশ-হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৬৬৩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَالِمِ الْعَلَاءِ . الْمُرَادِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ ، فَاقْتَنُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي : وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .

৩৬৬৩. সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ উমাবী (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একবার নবী ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন : জানি না কতদিন আর তোমাদের মাঝে আছি। এরপর আবু বাকর ও উমার-এর দিকে ইশারা করে বললেন : আমার পরে যারা থাকবে, তাদের অনুসরণ করবে।

২৬৬৪- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : هَذَانِ سَيِّدَا كَهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ . لَا تَخْبَرُهُمَا يَا عَلِيُّ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ..

৩৬৬৪. হাসান ইবন সাব্বাহ বাযযার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর ও উমার (রা) সম্পর্কে বলেছেন : নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত পূর্ব ও পরবর্তী সকল যুগের প্রেত জান্নাতীদের সর্দার হলেন এই দুইজন। হে আলী! বিষয়টি এদের জানিও না।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

২৬৬৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوقَرِّيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ طَلَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَذَانِ سَيِّدَا كَهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ، يَا عَلِيُّ لَا تَخْبَرُهُمَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَالْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوقَرِّيُّ يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ

৩৬৬৫. আলী ইবন হুজর (র)... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে ছিলাম। এমন সময় আবু বাকর ও উমর সেখানে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরা দুইজন হল নবী ও রাসূলগণ বাদে পূর্বাপর সকল যুগের শ্রেষ্ঠ জান্নাতীদের সর্দার। হে আলী! বিষয়টি এঁদের অবহিত করো না।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

ওয়ালীদ ইবন মুহাম্মাদ মুকারী হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ বলে গণ্য।

আলী (রা) থেকে এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আনাস ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৬৬৬. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّرَقِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : ذَكَرَهُ دَاوُدُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كَهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مَا خَلَا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ، لَا تُخْبِرُهُمَا يَا عَلِيُّ .

৩৬৬৬. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আলী (রা) সূত্রে থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত পূর্ব ও পরবর্তী সকল যুগের শ্রেষ্ঠ জান্নাতীদের সর্দার হলেন আবু বাকর ও উমর। হে আলী! তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করবে না।

৩৬৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

قَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : قَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، وَهَذَا أَصَحُّ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهَذَا أَصَحُّ .

৩৬৬৭. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু বাকর (রা) বলেছেন : আমি কি এই বিষয়ে (খিলাফত) লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশী হকদার নই? আমি কি প্রথম মুসলিম নই? আমি কি অমুক নই, আমি কি তমুক নই?

হাদীসটি গারীব।

এই হাদীসটি কোন কোন রাবী শু'বা-জুরায়রী-আবু নাযরা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু বাকর (রা) বলেছেন যে,। এটিই অধিকতর সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু নাযরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু বাকর (রা) বলেছেন, এরপর তিনি উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আবু সাঈদ (রা)-এর উল্লেখ নেই। এটিও অধিকতর সাহীহ।

২৬৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِضُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةٍ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةٍ .

৩৬৬৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মাঝে বের হয়ে আসতেন। তারা তখন বসা থাকতেন। আবু বাকর ও উমার (রা)-ও তাদের মাঝে থাকতেন। আবু বাকর ও উমার (রা) ছাড়া কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারত না। তাঁরা দুইজনই তাঁর দিকে তাকাতে আর নবীজীও তাঁদের দুইজনের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। তাঁরা দুইজন তাঁর দিকে চেয়ে স্থিত হাসতেন আর তিনিও তাঁদের দিকে চেয়ে স্থিত হাসতেন।

হাদীসটি গারীব। হাকাম ইব্ন আতীয়া-এর রিওয়াযাত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ হাকাম ইব্ন আতীয়া-এর সমালোচনা করেছেন।

২৬৬৯- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مُسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ أَخَذَ بِأَيْدِيهِمَا ، وَقَالَ : هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَسَعِيدُ بْنُ مُسْلَمَةَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْقَوِيِّ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

৩৬৬৯. উমার ইব্ন ইসমাইল ইব্ন মুজালিদ (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন (ঘর থেকে) বের হয়ে এলেন। তিনি আবু বাকর ও উমার সহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁদের একজন ছিলেন তাঁর ডান দিকে আরেকজন ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি তাঁদের উভয়ের হাত ধরে ছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন : আমরা এভাবেই কিয়ামতের দিন উত্থিত হব।

হাদীসটি গারীব। মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে রাবী সাঈদ ইব্ন মাসলামা নির্ভরযোগ্য নন।

এই হাদীসটি নাফি'-ইবন উমর (রা) থেকে অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।

৩৬৭০- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ . قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ ، وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩৬৭০. ইউসুফ ইবন মুসা আল-কাত্তান বাগদাদী (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন : তুমি হাওযে কাওছারে হবে আমার সাথী আর তুমি তো ছাওর গুহায়ও ছিলে আমার সঙ্গী।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

৩৬৭১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَلِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَبَابَكْرَ وَعُمَرَ فَقَالَ : هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَنْطَبٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ .

৩৬৭১. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবন হানতাব (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার আবু বাকর ও উমর (রা)-কে দেখলেন। বললেন : এরা দুইজন (আমার) কর্ণ ও চক্ষু।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি মুরসাল। আবদুল্লাহ ইবন হানতাব (র) নবী ﷺ -কে পান নি।

৩৬৭২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ أَبِي عِيْسَى . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَرُّوا أَبَابَكْرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَابَكْرَ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَأَمْرُ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقَالَ : مَرُّوا أَبَابَكْرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَابَكْرَ إِذَا قَامَ مِنْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَأَمْرُ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، ففَعَلْتُ حَفْصَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كُنَّا لَأَنْتَنَ صَوَاحِبَ يُونُسَ ، مَرُّوا أَبَابَكْرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ .

৩৬৭২. ইসহাক ইব্ন মুসা আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (তাঁর রোগশয্যা) বলেছিলেন : আবু বাকরকে আমার নির্দেশ জানিয়ে দাও। সে যেন সালাতে লোকদের ইমামতি করে।

আয়িশা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বাকর যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তবে কান্নার দরুন তিনি লোকদের কিরা'আত শোনাতে পারবেন না। তাই আপনি উমারকে সালাতে লোকদের ইমামতের নির্দেশ দিন। কিন্তু নবী ﷺ বললেন : আবু বাকরকে নির্দেশ জানিয়ে দাও সে যেন লোকদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করে।

আয়িশা (রা) বলেন : আমি হাফসা-কে বললাম, তুমি তাঁকে বল, আবু বাকর যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তবে কান্নার দরুন তিনি লোকদের কিরা'আত শোনাতে পারবেন না। তাই আপনি উমারকে নির্দেশ দিন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করেন। সে প্রেক্ষিতে হাফসা (রা) তা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তো দেখছি ইউসুফ (আ) (যুগের সেই মিসরীয়) মহিলাদের মত। আবু বাকরকে নির্দেশ জানিয়ে দাও। সে যেন লোকদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করে।

হাফসা (রা) পরে আয়িশা (রা)-কে বললেন : আমি তোমার কাছ থেকে কোন দিন ভাল কিছু পাই নি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আবু মুসা, ইব্ন আব্বাস ও সালিম ইব্ন উবায়দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৬৭৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ .

قَالَ أَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৬৭৩. নাসর ইব্ন আবদুর রহমান কুফী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সম্প্রদায়ে আবু বাকর রয়েছেন সেখানে আর কারো ইমামতি করা উচিত নয়।

হাদীসটি গারীব।

৩৬৭৪- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَتَفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا أَبِى أَنْتَ وَأُمِّى ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ بَلْكَ

الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৭৪. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া করে দান করবে, জান্নাতে তাকে ডাক দিয়ে বলা হবে : হে আল্লাহর বান্দা! এ তো এক সংকাজ। যে ব্যক্তি সালাতের অধিকারী হবে তাকে 'বাবুস সালাত' (সালাত তোরণ) থেকে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি হবে জিহাদের অধিকারী, তাকে ডাকা হবে বাবুল জিহাদ (জিহাদ তোরণ) থেকে; যে ব্যক্তি হবে সাদাকার অধিকারী, তাকে ডাকা হবে বাবুস সাদাকা থেকে। যে ব্যক্তি হবে সিয়ামের অধিকারী তাকে ডাকা হবে বাবুর রায্যান (তৃষ্ণা তৃপ্তি তোরণ) থেকে।

আবু বাকর (রা) বললেন : আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। যদিও কোন ব্যক্তির জন্য সবক'টি তোরণ থেকে ডাকার কোন আবশ্যকতা নেই, তবুও এমন কেউ কি হবে যাকে সবক'টি তোরণ থেকেই ডাকা হবে?

নবী ﷺ বলেন : হ্যাঁ আছে, আমি আশা করি তুমি তাদের একজন হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬৭৫- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزْازُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَصَدَّقَ وَوَأَفَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَا لَا ، فَقُلْتُ الْيَوْمَ : أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا ، قَالَ : فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَبْقَيْتُ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ مِثْلَهُ ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قَالَ : أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ، قُلْتُ : لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৭৫. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ বাযযায বাগদাদী (র)... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের সদকা করতে নির্দেশ দিলেন। ঐ সময় আমার কাছে বেশ কিছু ধন-সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম : যদি কোন দিন আবু বাকরকে আমি ডিঙ্গিয়ে যেতে পারি তবে ঐ সময়ই আমি তাঁকে ডিঙ্গাতে পারব। তাই আমি আমার সম্পর্কের অর্ধেক নিয়ে এসে হাযির হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখেছ? আমি বললাম : এর সমপরিমাণ সম্পদ।

আবু বাকর (রা) নিয়ে এলেন তাঁর কাছে যা ছিল সব। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। হে আবু বাকর! তোমার পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছ?

তিনি বললেন : আমি তাদের জন্য আল্লাহর ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

আমি বললাম : কোন বিষয়ই কখনও আমি তাঁর অগ্রবর্তী হতে পারব না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

باب

পরিচ্ছেদ

২৬৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعَمٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعَمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلِمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأَتِ أَبَا بَكْرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৬৭৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক মহিলা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল এবং কোন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলল, তিনি তাকে একটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন। মহিলাটি তখন বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি আপনাকে তখন আর না পাই?

নবী ﷺ বললেন : আমাকে যদি না পাও তবে তখন আবু বাকর-এর কাছে আসবে।

এই হাদীসটি সাহীহ।

২৬৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحْدُثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ بِقَرَةٍ ، إِذْ قَالَتْ لَمْ أَخْلُقْ لِهَذَا ، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَنْتُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَمَا هُمَا فِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ ، وَاللَّهِ أَعْلَمُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَصَحِيحٌ .

৩৬৭৭. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি এককালে একটা গাভীর উপর আরোহণ করলে গাভীটি বলে উঠল : আমি তো এর জন্য সৃষ্টি হইনি। আমাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে ভূমিচাষের জন্য।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই বিষয়টি (গাভীর কথা বলা) আমি, আবু বাকর এবং উমার বিশ্বাস করি।

আবু সালামা (র) বলেন : সে দিন আবু বাকর ও উমার (রা) উপস্থিত লোকদের মাঝে ছিলেন না। আল্লাহ ভাল জানেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... শুবা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৬৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৬৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ আবু বাকর (রা)-এর দরওয়াজা ব্যতীত (মসজিদে নববীতে প্রবেশের) অন্য সবার (বিশেষ) দরওয়াজাগুলো বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

২৬৭৯- حَدَّثَنَا الْإِنصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ إِسْحَقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْنٍ وَقَالَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

৩৬৭৯. আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বাকর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন : আপনি হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আতীক বা জাহান্নাম থেকে মুক্ত। সেই দিন থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল আতীক।

এই হাদীসটি গারীব।

কেউ কেউ এ হাদীসটি মান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি মূসা ইব্ন তালহা... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৬৮০- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا ثَلَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَحَافِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو الْجَحَافِ إِسْمُهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ . وَيُرَوَّى عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . حَدَّثَنَا أَبُو الْجَحَافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا .

৩৬৮০. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীরই আকাশবাসীদের থেকে দুইজন পরামর্শদাতা এবং দুনিয়াবাসীদের

থেকে দুইজন পরামর্শদাতা থাকেন। আকাশবাসীদের থেকে আমার দুইজন পরামর্শদাতা হলেন জিবরাইল এবং মিকাইল (আ) আর দুনিয়াবাসীদের মধ্যে হলেন আবু বাকর ও উমার (রা)।

হাদীসটি হাসান-গারীব। বর্ণনাকারী আবুল জাহহাফ (র)-এর নাম হল দাউদ ইবন আবু আওফ।

সুফয়ান ছাওরী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আবুল জাহহাফ (র) আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

بَابُ : فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : উমার ইবন খাত্তাব (রা)-এর মর্যাদা

৩৬৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَأَبِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .

৩৬৮১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার এবং মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : হে আল্লাহ! আবু জাহল ও উমার ইবন খাত্তাবের মাঝে যে জন আপনার কাছে বেশী প্রিয়, সে জনের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এরা দু'জনের মাঝে আল্লাহর কাছে উমারই ছিলেন বেশী প্রিয়।

ইবন উমার (রা)-এর রিওয়াযাত হিসাবে হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৬৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ إِمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ أَوْ قَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ فِيهِ شَكٌّ خَارِجَةٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالِ عُمَرُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : رَفِيَ الْبَابُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَخَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ ثِقَةٌ .

৩৬৮২. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা উমারের যবান ও হৃদয়ে হক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

ইবন উমার (রা) বলেন : লোকদের যখন কোন বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, আর সে বিষয়ে অন্যান্যরা দিয়েছেন এক পরনের মত, আর উমার (রা) প্রকাশ করেছেন অন্য এক মত, তখন উমার (রা)-এর অভিমতের অনুরূপই সে ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

এই বিষয়ে ফাযল ইবন আব্বাস, আবু যারর এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

খারিজা ইবন আবদুল্লাহ আনসারী হলেন ইবন সুলায়মান ইবন যায়দ ইবন ছাবিত। তিনি নির্ভরযোগ্য।

৩৬৮২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكْرِ عَنْ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ بِأَبِي جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ أَوْ بَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ : فَأَصْبَحَ فَنَدَا عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ ، وَهُوَ يَرْوِي مَنَاقِيرَ .

৩৬৮৩. আবু কুরায়ব (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবন হিশাম কিংবা উমার ইবনুল খাত্তাবের (ইসলাম গ্রহণের) মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : পরদিন সকাল হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ভোরেই উমার এসে উপস্থিত। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

কোন কোন হাদীসবিদ রাবী নাযর আবু উমার-এর এই মর্মে সমালোচনা করেছেন যে, তিনি বহু মুনকার হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

৩৬৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْوَأَسِطِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَخِي مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ : يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَلَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .

৩৬৮৮. মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমার (রা) একদিন আবু বাকর (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন : হে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি!

আবু বাকর (রা) বললেন : আপনি যখন এই কথা বললেন : তখন ওনুন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, উমার অপেক্ষা উত্তম কোন ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয় না।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এর সন্দেহটি তেমন গ্রহণযোগ্য নয়।

এই বিষয়ে আবুদ দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৬৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَا أَظُنُّ رَجُلًا يَسْتَقِصُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ .
 قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৬৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র)... মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ -কে ভালবাসে এমন কোন ব্যক্তি আবু বাকর ও উমার (রা)-কে হয়ে প্রতিপন্ন করতে পারে বলে আমি ধারণা করি না।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৬৮৬- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُقَرِّيُّ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مَشْرِحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَشْرِحِ بْنِ هَاعَانَ .

৩৬৮৬. সালামা ইব্ন শাবীব (র)... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার পর যদি কোন নবী হতেন তবে উমার ইব্ন খাতাব (রা) তা হতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মিশরাহ ইব্ন হাআন (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

৩৬৮৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَأَعْطَيْتُ فَخَضَلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمُ.
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৬৮৭. কুতায়বা (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমার কাছে যেন একটি দুধের পেরালা নিয়ে আসা হয়েছে। আমি তা থেকে দুধ পান করলাম এবং আমার উচ্ছিষ্ট যা ছিল তা উমার ইব্ন খাতাবকে দিলাম।

সাহাবীরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা করেন?

তিনি বললেন : ইলম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৬৮৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا : لِشَابٍّ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ ، فَقُلْتُ : وَمَنْ هُوَ ؟ فَقَالُوا : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৮৮. আলী ইবন হুজর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখি, একটি স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদ। আমি বললাম : এই প্রাসাদটি কার?

জবাবে ফিরিশতারা বলল : কুরায়শী এক যুবকের।

আমার ধারণা হল সেই যুবকটি আমি। বললাম : সে কে?

জবাবে তারা বলল : উমার ইবন খাত্তাব।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬৮৯- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ الْمَرْزُوقِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ . قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي . قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِدْعًا بِلَالًا فَقَالَ : يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتِكَ أَمَامِي ، دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتِكَ أَمَامِي ، فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرِ مَرْبَعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا : لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقُلْتُ : أَنَا عَرَبِيٌّ ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقُلْتُ : أَنَا قُرَيْشِيٌّ ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ قُلْتُ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ بِلَالُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذْنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِهِمَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَمُعَاذٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ ، يَعْنِي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، هَكَذَا رُويَ فِي

بَعْضُ الْحَدِيثِ .

وَيَرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : رَوَى الْأَنْبِيَاءُ وَحَى .

৩৬৮৯. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ আবু আম্মার মাররুযী (র)... আবু বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ভোরে বিলাল (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন : হে বিলাল! কি সে তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে রইলে? যতবারই আমি (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করেছি, ততবারই আমি আমার সামনে তোমার পায়ের খস খস আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

গতরাতে আমি জান্নাতে দাখিল হলাম আমার সামনে তোমার পায়ের খস খস আওয়াজ শুনলাম। স্বর্গ নির্মিত বালাখানাসহ একটি চতুষ্কোণ প্রাসাদে এলাম।

বললাম : এই প্রাসাদটি কার?

ফিরিশতারা বললেন : জনৈক আরবের।

আমি বললাম : আমিও তো আরবী। এই প্রাসাদটি কার জন্য?

ফিরিশতারা বললেন : জনৈক কুরায়শ বংশীয় ব্যক্তির।

আমি বললাম : আমিও তো কুরায়শী। কার এই প্রাসাদটি?

তারা বললেন : মুহাম্মাদ ﷺ -এর জনৈক উম্মতের।

আমি বললাম : আমিই তো মুহাম্মাদ। কার এই প্রাসাদটি?

তারা বললেন : উমার ইব্ন খাত্তাবের।

বিলাল (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যখনই আমি আযান দিতে গিয়েছি তখনই দু'রাকআত (নফল) সালাত আদায় করেছি। যখনই আমার উযু নষ্ট হয়েছে, তখনই আমি উযু করে নিয়েছি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকআত সালাত আদায় আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য করেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ দু'টো বিষয়ের মাধ্যমেই (তুমি সেই ফযীলত লাভ করতে পেরেছ)।

এই বিষয়ে জাবির, মুআয, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতে আমি একটি স্বর্ণ-প্রাসাদ দেখে বললাম, এটি কার?

জবাবে বলা হল, এটি উমার ইব্ন খাত্তাবের।

হাদীসটি সাহীহ-গারীব।

“আমি গতরাতে জান্নাতে প্রবেশ করলাম” হাদীছোক্ত এই বাক্যটির মর্ম হল : স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি।

কিছু হাদীছে এই ধরনের স্পষ্ট বর্ণনাও বিদ্যমান।

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আশ্বিয়া কিরামের স্বপ্নও ওয়াহী।

৩৬৯- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْأُفِّ وَأَتَغْنَّى ،

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كُنْتَ نَذَرْتَ فَأَضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا ، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَانٌ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتْ الدَّفَّ تَحْتَ إِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، إِنْ كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَانٌ وَهِيَ تَضْرِبُ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتْ الدَّفَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ بَرِيدَةٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَائِشَةَ .

৩৬৯০. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক অভিযানে বের হলেন। তিনি ফিরে এলে এক কৃষ্ণাঙ্গ দাসী তাঁর কাছে এসে হাযির হয়ে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মানত করেছিলাম আল্লাহ যদি আপনাকে সুস্থভাবে ফিরিয়ে আনেন তবে আমি আপনার সামনে দফ বাজাব এবং গান গাব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তখন বললেন : তুমি যদি মানত করে থাক তবে দফ বাজাও। নইলে তা করবে না।

দাসীটি দফ বাজাতে শুরু করল। আবু বাকর (রা) এলেন তখনও সে তা বাজাতে থাকল। এরপর আলী (রা) এলেন কিন্তু সে তা বাজাতে থাকল। উছমান (রা) এলেন তবুও সে তা বাজাতে থাকল। এরপর উমার (রা) সেখানে এলেন। দাসীটি তখন দফটি স্থায়ী নিতম্বের পিছনে ফেলে দিল এবং তাতে বসে পড়ল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : হে উমার! শয়তান তোমাকে ভারি ভয় পায়। আমি বসেছিলাম আর সে এটি বাজাচ্ছিল। আবু বাকর এল তাও সে বাজাচ্ছিল, পরে আলী এল তবুও সে বাজাচ্ছিল এরপর উছমান এল তখনও সে তা বাজাচ্ছিল। কিন্তু হে উমার! তুমি যখন এখানে এলে সে দফটি ফেলে দিল।

বুয়ায়দা (রা)-এর রিওয়াযাত হিসাবে হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

এই বিষয়ে উমার, 'সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস ও আযিশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৬৯১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صَبِيَّانَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تُزْفَنُ وَالصَّبِيَّانِ حَوْلَهَا ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ تَعَالَى فَأَنْظُرِي فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لِحْيِي عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى : أَمَا شَبِعَتْ ، قَالَتْ : فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَا لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ عُمَرُ ، قَالَتْ : فَأَرْفَضَ النَّاسُ عَنْهَا : قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ : إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيْطَانَيْنِ وَالْجَنِّ وَالْأَنْسِ قَدْ فَرَّوْا مِنْ عُمَرَ . قَالَتْ : فَرَجَعْتُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৬৯১. হাসান ইব্ন সাব্বাহ বাযযার (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আমরা বাচ্চাদের চিৎকার ও শোরগোল শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন, একটি হাবশী মেয়ে অঙ্গভঙ্গি করছে আর শিশুরা তাকে ঘিরে আছে। তখন নবী ﷺ বললেন : হে আয়িশা! এসো, দেখ।

আমি এলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাঁধে আমার খুঁতী রেখে তাঁর কাধ ও মাথার ফাঁক দিয়ে ঐ দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

কিছু পরে তিনি আমাকে বললেন : তৃপ্ত হয়েছ তো? তোমার আশ মিটেছে তো?

আয়িশা (রা) বলেন : আমি বলতে লাগলাম : না, না।

তাঁর কাছে আমার কি স্থান তা দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

এমন সময় আচমকা উমার (রা) এসে সেখানে উদয় হলেন। আয়িশা (রা) বলেন : সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা সব ছুটাছুটি করে সেখান থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : আমি দেখলাম, জিন্ন ও মানুষ শয়তান সবাই উমারকে দেখে ভেগে গেল।

আয়িশা (রা) বলেন : এরপর আমি ফিরে এলাম।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৬৯২- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِعُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ،

ثُمَّ أَتَى أَهْلَ الْبَقِيعِ فَيُحْشَرُونَ مَعِيَ ، ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أَحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ لَيْسَ بِالْحَافِظِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

৩৬৯২. সালামা ইব্ন শাবীব (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাশরের দিন সর্বপ্রথম আমার জন্যই ভূমি বিদীর্ণ করা হবে। এরপর আবু বাকর, পরে উমার-এর ক্ষেত্রে তা হবে। এরপর আমি বাকী' গোরস্তানবাসীদের কাছে আসব। তারা আমার সঙ্গে জমায়েত হবে। এরপর আমি মক্কাবাসীদের ইত্তিয়ার করব। শেষে দুই হারামের (মক্কা ও মদীনার) মাঝে আমাদের জমায়েত হবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। রাবী বলেন, আমার এবং অপরাপর হাদীসবিদগণের মতে, বর্ণনাকারী আসিম ইব্ন উমার উমারী (র) হাদীছের হাফেজ নন।

৩৬৯৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأَمَمِ مُحَدِّثُونَ ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : قَالَ سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مُحَدِّثُونَ يَعْنِي مُفَهِّمُونَ.

৩৬৯৩. কুতায়বা (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সব উম্মতের মাঝেই মুহাদ্দাছ আবির্ভূত হতেন। আমার উম্মতের মাঝে যদি কেউ 'মুহাদ্দাছ' থাকেন তবে তিনি হলেন উমার ইবন খাত্তাব।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইবন উওয়ায়না (র)-এর কিছু শাগিরদ সুফয়ান ইবন উওয়ায়না-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন 'মুহাদ্দাছ' হল যাদের বিশেষ প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে।

৩৬৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقَدُوسِ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ

مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطْلَعُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطْلَعُ عُمَرُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَجَابِرٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بْنِ مَسْعُودٍ

৩৬৯৪. মুহাম্মাদ ইবন হুমায়দ রায়ী (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাছে এখন একজন জান্নাতী আবির্ভূত হচ্ছেন।

এমন সময় আবু বাকর (রা) এসে উপস্থিত হলেন।

এরপর নবী ﷺ বললেন : এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতীর উদয় ঘটবে।

এমন সময় উমার (রা) এসে উপস্থিত হলেন।

এই বিষয়ে আবু মুসা এবং জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইবন মাসউদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই হাদীসটি গারীব।

৩৬৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَرَعَى غَنَمًا لَهُ إِذْ جَاءَ ذِئْبٌ فَأَخَذَ شَاةً فَجَاءَ صَاحِبُهَا

فَانْتَرَعَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ الذِّئْبُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَا يَوْمَ السَّبْعِ . يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

فَأَمَنْتُ بِذَلِكَ أَنَا وَابُوبَكْرٍ وَعُمَرُ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَمَا هُمَا فِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ .

১ মুহাদ্দাছ = যাদের বিশেষ প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفَّارٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ نَحْوَهُ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৯৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি তার ছাগলের পাল চরাচ্ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ হামলা চালিয়ে একটি বকরী নিয়ে গেল। তখন বকরীর মালিক এসে নেকড়ের মুখ থেকে তা ছিনিয়ে আনল। নেকড়েটি বলল : ‘হিংস্র পশু দিবসে’ (কিয়ামতের সময়) কি করবে তুমি? সে দিন তো আমি ছাড়া এর কোন রাখাল থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই বিষয়টি (পশুর কথা বলা) আমি, আবু বাকর ও উমার বিশ্বাস করি।

আবু সালামা (র) বলেন : সেই দিন উপস্থিত লোকদের মাঝে তাঁরা দুইজন ছিলেন না।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)-সা’দ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : فِي مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : উছমান ইবন আফ্ফান রাদিআল্লাহু আনহু-র মর্যাদা

৩৬৯৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ فَتَحَرَّكَتِ الصُّخْرَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَهْدَأُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسُهَيْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَبُرَيْدَةَ

الْإِسْلَامِيِّ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৯৬. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরায় আরোহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবু বকর, উমার, উছমান, আলী, তালহা ও যুবায়র (রা)-ও ছিলেন। তখন উপবিষ্ট পাথরটি প্রকম্পিত হয়ে উঠে। নবী ﷺ বললেন, স্থির হও, তোমার উপর তো নবী, সিদ্দীক এবং শহীদও রয়েছে।

এই বিষয়ে উছমান, সাঈদ ইবন যায়দ, ইবন আব্বাস, সাহল ইবন সা’দ, আনাস ইবন মালিক ও বুরায়দা আসলামী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি সাহীহ।

৩৬৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَعِدَ أَحَدًا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أُثْبِتَ أَحَدُ قَائِمًا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৯৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস ইবন মালিক (রা) তাঁদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। আবু বাকর, উমার এবং উছমান (রা)-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের নিয়ে পাহাড়টি প্রকম্পিত হয়ে উঠল। নবী ﷺ তখন বললেন : উহুদ, স্থির হও। কারণ, তোমার উপরে আছেন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৬৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّقَاعِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .

৩৬৯৮. আবু হিশাম রিফাঈ (র)... তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীরই একজন বিশেষ সহচর থাকে। জান্নাতে আমার বিশেষ সহচর হবে উছমান।

হাদীসটি গারীব। এটির সনদ শক্তিশালী নয়। এটি হল মুনকাতি বা ছিন্নসূত্র।

৩৬৯৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ دَارِهِ ثُمَّ قَالَ : أَذْكُرُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حِرَاءَ حِينَ أَنْتَفَضَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُثْبِتَ حِرَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : أَذْكُرُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ : مَنْ يُنْفِقْ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً وَالنَّاسُ مُجَاهِدُونَ مُعْسِرُونَ فَجَهَزْتُ ذَلِكَ الْجَيْشَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ : أَذْكُرُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ بَيْرَ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنِ فَاثْبَتَتْهَا فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ ؟ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ ، وَأَشْيَاءُ عَدَدَهَا .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৬৯৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আবু আবদুর রহমান সুলামী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উছমান (রা) যখন গৃহে অবরুদ্ধ তখন তিনি ঘরের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন : তোমাদের আমি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি যে, তোমরা কি জান হেরা পাহাড় যখন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, হেরা! স্থির হও. তোমার উপর তো রয়েছে নবী, সিদ্দীক এবং শহীদ?

লোকেরা বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের স্মরণ করাচ্ছি যে, তোমরা কি জান না জায়শুল উসরা (কষ্টের যুদ্ধ) তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, এমন ব্যয় কে করবে যা আল্লাহর কাছে হবে কবুল? লোকেরা অত্যন্ত কষ্ট এবং কঠিন অবস্থায় ছিল তখন। আমিই সে সময় উক্ত বাহিনীর রসদ সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম?

লোকেরা বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের স্মরণ করাচ্ছি যে, তোমরা কি জান না যে, রুমা কূপ থেকে মূল্য প্রদান না করে কেউ পানি পেরে না। তাই আমি সেটি ক্রয় করে ধনী, গরীব, মুসাফির সবার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলাম?

লোকেরা বলল : আল্লাহুমা, হ্যাঁ।

এইভাবে আরো কিছু বিষয়ে তিনি গুণে গুণে উল্লেখ করেছিলেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২৭০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا السُّكْنُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَيَكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى لَالٍ ﷺ عُمَانَ . قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ فَرْقَدِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَابٍ قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، فَقَامَ عُمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَائَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَائَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ : عَلَى ثَلَاثِينَ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَنَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ عَلَى الْمُنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : مَا عَلَى عُمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ ، مَا عَلَى عُمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ .

৩৭০০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবদুর রহমান ইবন খাফাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন জায়শুল উসরা-এর বিষয়ে লোকদের উৎসাহিত করছিলেন তখন আমি দেখেছি যে, উছমান

ইবন আফফান (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় হাওদা ও জিনের কাপড়সহ একশটি উট আমার যিম্মায়।

এরপর তিনি আবার যুদ্ধের বিষয়ে উৎসাহিত করলেন।

এবারও উছমান (রা) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর পথে হাওদা জিনের কাপড়সহ দুইশটি উট আমার যিম্মায়।

এরপর পুনরায় নবী ﷺ যুদ্ধ-বাহিনীর বিষয়ে উৎসাহিত করলেন।

পুনরায় উছমান ইবন আফফান (রা) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : আল্লাহর পথে হাওদা ও জিনের কাপড়সহ তিনশ উট আমার যিম্মায়।

আবদুর রহমান ইবন খাব্বাব (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম যে, তিনি মিসর থেকে নেমে আসছেন আর বলছেন : এরপর উছমান যে আমলই করুক না কেন, তাতে তার কোন ক্ষতি নেই। এরপর উছমান যে আমলই করুক না কেন, তাতে তার কোন ক্ষতি নেই।

এই সূত্রে হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি ছাড়া এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৭০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ الرَّمْلِيُّ . حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ كَثِيرِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْفِ دِينَارٍ . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ : وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ أَخْرَجَ مِنْ كِتَابِي ، فِي كُفٍّ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَتَنَرَهَا فِي حِجْرِهِ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْلِبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ : مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭০১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র)... আবদুর হামান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন জায়গুল উসরা তারুকের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন উছমান (রা) কাপড়ের আঁচলে এক হাজার দীনার নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে সেগুলো তাঁর কোলে ছড়িয়ে দিলেন।

আবদুর রহমান (রা) বলেন : আমি দেখতে পেলাম যে, নবী ﷺ সেগুলো তাঁর কোলে নিয়ে উলট-পালট করছেন আর বলছেন : আজকের দিনের পর উছমান যাই করুক না কেন, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি এই কথা দুইবার বললেন।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

৩৭০২- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَبَيْعَةِ الرُّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ : فَبَايَعَ النَّاسَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ ، فَضَرَبَ

بِأَحَدِي يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لَأَنْفُسِهِمْ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৭০২. আবু যুরআ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুদায়াবিয়ার সন্ধির সময়) যখন বায়আত রিদওয়ানের নির্দেশ দিলেন, তখন উছমান ইবন আফফান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত হিসাবে মক্কাবাসীদের কাছে গিয়েছিলেন।

আনাস (রা) বলেন, লোকেরা বায়আত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : উছমান তো আল্লাহর প্রয়োজনে এবং তাঁর রাসূলের প্রয়োজনেই গিয়েছে। এরপর তিনি তাঁর একটি হাতকে আরেকটি হাতের উপর রেখে (উসমানের পক্ষ থেকে বায়আত নিলেন)। উছমান (রা)-এর পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত তাদের নিজেদের হাত অপেক্ষা অনেক শ্রেয়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৭.৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا . حَدَّثَنَا
 سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمَنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي
 مَسْعُودٍ الْجَوْنِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُسَيْرِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي
 بِصَاحِبَيْكُمْ لِلَّذِينَ أَلْبَاكُمْ عَلَى . قَالَ : فَجِئَ بِهِمَا فَكَاتَهُمَا جَمَلَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ قَالَ : فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ
 عُثْمَانُ ، فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَذَّبُ
 غَيْرَ بَيْرٍ رُوْمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ يَشْتَرِي بَيْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا
 فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبٍ مَالِي ؟ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ .
 قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ : قَالَ : أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةً أَلٍ فَلَانٍ فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبٍ مَالِي
 فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَصِلِيَ فِيهَا رُكْعَتَيْنِ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ ، هَلْ
 تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى ثِيْبٍ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ
 بِالْحَضِيضِ ، قَالَ : فَرَكَّضَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : أَسْكُنْ ثِيْبًا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ .
 قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِّي شَهِيدٌ ثَلَاثًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُثْمَانَ

৩৭০৩. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান, আব্বাস ইবন মুহাম্মদ দাওরী প্রমুখ (র)... ছুমামা ইবন হাযন কুশায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উছমান (রা) যখন (অবরুদ্ধ) বাড়িটি থেকে মাথা বের করে তাদের (অবরোধকারী বিদ্রোহীদের) দিকে তাকালেন, তখন আমি হাযির ছিলাম। তিনি বলেছিলেন : তোমাদের সেই দুই সঙ্গীকে নিয়ে এস যারা আমার বিরুদ্ধে তোমাদের জমায়েত করেছে।

ছুমামা (রা) বলেন : তাদের দু'জনকে নিয়ে আসা হল যেন দুটো উট কিংবা দুটো গর্দভ। উছমান (রা) তাদের দিকে তাকালেন। বললেন : তোমাদের আমি আল্লাহ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা কি জান রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন সেখানে তখন রুমা কূপ ছাড়া মিষ্টি পানির ব্যবস্থা আর কোথাও ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কে আছে যে রুমা কূপটি ক্রয় করে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু জান্নাতের বিনিময়ে এতে তার ও মুসলিমদের সমান অধিকার নিরূপণ করে (তা ওয়াক্ফ করে) দিবে? আমি তখন আমার নিজ মাল থেকে তা ক্রয় করে দেই, আর আজ তোমরা আমাকে এর পানি পান করতে বাধা দিচ্ছ। এমনকি সমুদ্রের পানি (-এর মত লোনা পানি) আমাকে পান করতে হচ্ছে!

লোকেরা বলল : হ্যাঁ, তা ঠিক।

উছমান (রা) বললেন : আল্লাহ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে তোমাদের বলছি। তোমরা কি জান, মসজিদে নববী মুসল্লীদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : এমন কে আছে যে অমুক পরিবারের ভূখণ্ডটি কিনে এর চেয়েও উৎকৃষ্ট বস্তু জান্নাতের বদলায় সে তা দিয়ে মসজিদের সম্প্রসারণ করবে? আমি আমার মূলধন দিয়ে তা কিনে দিয়েছিলাম। আর আজ তোমরা আমাকে সেখানে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে বাধা দিচ্ছ!

লোকেরা বলল : হ্যাঁ, তা ঠিক।

তিনি বললেন : তোমাদের আমি আল্লাহ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা কি তা জান যে, আমার অর্থে আমি জায়গুল উসরার রসদ যুগিয়ে দিয়েছিলাম?

লোকেরা বলল : হ্যাঁ, তা ঠিক।

তিনি বললেন : তোমাদের আমি আল্লাহ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা কি তা জান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মক্কার ছাবীর পাহাড়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলাম আমি এবং আবু বকর ও উমার? পাহাড়টি কাঁপতে লাগল এমন কি নীচে পাথর গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন পা দিয়ে আঘাত করে বললেন : ছাবীর, স্থির হও। কেননা তোর উপর আছেন নবী, সিদ্দীক এবং দুই শহীদ?

তারা বলল : হ্যাঁ, তা ঠিক।

উছমান (রা) তখন তিনবার বললেন : আল্লাহ আকবার। এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে। কা'বা-এর রবেবর কসম, আমি তো শহীদ।

হাদীসটি হাসান।

উছমান (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

৩৭০৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ

الصَّنْعَانِي أَنَّ خُطْبَاءَ قَامَتْ بِالشَّامِ وَفِيهِمْ رَجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَامَ آخَرُهُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرَّةٌ

بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : لَوْلَا حَدِيثُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا قُمْتُ وَذَكَرَ الْفِتْنِ فَقَرَّبَهَا ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبٍ ، فَقَالَ : هَذَا يَوْمُئِذٍ عَلَى الْهُدَى ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ . قَالَ : فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَقُلْتُ : هَذَا ؟ قَالَ نَعَمْ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ .

৩৭০৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবুল আশআছ সানআনী (র) থেকে বর্ণিত যে, সিরিয়াতে কতিপয় খতীব ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাদের মাঝে নবী ﷺ-এর কিছুসংখ্যক সাহাবীও ছিলেন। তাঁদের সবার শেষে যিনি দাঁড়ালেন, তিনি হলেন মুররা ইব্ন কা'ব (রা)। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে যদি এই হাদীসটি না শুনতাম তবে আমি এখানে দাঁড়াতাম না। নবী ﷺ একদিন ফিতনার আলোচনা করলেন এবং তা নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি কাপড়ে মাথা ঢেকে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবী ﷺ বললেন : এ ব্যক্তিটি সেদিন হেদায়তের উপর থাকবে।

মুররা ইব্ন কা'ব (রা) বলেন : আমি উঠে লোকটির কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি হচ্ছেন উছমান ইব্ন আফফান। আমি তাঁর চেহারা নবী ﷺ-এর দিকে ফিরিয়ে অগ্রসর হলাম এবং বললাম : ইনিই কি সেই ব্যক্তি?

নবী ﷺ বললেন : হ্যাঁ, ইনিই।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে ইব্ন উমার, আবদুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালা এবং কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৭০৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হে উছমান! সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। যদি এরা (লোকেরা) তা খুলে ফেলতে চায়, তবে তুমি তাদের কথামত তা খুলবে না। এ হাদীসটি আরো দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৭০৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হে উছমান! সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। যদি এরা (লোকেরা) তা খুলে ফেলতে চায়, তবে তুমি তাদের কথামত তা খুলবে না। এ হাদীসটি আরো দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

مِصْرَ حَجِّ الْبَيْتِ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا . فَقَالَ : مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالُوا : قُرَيْشٌ . قَالَ : فَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ ؟ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثْتَنِي ، أُنَشِّدُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالِ أَبِينَا لَكَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ : أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَوْ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ ، . وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزُّ بِبَيْتِنَا مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَانَ عُثْمَانَ ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيَمْنَى : هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ وَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ ، فَقَالَ : هَذِهِ لِعُثْمَانَ ، قَالَ لَهُ أَذْهَبَ بِهَذَا الْآنَ مَعَكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭০৬. সালিহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র)... উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাওহিব (র) থেকে বর্ণিত যে, মিসরবাসী এক ব্যক্তি বায়তুল্লাহুয় হজ্জ করতে এল। একদল লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে সে বলল : এরা কারা?

লোকেরা বলল : এরা কুরায়শ।

লোকটি বলল : এই শায়খ কে?

লোকেরা বলল : ইনি হলেন ইব্ন উমার।

লোকটি ইব্ন উমার (রা)-এর কাছে এল। বলল : আমি আপনাকে একটি বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমাকে সে বিষয়ে কিছু বর্ণনা করবেন বলে অনুরোধ করছি। এই বায়তুল্লাহর সম্মানের কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি জানেন উছমান উছদের দিন পালিয়ে গিয়েছিলেন কিনা?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

লোকটি বলল : আপনি কি জানেন যে, তিনি বায়আতে রিদওয়ানের সময় অনুপস্থিত ছিলেন? এতে তিনি হাযির ছিলেন না?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

লোকটি বলল : আপনি কি জানেন তিনি বদরেও অনুপস্থিত ছিলেন, তাতেও তিনি হাযির হন নি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

লোকটি বলে উঠল : আল্লাহ আকবার।

ইব্ন উমার (রা) লোকটিকে বললেন : আস, তোমাকে তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেই। উহুদ দিবসে উছমান (রা)-এর পলায়ন সে বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা

করে দিয়েছেন এবং তাঁর মাগফিরাত করে দিয়েছেন। আর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা (রুকায়া) ছিলেন তাঁর ঘরে। (তিনি ছিলেন অসুস্থ) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : বদরে যারা শরীক হয়েছে, তুমিও তাদের পরিমাণ ছোয়াব এবং গনীমতের অংশ পাবে। আর বায়আতে রিদওয়ানে হাযির না থাকার কারণ ছিল এই যে, মক্কা উপত্যকায় উছমান (রা) অপেক্ষা অধিক প্রিয়ভাজন আর কেউ যদি থাকত তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ উছমান (রা)-এর স্থলে অবশ্যই তাকে মক্কায় প্রেরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উছমানকে (আলোচনার জন্য) মক্কায় প্রেরণ করেন। আর তিনি মক্কায় চলে যাওয়ার পর বায়আতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় ডান হাতটিকে বললেন : এটি হল উছমানের হাত এবং এটিকে তাঁর অপর হাতে স্থাপন করে বললেন : এই বায়আত হল উছমানের পক্ষ থেকে।

এরপর ইব্ন উমার (রা) লোকটিকে বললেন, এই (উত্তর)গুলোও এখন তুমি নিয়ে যাও।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৭০৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّرَقِيُّ . حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارِ . حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٌّ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، يُسْتَفَرَّبُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

৩৭০৭. আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, আবু বকর, উমার ও উছমান

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটিকে গারীব বলে গণ্য করা হয়।

এ হাদীসটি ইব্ন উমার (রা) থেকে অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

৩৭০৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا شَذَّانُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَنَانِ بْنِ هَارُونَ عَنْ كُتَيْبِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِتْنَةً ، فَقَالَ : يُقْتَلُ هَذَا فِيهَا مَظْلُومًا لِعُثْمَانَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭০৮. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ফিতনার আলোচনা করলেন এবং উছমান ইব্ন আফফান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : এতে ইনি মযলুম হয়ে নিহত হবেন।

হাদীসটি ইব্ন উমার (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে এ সূত্রে হাসান-গারীব।

৩৭০৯- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عُمَرَ .

৩৭১০. আহমদ ইবন আবদা যাক্বী (র)... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার নবী ﷺ-এর সঙ্গে হেঁটে চললাম। তিনি পথে আনসারীদের এক (খেজুর) বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর হাজত সেরে নিলেন। এরপর আমাকে বললেন : হে আবু মূসা! তুমি দরজায় পাহারা দাও। কেউ যেন অনুমতি ভিন্ন আমার কাছে প্রবেশ করতে না পারে।

তারপর একজন এসে দরজায় টোকা দিল। আমি বললাম : কে?

তিনি বললেন : আবু বাকর।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বাকর অনুমতি চাচ্ছেন।

তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদও দাও।

তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম।

এরপর আরেকজন এসে দরজায় টোকা দিলেন।

আমি বললাম : কে?

তিনি বললেন : উমার।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইনি হলেন উমার, অনুমতি চাচ্ছেন।

তিনি বললেন : তার জন্যও দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

আমি দরজা খুলে দিলাম। তিনি প্রবেশ করলেন, আমি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম।

এরপর আরেকজন এসে দরজায় টোকা দিলেন।

আমি বললাম : আপনি কে?

তিনি বললেন : উছমান।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইনি হলেন উছমান, তিনি অনুমতি চাচ্ছেন।

তিনি বললেন : তার জন্যও দরজা খুলে দাও এবং তিনি একটি মহাবিগদের সম্মুখীন হবেন; তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

অন্য সূত্রে আবু উছমান নাহদী (র) থেকেও এটি বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে জাবির এবং ইবন উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৭১১- حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ . حَدَّثَنِي

أَبُو سَهْلَةَ قَالَ : قَالَ لِي عَثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَهْدَ إِلَى عَهْدًا فَأَتَا صَابِرٍ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ .

৩৭১১. সুফয়ান ইবন ওয়াকী (র)... আবু সাহলা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে উছমান

(রা) গৃহে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় বলেছিলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। আমি এর উপরই ধৈর্য ধরে আছি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। ইসমাইল ইব্ন আবু খালিদ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ : فِي مَنَاقِبِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর গুণাবলী

৩৭১২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبْعِيُّ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ مُطَرَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَمَضَى فِي السَّرِيَةِ فَأَصَابَ جَارِيَةً فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : إِذَا لَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا إِلَى رَحَالِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَةُ سَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَأْتِ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِي فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْغَضَبُ يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ؟ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ؟ أَمْ تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ؟ إِنْ لَبِثَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَإِنْ كَلَّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَنِيهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ .

৩৭১২. কুতায়বা (র)... ইমরান ইব্ন ইসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অভিযানে একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। তিনি আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-কে এর আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি এই বাহিনীতে গেলেন এবং একটি দাসীকে নিজ অধিকারে নিয়ে নিলেন। সঙ্গীদগণ বিষয়টিকে অপছন্দ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের চারজন পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন এবং স্থির করলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হবে, তখন আলী (রা)-এর কীর্তি সম্পর্কে আমরা তাঁকে অবহিত করব।

মুসলিমগণ যখন কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যেতেন। তাঁকে সালাম দিয়ে নিজ নিজ আবাসস্থলে ফিরে যেতেন। এ দলটিও যখন ফিরে এল তখন তাঁরা নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম জানান। এমন সময় ঐ চারজনের একজন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আলী ইব্ন আবু তালিবের প্রতি একটু লক্ষ্য দিন। ইনি তো এমন এমন কাজ করছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে প্রথমজনের মতই বক্তব্য রাখলেন। তার থেকেও নবী ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর তৃতীয়জন দাঁড়িয়েও ঐ কথাই বললেন। তার

থেকেও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর চতুর্থজন দাঁড়িয়ে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ বক্তব্য রাখলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে ফিরলেন। ক্রোধ তাঁর চেহারায়ে পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন : তোমরা আলীর বিষয়ে কি চাচ্ছ? আলীর বিষয়ে তোমাদের ইচ্ছাটা কি? আলীর বিষয়ে তোমরা কি করতে চাও? আলী তো আমার আর আমি তো আলীর। সে তো আমার পরবর্তী সব মু'মিনেরই বন্ধু।

হাদীসটি হাসান-গারীব। জা'ফর ইবন সুলায়মান (র)-এর সূত্র ছাড়া একটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

২৭১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطَّفِيلِ يَحْدِثُ عَنْ أَبِي سُرَيْحَةَ أَوْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، شَكََّ شُعْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَأَبُو سُرَيْحَةَ : هُوَ حَذِيفَةُ بْنُ أَسِيدٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৭১৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু সারীহা অথবা যায়দ ইবন আরকাম (রা) (এই বিষয়ে রাবী শু'বা সন্দেহ করেছেন) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি যার বন্ধু, আলীও তাব বন্ধু।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

শু'বা (র) এ হাদীসটি মায়মুন-আবু আবদুল্লাহ-যায়দ ইবন আরকাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন

আবু সারীহা (রা) হলেন হুযায়ফা ইবন উসায়দ। নবী ﷺ -এর সাহাবী।

২৭১৪- حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التِّيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوْجَنِي أَيْبَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهَجْرَةِ ، وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ ، رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ، يَقُولُ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا ، تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ صَدِيقٌ : رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ ، تَسْتَحْيِيهِ الْمَلَائِكَةُ . رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا ، اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَالْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ شَيْخٌ بَصْرِيُّ كَثِيرُ الْغَرَائِبِ .

وَأَبُو حَيَّانَ التِّيمِيُّ أَسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنُ حَيَّانَ التِّيمِيُّ كُوفِيٌّ وَهُوَ ثِقَةٌ .

৩৭১৪. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহইয়া বাসরী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা রহম করুন আবু বাকর-এর প্রতি। তিনি তাঁর মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিয়েছেন। আমাকে হিজরতের স্থলে (মদীনায়ে) নিয়ে এসেছেন। বিলালকে তিনি তাঁর অর্থ ব্যয়ে আযাদ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা রহম করুন উমারের প্রতি। তিষ্ঠ হলেও তিনি সদা হকের কথাই বলেন। হক তাঁকে বন্ধুহীন করে ছেড়েছে।

আল্লাহ তা'আলা রহম করুন উছমানের প্রতি। ফিরিশ্তারা পর্যন্ত তাকে লজ্জা করেন।

আল্লাহ তা'আলা রহম করুন আলীর প্রতি। হে আল্লাহ! সে যে ঠিকে ঘুরবে, হক ও সত্যকে তুমি সে দিকে ঘুরিয়ে দিও।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুখতার ইব্ন নাফি' (র) হলেন শায়খে বাসরী। অধিকাংশ গারীব হাদীস বর্ণনাকারী।

আবু হায়্যান তায়মী (র)-এর নাম হলো ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন হায়্যান আত-তায়মী কূফী। তিনি নির্ভরযোগ্য।

৩৭১৫- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُرَيْكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالرُّحْبَةِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْحَدِيثِ خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَالنَّاسُ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ أبنَائِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَرْقَائِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا فِرَارًا مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا فَأَرَدْنَاهُمْ إِلَيْنَا . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهُ فِي الدِّينِ سَنَفَقَهُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّينِ ، قَدْ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ عَلَى الْإِيمَانِ . قَالُوا : مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ وَقَالَ عُمَرُ : مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ ، وَكَانَ أُعْطِيَ عَلَيْهِ نَعْلُهُ يَخْصِفُهَا . ثُمَّ اتَّفَقَتْ إِلَيْنَا عَلَى فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرَفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رَبِيعِ بْنِ عَلِيٍّ .

৩৭১৫. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... রিবঈ ইব্ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) আমাকে কূফার রাহবার (আঙ্গিনা — যেখানে বসে তিনি ফয়সালাদি দিতেন) বলেছেন : হুদায়বিয়ার দিন আমাদের কাছে কিছু মুশরিক এল। তাদের মাঝে সুহায়ল ইব্ন আমর এবং আরো কতিপয় কুরায়শ দলপতি ছিল। তারা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কাছে আমাদের কিছু পুত্র-পৌত্র, ভাই-বেরাদর ও দাস-দাসী বেরিয়ে চলে এসেছে। এদের দীন সম্পর্কে কোন প্রজ্ঞা নেই। এরা কেবল আমাদের ধন-সম্পদ ও

ক্ষেত-খামারের কাজ থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসেছে। এদের আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। এদের যখন দীনের প্রজ্ঞা নেই, আমরা তাদের দীনের জ্ঞান দান করব।

নবী ﷺ বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা (দীনের বিরোধিতা করা থেকে) বিরত থাকবে। নইলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন জনকে পাঠাবেন, যে দীনের খাতিরে তরবারী দিয়ে তোমাদের গর্দানে আঘাত করবে। ঈমানের জন্য তাদের হৃদয়কে আল্লাহ তা'আলা নির্ভেজাল করে দিয়েছেন।

তারা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি কে?

আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি কে?

উমার (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি কে?

নবী ﷺ বললেন : সে জন হল জুতা সেলাইকারী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে তাঁর জুতা সেলাই করতে দিয়েছিলেন। তিনি সে সময় তা সেলাই করছিলেন।

রিবঈ ইবন হিরাশ (র) বলেন : এরপর আলী (রা) আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামকে তার আবাস বানায়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। রিবঈ-আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

৩৭১৬- حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْرَائِيلَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭১৬. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র) ... বারা' ইবন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আলী ইবন আবু তালিবকে বলেছেন : তুমি আমার এবং আমি তোমার জন্য। হাদীসটি অনেক দীর্ঘ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৭১৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعَشَرَ الْأَنْصَارِ يَبْغِضُهُمْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

فُضِيلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي النَّصْرِ عَنِ الْمُسَاوِرِ الْحُمَيْرِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مَنَافٍ وَلَا يَبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ .
 قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أَبُو نَصْرِ
 الرَّوَاقِيُّ . وَرَوَى عَنْهُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .

৩৭১৭. কুতায়বা (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর প্রতি বিদ্রোহ পোষণের আলামত দিয়ে আমরা আনসার সম্প্রদায় মুনাফিকদের চিনতে পারতাম।

হাদীসটি গারীব। শু'বা (র) আবু হারুন আবদী (র)-এর সমালোচনা করেছেন।

এ হাদীসটি আ'মাশ-আবু সালিহ-আবু সাঈদ (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে।

ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র)... উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : আলীকে ভালবাসবে না মুনাফিকরা, আর তাকে ঘৃণা করবে না মু'মিনরা।

এ বিষয়ে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র) হলেন আবু নাসর রাওয়াক। সুফয়ান ছাওরী (র) তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৩৭১৮- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ بْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ . حَدَّثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ
 بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهُ أَمَرَنِي يُحِبُّ أَرْبَعَةً ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ . قِيلَ : يَا
 رَسُولَ اللَّهِ سَمِّهِمْ لَنَا ، قَالَ : عَلَى مِنْهُمْ ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، وَأَبُو ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ . وَسَلَمَانُ أَمَرَنِي بِحُبِّهِمْ ،
 وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شُرَيْكٍ .

৩৭১৮. হুমায়দ ইবন মুসা ফাজারী ইবন বিনতুস সুদী (র)... বুয়ায়দা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা চার ব্যক্তিকে ভালবাসতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে আরো জানিয়েছেন যে, তিনিও তাদের ভালবাসেন।

বলা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে তাদের নাম বলে দিন।

তিনি বললেন : এঁদের একজন হল আলী। এই কথাই তিনি তিনবার বললেন। (আর তিনজন হল) আবু যারর, মিকদাদ ও সালমান (রা)। বুয়ায়দা (রা) বলেন : তাঁদের ভালবাসতে নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনিও তাদের ভালবাসেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। শু'বায়ক (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৭১৯- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَبِشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ : عَلَى مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلَى ، وَلَا يُودَى عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلَى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৭১৯. ইসমাইল ইবন মুসা (র)... হাবাশী ইবন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আলী আমার আর আমি আলীর। আমার পক্ষ থেকে আমি আর আলী ছাড়া আর কেউ আমার দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

২৭২- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ قَادِمٍ . حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ صَالِحٍ بْنُ حَيٍّ عَنْ

حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ : أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ عَلَى تَدْمُعُ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اخِيتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ : أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَفِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَوْفَى .

৩৭২০. ইউসুফ ইবন মুসা কাত্তান বাগদাদী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। আলী তাঁর কাছে এলেন; চোখ বেয়ে তাঁর অশ্রু ঝরছিল। বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সাহাবীদের পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কারো ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক করিয়ে দিলেন না।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি আমারই ভাই।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে যায়দ ইবন আবু আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৭২১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيْسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ : كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِيَ هَذَا الطَّيْرُ ، فَجَاءَ عَلَى فَاكَلَ مَعَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ السُّدِّيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ ، وَالسُّدِّيُّ إِسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ أَدْرَكَ أَنَسَ بْنَ

مَالِكٍ ، وَرَأَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ .

৩৭২১. সুফয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর কাছে (রান্না করা) পাখি ছিল। তিনি তখন বললেন : হে আল্লাহ! তোমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও সে যেন আমার সঙ্গে এ পাখিটি খেতে পারে।

এমন সময় আলী (রা) এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে আহারে শরীক হলেন।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া সুদী (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

এ হাদীসটি অন্য সূত্রেও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। সুদী (র) নাম হল ইসমাইল ইব্ন আবদুর রহমান। তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে পেয়েছেন এবং হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-কে দেখেছেন।

৩৭২২- حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ أَخْبَرَنَا عَوْفُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هِنْدٍ الْحُبْلِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَتُ ابْتَدَأَنِي . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭২২. খাললাদ ইব্ন আসলাম বাগদাদী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হিনদ হুবালী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যখন কিছু চাইতাম, তখন তিনি তা আমাকে দিতেন। আর যখন চাওয়া থেকে বিরত থাকতাম, তখন তিনি আমাকে দিয়ে শুরু করতেন।

এ সূত্র হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৭২৩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الرَّؤْمِيِّ . حَدَّثَنَا شُرَيْكُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنِ الصَّنَابِخِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ .

رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُرَيْكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ الصَّنَابِخِيِّ وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الثَّقَةِ غَيْرَ شُرَيْكٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ .

৩৭২৩. ইসমাইল ইব্ন মুসা (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ইলম প্রজ্ঞার ঘর আর আলী হল এর দ্বার।

হাদীসটি গারীব মুনকার।

কোন কোন রাবী এ হাদীসটি শুরায়ক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা সুনাবিহী (র)-এর উল্লেখ করেননি। শুরায়ক (র) ছাড়া কোন ছিকাহ রাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না।

এ বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৭২৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مُسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ . عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا ثَرَابٍ ؟ قَالَ : أَمَا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَنْ أُسَبَّهُ ، لِأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُسْرِ النَّعَمِ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٍّ وَخَلْفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَخْلِفُنِي مَعَ النَّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَانَبُوءَةٌ بَعْدِي . سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ : لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ : فَتَطَاوَلْنَا لَهَا ، فَقَالَ : ادْعُوا لِي عَلِيًّا ، فَاتَّاهُ وَبِهِ رَمَدٌ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ ، فَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ ، فَفَتَحَ اللَّهُ ، وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (قُلْ تَعَالَوْنَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ) الْآيَةُ ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭২৪. কুতায়বা (র)... আমার ইবন সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মু'আবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা) সা'দ (রা)-কে আমীর বানালেন, আর বললেন : আবু তুরাব (আলী) (রা)-কে মন্দ বলতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে?

সা'দ (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ (আলী সম্পর্কে) যে তিনটি জিনিস বলেছেন, সেগুলো আমি স্বরণ করার কারণে আমি তাঁকে মন্দ বলতে পারি না। এর একটি জিনিসও যদি আমার মধ্যে হত, তবে লালবর্ণের উটের চাইতেও তা আমার কাছে অধিক প্রিয় হত।

কোন এক যুদ্ধে (তাবুক) রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে স্বেচ্ছাসিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। আলী (রা) নবী ﷺ-কে বলেছিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে মহিলা ও শিশুদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন?

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে বললেন : তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে মূসার কাছে হারুনের যে মর্যাদা ছিল, আমার কাছে তোমার সেই মর্যাদা! তবে (জেনে রাখবে) আমার পরে কোন নবী নেই।

সা'দ (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-কে খায়বার যুদ্ধের দিন বলতে শুনেছি : আজ আমি এমন একজনের হাতে পতাকা তুলে দিব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন।

সা'দ (রা) বলেন : আমরা সবাই এর জন্য আগ্রহী হয়ে মাথা উঁচু করে তাকাতে লাগলাম।

নবী ﷺ বললেন : আলীকে আমার কাছে ডেকে আন।

তিনি আসলেন। কিন্তু তাঁর চোখে ছিল অসুখ। নবী ﷺ তাঁর দুই চোখে থুথু দিয়ে দিলেন এবং তাঁর কাছে পতাকা দিলেন। শেষে তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেন।

এস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের ... (সূরা আল ইমরান ৩ : ৬১) যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ, আলী, ফাতিমা এবং হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবার।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব-সাহীহ।

৩৭২৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَابٍ أَبُو الْجَوَابِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشَيْنِ وَأَمَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلَى قَالَ : فَأَفْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً ، فَكَتَبَ مَعِيَ خَالِدٌ كِتَابًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشِيكِي بِهِ . قَالَ : فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ الْكِتَابَ ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ . فَسَكَتَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭২৫. আবদুল্লাহ ইবন আবু যিয়াদ (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার দুটি সেনাদল প্রেরণ করেন। এদের একটির আমীর বানালেন আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে আর আরেকটির আমীর বানালেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে। তিনি আরো বললেন : সশস্ত্র লড়াই হলে তখন আমীর থাকবে আলী।

বারা' (রা) বলেন : আলী (রা) একটি কেল্লা জয় করলেন। সেই যুদ্ধ থেকে তিনি একটি দাসী নিয়ে নিলেন। তখন এ বিষয় উল্লেখ করে খালিদ (রা) আমার সাথে নবীজীকে একটা চিঠি লিখে দিলেন। পরে আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি চিঠিটি পড়লেন। তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। পরে বললেন : এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা পোষণ কর, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং যাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও ভালবাসেন।

আমি বললাম : আল্লাহর গণ্য ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আমি আল্লাহর পানাহ চাই। আমি তো একজন দূত মাত্র।

তখন তিনি নীরব হলেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৭২৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذَرِ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَجَلِّحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَأَتَتْجَاهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَنْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَنْتَجَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَجَلَحِ .

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ فَضِيلٍ أَيْضًا عَنِ الْأَجَلَحِ .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَلَكِنَّ اللَّهَ ائْتَجَاهُ . يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ ائْتَجِيَ مَعَهُ .

৩৭২৬. আলী ইবনুল মুনযির কৃফী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাইফ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং তাঁর সঙ্গে গোপনে অনেক কথা আলোচনা করলেন।

লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, নবীজী তাঁর চাচাত ভাইয়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ গোপনে কথাবার্তা বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলিনি, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই তার সঙ্গে গোপনে কথা বলেছেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আজলাহ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইব্ন ফুযায়ল (র) ছাড়াও অন্যরাও আজলাহ (র) থেকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

‘আল্লাহ তাঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলেছেন’ — কথাটির মর্ম হল আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২৭২৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلَى : يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجَنَّبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ . قَالَ

عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ : قُلْتُ لِضَرَّارِ بْنِ صُرَدَ : مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنْبًا غَيْرِي

وَوَغَيْرِكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَاسْتَفْرَغَهُ .

৩৭২৭. আলী ইবনুল মুনযির (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে বলেছিলেন : হে আলী! এই মসজিদে জুনুবী (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় আমি আর তুমি ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয়।

আলী ইবনুল মুনযির (র) বলেন, আমি যিরার ইব্ন সুরাদ (র)-কে বললাম : এই হাদীসটির মর্ম কি?

তিনি বললেন : এর মর্ম হল, আমি এবং তুমি ছাড়া আর কারো জন্য জুনুবী অবস্থায় মসজিদ অতিক্রম করে যাওয়া বৈধ নয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : মহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র) আমার নিকট থেকে এ

হাদীসটি শুনে গারীব বলে মন্তব্য করেছেন।

৩৭২৮- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَازِسٍ عَنْ مُسْلِمِ الْمَلَكِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَصَلَّى عَلَى يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ ، وَمِنْ الْأَعْوَرِ لَيْسَ عَنْدهُمْ بِذَلِكَ الْقَوَى .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَ هَذَا .

৩৭২৮. ইসমাইল ইবন মুসা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বুওয়াতপ্রাপ্ত হন সোমবার। আর আলী সালাত আদায় করেন মঙ্গলবারে।

হাদীসটি গারীব। মুসলিম আওয়ার (র)-এর বুওয়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে মুসলিম আওয়ার শক্তিশালী রাবী নন।

এ হাদীসটি মুসলিম-হাব্বা-আলী (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৭২৯- حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ أَخْبَرَنَا : وَفِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هَنْدٍ الْحَبْلِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَتَ ابْتَدَأَنِي .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

৩৭২৯. খাল্লাদ ইবন আসলাম আবু বাকর বাগদাদী (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হিন্দ হুবালা (র) বলেন : আলী (রা) বলেছেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু চাইতাম, তখন তিনি তা দিতেন। আর যখন চুপ থাকতাম, আমাকে দিয়ে শুরু করতেন।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে জাবির, যায়দ ইবন আসলাম, আবু হুরায়রা ও উম্মে সালমা (রা) সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৭৩০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا شُرَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

৩৭৩০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আলী (রা)-কে বলেছিলেন : আমার ক্ষেত্রে তোমার স্থান হল মূসার ক্ষেত্রে হারুনের মত। তবে আমার পরে কেউ নবী নেই।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে সা'দ, যায়দ ইবন আরকাম, আবু হুরায়রা এবং উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৭৩১- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ تَقَرُّبُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ .

৩৭৩১. কাসিম ইবন দীনার আল-কূফী (র)... সা'দ ইবন আবু ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আলী (রা)-কে বলেছিলেন : মূসার সঙ্গে হারুন-এর যে সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমারও সেইরূপ সম্পর্ক।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এটি একাধিক সূত্রে সা'দ (রা)-নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আনসারী (র)-এর বর্ণনা হিসাবে এটিকে গারীব বলে মনে করা হয়।

২৭৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭৩২. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ আর-রাযী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীর দরওয়াজা ব্যতীত আর সব (মসজিদে প্রবেশের বিশেষ) দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

হাদীসটি গারীব। এ সনদ ছাড়া শু'বা (র) থেকে অন্য সূত্রে রিওয়াযাত সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

২৭৩৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدِّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَامُّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭৩৩. নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (র)... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ হাসান ও হুসায়নের হাত ধরে বললেন : যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে, এদের দুইজন এবং এদের মাতাপিতাকে ভালবাসবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে আমার স্তরে অবস্থান করবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া জা'ফর ইবন মুহাম্মদ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৭৩৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلَجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلَجٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَأَبُو بَلَجٍ إِسْمُهُ يَحْيَى ابْنُ أَبِي سَلِيمٍ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُو بَكْرٍ ، وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ غُلَامٌ ابْنُ ثَمَانَ سِنِينَ . وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خَدِيجَةُ .

৩৭৩৪. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আলী (রা)-ই সর্বপ্রথম সালাত আদায় করেন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন)।

হাদীসটি এ সূত্রে গারীব। শু'বা (র)-আবু বালজ (রা)-এর বর্ণিত হাদীস হিসাবে মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ (র) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবু বালজ (র)-এর নাম হল ইয়াহুইয়া ইবন আবু সুলায়ম।

এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন আলিম বলেছেন, পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর সিদ্দীক (রা)। আর কেউ কেউ বলেন, আলী (রা)-ই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। আর কিছু আলিম বলেন, পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা)। আলী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স হল আট বছর। আর মহিলাদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন খাদীজা (রা)।

৩৭৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ . قَالَ عَمْرِو بْنُ مُرَّةَ :

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَأَبُو حَمْرَةَ إِسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ .

৩৭৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুহান্না (রা)... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আলী সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমর ইব্ন মুররা (র) বলেন : ইবরাহীম নাখঈ (র)-এর কাছে আমি উক্ত রিওয়ায়তটি উল্লেখ করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন : সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবু বাকর সিদ্দীক (রা)।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবু হামযা (র)-এর নাম হল তালহা ইব্ন ইয়াযীদ।

২৭২৬- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُثْمَانَ أَخِي يَحْيَى بْنُ عِيْسَى . الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ عَنْ

الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ذَرِّبْنَ حَبِيشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَقَدْ عَهِدَ إِلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيُّ ﷺ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا

مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَبْغُضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ . قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّا مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ دَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৩৬. ইসা ইব্ন উছমান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উম্মী নবী ﷺ আমাকে বিশেষভাবে বলে গেছেন যে, তোমাকে মু'মিনই কেবল ভালবাসবে আর মুনাফিক তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।

আদী ইব্ন ছাবিত (র) বলেন : আমি এমন এক যুগের (অর্থাৎ আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণকারী) মানুষ, যাদের জন্য নবী ﷺ দু'আ করে গিয়েছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৭২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ . قَالَ

حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أُمُّ شَرَّاحِبِلَ ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي أُمُّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ

جَيْشًا فِيهِمْ عَلِيٌّ ، قَالَتْ : فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا تَمَتِّنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلِيًّا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার এবং ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম প্রমুখ (র)... উম্ম আতিয়া (রা) থেকে

বর্ণিত, নবী ﷺ (কোন এক অভিযানে) এক সেনাদল প্রেরণ করেন। এদের মাঝে আলী (রা)-ও ছিলেন।

উম্ম আতিয়া (রা) বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি দুই হাত তুলে দু'আ করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ! আলীকে পুনর্বার না দেখিয়ে আমার মৃত্যু দিও না।

এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্রেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি।

بَابُ : مَنَاقِبِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ রাযিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও গুণাবলী

২৭৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَحَدٍ دَرْعَانِ فَتَنَهَضَ إِلَى صَخْرَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : أَوْجَبَ طَلْحَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৭৩৮. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গায়ে দুটো বর্ম ছিল। তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর উঠতে গেলেন। কিন্তু সম্ভব হল না। তখন তালহাকে তাঁর নিচে বসিয়ে নবী ﷺ উপরে উঠে গেলেন এবং পাথরটির উপর অধিষ্ঠিত হলেন।

যুবায়র (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তালহা (জান্নাত) অবধারিত করে নিল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২৭৩৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى عَنْ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ وَضَعْفُهُ وَتَكَلَّمُوا فِي صَالِحِ بْنِ مُوسَى .

৩৭৩৯. কুতায়বা (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যমীনের উপর বিচরণরত একজন শহীদকে দেখতে যার আনন্দ হয়, সে যেন তালহা ইবন উবায়দুল্লাহকে দেখে।

হাদীসটি গারীব। সালত ইবন দীনার (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

কোন কোন আলিম সালত ইবন দীনার-এর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁকে যঈফ বলেছেন।

হাদীসবিদগণ সালিহ ইব্ন মূসারও সমালোচনা করেছেন।

৩৭৬০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : أَلَا أَبْشُرُكَ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : طَلْحَةُ مِمَّنْ قُضِيَ نَحْبُهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭৪০. আবদুল কদুস ইব্ন মুহাম্মদ আতার বাসরী (র)... মূসা ইব্ন তালহা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একদিন মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন : তোমাকে একটা সুসংবাদ দিব কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যারা উদ্দেশ্য পূরণ করেছে, তালহা তাদের একজন।

এ হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া মু'আবিয়া (রা)-এর রিওয়াযাতরূপে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৭৬১- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ الْعَنْزِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عُلْقَمَةَ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَدْنَى مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ : طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭৪১. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার এই কান রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছে, তালহা ও যুবায়র হল আমার জান্নাতের দুই প্রতিবেশী।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৭৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى وَعِيسَى ابْنِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِمَا طَلْحَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ : سَلْهُ عَمَّنْ قُضِيَ نَحْبُهُ مَنْ هُوَ ؟ وَكَانُوا لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَى مَسْئَلَتِهِ يُوقِرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ ، فَسَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ إِنِّي أَطْلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَ عَلَى ثِيَابٍ خَضِرٍ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قُضِيَ نَحْبُهُ ؟ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : هَذَا مِمَّنْ قُضِيَ نَحْبُهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ الْفَوَائِدِ .

৩৭৪২. মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ এক অজ্ঞ বেদুঈনকে বললেন : কেউ কেউ তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে (আহযাব ৩৩ : ২৩) তিনি কে এবং কারা? এ সম্পর্কে নবী ﷺ -কে তুমি জিজ্ঞাসা কর। কারণ, সাহাবীরা নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করতে সাহস পেতেন না। তাঁরা তাঁকে সম্মান করতেন ও ভয় করতেন।

নবী ﷺ -এর কাছে উক্ত বেদুঈন এ বিষয়ে প্রশ্ন করল। কিন্তু নবী ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে আবার তাঁকে প্রশ্ন করল। কিন্তু নবী ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে আবার নবী ﷺ -কে সে বিষয়ে প্রশ্ন করল কিন্তু তিনি মুখে ফিরিয়ে নিলেন। এর মধ্যে আমি মসজিদের দরওয়াজা দিয়ে এলাম। আমার গায়ে তখন ছিল সবুজ রঙের পোশাক। নবী ﷺ যখন আমাকে দেখলেন তখন বললেন : এ সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?

বেদুঈন বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হাযির। নবী ﷺ বললেন : যারা উদ্দেশ্য পূরণ করেছে তাদের মধ্যে ইনিও একজন।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। আবু কুরায়ব-ইউনুস ইবন বুকায়র (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

বড় বড় হাদীসবিশারদদের অনেকেই আবু কুরায়ব (র) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র)-কে আমি আবু কুরায়ব (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছি এবং এটিকে তিনি তাঁর কিতাবুল ফাওয়াইদ-এ স্থান দিয়েছেন।

بَابُ : مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-এর গুণাবলী

৩৭৪৩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ : جَمَعَ

لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ بِأَبِي وَأُمِّي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৪৩. হান্নাদ (র)... যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুরায়যা যুদ্ধের দিন 'আমার পিতামাতা উভয়ই তোমার জন্য কুরবান হোক', কথাটি বলেছেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

باب

পরিচ্ছেদ

৩৭৪৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ ابْنِ الْعَوَّامِ .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَيُقَالُ الْحَوَارِيُّ هُوَ النَّاصِرُ .

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : الْحَوَارِيُّ هُوَ النَّاصِرُ .

৩৭৪৪. আহমাদ ইবন মানী (র)... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) থাকেন। আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র ইবন আওওয়াম।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ। বলা হয় ‘হাওয়ারী’-এর অর্থ সাহায্যকারী।

রাবী বলেন : আমি ইবন আবু উমার (র)-কে বলতে শুনেছি যে, সুফয়ান ইবন উয়ায়না (র) বলেছেন, হাওয়ারী অর্থ সাহায্যকারী।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

٣٧٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخَضِرِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ ابْنِ الْعَوَّامِ . وَزَادَ أَبُو نَعِيمٍ فِيهِ : يَوْمَ الْأَحْزَابِ . قَالَ : مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ . قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ، قَالَهَا ثَلَاثًا . قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৪৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী থাকেন, আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র।

আবু নু'আয়ম (র) তাঁর বর্ণনায় আরো বলেছেন : আহযাব যুদ্ধের দিন নবী ﷺ বলেছিলেন : শত্রু বাহিনীর খবর আমাদের কাছে কে নিয়ে আসতে পারবে?

যুবায়র (রা) বললেন : আমি।

নবী ﷺ তিনবার এ কথা বললেন আর তিনবারই যুবায়র বললেন, আমি।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٧٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : أَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ صَبِيحَةَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : مَا مَنِيَّ عَضْوًا إِلَّا وَقَدْ جُرِحَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أُنْتَهَى ذَلِكَ إِلَى فَرْجِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

৩৭৪৬. কুতায়বা (র)... হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জামাল যুদ্ধের (উষ্ট্র যুদ্ধ) দিন ভোরে যুবায়র (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-কে উপদেশ দিলেন এবং বললেন : আমার এমন কোন অঙ্গ নেই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন : এমন কি তাঁর লজ্জাস্থানও আঘাত থেকে রেহাই পায়নি।

হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা)-এর গুণাবলী

৩৭৪৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عَوْفٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبُوبَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي

الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي

الْجَنَّةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ .

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

قَالَ : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ هَذَا

وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ .

৩৭৪৭ কুতায়বা (র)... আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবু বকর জান্নাতী 'উমার জান্নাতী, 'উছমান জান্নাতী, 'আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়র জান্নাতী, আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ জান্নাতী, সা'দ (ইব্ন আবু ওয়াক্কাস) জান্নাতী, সাঈদ (ইব্ন যায়দ) জান্নাতী, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী।

আবু মুসআব (র)... সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ সনদে আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা)-এর উল্লেখ নেই।

এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্ন হুমায়দ — তাঁর পিতা হুমায়দ-সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ রিওয়ায়াতটি প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটি থেকে অধিক সাহীহ।

৩৭৪৮- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِي نَفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ

: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثْمَانُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَطَلْحَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ . قَالَ : فَعَدُّ هَؤُلَاءِ التَّسْعَةُ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : نَنْشُدُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا الْأَعْوَرِ مِنَ الْعَاشِرِ ؟ قَالَ : نَشَدْتُمُونِي بِاللَّهِ ، أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : أَبُو الْأَعْوَرِ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ .

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ .

৩৭৪৮. সালিহ ইব্ন মিসমার মারওয়াযী (র)... সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদল লোকের মাঝে রিওয়াযাত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দশজন হল জান্নাতী। আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, আলী, উছমান, যুযায়র, তালহা, আবদুর রহমান, আবু উবায়দা, সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (জান্নাতী)।

সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) এ নয়জনের কথা গণনা করলেন এবং দশমজনের কথা বলা থেকে নীরব রইলেন।

উপস্থিত লোকেরা বলল : আমরা আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি হে আবুল আ'ওয়ার, দশমজন কে?

তিনি বললেন : তোমরা যখন আমাকে আল্লাহরই দোহাই দিলে (তখন বলতেই হচ্ছে যে,) আবুল আ'ওয়ারও (সাঈদ ইব্ন যায়দ) জান্নাতী।

আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইনি হলেন সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা)।

মুহাম্মদ বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রথমোক্ত হাদীসটি থেকে এ রিওয়াযাতটি অধিক সাহীহ।

৩৭৪৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍّ عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ كَانَ يَقُولُ : إِنْ أَمَرَ كُنْ مِمَّا يَهْمُنِي بَعْدِي ، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكَ إِلَّا الصَّابِرُونَ . قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ ،

فَسَقَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ، تُرِيدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا

بَيَعَتْهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৭৪৯. কুতায়বা (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : আমার পরে তোমাদের কি হবে এ বিষয়টি আমাকে চিন্তিত করে। প্রকৃত ধৈর্যশীলরা ছাড়া তোমাদের (ব্যয় নির্বাহে) কেউ ধৈর্যের উপর কায়েম থাকতে পারবে না।

বর্ণনাকারী আবু সালমা (র) বলেন : এরপর আয়িশা (রা) আমাকে বললেন : তোমার পিতা অর্থাৎ আবদুর রহমান ইব্ন আওফকে আল্লাহ তা'আলা যেন জান্নাতের সালসাবীল নহর থেকে শরবত পান করান।

আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণকে এক বড় সম্পদ দান করেছিলেন যেটি চল্লিশ হাজার (স্বর্ণমুদ্রায়) বিক্রি করা হয়েছিল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৭৫০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ الْبَصْرِيُّ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَوْصَى بِحَذِيقَةِ لَأْمِهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِيَعْتَ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৭৫০. আহমাদ ইব্ন উছমান বাসরী (র) এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন শাহীদ বাসরী... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) উম্মুল মু'মিনদের জন্য একটি উদ্যান ওয়াসীয়াত করেছিলেন। সেটি চার লাখ (রৌপ্য) মুদ্রায় বিক্রি হয়েছিল।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) মর্যাদা ও গুণাবলী

৩৭৫১- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُتُوبِيُّ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ ، وَهَذَا أَصَحُّ .

৩৭৫১. রাজা' ইব্ন মুহাম্মদ আল-উদবী (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! সা'দ যখন তোমার কাছে দু'আ করবে, তখন তা তুমি কবুল করো।

এ হাদীসটি ইসমাইল-কায়স (র) সূত্রে বর্ণিত আছে। নবী ﷺ বলেছিলেন : হে আল্লাহ! সা'দ যখনই তোমাকে ডাকবে, তখনই তার ডাক কবুল করো।

এটি অধিকতর সাহীহ।

৩৭৫২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْبَلَ سَعْدٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَذَا خَالِي فَلْيَرِنِي أَمْرُ وَخَالَهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ .

وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، وَكَانَتْ أُمُّ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا خَالِي.

৩৭৫২. আবু কুরায়ব এবং আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সা'দ (রা)-কে সামনে আসতে দেখে নবী ﷺ বলেছিলেন : এই আমার মামা। কোন ব্যক্তি আমাকে তার (এমন এক) মামা দেখাক তো দেখি।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মুজালিদ (র)-এর রিওয়াযাত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সা'দ (রা) ছিলেন বানু যুহরা গোত্রের। নবী ﷺ-এর মাতাও ছিলেন বানু যুহরা গোত্রের। এই হিসাবেই নবী ﷺ তাকে 'ইনি আমার মামা' বলে উল্লেখ করেছেন।

৩৭৫৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ ، قَالَ لَهُ يَوْمَ أَحَدٌ : أَرَمَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، وَقَالَ لَهُ : أَرَمَ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزُونُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ .

৩৭৫৩. হাসান ইবনুস সাক্বাহ আল-বায়হার (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ছাড়া আর কারো জন্য তাঁর পিতামাতা উভয়ই কুরবান হোক — এ কথা উল্লেখ করেননি। উহুদ যুদ্ধের দিনে তিনি সা'দকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : তীর নিক্ষেপ কর, 'আমার পিতামাতা উভয়েই তোমার জন্য কুরবান। তীর নিক্ষেপ কর হে শক্তিশালী তরুণ।

হাদীসটি হাসান সাহীহ।

এ বিষয়ে সা'দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একাধিক রাবী এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ-সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব-সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩৭৫৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أَحَدٍ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৭৫৪. কুতায়বা (র)... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের দিন 'আমার জন্য তাঁর পিতামাতা উভয়ই কুরবান হোক, এ কথা উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন হাদ-আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

৩৭৫৫- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّي أَحَدًا بِأَبَوِيهِ إِلَّا لِسَعْدٍ ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ يَقُولُ : أَرَمَ سَعْدٌ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৭৫৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সা'দ ছাড়া আর কারো জন্য 'পিতামাতা কুরবান হোক', এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনি নি। আমি উহদের দিন তাঁকে বলতে শুনেছি যে, হে সা'দ তীর ছোঁড়, তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক।

এ হাদীসটি সাহীহ।

৩৭৫৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً . قَالَ : لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ . قَالَتْ : فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ السَّلَاحِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَاءَ بِكَ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ : وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৫৬. কুতায়বা (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একরাতে (কোন এক সফর থেকে) মদীনা আগমনের পথে নবী ﷺ জাগ্রত ছিলেন। তখন তিনি বললেন : কোন নেক বান্দা যদি আজ রাত আমার পাহারাদারি করত!

আয়িশা (রা) বলেন : আমরা এই আলোচনায় ছিলাম এমন সময় আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানী শুনতে পেলাম। নবী ﷺ বললেন, কে এ লোকটি? উত্তরে বলা হল : সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কেন এসেছ?

সা'দ (রা) বললেন : নবী সম্পর্কে আমার মনে শঙ্কা জাগল তাই তাঁকে পাহারা দিতে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَنَاقِبِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : সাঈদ ইবন য়য়দ ইবন 'আমর ইবন নুফায়ল (রা)-এর গুণাবলী

৩৭৫৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى التَّسْعَةِ إِنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ أَتُمْ . قِيلَ : رَكِيفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَاءَ ، فَقَالَ ، أَثَبْتُ حِرَاءَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ الْإِنْبِيُّ وَصَبِيْقٌ وَشَهِيدٌ . قِيلَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَسَعْدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، قِيلَ : فَمَنْ الْعَاشِرُ ؟ قَالَ أَنَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ الْحَرَبِيِّ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . قَالَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

৩৭৫৭. আহমাদ ইবন মানী' (র)... সাঈদ ইবন য়য়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নয়জন সম্পর্কে আমি শাহাদত দিচ্ছি যে, তাঁরা অবশ্যই জান্নাতী। আর দশমজনের ক্ষেত্রেও যদি এই সাক্ষ্য দেই তবুও আমি গুনাহ্‌গার হব না।

বলা হল : তা কি ভাবে?

তিনি বললেন : আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হেরা পাহাড়ের উপর ছিলাম। তখন তিনি বললেন : হে হেরা তুমি স্থির থাক। তোমার উপর তো রয়েছে নবী, সিদ্দীক, শহীদ।

বলা হল : এরা কারা?

সাঈদ (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ , আবু বাকর, উমর, উছমান, আলী, তালহা, যুবায়র, সা'দ, আবদুর রহমান ইবন আওফ।

বলা হল : দশমজন কে?

তিনি বললেন : আমি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

সাঈদ ইবন য়য়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিকভাবে এটি বর্ণিত আছে।

আহমাদ ইবন মানী' (র)-সাঈদ ইবন য়য়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান।

بَابُ : مَنْاقِبِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর গুণাবলী

৩৭৫৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رِبِيعَةَ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُغْضِبًا وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : مَا أَغْضَبَكَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ ، إِذَا تَلَقَّوْا بَيْنَهُمْ تَلَقَّوْا بِوُجُوهِ مُبَشِّرَةٍ ، وَإِذَا لَقَوْنَا لَقَوْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْمَرَّ وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ إِلَّا يَمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَدَّى عَمِّي فَقَدْ أَذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৭৫৮. কুতায়বা (র)... আবদুল মুত্তালিব ইবন রাবী'আ ইবন হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাগান্বিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। আমি তখন নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন : আপনি রাগ করেছেন কেন?

বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের আর কুরায়শদের কি হল যে, তারা পরস্পরে মিলিত হলে আনন্দিত চেহারা নিয়ে সাক্ষাত করে আর তারা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয় অন্যভাবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এতে রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এমন কি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। এরপর বললেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ও রাসূলের খাতিরে তোমাদের ভালবাসবে।

এরপর তিনি বললেন : হে লোক সকল! যে ব্যক্তি আমার চাচাকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। কেননা চাচা তার পিতার মত।

হাদীসটি হাসান।

৩৭৫৯- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْعَبَّاسُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ .

৩৭৫৯. কাসিম ইবন দীনার কুফী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আব্বাস আমার আর আমি আব্বাসের।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। ইসরাঈল (র)-এর রিওয়ায়াত ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

৩৭৬০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ فِي الْعَبَّاسِ : إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ ، وَكَانَ عُمَرُ كَلَّمَهُ فِي صَدَقَتِهِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৭৬০. আহমদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আব্বাস (রা) সম্পর্কে উমারকে বলেছিলেন : কোন লোকের চাচা তার পিতার মত ।

উমার (রা) এই সময় আব্বাস (রা)-কে তাঁর সাদাকা সম্পর্কে নবী ﷺ-এর সঙ্গে আলাপ করছিলেন ।

এ হাদীসটি হাসান ।

৩৭৬১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ، وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ أَوْ مِنْ صِنُو أَبِيهِ .
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭৬১. আহমদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আব্বাস হলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চাচা । আর কোন লোকের চাচা হল তার পিতার মত অথবা বলেছেন তার পিতার মূল থেকে উদ্ভূত ।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব । আবু যিনাদ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই ।

৩৭৬২- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَانَ خِدَاةُ الْإِثْنَيْنِ خُتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى ادْعُوا لَهُمْ بِدَعْوَةِ يَنْفَعَكَ اللَّهُ بِهَا وَوَلَدُكَ ، فَقَدْأَوْغَدْنَا مَعَهُ فَأَلْبَسْنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تُفَادِرُ ذَنْبًا ، اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭৬২. ইবরাহীম ইবন সাঈদ জাওহারী (র)... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস (রা)-কে বলেছিলেন : সোমবার ভোরে আপনার সন্তানদের নিয়ে আপনি আমার কাছে আসবেন । আপনাদের জন্য এমন এক দু'আ করতে চাই যা আপনার ও আপনার সন্তানদের উপকারে আসবে ।

তদনুসারে তিনি এবং আমরা ভোরে নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম । তিনি আমাদেরকে একটি চাদর আবৃত

করে বললেন : হে আল্লাহ! তুমি আব্বাস ও তার সন্তানদের যাহিরী বাতিনী সব গুনাহ মাগফিরাত করে দাও।
কোন গুনাহই আর যেন অবশিষ্ট না থাকে। হে আল্লাহ! তাঁর সন্তানদের বিষয়েও তাঁর হিফাযত কর।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ : مَنْاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা)-এর গুণাবলী

৩৭৬৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَأَيْتُ جَعْفَرَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَقَدْ ضَعُفَ يَحْيَى

بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩৭৬৩. আলী ইবন হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জা'ফর (রা)-কে ফিরিশতাদের সঙ্গে জান্নাতে উড়তে দেখেছি।

আবু হুরায়রা (র)-এর রিওয়াযাত হিসাবে হাদীসটি গারীব। আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (র) প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ আবদুল্লাহ ইবন জা'ফরকে যঈফ বলেছেন, ইনি হলেন আলী ইবন মাদীনী (র)-এর পিতা।

এ বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৭৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ : مَا أُحْتَذَى أَنْعَالٌ وَلَا أَنْتَعَلَ وَلَا رَكِبَ الْمَطَايَا وَلَا رَكِبَ الْكُورَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلَ مِنْ جَعْفَرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

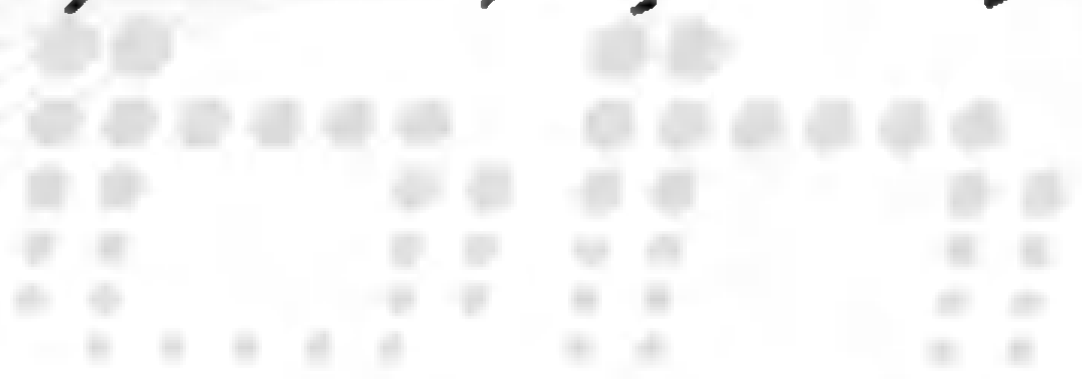
وَالْكُورُ : الرَّجُلُ .

৩৭৬৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর জা'ফর (রা) থেকে উত্তম কোন ব্যক্তি জুতা পরেন নি, উষ্ট্রারোহণ করেনি বা তিনি উপবিষ্ট হননি।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

أَلْكُورُ অর্থ হলো আরোহী।

৩৭৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ



বাংলা হাদিস

عَازِبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخَلْقِي . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র)... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জা'ফর ইব্ন আবু তালিব (রা)-কে বলেছিলেন : তুমি আকৃতি ও চরিত্রে আমার সাদৃশ। হাদীসটিতে আরো বর্ণনা রয়েছে। হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৭৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَحْيَى الْيَتَمَى ، وَإِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَقَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأَسْأَلَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنْهُ ، مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيَطْعِمَنِي شَيْئًا ، فَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمْ يُجِبْنِي حَتَّى يَذْهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَقُولُ لِمَرْأَتِهِ يَا أَسْمَاءُ أَطْعِمِينَا شَيْئًا ، فَإِذَا أَطْعَمَتْنَا أَجَابَنِي ، وَكَانَ جَعْفَرُ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْنِيهِ بِأَبِي الْمَسَاكِينِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَأَبُو إِسْحَقَ الْمَخْزُومِيُّ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَدِينِيُّ . وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

৩৭৬৬. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি অনেক সময় নবী ﷺ-এর কোন সাহাবীকে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। অথচ এটি সম্পর্কে আমি ভালই জ্ঞাত। আমার এ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমাকে নিয়ে তিনি কিছু খাওয়াবেন। আমি যখন জা'ফর ইব্ন আবু তালিব (রা)-কে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, তখন তিনি আমাকে জওয়াব না দিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বলতেন : আসমা, আমাদের খানা দাও। খানা খাওয়ার পরে তিনি আমার প্রশ্নের জওয়াব দিতেন।

জা'ফর (রা) মিসকীনদের খুব ভালবাসতেন। তাদের কাছে বসতেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তারাও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কুনিয়াত দিয়েছিলেন, আবু মাসাকীন বা মিসকীনদের পিতা।

এ হাদীসটি গারীব।

আবু ইসহাক মাখযুমী (র) হলেন ইবরাহীম ইবন ফাযল মাদীনী। তাঁর স্মরণশক্তির বিষয়ে কোন কোন হাদীস বিশারদ সমালোচনা করেছেন।

৩৭৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ حَاتِمُ بْنُ سَيَّارِ الْمَرْزِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا نَدْعُو جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبَا

الْمَسَاكِينَ فَكُنَّا إِذَا أَتَيْنَاهُ قَرَبْنَا إِلَيْهِ مَا حَضَرَ فَأَتَيْنَاهُ يَوْمًا فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا فَأَخْرَجَ جَرَّةً مِنْ عَسَلٍ فَكَسَرَهَا فَجَعَلْنَا نَلْعَقُ مِنْهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৭৬৭. আবু আহমাদ হাতিম ইবন সায্যার মারওয়াযী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমরা জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা)-কে মিসকীনদের পিতা বলে সম্বোধন করতাম। আমরা যখনই তাঁর কাছে যেতাম তিনি যা কিছু খাবার থাকতো আমাদের সামনে উপস্থিত করতেন। একদিন তাঁর কাছে গেলাম। সেদিন তাঁর দেবার মতো কিছুই ছিলো না। তিনি একটি মৌচাক ভাঙ্গলেন। আমরা তা থেকে চটে খেলাম।

আবু সালামা-আবু হুরায়রা সূত্রে এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

পরিচ্ছেদ : হাসান এবং হুসায়ন (রা)-এর গুণাবলী

৩৭৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ يَزِيدَ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَإِبْنُ أَبِي نَعْمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَعْمٍ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ ، وَيَكْنَى أَبَا الْحَكَمِ .

৩৭৬৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাসান ও হুসায়ন হল জান্নাতী যুবকদের সর্দার।

সুফইয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... ইয়াযীদ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইবন আবু নু'ম (র) হলেন আবদুর রহমান ইবন আবু নুম বাজালী কুফী, তাঁর উপাধি ছিল আবুল-হাকাম।

৩৭৬৯- حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ

الزُّمَعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ . قَالَ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ النَّبَالِ . أَخْبَرَنِي

الْحَسَنُ بْنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : طَرَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ

الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْ حَاجَتِي ، قُلْتُ : مَا هَذَا

الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى وَرِكَيْهِ، فَقَالَ: هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَتَايَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৭৬৯. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন এক প্রয়োজনে গেলাম। নবী ﷺ কোন একটি বস্তু পেঁচিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। আমি বুঝতে পারলাম না বস্তুটি কি? আমার কাজ শেষ হওয়ার পর আমি তাঁকে বললাম : আপনি এটা কি পেঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন?

তিনি তাঁর চাদর উন্মোচন করলেন। তখন তাঁর দুই উরুতে হাসান আর হুসায়ন (রা) ছিলেন।

তিনি বললেন : এরা দু'জন হলো আমার সন্তান ও আমার কন্যার সন্তান। হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি তুমি তাদের উভয়কে ভালবাস এবং যারা এ দু'জনকে ভালবাসে, তাদেরও তুমি ভালবাস।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৭৭০- حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ يُصِيبُ الثَّوبَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَهْدِيُّ بْنُ مَعْمُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩৭৭০. উকবা ইব্ন মুকরাম বাসরী আশ্বী (র)... আবদুর রহমান ইব্ন আবু নু'ম (র) থেকে বর্ণিত যে, ইরাকবাসী এক ব্যক্তি ইব্ন উমার (রা)-কে কাপড়ে মশার রক্ত লাগা সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেছিল।

ইব্ন উমার (রা) বললেন : এ লোকটিকে তোমরা লক্ষ্য কর, মশার রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করছে অথচ এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তান (হুসায়ন)-কে হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হাসান-হুসায়ন হলেন দুনিয়ায় আমার দুইটি পুষ্প।

এ হাদীসটি সাহীহ।

শু'বা এবং মাহদী ইব্ন মায়মূন (র) এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন আবু ইয়াকুব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।



বাংলা হাদিস

৩৭৭১- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ . حَدَّثَنَا رَزِينُ قَالَ : حَدَّثَنِي سَلْمَى ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ ، مَا يُبْكِيكِ ؟ قَالَتْ : رَأَيْتُ : رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ ، فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ انْفَاءً .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৭৭১. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... সালমা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি কাঁদছিলেন। আমি বললাম : কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর মাথা ও দাড়ি ধূলি মলিন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি হয়েছে আপনার? তিনি বললেন : এইমাত্র দেখে এলাম হুসায়নকে হত্যা করা হয়েছে।

এ হাদীসটি গারীব।

৩৭৭২- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَىُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُولُ لِفاطِمَةَ أَدْعِي لِي أَبْنَى فَيَشْمَهُمَا وَيُضْمَهُمَا إِلَيْهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ

৩৭৭২. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনার আহলে বায়ত (পরিবারের)-এর মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে?

তিনি বললেন : হাসান ও হুসায়ন।

আনাস (রা) বলেন : তিনি ফাতিমা (রা)-কে বলতেন, আমার দু'সন্তানকে ডাক। এরপর তিনি তাদের উভয়কে নাকে ঝুঁকতেন ও বুকে চেপে ধরতেন।

আনাস (রা)-এর রিওয়াযাতরূপে হাদীসটি গারীব।

৩৭৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْأَسْعَثُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَنْبَرَ فَقَالَ : إِنَّ أَبْنَى هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَنَتَيْنِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ يَعْنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ .

৩৭৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন : আমার এই পুত্র (হাসান ইব্ন আলী) হলেন সর্দার। তার হাতে আল্লাহ তা'আলা (বিবাদমান) দুই দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করাবেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : পুত্র বলতে এখানে হাসান ইবন আলী (রা)-কে বুঝান হয়েছে।

৩৭৭৪- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتَرَانِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ اللَّهُ (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتَرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ .

৩৭৭৪. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতা বুরায়দা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় হাসান ও হুসায়ন আসলেন। তাঁদের গায়ে ছিল লাল দুটো জামা। তারা হাঁটছিলেন আবার পড়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিস্বর থেকে নেমে এলেন এবং তাদের দু'জনকে উঠিয়ে নিয়ে সামনে বসালেন। পরে বললেন : আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন যে, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ (সূরা তাগাবুন ৬৪ : ১৫)। এই দুইটি শিশু হেঁটে আসছিল আর পড়ে যাচ্ছিল দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না। এমনকি কথা বন্ধ করেও এদেরকে তুলে নিলাম।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। হুসায়ন ইবন ওয়াকিদ (র) সূত্রেই কেবল এটি আমরা জানি।

৩৭৭৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خِثْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَرْثَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ ، أَحَبُّ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا ، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خِثْمٍ . وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خِثْمٍ .

৩৭৭৫. হাসান ইবন আরাফা (র)... ইয়া'লা ইবন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হুসায়ন আমার আর আমি হুসায়নের। হুসায়নকে যে ভালবাসবে, আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন। হুসায়ন তো হল সন্তান-সন্ততিদের একজন।

এ হাদীসটি হাসান। আবদুল্লাহ ইবন উছমান ইবন খায়ছাম সূত্রে আমরা এটা জানি।

আবদুল্লাহ ইবন উছমান ইবন খায়ছাম কর্তৃক ভিন্ন সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৩৭৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আহলে বায়তের মাঝে হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক সদৃশ আর কেউ নেই। এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৭৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَشَبِّهُهُ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَبْنِ عَبَّاسٍ وَبْنِ الزُّبَيْرِ .

৩৭৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি। হাসান ইব্ন আলী (রা) ছিলেন তাঁর সদৃশ।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আবু বাকর সিদ্দীক, ইব্ন আব্বাস এবং ইব্ন যুবায়র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৭৭৮- حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ , حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ

سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِئْتُ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيبٍ فِي أَنْفِهِ وَيَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حَسَنًا لَمْ يَذْكُرْ قَالَ , قُلْتُ : أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৭৭৮. খাল্লাদ ইব্ন আসলাম বাগদাদী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি (কূফার আমীর) ইব্ন যিয়াদের কাছে ছিলাম। এমন সময় হুসায়ন (রা)-এর (কর্তিত) মাথা সেখানে নিয়ে আসা হল। ইব্ন যিয়াদ একটি খেজুরের ডাল দিয়ে তাঁর নাকে ইশারা করে বলল : এর সৌন্দর্যের এত আলোচনা কেন। এর মত সুন্দর বুঝি আর দেখিনি।

আনাস (রা) বলেন, আমি বললাম : সাবধান! তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৭৭৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هَانِي

بْنِ هَانِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْحَسَنُ أَشَبَّهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصُّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ , وَالْحُسَيْنُ أَشَبَّهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৭৭৯. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বুক থেকে মাথা

পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হল হাসান আর এর নীচের অংশের ক্ষেত্রে হুসায়ন হল তাঁর অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৭৮০- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ نُصِدَتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرُّحْبَةِ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ جَاءَتْ ، قَدْ جَاءَتْ ، فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخْلُلُ الرُّؤُسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخَرِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ مُنِيئَةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغِيَّبَتْ . ثُمَّ قَالُوا : قَدْ جَاءَتْ ، قَدْ جَاءَتْ ، ففَعَلْتَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৮০. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র)... উমারা ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ ও তার সঙ্গীদের মাথা কেটে এনে কুফার ময়দানে অবস্থিত মসজিদে একটার উপর একটা রাখা হল। আমিও দর্শকদের মধ্যে সেখানে গেলাম। হঠাৎ লোকেরা বলতে লাগল : এসে গেছে, এসে গেছে। দেখি একটি সাপ এসে মাথাগুলোর মাঝে ঢুকে গেল এবং উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ-এর নাক দিয়ে ঢুকে সেখানে কিছুক্ষণ রইল এবং পরে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার লোকেরা বলতে লাগল : এসে গেছে, এসে গেছে। সাপটি এসে আগের মতই আচরণ করল। এইভাবে দুইবার কি তিনবার করল।

বর্ণনাটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ
পরিচ্ছেদ

৩৭৮১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرْبَيْنَ حَبِيشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : سَأَلْتَنِي أُمِّي مَتَى عَهْدُكَ تَعْنِي بِالنَّبِيِّ ﷺ ، فَقُلْتُ : مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَتْ مَنِي ، فَقُلْتُ لَهَا : دَعِينِي آتَى النَّبِيُّ ﷺ فَاصْلَى مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَنْفَلَ فَتَبِعْتُهُ ، فَسَمِعَ صَوْتِي ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : مَا حَاجْتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأَمِّكَ . قَالَ : إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنْ فَاطِمَةً سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ .

৩৭৮১. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান এবং ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আমার মা জিজ্ঞাসা করলেন : তাঁর অর্থাৎ নবী ﷺ-এর সঙ্গে কবে তোমার সাক্ষাত হয়েছিল?

আমি বললাম : এত এত দিন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত নেই।

মা তখন আমাকে কিছু গালমন্দ করলেন। আমি বললাম : আমাকে ছেড়ে দিন তো। আমি নবী ﷺ-এর কাছে যাব এবং তাঁর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করে আমার ও আপনার জন্য ইস্তিগফার করতে অনুরোধ জানাব।

এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম তাঁর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। এরপর তিনি (নফল) সালাত আদায় করতে থাকলেন। শেষে ইশার সালাত আদায় করে ফিরলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তিনি আমার আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন : কে? হুযায়ফা?

আমি বললাম : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : কি দরকার। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার মাকে মাফ করুন।

এরপর তিনি বললেন : এক ফিরিশ্তা এলেন। আজকের এই রাতের পূর্বে আর কখনও তিনি দুনিয়ায় অবতরণ করেননি। তিনি তার প্রভুর কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন আমাকে সালাম পেশ করতে এবং এই সুসংবাদ দিতে যে, ফাতিমা হল জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী আর হাসান ও হুসায়ন হল জান্নাতী যুবকদের দুই প্রধান।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব। ইসরাঈল (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৭৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْبَبُهُمَا فَأَحْبِبْهُمَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৭৮২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন হাসান ও হুসায়নকে দেখলেন। বললেন : হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি, আপনিও তাদের ভালবাসুন।

হাদীসটি হাসান।

৩৭৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْبَبُهُ فَأَحْبِبْهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ .

৩৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর কাঁধে হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে উঠিয়ে বলছেন : হে আল্লাহ! আমি তো একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আর এটি ফুযায়ল ইব্ন মারযুক বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত।

৩৭৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ رَجُلٌ : نِعَمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَنِعَمَ الرَّاكِبُ هُوَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
 وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَدْ ضَعَفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

৩৭৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর কাঁধে তুলে হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-কে নিয়ে আসছিলেন।
 এক ব্যক্তি তখন বলল : ও হে বালক! তুমি কতো উত্তম বাহনে আরোহণ করেছ!
 নবী ﷺ বললেন : আর আরোহীটিও তো কত উত্তম।
 হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।
 কোন কোন হাদীস বিশারদ যামআ ইব্ন সালিহ (র)-কে স্বরণশক্তির দিক থেকে যঈফ বলেছেন।

৩৭৮৫- حَدَّثَنَا بَنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ كَثِيرِ الْبَوَّاءِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نُجَبَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنْ كُلُّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ أَوْ نُقَبَاءَ وَ أُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، قُلْنَا : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : أَنَا وَأَبْنَايَ وَ جَعْفَرُ وَحَمْرَةُ وَ أَبُوبَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ بِلَالٌ وَ سَلْمَانُ وَ الْإِمْقَدَادُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ عَمَّارُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
 وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ .

৩৭৮৫. ইব্ন আবু উমার (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
 নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তা'আলা সাতজন করে 'নাজীব' (উত্তম সঙ্গী) দান করেছেন।
 আর আমাকে প্রদান করা হয়েছে বারজন।
 রাবী মুসায়্যাব বলেন, আমরা বললাম : এঁরা কারা?
 আলী (রা) বললেন : আমি, আমার দুই পুত্র (হাসান ও হুসায়ন), জা'ফর, হামযা, আবু বকর, উমার, মুসআব ইব্ন উমায়র, বিলাল, সালমান, আম্মার, মিকদাদ, হুযায়ফা এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)।
 হাদীসটি এ সূত্র হাসান-গারীব।
 আলী (রা) থেকে এ হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ পরিবারের গুণাবলী

৩৭৮৬- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ ، فَسَمِعْتُهُ

يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تُضِلُّوا : كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَزَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৩৭৮৬. নাসর ইব্ন আবদুর রহমান কূফী (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি হজ্জের সময় আরাফা দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করে খুতবারত অবস্থায় দেখেছি। তাঁকে তখন আমি বলতে শুনেছি : হে লোক সকল! আমি এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি তা যদি তোমরা ধারণ কর, তবে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বায়ত।

এ বিষয়ে আবু যার, আবু সাঈদ, যায়দ ইব্ন আরকাম ও হুযায়ফা ইব্ন আসীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান গারীব।

যায়দ ইব্ন হাসান (র)-এর বরাতে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান প্রমুখ (র) হাদীসবিদগণও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৭৮৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ

عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَحُسَيْنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ

بِكِسَاءٍ وَعَلَى خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأُذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ : أَنْتِ عَلَى مَكَانِكَ وَأَنْتِ إِلَى خَيْرٍ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .



বাংলা হাদিস

৩৭৮৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)... উমার ইব্ন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে অবস্থানকালে নবী ﷺ -এর কাছে এ আয়াতটি নাযিল হয় :

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব ৩৩ : ৩৩)।

তখন নবী ﷺ ফাতিমা এবং হাসান ও হুসায়নকে ডেকে আনলেন এবং তাঁদেরকে একটি চাদরে আবৃত করলেন। আলী ছিলেন তাঁর পিছনে। তাঁকেও চাদরে আবৃত করে নিলেন। এরপর বললেন : হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বায়ত। এদের থেকে তুমি অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং এদেরকে তুমি পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করে দাও।

উম্মু সালামা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও তাঁদের সঙ্গে আছি।

নবী ﷺ বললেন : তুমি তো তোমার স্থানে আছই। তুমিও আমার কাছে উত্তম।

এ বিষয়ে উম্মু সালামা, মা'কিল ইব্ন ইয়াসার, আবুল হামরা ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

এ সূত্রে হাদীসটি গারীব।

৩৭৮৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ : كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ . وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ ، فَانْظُرُوا كَيْفَ نَخْلُقُونِي فِيهِمَا . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৭৮৮. আলী ইব্ন মুনিযির কূফী (র)... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের কাছে এমন কিছু বস্তু রেখে যাচ্ছি তোমরা যদি সেসব ধারণ করে রাখ, তবে আমার পরে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না তোমরা। এর একটি আরেকটির চেয়ে মহান — তা হল আল্লাহর কিতাব। আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদৃঢ় রজ্জু; আর আমার পরিবার — আমার আহলে বায়ত। হাওমে কাওছারে আমার কাছে আগমন করা পর্যন্ত এরা আর বিচ্ছিন্ন হবে না কখনও। তোমরা লক্ষ্য রাখবে এতদুভয়ের ব্যাপারে তোমরা আমার পর কিরূপ ব্যবহার করছ।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৭৮৯- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْنُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ ، وَأَحِبُّوا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৭৮৯. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশআছ (র)... ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে, কারণ তিনি তোমাদের তাঁর নিয়ামত ভোগ করচ্ছেন। আর আমাকে ভালবাসবে আল্লাহর ভালবাসায়। আমার আহলে বায়তকে ভালবাসবে আমার ভালবাসায়।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্রেই কেবল এটিকে আমরা চিনি।

بَابُ : مَنْاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

পরিচ্ছেদ : মু'আয ইব্ন জাবাল, যায়দ ইব্ন ছাবিত, উবাই ইব্ন কা'ব এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর গুণাবলী

৩৭৯০- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَأَعْلَمُهُم بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَقْرَأُ هُمْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৭৯০. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের বিষয়ে আমার উম্মাতের মাঝে সবচাইতে দয়ালু ব্যক্তি হল আবু বাকর, আল্লাহর বিষয়ে সবচেয়ে কঠোর হল উমার, সবচেয়ে লজ্জাশীল হল উসমান ইবন আফফান, হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী হল মুআয ইব্ন জাবাল, ফারাইয সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ হল যায়দ ইবন ছাবিত, কিরআত সম্পর্কে বেশী জ্ঞানের অধিকারী হল উবাই ইব্ন কা'ব। প্রত্যেক উম্মতেরই একজন আমীন (বিশেষ আমানতদার) রয়েছে, এই উম্মতের আমীন হল আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

হাদীসটি গারীব। কাতাদা (র)-এর হাদীস হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবু কিলাবা (র) এ হাদীসটি আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৭৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَأُ هُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي بَنْ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُم بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৭৯১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের বিষয়ে আমার উম্মাতের মাঝে সবচাইতে দয়ালু ব্যক্তি হল আবু বাকর, আল্লাহর বিষয়ে সবচেয়ে কঠোর হল উমার, সবচেয়ে লজ্জাশীল হল উসমান ইব্ন আফফান, কিরআত সম্পর্কে বেশী জ্ঞানের অধিকারী হল উবাই ইব্ন কা'ব, ফারাইয সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ হল যায়দ ইব্ন ছাবিত, হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী হল মুআয ইব্ন জাবাল। প্রত্যেক উম্মতেরই একজন আমীন (বিশেষ আমানতদার) রয়েছে, এই উম্মতের আমীন হল আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৭৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَنِي كَعْبٍ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا)

قَالَ : وَسَمَانِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَيَبْكِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩৭৯২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইব্ন কাব (রা)-কে বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনাতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা বায়্যিনা ৯৮ : ১....)

উবাই (রা) বললেন : আমার নাম বলেছেন।

নবী ﷺ বললেন : হ্যাঁ।

উবাই (রা) তখন কেঁদে ফেললেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

৩৭৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) فَقَرَأَ فِيهَا : إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْخَنِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يَكْفُرَهُ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ : وَلَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا تَرَابٌ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

يَحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) فَقَرَأَ فِيهَا : إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْخَنِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يَكْفُرَهُ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ : وَلَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا تَرَابٌ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

কফরু মিন অহলি কিতাব) ফকরা ফিহা : ইনু ডাতু দদিনু ইন্দু লাহু লখনিফুতু মুসলিমু লা লযহুদীয়ে লা নাসরানীয়ে , মনু ইয়ামলু খিরানু ফলনু ইকফরুহু , ওকরা ওলিহু : ওলুও আনু লিবনি আদমু ওাদীয়া মিন মালু লাবতগী ইলিহু থানীয়া , ওলুও কানু লু থানীয়া লাবতগী ইলিহু থালীয়া , ওলাইমলা জুওফা ইবনি আদমু ইলা তরাবু , ওয়িতুবু লাহু ওলী মনু তাব .

কফরু মিন অহলি কিতাব) ফকরা ফিহা : ইনু ডাতু দদিনু ইন্দু লাহু লখনিফুতু মুসলিমু লা লযহুদীয়ে লা নাসরানীয়ে , মনু ইয়ামলু খিরানু ফলনু ইকফরুহু , ওকরা ওলিহু : ওলুও আনু লিবনি আদমু ওাদীয়া মিন মালু লাবতগী ইলিহু থানীয়া , ওলুও কানু লু থানীয়া লাবতগী ইলিহু থালীয়া , ওলাইমলা জুওফা ইবনি আদমু ইলা তরাবু , ওয়িতুবু লাহু ওলী মনু তাব .

কফরু মিন অহলি কিতাব) ফকরা ফিহা : ইনু ডাতু দদিনু ইন্দু লাহু লখনিফুতু মুসলিমু লা লযহুদীয়ে লা নাসরানীয়ে , মনু ইয়ামলু খিরানু ফলনু ইকফরুহু , ওকরা ওলিহু : ওলুও আনু লিবনি আদমু ওাদীয়া মিন মালু লাবতগী ইলিহু থানীয়া , ওলুও কানু লু থানীয়া লাবতগী ইলিহু থালীয়া , ওলাইমলা জুওফা ইবনি আদমু ইলা তরাবু , ওয়িতুবু লাহু ওলী মনু তাব .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .

وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .

৩৭৯৩. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে। এরপর তিনি (সূরা বায়্যিনা ৯৮) পাঠ করে শোনালেন।

তিনি আরো পাঠ করলেন : আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন হল একনিষ্ঠ আল্লাহুয় সমর্পিত দীন। ইয়াহুদীবাদ নয়, খৃষ্টবাদও নয়, অগ্নি-উপাসনাবাদও নয়। যে ব্যক্তি ভাল করবে, তা কখনো অস্বীকার করা হবে না।

তিনি আরো পাঠ করলেন : কোন আদম সন্তানের জন্য যদি এক উপত্যাকাপূর্ণ সম্পদও হয়, তবুও সে অবশ্যই দ্বিতীয়টির কামনা করবে। যদি দ্বিতীয়টিও তার হয়, তবুও সে অবশ্যই তৃতীয়টির কামনা করবে। মাটি ছাড়া আদম সন্তানের উদর আর কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না। আর আল্লাহ যাকে ফেরানোর, তাকে ফিরাবেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (র) তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইব্ন আবযা-উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে।

কাতাদা (র)-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে।

৩৭৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةَ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَبِي بِنِ كَعْبٍ ، وَمَعَاذِبُنْ جَبَلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ

ثَابِتٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ .

قُلْتُ لَأَنَسٍ : مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ : أَحَدُ عُمُو مَتَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে কুরআন সংকলন করেছিলেন চারজন। এঁরা সকলেই ছিলেন আনসারী। তাঁরা হলেন : উবাই ইব্ন কা'ব, মুআয ইব্ন জাবাল, যায়দ ইব্ন ছাবিত এবং আবু যায়দ (রা)।

রাবী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বললাম : আবু যায়দ কে?

তিনি বললেন : আমার এক চাচা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৭৯৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نِعَمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعَمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعَمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، نِعَمَ الرَّجُلُ أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، نِعَمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ ، نِعَمَ الرَّجُلُ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، نِعَمَ الرَّجُلُ مَعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ .

৩৭৯৫. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবু বকর উত্তম লোক, উমার উত্তম লোক, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ উত্তম লোক, উসায়দ উবন হুরায়র উত্তম লোক, ছাবিত ইবন কায়স ইবন শামমাস উত্তম লোক, মুয়ায ইবন জাবাল উত্তম লোক, মুআয ইবন আমর ইবন জামূহ ভাল লোক।

এ হাদীসটি হাসান। সুহায়ল (র)-এর রিওয়ায়াতেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি।

৩৭৯৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَا أُبْعَثْ مَعَنَا أَمِينٌ ، فَقَالَ : فَإِنِّي سَأُبْعَثُ مَعَكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، فَأَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ ، فَبْعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ : وَكَانَ أَبُو إِسْحَقَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ صِلَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ وَأَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

৩৭৯৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : (নাজরান সর্দার) আকিব ও সাযি়দ নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তারা বললেন : আমাদের সঙ্গে আপনার আমীন-কে প্রেরণ করুন।

নবী ﷺ বললেন : আমি অবশ্যই একজন যথার্থ আমীন-কে তোমাদের সঙ্গে পাঠাব।

লোকেরা খুবই উৎসুক হয়ে উঠল। এরপর নবী ﷺ আবু উবায়দা (রা)-কে প্রেরণ করেন।

সিলাহ (র)-এর সূত্রে আবু ইসহাক (র) যখন এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করতেন তখন বলতেন, ষাট বছর পূর্বে এটি আমি সিলাহ (র) থেকে শুনেছি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

উমার ও আনাস (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : প্রত্যেক উম্মতেরই রয়েছে একজন আমীন। এই উম্মতের আমীন হলেন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

بَابُ : مَنَاقِبِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : সালমান ফারিসী (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

৩৭৯৭- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِبَادِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ

أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ : عَلِيٍّ ، وَعُمَارٍ ، وَسَلْمَانَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ .

৩৭৯৭. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাত তিন ব্যক্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে রয়েছে। আলী, আম্মার ও সালমান।

হাদীসটি হাসান-গারীব। হাসান ইবন সালিহ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

৩৭৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هَانِيٍّ عَنْ

هَانِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : جَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : أُنْذِنُوا لَهُ مَرَحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطِيبِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৯৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও। মারহাবা এ সত্তার যে নিজেকে পবিত্র এবং যাকে করা হয়েছে পবিত্র।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৭৯৯- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَيَّاهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ

أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا خَيْرَ عَمَّارٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَيَّاهٍ ، وَهُوَ شَيْخٌ كُوفِيٌّ .

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ ، لَهُ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَقَّةٌ ، رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى رَبِيعٍ عَنْ رَبِيعٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

وَقَدْ رَوَى سَالِمُ الْمَرَادِيُّ الْكُوفِيُّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حَرَّاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا .

৩৭৯৯. কাসিম ইবন দীনার আল কূফী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখনই আমারকে দুটোর একটি গ্রহণের এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন সে
সঠিকটিই গ্রহণ করেছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আবদুল আযীয ইবন সিয়াহ (র)-এর রিওয়াযাত হিসাবে এ সূত্রে ছাড়া এটি
সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবদুল আযীয ইবন সিয়াহ (র) হলেন একজন কূফী শায়খ। তাঁর
বরাতে বহু লোক হাদীস রিওয়াযাত করেছেন। ইয়াযীদ ইবন আবদুল আযীয নামে তাঁর এক পুত্র রয়েছেন।
তিনিও ছিকাহ বা আস্থাযোগ্য। তাঁর থেকে ইয়াহইয়া ইবন আদাম (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মাহমূদ ইবন গায়লাম (র)... হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এবং সালিম
আল-মুরাদী কূফী (র) হুযায়ফা সূত্রে নবী থেকে এ রূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮০- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْشِرْ يَا عَمَّارُ ، تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي الْيُسْرِ وَحُذَيْفَةَ .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

৩৮০০. আবু মুসআব আল মাদীনী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
হে আমার! সুসংবাদ লাভ কর, বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।

রাবী বলেন : এ বিষয়ে উম্মু সালামা, আবদুল্লাহ ইবন আমর, আবু ইয়াসির ও হুযায়ফা (রা) থেকেও
হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আলা ইবন আবদুর রহমান (র)-এর রিওয়াযাত হিসাবে গারীব।

بَابُ : مَنَاقِبِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আবু যার গিফারী (রা)-এর গুণাবলী

৩৮০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ هُوَ أَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ أَبِي
حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا أَظْلَمَتِ الْخَضِرَاءُ
وَلَا أَقَلَّتِ الْغُبَرَاءُ أَصْدَقُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .



বাংলা হাদিস

৩৮০১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আবু যার-এর চাইতে অধিক সত্যবাদী কাউকে নীলাকাশ ছায়া দেয়নি আর ধূসর পৃথিবী বহন করেনি।

এ বিষয়ে আবুদ-দারদা ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

৩৮০২. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَظَلَّتِ الْخَضِرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغُبَرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَلَا أَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرٍّ شِبْهَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ افْتَعَرِفْ ذَلِكَ لَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَأَعْرِفُوهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : أَبُو ذَرٍّ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ بِزُهْدٍ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৩৮০২. আব্বাস আম্বারী (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আবু যার অপেক্ষা অধিক সত্য যবানের অধিকারী এবং অধিক অঙ্গীকার পূরণকারী আর কাউকে নীলবর্ণ আকাশ ছায়া দেয়নি আর ধূসর পৃথিবী বহন করেনি। সে হল ঈসা ইবন মারয়াম (আ) সদৃশ্য।

উমার ইবন খাত্তাব (রা) যেন ঈর্ষান্বিতের মত বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে কি জানাব?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, জানিয়ে দাও।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব

কোন কোন রাবী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করে বলেছেন : ঈসা ইবন মারয়াম-এর ন্যায় দুনিয়া-বিমুখতার সাথে আবু যার এ পৃথিবীতে চলাফেরা করে।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর গুণাবলী

৩৮০৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحْيَاةٍ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : لِمَا أُرِيدَ قَتْلُ عُثْمَانَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ جِئْتُ فِي نَصْرِكَ ، قَالَ : أَخْرِجْ إِلَى النَّاسِ فَأُطْرِدْهُمْ عَنِّي فَإِنَّكَ خَارِجٌ خَيْرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلًا فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ أَسْمَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَنْ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَنَزَلَتْ فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ نَزَلَتْ فِي (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمِنْ وَأَسْتَكَبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وَنَزَلَ (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) إِنَّ اللَّهَ سَفِيفًا مَغْمُودًا عَنْكُمْ ،

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاللَّهُ اللَّهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقْتُلُوهُ
فَوَاللَّهِ لَنْ تَقْتُلُوهُ لَتَطْرُدُنَّ جِيرَانَكُمْ الْمَلَائِكَةُ ، وَلَتَسْتَلْنَ سَيْفَ اللَّهِ الْمَغْمُودَ عَنْكُمْ فَلَا يَغْمِدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
قَالُوا : أَقْتُلُوا الْيَهُودِيَّ وَأَقْتُلُوا عُثْمَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، إِنْ مَانَعَرَفَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ .

وَقَدْ رَوَى شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ .

৩৮০৩. আলী ইব্ন সাঈদ আল-কিন্দী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে বর্ণিত :
তিনি বলেন : উছমান (রা)-কে যখন হত্যার পরিকল্পনা করা হয় সে সময় আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম তাঁর কাছে
এলেন। উছমান (রা) তাঁকে বললেন : আপনি কেন এসেছেন?

তিনি বললেন : আপনার সাহায্যে এসেছি।

উছমান (রা) বললেন : আপনি (বিদ্রোহী) লোকগুলোর কাছে যান এবং আমার নিকট থেকে এদের
হটিয়ে রাখুন। আপনি ভিতরে থাকার চেয়ে বাইরে (গিয়ে এদের হটানোর ব্যবস্থায়) থাকা আমার জন্য বেশী
মঙ্গলজনক।

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম লোকদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। তাদের বললেন : হে লোক সকল!
জাহিলী যুগে আমার নাম ছিল অমুক (হাসীন)। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। আমার
বিষয়ে আল্লাহর কিতাবে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। আমার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল :

(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمِنْ وَأَسْتَكَبَرْتَ تَمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

“বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা
এতে অবিশ্বাস কর। উপরন্তু বানু ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর অনুরূপ সাক্ষী দিয়ে এতে ঈমান স্থাপন
করলো অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ! তা হলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? আল্লাহ যালিমদের হিদায়াত
করেন না।” (সূরা আহকাফ ৪৬ : ১০)।

আমার বিষয়ে আরো নাযিল হয়েছে : (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)

“বল, আল্লাহ এবং যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে
যথেষ্ট।” (সূরা রাদ ১৩ : ৪৩)

আল্লাহর তরবারী তোমাদের থেকে কোষবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তোমাদের এ শহর, যেখানে তোমাদের
নবী অবতরণ করেছেন, ফিরিশ্তারা এখানে তোমাদের প্রতিবেশী। এ মহান ব্যক্তির (উছমানের) হত্যার
বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর কসম! তোমরা তাঁকে যদি হত্যা কর, তবে তোমাদের প্রতিবেশী
(রহমতের) ফিরিশ্তাগণকে সরিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহর (আযাবের) কোষবদ্ধ তরবারী কোষমুক্ত হয়ে
যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত আর তা কোষবদ্ধ হবে না।

তখন বিদ্রোহীরা বলল : এ ইয়াহুদীটিকে কতল কর, উছমানকে কতল কর।

হাদীসটি গারীব। আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এটিকে আমরা জানি।

শুআয়ব ইবন সাফওয়ান (র) এই হাদীসটি আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি উমার ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন সালাম — তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

২৮০৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا حَضَرَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْمَوْتَ قِيلَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْصِنَا قَالَ : اجْلِسُونِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا ، مَنْ آبَتَاهُمَا وَجَدَهُمَا ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَالتَّمَسُّوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ ، عِنْدَ عُوَيْمِرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩৮০৪. কুতায়বা (র)... ইয়াযীদ ইবন আমীরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মু'আয ইবন জাবাল (রা)-এর মৃত্যুর সময় হাযির হলে তাঁকে বলা হল : হে আবু আবদুর রহমান! আমাদের কিছু ওসীয়াত করুন।

তিনি বললেন : আমাকে তোমরা বসিয়ে দাও। পরে বললেন : ইল্ম ও ঈমান যথাস্থানে রক্ষিত আছে। যে ব্যক্তি এতদুভয়কে অন্বেষণ করে, সে পায়।

বর্ণনাকারী বলেন : তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। পরে বললেন : তোমরা চার ব্যক্তির নিকট ইল্ম তালশ করবে! উওয়ায়সির আবুদ-দারদা, সালমান ফারিসী, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ এবং আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)। এ (শেষোক্ত) জন ছিলেন ইয়াহুদী। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, ইনি হলেন দশজন জান্নাতীর দশমজন।

এ বিষয়ে সা'দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর গুণাবলী

২৮০৫- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ

عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي أَبِي

بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عُمَارٍ ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ.

وَيَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ، وَأَبُو الزُّعْرَاءِ أَسَمَهُ عَبْدُ اللَّهِ هَانِي ، وَأَبُو الزُّعْرَاءِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ أَسَمَهُ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو ، هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي الْأَخْوَصِ صَاحِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .
৩৮০৫. ইবরাহীম ইব্ন ইসমাইল ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন সালামা ইব্ন কুহায়ল (র)... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার পরে আমার সাহাবীগণের যারা থাকবেন, তাঁদের তোমরা অনুসরণ করবে, আবু বকর ও উমার, আশ্মারের চাল-চলন গ্রহণ করবে। আর ইব্ন মাসউদের নসীহত দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে।

ইব্ন মাসউদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্রে হাদীসটি গারীব। ইয়াহুইয়া ইব্ন সালামা (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইয়াহুইয়া ইব্ন সালামা হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ। রাবী আবুয-যা'রা (র)-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইব্ন হানী। আর যে আবুয-যা'রা (র)-এর বরাতে শু'বা, ছাওরী এবং ইব্ন উত্তায়না (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর নাম হল আমর ইব্ন আমর। ইনি হলেন ইব্ন মাসউদ (রা)-এর শাগরিদ আবুল ওয়াস (র)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র।

٢٨٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى يَقُولُ : لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ وَمَأْنَرَى حَيًّا إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَأْنَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ .

৩৮০৬. আবু কুরায়ব (র)... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে মদীনা আসি। ইব্ন মাসউদ (রা) ও তাঁর মাকে নবী ﷺ-এর ঘরে এত বেশী আনা-গোনা করতে দেখেছি যে, এতে ইব্ন মাসউদ নবী পরিবারেরই একজন বলে আমাদের ধারণা হয়েছিল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

সুফয়ান ছাওরী (র) এটিকে আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٨٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَتَيْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقُلْنَا : حَدَّثَنَا بِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيًّا وَدَلَا فَنَأْخُذَ عَنْهُ وَنَسْمَعَ مِنْهُ ؟ قَالَ : كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ هَدِيًّا وَدَلَا وَ سَمِعْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ابْنَ مَسْعُودٍ حَتَّى

يَتَوَارَى مِنَّا فِي بَيْتِهِ ، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُحَفُّظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَقْرَبُهُمْ إِلَى اللَّهِ زَلْفًا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮০৭. মুহাম্মদ বাশ্শার (র)... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে এলাম এবং বললাম : সীরত এবং চাল-চলনে সকলের চাইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তির নাম বলে দিন। আমরা তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব এবং তাঁকে অনুসরণ করব।

তিনি বললেন : সীরত, চাল-চলন এবং স্বভাব-চরিত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি হলেন ইবন মাসউদ, যতক্ষণ না তিনি আমাদের সামনে থেকে তাঁর ঘরের আড়ালে চলে যান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই সব সাহাবী যারা দোষ-ত্রুটি থেকে মাহফুজ, তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, তাঁদের মাঝে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী হলেন ইবন উম্ম আবদ (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৮০৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا صَاعِدُ الْحَرَانِي . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُؤْمِرًا أَحَدًا مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ .

৩৮০৮. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যদি কোনরূপ পরামর্শ ছাড়া তাদের মধ্যে (সাহাবীদের মধ্যে) কাউকে আমীর নিযুক্ত করতাম, তবে ইবন উম্ম আবদকেই নিযুক্ত করতাম।

হাদীসটি গারীব। হারিছ-আলী (রা) সূত্রেই কেবল এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি।

৩৮০৯- حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ كُنْتُ مُؤْمِرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَمَرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ .

৩৮০৯. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পরামর্শ ছাড়াই যদি কাউকে আমি আমীর নিযুক্ত করতাম, তবে ইবন উম্ম আবদকেই আমীর নিযুক্ত করতাম।

৩৮১০- حَدَّثَنَا هَنَادُ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ ،
وَسَالِمِ مَوْلَى أَبِي جُذَيْفَةَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮১০. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন শিক্ষা করবে চারজন থেকে : ইবন মাসউদ, উবাই ইবন কা'ব, মুআয ইবন জাবাল এবং আবু হুযায়ফার মাওলা (আযাদকৃত দাস) সালিম থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৮১১- حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مُخَلَّدٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ أَبِي
سَبْرَةَ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَسِيرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا ، فَيَسِّرْ لِي أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ
لَهُ : إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَسِيرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَوَفَّقْتَ لِي ، فَقَالَ : مَنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، جِئْتُ
الْتِمَسُ الْخَيْرَ وَأَطْلُبُهُ . قَالَ : أَلَيْسَ فِيكُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يُجَابُ الدَّعْوَةَ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ طَهُودٍ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَنَمْعَلِيهِ وَحَدِيقَةُ صَاحِبِ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَمَّارُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ
نَبِيِّهِ ، وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ . قَالَ قَتَادَةُ : وَالْكِتَابَانِ الْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآنُ .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

وَخَيْثَمَةُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ إِنَّمَا نَسِبَ إِلَى جَدِّهِ .

৩৮১১. জাররাহ ইবন মাখলাদ বাসরী (র)... খায়ছামা ইবন আবু সাবরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মদীনায আসলাম। আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম তিনি যেন আমাকে একজন নেক লোকের মজলিসে বসা সহজ করে দেন। এরপর তিনি আমাকে আবু হুযায়রা (রা)-এর মজলিসে বসার তওফীক দিলেন। আমি তাঁর মজলিসে বসে তাঁকে বললাম : আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলাম তিনি যেন আমাকে একজন নেক লোকের মজলিসে বসার তওফীক দেন। ফলে আপনার এ মজলিসে বসার তওফীক আমি পেয়েছি।

তিনি বললেন : তুমি কোথা থেকে এসেছ?

আমি বললাম : কূফা থেকে, ইল্ম ও হিকমত সম্বলিত কল্যাণ তালাশ করতে আমি এসেছি।

তিনি বললেন : তোমাদের এখানে কি সা'দ ইবন মালিক নেই? যাঁর দু'আ আল্লাহর কাছে মকবুল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উযূর পানি ও না'লাইন বহনকারী ইবন মাসউদ নেই? রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রহস্য জ্ঞানের বাহক হুযায়ফা নেই? যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর যবানে শয়তান থেকে স্বীয় আশ্রয়

প্রদান করেছেন, সেই আশ্রয় কি নেই? দুই কিতাবের অধিকারী সালমান নেই?

বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন : দুই কিতাব অর্থ হল ইন্জীল এবং কুরআন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

খায়ছামা (র) হলেন ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবু সাবরা। তাঁকে তাঁর পিতামহ সাবরা-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়।

بَابُ : مَنَاقِبِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

৩৮১২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُرَيْكٍ عَنْ أَبِي الْيَقْطَانِ عَنْ زَادٍ أَنْ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اسْتَخْلَفْتَ . قَالَ إِنْ أَسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصِيَّتُهُمْ عَذِيبَتُمْ ، وَلَكِنْ مَا

حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدَّقُوهُ ، وَمَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ فَأَقْرَأُوهُ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَقُلْتُ لِإِسْحَقَ بْنِ عِيسَى : يَقُولُونَ هَذَا

عَنْ أَبِي وَائِلٍ . قَالَ : لَا عَنْ زَادٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَهُوَ حَدِيثُ شُرَيْكٍ .

৩৮১২. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাহাবীগণ আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাউকে যদি আপনার খলীফা বানিয়ে যেতেন।

নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন : আমি যদি তোমাদের উপর কাউকে খলীফা নিযুক্ত করি আর তোমরা তার অবাধ্যতা কর তবে তো আঘাতে নিপতিত হবে। বরং তোমরা হুযায়ফা যা বলবে, তা সত্য বলে বিশ্বাস করবে। আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) যেভাবে তিলাওয়াত করবে তোমরাও সে তিলাওয়াত গ্রহণ করবে।

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি ইসহাক ইব্ন ইসা (র)-কে বললাম : লোকেরা বলে এ হাদীসটি আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত? তিনি বললেন : না, বরং এটি আল্লাহ চাহেন ত যাযান (র) থেকে বর্ণিত।

হাদীসটি হাসান। এটি শারীক বর্ণিত রিওয়ায়াত।

بَابُ : مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর গুণাবলী

৩৮১২- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ

فَرَضَ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ عُمَرَ لِأَبِيهِ : لِمَ فَضَّلْتَ أَسَامَةَ عَلَى . فَوَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ . قَالَ : لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ

اللَّهُ ﷻ مِنْ أَيْبِكَ . وَكَانَ أَسَامَةُ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ ، فَأَثَرْتُ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷻ عَلَى حُبِّي .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৮১৩. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উসামা (রা)-এর ক্ষেত্রে সাড়ে তিন হাজার দিরহাম করে এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর ক্ষেত্রে তিন হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) তাঁর পিতা (উমার)-কে বললেন : আপনি উসামাকে আমার উপর প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহর কসম! তিনি কোন অভিযানেই আমার চাইতে এগিয়ে থাকতে পারেননি।

উমার (রা) বললেন : কারণ, (তার পিতা) যায়দ তোমার পিতা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন আর উসামাও তোমার তুলনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক প্রিয়পাত্র ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়পাত্রকে আমার ভালবাসার উপর প্রাধান্য দিয়েছি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

২৮১৪- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَتْ (اَدْعُوهُمْ لِيَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৮১৪. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “তোমরা (পালক পুত্রদেরকে) তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকবে” (সূরা আহযাব ৩৩ : ৫) আয়াতটি নাযিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে মুহাম্মদ পুত্র যায়দ বলে ডাকতাম।

এই হাদীসটি সাহীহ।

২৮১৫- حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مُخَلَّدٍ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرَّومِيِّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ وَالشَّيْبَانِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷻ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبْعِثْ مَعِيَ أَخِي زَيْدًا ، قَالَ : هُوَذَا فَإِنْ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أَمْنَعُهُ . قَالَ زَيْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا ، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَأَى أَخِي أَفْضَلَ مِنْ رَأْيِي .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الرَّومِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَسْهَرٍ .

৩৮১৫. জাররাহ ইব্ন মাখলাদ বসরী প্রমুখ (র)... যায়দ (রা)-এর ভাই জাবালা ইব্ন হারিছা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম : আমার ভাই যায়দকে আমার সঙ্গে (নিজ পরিবারে) যেতে দিন।

তিনি বললেন : এই তো সে আছে। তোমার সঙ্গে যদি যেতে চায় তবে আমি তাকে বাধা দেব না।

যায়দ (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ছেড়ে আর কাউকে গ্রহণ করব না।

আবুবালা (রা) বলেন : পরে দেখলাম, আমার ভাইয়ের মতই আমার মত থেকে উত্তম ছিল।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ইবনুর রুমী-আলী ইবন মুসহির (র) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৮১৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعَثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِطْعَنَ النَّاسَ فِي إِمْرَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنْ تَطَعْنَا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعُونَنِي فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِ ، وَآيِمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْأَمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ هَذَا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

৩৮১৬. আহমাদ ইবন হাসান (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক সেনাদল প্রেরণ করেন আর উসামা ইবন যায়দকে এর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কিছু লোক তাঁকে সেনাপতি নিযুক্তির সমালোচনা করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আজ তাঁর ইমারত বিষয়ে সমালোচনা করছ এর আগে তোমরা তাঁর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! অবশ্যই সে নেতৃত্বের যোগ্য ছিল এবং ছিল আমার অধিক প্রিয়। আর এ (উসামা) হচ্ছে তারপর আমার অধিক প্রিয়।

আলী ইবন হুজর (র)... ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক ইবন আনাস (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَنَاقِبِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর গুণাবলী

৩৮১৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَبَطَتْ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَصَمَّتْ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى وَيَرْفَعُهُمَا فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُوَنِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৮১৭. আবু কুরায়ব (র)... মুহাম্মদ ইব্ন উসামা ইব্ন যায়দ তাঁর পিতা উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে আমিসহ অন্যান্যরাও মদীনার অভ্যন্তরে চলে এলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গেলাম। তাঁর যবান তখন বন্ধ ছিল। তাই কোন কথা বললেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার গায়ে তাঁর দুই হাত রাখলেন এবং সে দুটো উপরের দিকে তুলে ধরতে লাগলেন। আমি বুঝলাম তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

২৮১৮- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْحَى مُخَاطَ أَسَامَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ : دَعْنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا لَدَيْهِ أَفْعَلُ : قَالَ : يَا عَائِشَةُ أَحْبَبِيهِ ، فَإِنِّي أَحْبَبُهُ .
نَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৮১৮. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উসামার নাকের ময়লা সাফ করতে ইচ্ছা করলেন, আমি বললাম : আমাকে দিন, আমিই কাজটি করে দিচ্ছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আয়িশা! একে ভালবাসবে, আমি একে ভালবাসি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

২৮১৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ عَلِيُّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ ، فَقَالَ : يَا أَسَامَةُ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ ، فَقَالَ : أَتَدْرِي ، مَا جَاءَ بِهِمَا؟ قُلْتُ : لَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَكِنِّي أُدْرِي ، أَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ أَىْ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : مَا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ . قَالَ : أَحَبُّ أَهْلِي إِلَى مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . قَالَا : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتَ عَمَكَ آخِرَ هُمْ؟ قَالَ : لِأَنَّ عَلِيًّا قَدْ سَبَقَكَ بِالْهَجْرَةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮১৯. আহমদ ইব্ন হাসান (র)... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় আলী ও আব্বাস (রা) এসে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁরা বললেন : হে উসামা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আমাদের জন্য অনুমতি লও।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আলী ও আব্বাস ভিতরে আসতে অনুমতি চাচ্ছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাঁরা কেন এসেছে তুমি কি তা জান?

আমি বললাম : না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কিন্তু আমি তা জানি, তাঁদের আসতে অনুমতি দাও।

তারা সেখানে আসলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পরিবারের মধ্যে আপনার কাছে অধিক প্রিয় কে, তা জানার জন্য আপনার কাছে আমরা এসেছি।

তিনি বললেন : ফাতিমা বিনত মুহাম্মদ।

তারা বললেন : আমরা এসেছি আপনার নিকটবর্তী লোকদের মধ্যে কে অধিক প্রিয় সে সম্পর্কে জানতে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার নিকটবর্তীদের মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয় হল সেই জন, যার উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমিও অনুগ্রহ করেছি অর্থাৎ উসামা ইব্ন যায়দ।

তারা বললেন : এরপর কে?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরপর হল আলী ইব্ন আবু তালিব।

আব্বাস (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার চাচাকে সবার শেষে ফেলে দিলেন!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আলী তো হিজরতের ব্যাপারে আপনার অগ্রবর্তী।

এ হাদীসটি হাসান সাহীহ।

بَابُ : مَنَاقِبِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

পরিচ্ছেদ : জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

৩৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : مَا حَبَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا ضَحِكَ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮২০. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন তাঁর কাছে যেতে আমাকে বাধা দেননি এবং আমার দিকে যখনই তাকিয়েছেন, হাসিমুখে তাকিয়েছেন।

হাদীসটি হাসান সাহীহ।

৩৮২১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو . حَدَّثَنِي زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : مَا حَبَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৮২১. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে যেতে আমাকে কখনও বাধা দেননি। আর তিনি স্মিত হাসি ছাড়া কখনও আমার দিকে তাকাননি।

হাদীসটি হাসান।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর গুণাবলী

২৮২২- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَ مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّتَيْنِ وَدَعَاَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ أَبُو جَهْضَمٍ لَمْ يَدْرِكْ ابْنَ عَبَّاسٍ . اسْمُهُ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ .

৩৮২২. বুন্দার এবং মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তিনি এ জিবরীল (আ)-কে দেখেছেন দুইবার আর নবী ﷺ তাঁর জন্য (বিশেষভাবে) দু'আ করেছেন দুইবার।

হাদীসটি মুরসাল। বর্ণনাকারী আবু জাহযাম (র) ইবন আব্বাস (রা)-এর সাক্ষাত পাননি। তাঁর নাম মুসা ইবন সালিম।

২৮২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتَبِيُّ الْمُؤَدَّبُ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُرْنِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : دَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْتِيَنِي الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ . وَقَدْ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩৮২৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম মুকাত্তাব মুআদ্বাব (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইবার বিশেষভাবে দু'আ করেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে প্রজ্ঞা দান করেন।

আতা (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

এটিকে ইকরামা (র)-ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

২৮২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ضَمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮২৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! একে হিকমত শিক্ষা দিন। হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা)-এর গুণাবলী

২৮২৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ فِي

الْمَنَامُ كَأَنَّمَا بِيَدِي قِطْعَةٌ إِسْتَبْرَقُ وَلَا أَشِيرُ بِهَا إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ ، فَقَصَصْتُهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ أَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ ، أَوْ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮২৫. আহমাদ ইবন মানী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম আমার হাতে যেন একখণ্ড রেশমী কাপড়। জান্নাতের যে স্থানেই আমি ইশারা করছিলাম সেখানেই সেটি আমাকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

আমি স্বপ্নটি (আমার বোন) হাফসাকে বললাম। তিনি সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিবৃত করলেন। নবীজী বললেন : তোমার ভাই (কিংবা বললেন) আবদুল্লাহ একজন সৎলোক।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা)-এর গুণাবলী

৩৮২৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَقَ الْجَوْهَرِيُّ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مَصْبَاحًا ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ مَا أَرَى أَسْمَاءَ ، إِلَّا قَدْ نَفَسْتَ فَلَا تُسَمِّوهُ حَتَّى أَسْمِيَهُ فَسَمَاهُ عَبْدَ اللَّهِ وَحَنَكُهُ بِتَمْرَةٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৮২৬. আবদুল্লাহ ইবন ইসহাক জাওহারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন নবী ﷺ যুযায়র (রা)-এর ঘরে বাতি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : হে আয়িশা! মনে হল আসমা-এর বাচ্চা প্রসব হয়েছে। আমি নাম না রাখা পর্যন্ত তোমরা তার নাম রাখবে না।

এরপর তিনি তাঁর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। তিনি একটি খেজুর নিজে চিবিয়ে তাকে খাওয়ালেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : مَنَاقِبِ الْأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আনাস ইবন মালিক (রা)-এর গুণাবলী

৩৮২৭- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَرُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ ، فَقَالَتْ : يَا أَبِی أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْيَسَ . قَالَ : فَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهُنَّ اثْنَيْنِ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أَرْجُو الثَّلَاثَةَ فِي الْآخِرَةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৮২৭. কুতায়বা (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, আমার মা উম্মে সুলায়ম তাঁর আওয়াজ শুনে এলেন। বললেন : আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে, ছোট আনাস।

আনাস (রা) বলেন : তখন নবী ﷺ আমার জন্য তিনটি দু'আ করেন। দুনিয়াতে এর দুটোর বাস্তবায়ন তো আমি দেখেছি আর আখিরাতে তৃতীয়টির আশা করি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। এই সূত্রে গারীব।

এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে আনাস (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

৩৮২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُرَيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رُبَّمَا قَالَ لِي

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا ذَا الْأَذْنَيْنِ . قَالَ أَبُو أُسَامَةَ : يَعْنِي يَمَارِجَهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ

৩৮২৮. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় আমাকে বলতেন : ইয়া যাল উয়নায়ন (হে দ্বিকর্ণ বিশিষ্ট)।

আবু উসামা (র) বলেন : নবী ﷺ কৌতুক করে তা বলতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

৩৮২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ

بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سَلِيمٍ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمُكَ أَدْعُ اللَّهَ لَهُ . قَالَ : اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ

وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮২৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্ম সুলায়ম (রা) একদিন বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনাস ইব্ন মালিক (রা) তো আপনার খাদেম। এর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।

নবী ﷺ তখন দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! এর অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন। আর তাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৮২- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي نَصْرِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِبُهَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَنْ حَدَّثَ جَابِرُ الْجَعْفِيُّ عَنْ أَبِي نَصْرِ . وَأَبُو نَصْرِ هُوَ خَيْثَمَةُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيُّ رَوَى عَنْ أَنَسٍ أَحَادِيثٌ .

৩৮৩০. যায়দ ইবন আখযাম আত-তাঈ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আনাজ কুড়িয়ে আনতাম। সে অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কুনিয়াত (আবু হামযা) রাখেন।

হাদীসটি গারীব। জাবির আল-জু'ফী-আবু নাসর (র)-এর বরাতে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবু নাসর (র) হলেন খায়ছামা ইবন আবু খায়ছামা আল-বাসরী। তিনি আনাস (রা)-এর বরাতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৮২১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . حَدَّثَنَا مَيْمُونُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ : قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : يَا ثَابِتُ خُذْ عَنِّي فَإِنَّكَ لَنْ تَأْخُذَ عَنْ أَحَدٍ أَوْثَقَ مِنِّي ، إِنِّي أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جَبْرِيلَ ، وَأَخَذَهُ جَبْرِيلُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ .

৩৮৩১. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র)... ছাবিত আল-বুনানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আনাস ইবন মালিক (রা) আমাকে বললেন : হে ছাবিত! আমার নিকট থেকে (কুরআন ও সুন্নাহর) জ্ঞান লাভ কর। কারণ, আমার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য আর কারো নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের সুযোগ তুমি পাবে না। আমি তো আহরণ করেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা লাভ করেছেন জিবরীল (আ) থেকে আর জিবরীল তা লাভ করেছেন আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে।

হাদীসটি হাসান গারীব। যায়দ ইবন হুবার (র) বর্ণিত এ হাদীসটি ছাড়া এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।

২৮২২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : وَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَبْرِيلَ .

৩৮৩২. আবু কুরায়ব (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র)-এর অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে নবী ﷺ তা লাভ করেছেন জিবরীল থেকে — এ বাক্যটির উল্লেখ নেই।

২৮২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ : سَمِعَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

ﷺ : قَالَ : خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِينَ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ . وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ ، وَكَانَ فِيهَا رِيحَانٌ يَجْدُ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
 وَأَبُو خَلْدَةَ أَسَمُهُ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .
 وَقَدْ أَدْرَكَ أَبُو خَلْدَةَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَرَوَى عَنْهُ .

৩৮৩৩. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আবু খালদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবুল আলিয়া (র)-কে বললাম : আনাস (রা) কি নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন?

তিনি বললেন : তিনি দশ বছর নবীজীর খেদমত করেছেন আর নবী ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। ফলে আনাস (রা)-এর একটি বাগান ছিল। বছরে সেটাতে দু'বার ফল ধরত। এতে একটি রায়হান পুষ্প বৃক্ষ ছিল। এটি থেকে মিশকে আশ্বরের গন্ধ পাওয়া যেত।

হাদীসটি হাসান।

আবু খালদা (র)-এর নাম হল খালিদ ইব্ন দীনার (র)। হাদীস বিশারদগণের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য। তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে পেয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ : مَنَاقِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 পরিচ্ছেদ : আবু হুরায়রা (রা)-এর গুণাবলী

৩৮৩৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَسَطْتُ ثَوْبِي عِنْدَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ فَجَمَعَهُ عَلَى قَلْبِي ، قَالَ فَمَا نَسِيتُ بَعْدَهُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

৩৮৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন উমার ইব্ন আলী মুকাদ্দমী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-র কাছে এলাম। আমার কাপড়টি তাঁর কাছে প্রসারিত করলাম। এরপর তিনি সেটি নিয়ে আমার কলবের উপর চেপে ধরলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : এরপর আমি কিছুই ভুলিনি।

হাদীসটি এ সূত্র হাসান-গারীব।

৩৮৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْمَعْ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَلَا أَحْفَظُهَا ، قَالَ : ابْسُطْ رِدَاءَكَ ، فَبَسَطْتُ فَحَدَّثْتُ حَدِيثًا كَثِيرًا ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৮৩৫. আবু মূসা মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার নিকট থেকে তো অনেক বিষয় শুনি কিন্তু তা স্মরণ রাখতে পারি না।

তিনি বললেন : তোমার চাদরটি প্রসারিত কর। আমি সেটি প্রসারিত করলাম। এরপর তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন আমি তার কোনটিই ভুলিনি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। এটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

৩৮৩৬. আহমদ ইবন মানী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : হে আবু হুরায়রা! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমাদের তুলনায় বেশী থাকতেন এবং তাঁর হাদীসের ক্ষেত্রেও আপনি আমাদের তুলনায় অধিক সংরক্ষণকারী।
 ৩৮৩৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْتَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحْفَظَنَا لِحَدِيثِهِ قَالَ : أَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৩৮৩৬. আহমদ ইবন মানী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : হে আবু হুরায়রা! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমাদের তুলনায় বেশী থাকতেন এবং তাঁর হাদীসের ক্ষেত্রেও আপনি আমাদের তুলনায় অধিক সংরক্ষণকারী।

এ হাদীসটি হাসান।

৩৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... মালিক ইবন আবু আমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর কাছে এল। বলল : হে আবু মুহাম্মদ! এ ইয়ামানী ব্যক্তিটিকে অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা)-কে লক্ষ্য করেছেন? তিনি আপনাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সম্পর্ক বেশী জানেন নাকি? আমরা তাঁর নিকট থেকে এমন অনেক কিছু শুনি যা আপনাদের নিকট
 ৩৮৩৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الْيَمَانِيَّ ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ نَسْمَعُ مِنْهُ مَا لَا نَسْمَعُ مِنْكُمْ أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ . قَالَ : أَمَا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ ضَيْفًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدُهُ مَعَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّا نَحْنُ أَهْلُ بَيْتَاتٍ وَغَنَى ، وَكُنَّا نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرْفَى النَّهَارِ . لَا أَشْكُ إِلَّا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ ، وَلَا نَجِدُ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ.

قَالَ أَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ.

وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ.

৩৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... মালিক ইবন আবু আমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর কাছে এল। বলল : হে আবু মুহাম্মদ! এ ইয়ামানী ব্যক্তিটিকে অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা)-কে লক্ষ্য করেছেন? তিনি আপনাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সম্পর্ক বেশী জানেন নাকি? আমরা তাঁর নিকট থেকে এমন অনেক কিছু শুনি যা আপনাদের নিকট

থেকে শুনতে পাই না। নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন নি তা তাঁর উপর আরোপ করে তিনি বলে থাকেন?

তালহা (রা) বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনি তা তাঁর শোনার বিষয়ে কথা হল এই যে, তিনি ছিলেন দরিদ্র। তাঁর কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমান হিসাবে থাকতেন তিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে হাত মিলিয়ে থাকতেন। পক্ষান্তরে আমাদের ছিল ঘর-সংসার ও সম্পদ। আমরা কেবল দিনের দুই প্রান্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতাম। সুতরাং এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন কিছু শুনেছেন যা আমরা শুনিনি। যার মধ্যে সামান্য ঈমান রয়েছে, তাকে তুমি পাবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এমন কিছু আরোপ করে, যা তিনি বলেন নি।

হাদীসটি গারীব। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র)-এর রিওয়াযাত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জ্ঞান নেই।

ইউনুস ইবন বুকায়র প্রমুখ (র) ও মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র)-এর বরাতে এটি বর্ণনা করেছেন।

২৮৩৮- حَدَّثَنَا شُرْبُنُ أَدَمُ بْنُ ابْنَةِ أَزْهَرَ السَّمَانِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبُو خُلْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ : مِنْ دَوْسٍ . قَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى إِنْ فِي دَوْسٍ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

وَأَبُو خُلْدَةَ أَسْمُهُ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ أَسْمُهُ رُفَيْعٌ .

৩৮৩৮. বিশর ইবন আদাম ইবন ইবনাতি আযহার আস-সাম্মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কোন গোত্রের?

আমি বললাম : দাওস গোত্রের।

তিনি বললেন : দাওসের মধ্যে কেউ কল্যাণকর আছে বলে আমার ধারণা ছিল না।

হাদীসটি গারীব-সাহীহ।

আবু খালদা (র)-এর নাম হল খালিদ ইবন দীনার। আবুল আলিয়া (র)-এর নাম রাফী'।

২৮৩৯- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَّاحِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِتَمَرَاتٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهِنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ ، فَقَالَ : خُذْهُنَّ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هَذَا أَوْفَى هَذَا الْمِزْوَدِ ، كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلَا تَنْثَرُهُ نَثْرًا ، فَقَدْ حَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ التَّمَرِ كَذَاوَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ أَنْقَطَعَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৮৩৯. ইমরান ইব্ন মুসা কাযযায (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার নবী ﷺ-এর কাছে কিছু শুকনা খেজুর নিয়ে হাযির হলাম। বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এগুলোকে বরকতের জন্য দু'আ করুন।

তিনি এগুলো হাতে নিলেন এবং আমার জন্য এগুলোতে বরকতের দু'আ করলেন। এরপর আমাকে বললেন : এগুলো নাও। তোমার এই থলিতে এগুলো রাখবে। যখন তা থেকে কিছু নিতে ইচ্ছা করবে, থলির ভিতরে তোমার হাত ঢুকিয়ে তা তুলে আনবে। এটিকে উন্টিয়ে ঝেড়ে বের করবে না।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি এই খেজুরগুলো থেকে এত এত ওয়াসাক খেজুর আল্লাহর রাস্তায় দান করেছি। আমরা তা থেকে নিয়ে নিজেরা আহার করতাম অন্যদেরও আহার করতাম। এই থলিটি আমি আমার কোমরবন্দ থেকে কখনও আলাদা করতাম না। শেষে উছমান (রা)-এর শহীদ হওয়ার দিন সেটি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

২৮৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرَاطِيُّ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

رَافِعٍ . قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : لِمَ كُنَيْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : أَمَا تَفَرَّقُ مِنِّي ؟ قُلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَا هَابَكَ .

قَالَ : كُنْتُ أُرْعَى غَنَمَ أَهْلِي ، فَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَكُنْتُ أَضْعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرَةٍ ، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ

ذَهَبَتْ بِهَا مَعِيَ فَلَعِبْتُ بِهَا فَكُنُونِي أَبَا هُرَيْرَةَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৮৪০. আহমদ ইব্ন সাঈদ মুরাবিতী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন রাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলেছিলাম আপনার আবু হুরায়রা কুনিয়াত হল কিভাবে?

তিনি বললেন : তুমি আমাকে ভয় পাও না?

আমি বললাম : অবশ্য, আল্লাহর কসম, আপনাকে আমি ভয় করি।

তিনি বললেন : আমি আমার পরিবারের বকরী চরাতাম। আমার একটা ছোট বাচ্চা বিড়াল (হিররা) ছিল। রাতে এটিকে কোন গাছে রেখে দিতাম। দিনে সেটি আমার সাথে নিয়ে যেতাম। এটিকে নিয়ে আমি খেলা করতাম। এতে তারা আবু হুরায়রা (বিড়াল ছানার বাপ) বলে আমার কুনিয়াত দেয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

২৮৪১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮৪১. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অধিক আর কেউ নেই। তবে আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর কথা স্বতন্ত্র। কারণ তিনি তা লিখতেন, আমি লিখতাম না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَنَاقِبِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : মু'আবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৮৪২. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যতম সাহাবী আবদুর রহমান ইবন আবু উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন মু'আবিয়া (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : হে আল্লাহ! তুমি তাকে সত্যপথ প্রদর্শক, সত্যপথপ্রাপ্ত বানাও এবং তার মাধ্যমে তুমি অন্যদেরও হেদায়াত কর।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٨٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَقْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ لَمَّا عَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ حِمَصٍ وَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ النَّاسُ : عَزَلَ عُمَيْرًا وَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ عُمَيْرُ : لَا تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ وَعَمْرُو بْنُ وَقْدٍ ضَعِيفٌ .

৩৮৪৩. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)... আবু ইদরীস খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যখন হিমস-এর দায়িত্ব থেকে উমায়র ইবন সা'দ (রা)-কে অপসারিত করেন তখন তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে সেখানকার প্রশাসক নিয়োগ করেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল : উমায়রকে

অপসারিত করা হল আর মু'আবিয়াকে ওয়ালী বানান হয়। উমায়র (রা) তখন বললেন : তোমরা ভাল ছাড়া মু'আবিয়ার অন্য কোন ধরনের আলোচনা করবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! তুমি এর (মু'আবিয়ার) মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াত করো।

হাদীসটি গারীব। রাবী বলেন : আমার ইবন ওয়াকিদ বর্ণনায় দুর্বল।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আমার ইবনুল আস (রা)-এর ফযীলত

৩৮৪৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مِشْرِحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

أَسْلَمَ النَّاسُ وَأَمَّنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ مِشْرِحِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِي .

৩৮৪৪. কুতায়বা (র)... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা তো আনুগত্য স্বীকার করেছে আর আমার ইবনুল আস ঈমান এনেছে।

হাদীসটি গারীব। ইবন লাহীআ-মিশরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এর সনদও নির্ভরযোগ্য নয়।

৩৮৪৫- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجَمَحِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ :

قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ مِنْ صَالِحِي قُرَيْشٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجَمَحِيِّ .

وَنَافِعٌ ثِقَةٌ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ [و] ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُدْرِكْ طَلْحَةَ .

৩৮৪৫. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার ইবনুল আস কুরায়শ গোত্রের নেক লোকদের একজন।

কেবল নাফি' ইবন উমার আল-জুমাহী (র)-এর রিওয়ায়াতেই এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি।

নাফি' (র) আস্থাযোগ্য। হাদীসটির সনদ মুতাসিল নয়। ইবন আবু মুলায়কা (র) তালহা (রা)-এর সাক্ষাত পান নি।

بَابُ : مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর মর্যাদা

৩৮৪৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَزَلْنَا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْزِلًا ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْرُؤْنَ ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ هَذَا يَا أَبَاهُ رَيْرَةَ ؟ فَيَقُولُ : فَلَانٌ

فَيَقُولُ : نَعَمْ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا ، وَيَقُولُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُ فَلَانٌ ، فَيَقُولُ : بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا ، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بْنُ

الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : نِعَمْ عَبْدُ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، سَيِّفٌ مِنْ
سَيُوفِ اللَّهِ ﷺ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَلَا نَعْرِفُ لَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ سَمَاعًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ مُرْسَلٌ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৩৮৪৬. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একস্থানে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলাম। লোকেরা আমাদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন : হে আবু হুরায়রা! এ কে?

আমি বললাম : অমুক।

তিনি বললেন : কত উত্তম আল্লাহর এ বান্দা!

পরে বলছিলেন : এ কে?

আমি বলছিলাম : অমুক।

তিনি বলছিলেন : আল্লাহর-এ বান্দা কত মন্দ!

শেষে এদিক দিয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) যখন যাচ্ছিলেন, নবী ﷺ বললেন : এ কে?

আমি বললাম : ইনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ।

তিনি বললেন : কতই না উত্তম আল্লাহর বান্দা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ! আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী।

হাদীসটি গারীব। যায়দ ইবন আসলাম (র) সরাসরি আবু হুরায়রা (রা) থেকে কোন হাদীস শোনেন নি। আমার মতে হাদীসটি মুরসাল।

এ বিষয়ে আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর ফযীলত

৩৮৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : أَهْدَى لِرَسُولِ

اللَّهِ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اتَّعَجِبُونَ مِنْ هَذَا ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ

بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮৪৭. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রেশমী কাপড় হাদিয়া দেওয়া হয়। সাহাবীগণ এর কোমলতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : তোমরা এতে আশ্চর্যাবৃত হচ্ছ? সা'আদ ইব্ন মু'আযের জান্নাতের রুমালসমূহ তো এর চেয়েও উত্তম।

এ বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৮৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ : اهْتَزَلَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَرُمَيْثَةَ .
وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

৩৮৪৮. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর জানাযা লোকদের সামনে ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি যে, তাঁর (সা'দের) ভাগ্যে দয়াময় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে।

এই বিষয়ে উসায়দ ইব্ন হুযায়র, আবু সাঈদ ও রুমায়সা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি সাহীহ।

২৮৬৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ : مَا أَخَفَّ جَنَازَتُهُ ، وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْشَةَ . فَبَإْغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৮৪৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর জানাযা যখন উঠানো হল, তখন মুনাফিকরা বলছিল, কত হালকা এই জানাযা! আর বনি কুরায়যার বিষয়ে তার (অন্যায়) ফয়সালার জন্যই এমন হয়েছে।

মুনাফিকদের এ কথা নবী ﷺ -এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : ফিরিশ্তারা তো তাঁর জানাযা বহন করছিলেন।

এ হাদীসটি সাহীহ-গারীব।

بَابُ : مَنَاقِبِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : কায়স ইবন সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর ফযীলত

৩৮৫০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ

أَنَسٍ قَالَ : كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرْطِ مِنَ الْأَمِيرِ . قَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَعْنِي
عَمَّا يَلِي مِنْ أُمُورِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَ الْأَنْصَارِيِّ .

৩৮৫০. মুহাম্মদ ইবন মারযুক বাসরী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : শাসকদের সূত্রে যেমন থাকে পুলিশ কর্মকর্তা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য সেই পর্যায়ে ছিলেন কায়স ইবন সা'দ (রা)।

আনসারী (র) বলেন : অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশাবলী কার্যকরী করার দায়িত্ব পালন করতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আনসারী (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)... আনসারী (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে আনসারী (র)-এর উক্ত মন্তব্যের উল্লেখ নেই।

بَابُ : مَنَاقِبِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

পরিচ্ছেদ : জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর ফযীলত

৩৮৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ . عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ نَبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِرَأْكِبٍ بَغْلٍ وَلَا بِرِذْوَنٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৮৫১. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন, তিনি তখন খচ্চর কিংবা তুর্কী ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন না।

হাদীসটি সাহীহ।

৩৮৫২- حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :

أَسْتَغْفِرُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ خَمْسُ وَعَشْرِينَ مَرَّةً .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

وَمَعْنَى لَيْلَةِ الْبَعِيرِ : مَا رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَبَاعَ بَعِيرَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، يَقُولُ جَابِرٌ لَيْلَةَ بَيْعَتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَعِيرَ اسْتَغْفِرَ لِي خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً ، وَكَانَ جَابِرٌ قَدْ قُتِلَ أَبُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أَحُدٍ وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، فَكَانَ جَابِرٌ يَعُولُهُنَّ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْرُ جَابِرًا وَيَرْحَمُهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ ، هَكَذَا رَوَى فِي حَدِيثٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَ هَذَا .

৩৮৫২. ইবন আবু উমার (রা)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : লায়লাতুল বাঈর-এ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য পঁচিশবার ইস্তিগফার করেছিলেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

“লায়লাতুল বাঈর” অর্থ হল জাবির (রা) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেই সফরে এক রাতে নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর উষ্ট্রটি বিক্রি করেন। তবে শর্ত করেন যে, মদীনা পর্যন্ত এতে তাঁর আরোহণের অধিকার থাকবে।

জাবির (রা) বলেন : যে রাতে আমি নবী ﷺ-এর কাছে আমার উষ্ট্রটি বিক্রি করেছিলাম, সেই রাতে তিনি আমার জন্য পঁচিশবার মাগফিরাতের দু‘আ করেছিলেন।

জাবির (রা)-এর পিতা আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা) উহুদ যুদ্ধের দিন শহীদ হয়েছিলেন। অনেকগুলো কন্যা তিনি রেখে গিয়েছিলেন। জাবির (রা) তাদের লালন-পালন করতেন এবং খোরপোষের ব্যবস্থা করতেন। এ কারণে নবী ﷺ জাবির (রা)-কে অযাচিত অনুগ্রহ করতেন এবং তাঁর প্রতি তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছেও এরূপ বিষয় বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَنَاقِبِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : মুস‘আব ইবন উমায়র (রা)-এর ফযীলত

৩৮৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خُبَّابٍ قَالَ :

هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَعِي وَجْهَ اللَّهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَن مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا وَمِنَّا مَن آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا ، وَإِنْ مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ مَاتَ وَلَمْ يَشْرِكْ إِلَّا ثَوْبًا ، كَانُوا إِذَا غَطَوْا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رَجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَوْا بِهِ رَجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : غَطُوا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رَجْلَيْهِ الْإِذْخَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا هَنَادٌ ، حَدَّثَنَا بَنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خُبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ نَحْوَهُ .

৩৮৫৩. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নবী ﷺ-এর সঙ্গে (মদীনায়ে) হিজরত করি। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন, যারা স্বীয় প্রতিদানের কিছুই দুনিয়াতে ভোগ করেন নি। আর আমাদের মাঝে কেউ কেউ তো এমন, যার ফসল হয়েছে পরিপক্ক আর পৃথিবীতেই তা কুড়িয়ে ভোগ করেছেন।

মুসআব (রা) যখন (উহূদে) শহীদ হলেন সেদিন একটা কাপড় ছাড়া আর কোন সম্পদ তিনি রেখে যাননি। এ কাপড়টিতেই তাঁকে কাফন দেওয়ার সময় মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত আর তাঁর দুই পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটি দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও আর পা ঢাক ইযখির ঘাস দিয়ে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

হান্নাদ (রা)... খাব্বাব ইব্ন আরাত্ (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَنَاقِبِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : বারা' ইব্ন মালিক (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

২৮৫৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَنَا سَيَّارٌ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَهُ مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৮৫৪. আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যিয়াদ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কত এমন আল্লাহর বান্দা উস্কোখুস্কো ধুলিধূসরিত যাদের চুল, গায়ে যাদের ফাটা-পুরানা বস্ত্র। কেউ কোন মূল্য দেয় না তাদের। কিন্তু (আল্লাহর কাছে তারা এত মর্যাদা পায় যে) কোন বিষয়ে যদি আল্লাহর কাছে কসম করে বসে, তবে আল্লাহ তার সেই কসমকে বাস্তবায়িত করেন। বারা' ইব্ন আযিব হল এই ধরনের ব্যক্তিদের অন্যতম।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : مَنَاقِبِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : আবু মুসা আশ'আরী (রা)-এর ফযীলত

২৮৫৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْهَمَانِيُّ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُعْطِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ .



বাংলা হাদিস

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ .

৩৮৫৫. মুসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দী (র)... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হে আবু মুসা! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দাউদ-এর বাঁশিসমূহের (সুন্দর কণ্ঠের) একটি বাঁশি দান করেছেন।^১

হাদীসটি গারীব-হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে বুয়ায়দা, আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَنَاقِبِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-এর ফযীলত

৩৮৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ . حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَحْفَرُ الْخَنْدَقَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ فَيَمُرُ بِنَا فَقَالَ :

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ ، فَأَغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَأَبُو حَازِمٍ أَسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ الْأَعْرَجُ الزَّاهِدُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

৩৮৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বুয়ায়গ (র)... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি খন্দক খুঁড়ছিলেন। আমরা মাটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

একবার আমাদের পার্শ্ব দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন : হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই তো

জীবন, তুমি (গুনাহ) মাফ করে দাও আনসার ও মুহাজিরদের।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

আবু হাযিম (র)-এর নাম হল সালামা ইব্ন দীনার আ'রাজ যাহিদ।

এ বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩৮৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ ، فَأَكْرِمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

১. কণ্ঠ সৌন্দর্য ছিল দাউদ (আ)-এর অন্যতম মু'জিয়া। পণ্ড-পক্ষীরা পর্যন্ত তাঁর তাওরাত পাঠ শুনত। আবু মুসা আশআরী (রা)-এর কণ্ঠও ছিল খুবই মধুর।

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৩৮৫৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন :

হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই তো জীবন। তুমি সম্মানিত কর আনসার ও মুহাজিরদের।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

আনাস (রা) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

أَبُ : مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَصَحْبَهُ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -কে যারা দেখেছেন বা তাঁর সাহাবীগণকে যারা দেখেছেন তাঁদের ফযীলত

২৮৫৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا تَمَسُّ النَّارَ مُسْلِمًا رَأَى أَوْ رَأَى مَنْ رَأَى قَالَ طَلْحَةُ : فَقَدْ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى : وَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةَ قَالَ يَحْيَى : وَقَالَ لِي مُوسَى وَقَدْ رَأَيْتَنِي وَنَحْنُ نَرْجُو اللَّهَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ.

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ مُوسَى هَذَا الْحَدِيثِ.

৩৮৫৮. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী বাসরী (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম ব্যক্তি আমাকে দেখেছে বা আমাকে যারা দেখেছে তাদের যে দেখেছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

বর্ণনাকারী তালহা (র) বলেন : আমি (নবীজীর সাহাবী) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখেছি। মুসা (র) বলেন : আমি তালহা (র)-কে দেখেছি। ইয়াহুইয়া (র) বলেন : আমাকে মুসা (র) বলেছেন : তুমি তো আমাকে দেখেছ। সুতরাং আমরা সবাই আল্লাহর (অনুগ্রহের) আশা করি।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মুসা ইবন ইবরাহীম (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

আলী ইবন মাদীনী প্রমুখ (র) হাদীসবিদও মুসা (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৮৫৯- حَدَّثَنَا هُذَّارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ هُوَ السَّلْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَاتِهِمْ أَوْ شَهَادَاتِهِمْ أَيْمَانُهُمْ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَبُرَيْدَةَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮৫৯. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম লোক হল আমার যুগের, এরপর হল তাদের অব্যবহিত পরবর্তীরা। এরপর হল তাদের অব্যবহিত পরবর্তীরা। তারপর আসবে এমন এক সম্প্রদায় যাদের কসম হবে সাক্ষ্য প্রদানের আগে কিংবা সাক্ষ্য হবে কসমের আগে।

এ বিষয়ে উমার, ইমরান ইব্ন হুসায়ন এবং বুরায়দা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : وَفَضْلٍ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

পরিচ্ছেদ : হৃদয়বিয়ার সময় বৃক্ষতলে বায়আতকারীদের ফযীলত

২৮৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَدْخُلُ النَّارَ

أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮৬০. কুতায়বা (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা বৃক্ষতলে বায়আত হয়েছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مِنْ سُبِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : যে নবী ﷺ এর সাহাবীদের গালমন্দ করে

২৮৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ ذُكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ

أَحَدَكُمْ اتَّفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ : نَصِيفُهُ يَعْنِي نَصْفَ الْمَدِّ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৮৬১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করবে না। কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে, তবে সাহাবীদের এক মুদ বা এর অর্ধেক পরিমাণ ছওয়াবও সে লাভ করতে পারবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

نصفه অর্থ অর্ধ মুদ।

• হাসান ইবন আলী (র)-আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৮৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبيدةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحَبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِإِبْغَضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهِ، وَمَنْ أَذَى اللَّهِ يَوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

৩৮৬২. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সাহাবীগণের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। আমার পরে তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বনিয়ে নিয়ো না। যারা তাদের ভালবাসবে, আমার প্রতি ভালবাসার জন্যই তারা তাদের ভালবাসবে। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ হবে।

যে ব্যক্তি তাদের কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ তা'আলাকেই কষ্ট দিল। যে আল্লাহকে কষ্ট দিল, শীঘ্রই তিনি তাকে পাকড়াও করবেন।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

২৮৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ سَلْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لِأَصْبَاحِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৮৬৩. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যারা বৃক্ষতলে বায়আত হয়েছে তারা সবাই জান্নাতে যাবে, লাল উষ্ট্রের মালিকটি ছাড়া।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

২৮৬৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبُ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَذَبْتَ لَا

يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৮৬৪. কুতায়বা (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হাতিব (রা)-এর এক দাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাতিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এল। সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাতিব তো অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি মিথ্যা বলেছ। হাতিব কখনও তাতে প্রবেশ করবে না। কেননা সে তো বদর এবং হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৮৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ نَاجِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي طَيِّبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي طَيِّبَةَ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ

৩৮৬৫. আবু কুরায়ব (র)... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার কোন সাহাবী যে অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেছে, সে কিয়ামতের দিন ঐ অঞ্চলের নেতা এবং তাদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসাবে উত্থিত হবে।

হাদীসটি গারীব।

এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম-আবু তায়বা-ইব্ন বুয়ায়দা সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। এ রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সাহীহ।

৩৮৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَاقِعٍ . حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْتَبُونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِكُمْ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৮৬৬. আবু বকর ইব্ন নাফি' (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে আমার সাহাবীদের গালমন্দ করতে দেখবে, তখন তোমরা বলবে :

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِكُمْ — তোমাদের মধ্যে যে জন মন্দ, তার উপর আল্লাহর লানত।

হাদীসটি মুনকার। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ : فَضْلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ

পরিচ্ছেদ : ফাতিমা (রা)-এর ফযীলত

২৮৬৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنَ تَمَّ لَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيئُنِي مَارَابَهَا وَيُوْذِيئُنِي مَا آذَاهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ بَنِي أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ نَحْوَ هَذَا .

৩৮৬৭. কুতায়বা (র)... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে মিস্বারের উপর থেকে বলতে শুনেছি যে, বানু হিশাম ইবন মুগীরা তাদের এক কন্যাকে আলী ইবন আবু তালিবের নিকট বিয়ে দিতে আমার অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আমি অনুমতি দিব না, এরপরও অনুমতি দিব না, এরপরও অনুমতি দিব না। তবে ইবন আবু তালিব যদি আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তবে অন্য কথা। ফাতিমা তো আমার এক টুকরা। তাকে যা শংকিত করে, আমাকে তা শংকিত করে। তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও সে জিনিস কষ্ট দেয়।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আমর ইবন দীনার (র)-মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৮৬৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَطَاءٍ عَنْ بَنِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةُ وَمِنْ الرِّجَالِ عَلِيُّ . قَالَ

إِبْرَاهِيمُ : يَعْنِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৮৬৮. ইবরাহীম ইবন সাঈদ জাওহারী (র)... ইবন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মহিলাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন ফাতিমা (রা) আর পুরুষদের মাঝে ছিলেন আলী (রা)। ইবরাহীম (র) বলেন : এ ব্যাপারটি হল নবী পরিবারের।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

২৮৬৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا .

৩৮৬৯. আহমদ ইব্ন মানী (র)... আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) আবু জাহল কন্যাকে বিবাহের আলোচনা করেছিলেন।

এ খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন : ফাতিমা আমার অংশ। তাকে যা ব্যথা দেয় আমাকে ও তা ব্যথা দেয়; তাকে যা কষ্ট দেয় আমাকেও তা কষ্ট দেয়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আয্যুব (র) এটিকে ইব্ন আবু মুলায়কা-ইবনুয-যুবায়র (রা) সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন, একাধিক রাবী ইব্ন আবু মুলায়কা-মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

সম্ভবতঃ ইব্ন আবু মুলায়কা (র) উভয়ের (ইবনুয-যুবায়র ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা) বরাতেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৮৭০- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ . حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ السَّيِّدِ عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَلَى وَفَاطِمَةَ وَالْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ ، وَسَلَمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَصُبَيْحٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ .

৩৮৭০. সুলায়মান ইব্ন আবদুল জাব্বার বাগদাদী (র)... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসায়ন (রা)-কে লক্ষ্য করে বলছিলেন : তোমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়বে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। তোমরা যাদের সঙ্গে সমঝোতা করবে, আমিও তাদের সমঝোতায় থাকব।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্রেই কেবল আমরা এটি সম্পর্কে জানি।

উম্মু সালামা (রা)-এর মাওলা সুবায়হ অপরিচিত রাবী।

৩৮৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلَى وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي

وَحَامَتِي ، أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَعَائِشَةَ .

৩৮৭১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন হাসান, হুসায়ন, আলী ও ফাতিমা (রা)-কে একটি চাদরে আবৃত করে বললেন : হে আল্লাহ! এরা আমার আত্মা বায়ত এবং আমার আপনজন। তাদের থেকে আপনি অপবিত্রতা সরিয়ে রাখুন এবং তাদের পরিপূর্ণভাবে পাক রাখুন।

উম্ম সালামা (রা) তখন বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও তো এদের সঙ্গেই আছি।

তিনি বললেন : তুমি তো কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে যতগুলো রিওয়ায়াত আছে, সেগুলোর মাঝে এটিই সর্বোত্তম।

এ বিষয়ে উমার ইব্ন আবু সালামা, আনাস ইব্ন মালিক, আবুল হামরা মাকিল ইব্ন ইয়াসার ও আয়িশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৮৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ

بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ

اللَّهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ : وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَامَ

إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي

مَجْلِسِهَا ، فَلَمَّا مَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَأَكْبَتَ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ ، ثُمَّ أَكْبَتَ عَلَيْهِ

ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتُ لَا ظَنُّ أَنْ هَذِهِ مِنْ أَعْقَلِ نِسَائِنَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا

تَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لَهَا : أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَبْتَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ فَبَكَيتِ ثُمَّ أَكْبَبْتَ عَلَيْهِ

فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ فَضَحِكَتِ ، مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : إِنِّي إِذَا لَبَذَرَةً أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيتُ ،

ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لَحُوقًا بِهِ فَذَاكَ حِينَ ضَحِكَتُ

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ .

৩৮৭২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : স্বভাব-প্রকৃতি, গঠন-গঠন, চাল-চলন এমনকি উঠা-বসায়ও নবী ﷺ-এর তনয়া ফাতিমা (রা)-এর চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি।

আয়িশা (রা) বলেন : ফাতিমা (রা) যখন নবী ﷺ-এর কাছে আসতেন তখন তিনি তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন। তাকে চুমো খেতেন এবং তাকে স্বীয় স্থানে বসাতেন। নবী ﷺ যখন তাঁর কাছে যেতেন, তিনি বসা থেকে উঠে যেতেন। তাকে চুমো খেতেন এবং তাঁকে স্বীয় স্থানে বসাতেন।

নবী ﷺ যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন একদিন ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে এলেন। তাঁর দিকে ঝুঁকে এসে তাঁকে তিনি চুমো খেলেন; এরপর মাথা উঠিয়ে কেঁদে ফেললেন। পরে তিনি আবার তাঁর দিকে ঝুঁকে এলেন। এবার মাথা তুলে তিনি হেসে উঠলেন।

আয়িশা (রা) বলেন : আমি (মনে মনে) বললাম : ঐকে তো আমাদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মহিলা বলে ভাবতাম কিন্তু এখন দেখছি তিনি সাধারণ মহিলাদেরই একজন।

নবী ﷺ-এর ইনতিকালের পর একদিন আমি তাঁকে বললাম : আপনি নবী ﷺ-এর মৃত্যু শয্যায় একদিন তাঁর দিকে ঝুঁকে এসে পরে মাথা উঠিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। এরপর আবার তাঁর দিকে ঝুঁকার পর মাথা তুলে হেসে উঠেছিলেন। এ আচরণের প্রতি আপনাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

তিনি বললেন : আমি গোপন কথাটি বলছি। নবী ﷺ প্রথমে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, এই অসুখেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাই আমি কেঁদে উঠেছিলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন যে, তাঁর পরিবারের মাঝে আমিই জলদি গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, এতে আমি হেসেছিলাম।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

আয়িশা (রা) থেকে এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে।

৩৮৭৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَثْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الْأَمْعِيُّ عَنْ

هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ

فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ . قَالَتْ : فَلَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا .

قَالَتْ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي إِنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَتَ

عِمْرَانَ فَضَحِكَتُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৮৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনে ফাতিমা (রা)-কে ডাকলেন এবং তাকে কিছু বললে তিনি কেঁদে ফেললেন। আবার কথা বললে তিনি হেসে ফেললেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর তাঁর এ কান্না ও হাসির বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিলে আমি কেঁদেছিলাম। পরে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমি মরিয়ম বিনতে ইমরান (আ) ছাড়া বেহেশতী নারীদের সর্দার হবো, আমি হেসেছিলাম।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

৩৮৭৪- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي الْجَحَافِ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّمِيمِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسُئِلْتُ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : فَاطِمَةُ فَقِيلَ : مَنْ الرَّجَالِ ؟ قَالَتْ : زَوْجُهَا ، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَامًا قَوَامًا .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

قَالَ : وَأَبُو الْجَحَافِ اسْمُهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ .
وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَحَافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا .

৩৮৭৪. হুসায়ন ইব্ন ইয়াযীদ কূফী (র)-জুমায়' ইব্ন উমায়র তায়মী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার ফুফুর সঙ্গে আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম । তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে লোকদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন?

তিনি বললেন : ফাতিমা (রা) ।

আবার জিজ্ঞাসা করা হল : পুরুষদের মাঝে কোন্ জন?

তিনি বললেন : তাঁর স্বামী । আমার জানামতে তিনি ছিলেন, অত্যধিক সিয়াম পালনকারী ও অত্যধিক তাহাজ্জুদ গুয়ার ।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব ।

রাবী বলেন : আবু হিজাফ এর নাম দাউদ ইব্ন আবু আউফ । সুফিয়ান ছুরী (র) আবু জিহাফের অসুস্থাবস্থায় তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

بَابُ : فَضْلِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
পরিচ্ছেদ : খাদীজা (রা)-এর ফযীলত

৩৮৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ . حَدَّثَنَا حَقُّصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا غَرَّتْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غَرَّتْ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكْتُهَا ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَّبِعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهَا .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৮৭৫. আবু হিশাম রিফাঈ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খাদীজা (রা)-এর উপর আমার যেরূপ ঈর্ষা হয়েছে, নবী ﷺ এর স্ত্রীদের মধ্যে আর কারো উপর তেমন ঈর্ষা হয়নি । অথচ আমি তাঁকে পাই নি । এর কারণ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা খুবই আলোচনা করতেন । এমনকি যখন নবী ﷺ কোন একটি বকরী যবেহ করতেন, তখন খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের তালাশ করে তা থেকে তাঁদের হাদিয়া পাঠাতেন ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২৮৭৬- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا حَسَدْتُ امْرَأَةً مَا حَسَدْتُ خَدِيجَةَ، وَمَا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بَعْدَ مَا مَاتَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمِنْ قَصَبٍ قَالَ: إِنَّمَا يَعْنِي قَصَبَ اللُّلُؤِ.

৩৮৭৬. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খাদীজা (রা)-এর উপর আমি যে রূপ ঈর্ষা করেছি আর কোন মহিলার উপর আমি সে রূপ ঈর্ষা করিনি।

অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর। এর কারণ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাতে তাঁর জন্য একটি মুক্তা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেখানে কোন শোরগোল থাকবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

অর্থ মুক্তা নির্মিত - قصب

২৮৭৭- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِي، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৮৭৭. হারুন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদ হলেন তাঁর যুগের সর্বোত্তম মহিলা, আর মারয়াম বিনত ইমরান হলেন তাঁর যুগের সর্বোত্তম মহিলা।

এ বিষয়ে আনাস, ইব্ন আব্বাস ও আয়িশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৮৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجَوِيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازِقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ : مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ،
وَأَسِيَّةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৮৭৮. আবু বকর ইবন যানজাবিয়াহু (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন :
বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমার জন্য যথেষ্ট হলেন : ইমরান কন্যা মারয়াম, খুওয়ায়লিদ কন্যা খাদীজা,
মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমা এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া ।

এ হাদীসটি সাহীহ ।

بَابُ : فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

পরিচ্ছেদ : আয়িশা (রা)-এর ফযীলত

৩৮৭৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ . حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ
النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبَاتِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ : يَا أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ النَّاسَ
يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَا هُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُ عَائِشَةَ ، فَقَوْلِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَا أُمُّ النَّاسِ
يَهْدُونَ إِلَيْهِ أَيْنَ مَا كَانَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا فَأَعَادَتْ الْكَلَامَ ، فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَوَاحِبَاتِي قَدْ ذَكَرْنَ أَنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَمْرُ النَّاسِ يَهْدُونَ أَيْنَ مَا كُنْتُ
فَلَمَّا كَانَتْ الثَّلَاثَةُ قَالَتْ ذَلِكَ : قَالَ : يَا أُمُّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ مَا أَنْزَلَ عَلَى الْوَحْيِ وَأَنَا فِي
لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُمْ غَيْرَهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . مُرْسَلًا .
وَقَدْ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ رُمَيْثَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ، وَهَذَا
حَدِيثٌ قَدْ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلَفَةٍ .

وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ .

৩৮৭৯. ইয়াহুইয়া ইবন দুরসুত বসরী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : লোকেরা
(সাধারণত নবী ﷺ -কে হাদিয়া প্রদানের বেলায়) আয়িশা (রা)-এর জন্য নির্ধারিত দিনটির তালাশে
থাকত । আয়িশা (রা) বলেন : একদিন আমার সপত্নীরা উম্ম সালামা (রা)-এর কাছে একত্রিত হলেন । তারা

বললেন : হে উম্ম সালামা! লোকেরা তো তাদের হাদিয়া প্রদানের বেলায় আয়িশা-এর জন্য নির্ধারিত দিনের তালাশে থাকে। আয়িশা যেমন কল্যাণ ও সম্পদ চায়, আমরাও তো এই কল্যাণ ও সম্পদ চাই। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এক বসে দিওন, তিনি যেন আমাদের নির্দেশ দেন যে, তিনি সেখানেই থাকুন না কেন, তারা তাদের হাদিয়া যেন সেখানেই পাঠিয়ে দেন।

উম্ম সালামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করলেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পুনরায় তাঁর কাছে আসেন, তখনও তিনি ঐ বিষয়টি আবার উত্থাপন করেন। বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাথীরা আলোচনা করেছিলেন যে, লোকেরা তাদের হাদিয়া নিয়ে আয়িশা (রা)-এর জন্য নির্ধারিত দিনের তালাশে থাকে। সুতরাং আপনি যেন তাদের বলে দেন যে, যার দারই আপনি থাকুন না কেন, তারা যেন তাদের হাদিয়া সেখানেই পাঠায়।

দ্বিতীয় আরেক দিনও উম্ম সালামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে সে কথা বললেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে উম্ম সালামা! আয়িশা-এর সম্বন্ধে তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। কারণ, আয়িশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই চাদরে আবৃত অবস্থায় আমার কাছে ওহী নাযিল হয় না।

হাদীসটি গারীব।

কোন কোন রাবী এ হাদীসটি হাম্মাদ ইবন যায়দ-হিশাম ইবন উরওয়া-তাঁর পিতা হিশাম (র) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে আওফ ইবনুল হারিছ-রুমায়ছা-উম্ম সালামা (রা) সূত্রেও এ ধরনের কিছু বর্ণিত আছে। যা হোক, হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে এ হাদীসটির রিওয়ায়াত ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। সুলায়মান ইবন বিলাল (র)-হিশাম ইবন উরওয়া (র)-হাম্মাদ ইবন যায়দ (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮৮০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ الْمَكِّيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةٍ حَرِيرٍ خَضِرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لِأَنَّهُ لَا مَرْفُوعَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ .
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ،

وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ هَذَا .

৩৮৮০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জিবরীল একটি সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্রখণ্ডে আয়িশার প্রতিকৃতি নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বললেন : ইনি হলেন দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আলকামা বাতীত এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

আবদুর রহমান ইব্ন মাহদীও এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা (র) থেকে উক্ত সনদে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে আয়িশা (রা)-এর উল্লেখ নেই। আবু উসামা (র) হিশাম ইবন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া-আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এর কিছু বর্ণনা করেছেন।

৩৮৮১- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ . قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، تَرَى مَا لَا تَرَى . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَدِيقٌ .

৩৮৮১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আয়িশা! এই যে জিবরীল, তিনি তোমাকে সালাম বলছেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম : ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি তা দেখেন আমরা যা দেখি না।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৮৮২- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَدِيقٌ .

৩৮৮২. সুওয়ায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জিবরীল তোমাকে সালাম বলছেন।

আমি বললাম : ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হাদীসটি সাহীহ।

৩৮৮৩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي رَيْمٍ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخَزُومِيُّ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثُ قُطِّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَدِيقٌ غَرِيبٌ .

৩৮৮৩. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের যখনই কোন হাদীসের মর্ম সম্বন্ধে জটিলতা দেখা দিয়েছে আর সে বিষয়ে আমরা আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তখনই তাঁর কাছে আমরা এ বিষয়ে জ্ঞান পেয়েছি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৮৮৪. কাসিম ইব্ন দীনার কুফী (র)... মূসা ইব্ন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আয়িশা (রা) অপেক্ষা বিশুদ্ধ স্পষ্টভাষী আর কাউকে আমি দেখিনি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৮৮৫. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব ও বুনদার (র)... আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকদের মাঝে আপনার সবচাইতে পিয় কে? তিনি বললেন : আয়িশা। আমি বললাম : পুরুষদের মাঝে? তিনি বললেন : তাঁর পিতা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৮৮৬. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব ও বুনদার (র)... আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকদের মাঝে আপনার সবচাইতে পিয় কে? তিনি বললেন : আয়িশা। আমি বললাম : পুরুষদের মাঝে? তিনি বললেন : তাঁর পিতা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৮৮৭. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব ও বুনদার (র)... আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকদের মাঝে আপনার সবচাইতে পিয় কে? তিনি বললেন : আয়িশা। আমি বললাম : পুরুষদের মাঝে? তিনি বললেন : তাঁর পিতা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৮৮৮. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব ও বুনদার (র)... আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকদের মাঝে আপনার সবচাইতে পিয় কে? তিনি বললেন : আয়িশা। আমি বললাম : পুরুষদের মাঝে? তিনি বললেন : তাঁর পিতা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।



বাংলা হাদিস

http://www.bangladeshhadith.com

৩৮৮৬. ইবরাহীম ইবন সাঈদ জাওহারী (র)... আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, লোকদের মাঝে আপনার সবচাইতে প্রিয় কে?

তিনি বললেন : আয়িশা।

আমর ইবন আস (রা) বললেন : পুরুষদের মাঝে?

নবী ﷺ বললেন : তাঁর পিতা।

ইসমাইল-কায়স (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

৩৮৮৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ هُوَ أَبُو طَوَالَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ.

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

৩৮৮৭. আলী ইবন হুজর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সব খাদ্যের মধ্যে ‘ছারীদ’^১ যেমন সর্বোত্তম খাদ্য, তেমনি সকল নারীর মধ্যে আয়িশার মর্যাদা শ্রেষ্ঠ।

এ বিষয়ে আয়িশা ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন মা'মার (র) হলেন আবু তুওয়ালা আনসারী মাদীনী। ইনি ছিকাহ রাবী। মালিক ইবন আনাস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৮৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ غَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ مِّنْ عَائِشَةَ عِنْدَ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَغْرَبَ مَقْبُوحًا مَّتَبُوحًا أَتُؤْذِي حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৮৮৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আমর ইবন গালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি আমার ইবন ইয়াসির (রা)-এর কাছে আয়িশা (রা)-এর বদনাম করে। তিনি তখন বললেন : ঘৃণিত ও বিতাড়িত হয়ে দূর হ'। তুই কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয়তমাকে কষ্ট দিচ্ছিস?

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

১. গোশত-রুটি সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য। আরবরা এটি খুব পসন্দ করত।

৩৮৮৯- حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَقُولُ : هِيَ زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، يَعْنِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮৮৯. বুনদার (র)... আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ আসাদী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার ইবন ইয়াসির (রা)-কে বলতে শুনেছি : তিনি অর্থাৎ আয়িশা (রা) হলেন দুনিয়া ও আখিরাতে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ ।

৩৮৯০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّغِيِّ . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : عَائِشَةُ ، قِيلَ : مِنَ الرِّجَالِ . قَالَ : أَبُوهَا . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ .

৩৮৯০. আহমাদ ইবন আবদা যাববী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জিজ্ঞাসা করা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকদের মাঝে আপনার কাছে সবচাইতে প্রিয় কে?

তিনি বললেন : আয়িশা ।

বলা হল : পুরুষদের মাঝে?

তিনি বললেন : তাঁর পিতা ।

আনাস (রা)-এর রিওয়াযাত হিসাবে হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব ।

بَابُ : فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের ফযীলত

৩৮৯১- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ . قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَجَدَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا فَأَيَّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৮৯১. আনাস আযারী (রা)... ইকরিমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফজরের সালাতের পর ইবন আদ্রাস (রা)-কে বলা হল : নবী ﷺ-এর অমুক সহধর্মিণীর ইনাতিকাল হয়েছে।

তিনি (এ খবর শুনে) কিছু সালাত আদায় করলেন।

আঁকে জিজ্ঞাসা করা হল : এ সময় কি আপনি সালাত আদায় করছেন?

তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেন নি যে, যখন কোন ভীতিকর নিদর্শন দেখতে, তখনই সালাত আদায় করবে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীর দুনিয়া থেকে প্রস্থান অপেক্ষা ভীতিকর নিদর্শন আর কি হতে পারে?

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা আর কিছু জানি না।

৩৮৯২- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا كِنَانَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيبٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلَامٌ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : أَلَا قُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّي وَنَدْوَجِي حُسَدًا وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمِّي مُوسَى ؟ وَكَانَ الَّذِي بَلَغَنَاهُ أَنَّهُمْ قَالُوا : نَحْنُ أَكْرَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا ، وَقَالُوا : نَحْنُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ وَبَنَاتُ عَمِّهِ . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَاشِمِ الْكُوفِيِّ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ .

৩৮৯২. বুনদার (র)... সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন। হাফসা ও আয়িশা (রা)-এর পক্ষ থেকে আমার প্রতি কিছু অভিযোগের কথা পৌছে। সে বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করি। তিনি আমাকে বললেন : তুমি বললে না কেন, তোমরা দু'জন আমার তুলনায় উত্তম হবে কি ভাবে? আমার স্বামী হলেন মুহাম্মদ, পিতা হারুন, আর চাচা মুসা।

তাদের পক্ষ থেকে সাফিয়্যা (রা)-এর কাছে যে কথা পৌছেছিল তা ছিল, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার তুলনায় অধিক সম্মানিত। আমরা একদিকে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আর অপরদিকে তাঁর চাচাত বোন।

এ বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি গারীব। হাশিম কুফী (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এ সনদটি অত উত্তম নয়।

৩৮৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَثْمَةَ . حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الرَّمَعِيُّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهَبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ : فَلَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَنْ بَكَائِهَا وَضَحِكِهَا . قَالَتْ

: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৮৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... উম্ম সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফতহে মক্কার বছর ফাতিমাকে ডাকলেন এবং তাঁর সঙ্গে কানে কানে কি যেন বললেন। এতে ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। এরপর আবার তাঁর সঙ্গে তিনি কথা বললেন। তখন তিনি হেসে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর আমি তাঁকে তাঁর কান্না ও হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন। শুনে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। এরপর তিনি বললেন : আমি মারয়াম বিনত ইমরান ব্যতীত সব জান্নাতী মহিলার নরদার হব। এতে আমি হেসেছিলাম।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

৩৮৯৪-- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : بَلَغَ صَفِيَّةُ أَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : بِنْتُ يَهُودَى فَبَكَتْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ ؟ قَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَةُ : إِنِّي ابْنَةُ يَهُودَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ ، وَإِنْ عَمَّكَ لَنَبِيٌّ ، وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِيٍّ ، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ؟ ثُمَّ قَالَ : اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৮৯৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাফিয়্যা (রা)-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, হাফসা (রা) তাঁকে ইয়াহুদীর মেয়ে বলেছেন। এতে তিনি কাঁদতে লাগলেন। নবী ﷺ তাঁর কাছে এলেন, তখনও তিনি কাঁদাছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কাঁদছ কেন?

সাফিয়্যা (রা) বললেন : আমাকে হাফসা ইয়াহুদীর মেয়ে বলেছে।

নবী ﷺ বললেন : তুমি তো নবী কন্যা। তোমার চাচা নবী। আর তুমি নবীর স্ত্রী। সে কিভাবে তোমার উপর গর্ব করতে পারবে?

এরপর নবী ﷺ হাফসা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : হে হাফসা! তুমি আল্লাহকে ভয় কর।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ, এ সূত্রে গারীব।

৩৮৯৫-- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَى هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا .

৩৮৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম হল সে, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম। তোমাদের এ সঙ্গী (অর্থাৎ আমি) যখন মারা যাবে, তার জন্য তোমরা দু'আ করবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এটি হিশাম ইব্ন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

২৮৯৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ زَائِدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي . شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ . فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَقُولَانِ : وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ الَّتِي قَسَمَهَا وَجَّهَ اللَّهُ وَلَا الدَّارَ الْآخِرَةَ فَيُثَبَّتَ حِينَ سَمِعَتْهَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَخْبَرْتُهُ فَأَحْمَرَّ وَجْهَهُ وَقَالَ : دَعْنِي عَنْكَ ، فَقَدْ أَوْذَى مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبِرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ زِيدَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ رَجُلٌ .

৩৮৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সাহাবীদের কারো সম্পর্কে তোমরা মন্দ কিছু আমার কাছে পৌছাবে না। কারণ, আমি এমন অবস্থায় তাঁদের থেকে প্রস্থান করতে চাই যে, আমার মন যেন থাকে অভিযোগমুক্ত।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একবার কিছু ধন-সম্পদ এল। নবী ﷺ তা লোকদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।

একদিকে বসা দুইজন লোকের কাছে আমি গেলাম। তারা বলছিল, আল্লাহর কসম! এ বন্টনের ক্ষেত্রে মুহাম্মদের আল্লাহর সন্তুষ্টি বা আখিরাত উদ্দেশ্য ছিল না। আমি তা শুনে অন্যদেরও বললাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে সে কথা বললাম। তা শুনে নবী ﷺ -এর চেহারা রক্তিমাত হয়ে গেল। তিনি বললেন : ছেড়ে দাও, মূসাকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

এ সূত্রে হাদীসটি গারীব। এর সনদে অন্য এক ব্যক্তির অতিরিক্ত উল্লেখ রয়েছে।

২৮৯৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ هَذَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৮৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র)... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী বলেছেন : তোমাদের কারো সম্পর্কে কারো মন্দ কিছু আমার কাছে পৌছাবে না।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ ধরনের বক্তব্য অন্য সনদে বর্ণিত আছে।

بَابُ : فَضْلِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর ফযীলত

৩৮৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ

(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) وَقَرَأَ فِيهَا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لَا الْيَهُودِيَّةَ وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ وَلَا

الْمَجُوسِيَّةَ ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ : لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ

كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .

وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .

৩৮৯৮. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে। এরপর তিনি (সূরা বায়্যিনা ৯৮) পাঠ করে শোনালেন।

তিনি আরো পাঠ করলেন : আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন হল একনিষ্ঠ আল্লাহুয় সমর্পিত দীন। ইয়াহুদীবাদ নয়, খৃষ্টবাদও নয়, অগ্নি-উপাসনাবাদও নয়। যে ব্যক্তি ভাল করবে, তা কখনো অস্বীকার করা হবে না।

তিনি আরো পাঠ করলেন : কোন আদম সন্তানের জন্য যদি এক উপত্যকাপূর্ণ সম্পদও হয়, তবুও সে অবশ্যই দ্বিতীয়টির কামনা করবে। যদি দ্বিতীয়টিও তার হয়, তবুও সে অবশ্যই তৃতীয়টির কামনা করবে। মাটি ছাড়া আদম সন্তানের উদর আর কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না। আর আল্লাহ যাকে ফেরানোর, তাকে ফিরাবেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন আবযা (র) তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইবন আবযা-উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনতে।

কাতাদা (র)-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনতে।

بَابُ : فَضْلِ الْأَنْصَارِ وَ قُرَيْشٍ

পরিচ্ছেদ : আনসার ও কুরায়শ-এর ফযীলত

২৮৯৯- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الطَّفِيلِ بْنِ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ لَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ . قَالَ : وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ سَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْشَعِيًّا لَكُنْتُ مَعَ الْأَنْصَارِ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৮৯৯. বুনদার (র)... তুফায়ল ইবন উবাই ইবন কা'ব তাঁর পিতা উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি হিজরত না থাকত তবে আমি একজন আনসারী হতাম।

এ সনদেই নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, আনসারীরা যদি কোন উপত্যকায় বা ঘাঁটিতে চলে আমি আনসারীদের সঙ্গেই থাকব।

এ হাদীসটি হাসান।

৩৯০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْأَنْصَارِ : لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ ؟ فَقَالَ : إِيَّايَ حَدَّثَ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৯০০. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আনসারীদের সম্পর্কে নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : মু'মিনরাই তাদের (আনসারীদের) ভালবাসবে আর মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। যে তাদের ভালবাসবে, আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন। যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, আল্লাহ তাকে ঘৃণা করবেন।

শু'বা (রা) বলেন, আমরা আদী ইবন ছাবিত (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি কি এটি বারা' (রা) থেকে শুনেছেন?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনি আমাকে এটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সাহীহ।

৩৯০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : هَلَمْ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ فَقَالُوا : لَا ، إِلَّا ابْنُ أَخْتٍ لَنَا ، فَقَالَ ﷺ ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبِرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالذِّنَارِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَيْوتِكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ .

قَالَ : أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৯০১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কতক আনসারীকে একত্রিত করে বললেন : তোমরা এস, তোমরা ছাড়া আর কেউ তোমাদের মাঝে আছে কি?

তারা বলল : না, আমাদের এক ভাগিনেয় ছাড়া।

তিনি বললেন : কোন সম্প্রদায়ের বোন-পো তাদেরই মধ্যে গণ্য। এরপর তিনি বললেন : কুরাইশরা জাহিলী অবস্থা ছেড়েছে বেশীদিন হয়নি। তদুপরি তারা বিপদগ্রস্ত। আমি ইচ্ছা করেছি, তাদের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে এবং তাদের হৃদয় আকর্ষণ করতে। তোমরা কি এতে রাযী নও যে, লোকেরা তো দীনার নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিয়ে তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে?

তারা বলল : হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকেরা যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে আর আনসারীরা যদি চলে আরেক উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে, তবে আমি অবশ্যই আনসারীদের উপত্যকা ও গিরিপথে চলব।

হাদীসটি সাহীহ।

৩৯০২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ بْنُ جَدْعَانَ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعْزِيهِ فِيمَنْ أَصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ وَبَنِي عَمِّهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّا ابْتِشْرَكَ بِبَشْرَى مِنَ اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِذُرَارِيهِمْ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ .

৩৯০২. আহমদ ইব্ন মানী' (র)... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাররা দিবসে^১ আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর জ্ঞাতি ভাই এবং পরিবারের যারা শহীদ হন, তাঁদের শোকে সান্ত্বনা দিয়ে যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) আনাস (রা)-এর কাছে একটি পত্র লিখেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন : আমি আপনাকে আল্লাহ প্রদত্ত সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! মাফ করে দাও, আনসারীদের, আনসারীদের সন্তানদের এবং তাদের সন্তানদের বংশধরদের।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

কাতাদা (র) এটিকে আহমদ ইব্ন মানী'-নাযর ইব্ন আনাস-যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩৯০৩. আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ খুযাই বাসরী (র)... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমার কওমকে আমার সালাম বলবে। আমার জানামতে তারা হল পবিত্র এবং ধৈর্যশীল।

ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اقْرَأْ قَوْمَكَ السَّلَامَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعَفَّةَ صَبْرٍ .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৯০৪. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : শোন, আমার নির্ভরযোগ্য হল তারা, যাদের কাছে আমি ফিরে এসে বিশ্বাস নিই অর্থাৎ আমার পরিবার আর আমার অন্তরঙ্গ আচ্ছাদন হল আনসারীরা। তোমরা তাদের দোষ ক্ষমা করে দিবে আর তাদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯০৫. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : শোন, আমার নির্ভরযোগ্য হল তারা, যাদের কাছে আমি ফিরে এসে বিশ্বাস নিই অর্থাৎ আমার পরিবার আর আমার অন্তরঙ্গ আচ্ছাদন হল আনসারীরা। তোমরা তাদের দোষ ক্ষমা করে দিবে আর তাদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করবে।

۳۹۰۴- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلَا إِنَّ عِيَّتِي الَّتِي أُوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي ، وَإِنْ كَرِهْتُمُ الْأَنْصَارَ ، فَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ، وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

৩৯০৬. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : শোন, আমার নির্ভরযোগ্য হল তারা, যাদের কাছে আমি ফিরে এসে বিশ্বাস নিই অর্থাৎ আমার পরিবার আর আমার অন্তরঙ্গ আচ্ছাদন হল আনসারীরা। তোমরা তাদের দোষ ক্ষমা করে দিবে আর তাদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করবে।

হাদীসটি হাসান।

এ বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

১. হুসায়ন (রা)-এর কারবালায় শাহাদতের পর মদীনাবাসীরা ইয়াযীদের বিদ্রোহী হলে ইয়াযীদ বাহিনীর সঙ্গে মদীনাবাসীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে বহু মদীনাবাসী শাহাদত বরণ করেন। হাররা মদীনার উপকণ্ঠ।

৩৯০৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ . حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ . حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ يُرِيدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللَّهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

৩৯০৫. আহমাদ ইব্ন হুসায়ন (র)... মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ তাঁর পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরায়শকে অপমান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্চিত করবেন।

হাদীসটি এ সূত্রে গারীব।

আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৯০৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْمَوْمِلُ قَالَا : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي لَا يَبْغِضُ الْأَنْصَارُ رَجُلًا يُوْ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৯০৬. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ আমাকে বলেছেন : আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আছে এমন কেউ আনসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯০৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْفُرُونَ وَيَقْلُونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .



বাংলা হাদিস

৩৯০৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসারীরা হল আমার বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। লোকেরা তো বাড়বে আর এরা হ্রাস পাবে। সুতরাং তোমরা তাদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করবে আর মন্দগুলো ক্ষমা করবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯০৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَانِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ أَذِقْ أَوَّلَ شُرَيْشٍ نِكَالًا قَازِقُ آخِرَهُمْ نَوَالًا . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

৩৯০৮. আবু কুরায়ব (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! তুমি তো কুরায়শদের প্রথমদিকের লোকদের শাস্তির স্বাদ ভোগ করিয়েছ সুতরাং এদের শেষদিকের লোকদের তোমার অনুগ্রহের স্বাদ ভোগ করাবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

আবদুল ওয়াহহাব ওয়াররাক (র)... আ'মাশ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৯০৯. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرِ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ ابْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِإِنْسَاءِ الْأَنْصَارِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৯০৯. কাসিম ইব্ন দীনার কুফী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! তুমি মাফ করে দাও আনসারীদের, আনসারীদের সন্তানদের, আনসারীদের সন্তানের সন্তানদের এবং আনসারী মহিলাদের।

এ সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ : فِي أَيِّ نَوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ

পরিচ্ছেদ : আনসারীদের সর্বোত্তম গোত্র

৩৯১০. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا أَخْبَرُكُمْ بِخَيْرِ نَوْرِ الْأَنْصَارِ أَوْ بِخَيْرِ الْأَنْصَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : بَنُو النَّجَارِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

بَنُو سَاعِدَةَ . ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدَيْهِ : قَالَ : وَفِي دُورِ الْأَنْصَارِ كُلِّهَا خَيْرٌ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا حَدِيثٌ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৯১০. কুতায়বা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আনসারী গোত্রের কথা অবহিত করব কি?

সাহাবীরা বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

নবী ﷺ বললেন : বানু নাজ্জার। এরপর তাদের নিকটবর্তী হল বানু আবদুল আশহাল। এরপর তাদের নিকটবর্তী হল বানুল হারিছ ইবন খায়রাজ, এরপর তাদের নিকটবর্তী হল বানু সায়েদা।

এরপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাত দিয়ে ইশারা করলেন। পরে তাঁর আঙ্গুলগুলো বন্ধ করলেন। তারপর উভয় হাতে কিছু নিক্ষেপ করার মত সেগুলো প্রসারিত করলেন। আর বললেন : আনসারীদের সবগুলো গোত্রেই রয়েছে মঙ্গল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ হাদীসটি আনাস-আবু উসায়দ সাঈদী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৯১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ

بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دُورُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ : مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَلَ عَلَيْنَا ، فَقِيلَ : قَدْ فَضَلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ .

৩৯১১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু উসায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসারীদের সর্বোত্তম গোত্র হল বানু নাজ্জার, এরপর বানু আবদুল আশহাল, তারপর বানু হারিছ ইবন খায়রাজ, এরপর বানু সাঈদা। প্রতিটি আনসারী গোত্রেই রয়েছে মঙ্গল।

সা'দ (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে দিয়েছেন।^১ তখন বলা হল : আরো বহু জনের উপর তো তোমাদের প্রাধান্য দিয়েছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবু উসায়দ সাঈদী (রা)-এর নাম হল মালিক ইবন রাবীআ।

১. ইনি ছিলেন বানু সাঈদা গোত্রের।

৩৯১২- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلَمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلَمٍ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَيْرُ دِيَارِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৯১২. আবুস সাঈব সালাম ইবন জুনাদা ইবন সালাম (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসারীদের সর্বোত্তম গোত্র হল বানু নাজ্জার।

হাদীসটি গারীব।

৩৯১৩- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلَمُ بْنُ جُنَادَةَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَيْرُ الْأَنْصَارِ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৯১৩. আবুস সাঈব সালাম ইবন জুনাদা (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শ্রেষ্ঠ আনসার হল বানু আবদুল আশহাল।

হাদীসটি এ সূত্রে গারীব।

بَابُ : فِي فَضْلِ الْمَدِينَةِ

পরিচ্ছেদ : মদীনা মুনাওয়্যারার ফযীলত

৩৯১৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ السَّقِيَاءِ الَّتِي كَانَتْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُنْشَرْنِي بِرُغُورٍ . فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ وَدَعَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مَدَاهِمٍ وَصَاعِهِمْ مِثْلَ مَا بَرَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৯১৪. কুতায়বা (র)... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর মালিকানাধীন হাররা আস-সুকইয়া নামক স্থানে আমরা যখন পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার জন্য উযূর পানি নিয়ে এস।

তিনি উযু করলেন, পরে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) ছিলেন আপনার বান্দা ও আপনার খালীল। তিনি মক্কাবাসীদের জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। আর আমি আপনার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার কাছে দু'আ করছি, মদীনাবাসীর জন্য; আপনি বরকত দিন তাদের মুদে ও তাদের সা'-তে। যে রূপ আপনি বরকত দিয়েছেন মক্কাবাসীদের, তার দ্বিগুণ-এক বরকত-এর সাথে আরো দুই বরকত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আযীনা, আবদুল্লাহ ইবন য়াদ এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৯১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا أَبُو نُبَاتَةَ يُونُسُ بْنُ يَحْيَى بْنُ نُبَاتَةَ . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৯১৫. আবদুল্লাহ ইবন আবু য়াদ (র)... আলী ইবন আবু তালিব ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ সি আযাও
অন্যদিক
৩৯১৫ বলেছেন : আমার ঘর এবং আমার মিন্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি হল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

হাদীসটি আলী (রা) বর্ণিত সূত্রে হাসান গারীব।

আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সি আযাও
অন্যদিক
৩৯১৫ থেকে হাদীসটি ভিন্নভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

৩৯১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمُرُوزِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ الزَّاهِدُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ .

৩৯১৬. মুহাম্মদ ইবন কামিল মিরওয়াযী (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সি আযাও
অন্যদিক
৩৯১৬ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমার ঘর ও আমার মিন্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি হল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

এ সনদেই নবী সি আযাও
অন্যদিক
৩৯১৬ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : আমার এ মসজিদে একবার সালাত

আদায় করা মসজিদে হারাম (বায়তুল্লাহ) ব্যতীত পৃথিবীর আর সব মসজিদে হাজার সালাত আদায় করা অপেক্ষা উত্তম।

হাদীসটি সাহীহ।

আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অন্যভাবেও এটি বর্ণিত আছে।

৩৯১৭- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي .

৩৯১৭. বুন্দার (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : মদীনাতে মৃত্যুবরণ করা যদি কারো পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সে যেন মদীনাতে মারা যায়। কেননা যে ব্যক্তি এখানে মারা যাবে, আমি তার জন্য শাফাআত করব।

এ বিষয়ে সুবায়ইয়া বিনত হারিছ আসলামিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আয্যুব সাখতিয়ানী (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৯১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : اشْتَدَّ عَلَى الزَّمَانِ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْعِرَاقِ . قَالَ : قَهْلًا إِلَى الشَّامِ أَرْضَ الْمَنْشَرِ ، اصْبِرِي لِكَأَعِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَاوَإَتْهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَشَقِيانَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ وَسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৯১৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর কাছে একবার তাঁর এক আযাদকৃত দাসী এসে বলল : আমার উপর যমানা বড় কঠিন হয়ে গেছে। আমি ইরাকের দিকে চলে যেতে চাচ্ছি।

তিনি বললেন : পুনরুত্থান অঞ্চল শামের দিকে কেন যাচ্ছ না? আরে মুখ মেয়ে, এখানেই ধৈর্য ধরে থাক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি মদীনার কঠোরতা এবং অভাবের উপর ধৈর্য ধরে থাকবে, আমি কিয়ামত দিবসে তার জন্য হব সাক্ষী এবং সুপারিশকারী।

এ বিষয়ে আবু সাঈদ, সুফয়ান ইবন আবু যুহায়র এবং সুবাইয়া আসলামিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।



বাংলা হাদিস

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৯১৭- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ . حَدَّثَنَا أَبِي جُنَادَةُ بْنُ سَلَمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَخْرُ قُرْيَةَ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةَ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جُنَادَةَ عَنْ هِشَامٍ .

৩৯১৯. আবু সাঈব সালাম ইবন জুনাদা (র)... আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলামের জনপদসমূহের মধ্যে সর্বশেষ যে জনপদ ধ্বংস হবে, সেটি হল মদীনা।

হাদীসটি হাসান-গারীব। জুনাদা-হিশাম (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

৩৯২০- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَهُ وَعْكَ بِالْمَدِينَةِ ، فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَقْلِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : أَقْلِنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْنَهَا وَتَنْصَحُ طَيِّبَهَا .
 قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

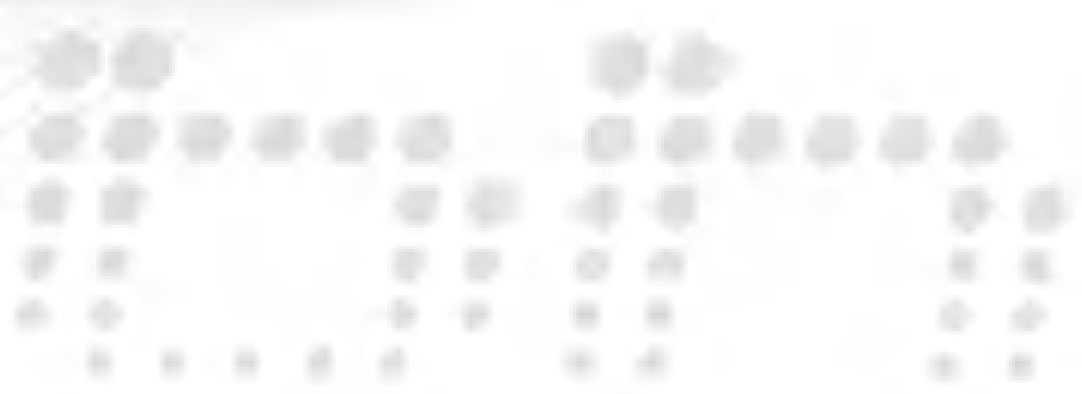
৩৯২০. আল-আনসারী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মরুবাসী আরব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ইসলামের বায়আত নেয়। তাকে মদীনার জুর পেয়ে বসে। তখন মরুবাসী আরব লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আমার বায়আত ফিরিয়ে দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। আরব লোকটি বের হয়ে গেল। পরে আবার তার কাছে এল এবং বলল : আমার বায়আত ফিরিয়ে দিন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। অনন্তর আরবটি বের হয়ে চলে গেল।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা তো হল হাপরের মত। সে এর ময়লা বিদূরীত করে দেয় এবং এর পবিত্রতা বিগ্ধ করে।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯২১- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الطَّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا بَيْنَ لَا بَيْتَهَا حَرَامٌ .



বাংলা হাদিস

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَدَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ حَنْفٍ نَحْوَهُ .

قَالَ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৯২১. আনসারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন : মদীনায যদি হরিণও বিচরণ করতে আমি দেখতে পাই, তবুও সেটিকে আমি শংকিত করি না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এর দুই লাভা^১-র মধ্যবর্তী অঞ্চলটি নিষিদ্ধ (হারাম) অঞ্চল।

এ বিষয়ে সা'দ, আবদুল্লাহ ইব্ন য়াদ, আনাস, আবু আযুব, য়াদ ইব্ন ছাবিত, রাফি' ইবন খাদী, সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) ও জাবির থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ . وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَتَحِبُّهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَا بَيْتُهَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৯২২. কুতায়বা (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উহুদ পাহাড় ভেসে উঠলে তিনি বললেন : এই পাহাড়টি আমাদের ভালবাসে আর আমরাও একে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) মক্কা নগরীকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, আর আমি কালো পাথর বিশিষ্ট প্রস্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চল মদীনাতে হারাম ঘোষণা করছি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯২৩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيْسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى أَيْ هَوْلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَزَلَتْ فِيهِ دَارُ هَجْرَتِكَ : الْمَدِينَةُ ، أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قَنْسَرَيْنِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى . تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَامِرٍ .

৩৯২৩. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, এই তিনটি নগরীর যেটিতেই তুমি অবতরণ করবে, সেটিই হবে তোমার হিজরাত স্থল : মাদীনা, বাহরায়ন, কিন্নাসরীন।

হাদীসটি গারীব। ফায়ল ইব্ন মূসা (র)-এর রিওয়ায়াত ব্যতীত এটি সম্পর্কে কিছু জানি না। এটির বর্ণনায় আবু আমির (র) একক।

৩৯২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأِ وَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَشَفِيَّانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ وَسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ .
قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَصَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَخُو سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ .

৩৯২৪. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মদীনার বিপদ-আপদ এবং এর অভাব-অনটনের উপর ধৈর্য ধরে থাকবে, আমি কিয়ামত দিবসে আবশ্যই তার জন্য সুপারিশকারী এবং সাক্ষী হব।

এ বিষয়ে আবু সাঈদ, সুফিয়ান ইব্ন যুহায়র এবং সাবিয়া আসলামিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

বর্ণনাকারী সালিহ ইব্ন আবু সালিহ (র) হলেন সুহায়ল ইব্ন আবু সালিহ (র)-এর ভাই।

بَابُ : فِي فَضْلِ مَكَّةَ

পরিচ্ছেদ : মক্কা মুকাররমার ফযীলত

৩৯২৫- حَدَّثَنَا الْقُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ حَمْرَاءِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ واقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وَاحِبٌ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ حَمْرَاءِ عِنْدِي أَصَحُّ .

৩৯২৫. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন হামরা যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (মক্কার) হাযওয়ারায দাঁড়ানো দেখেছি। তিনি তখন বললেন : আল্লাহর কসম! (হে

মক্কা) তুমি হলে আল্লাহর সর্বোত্তম যমীন। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আমাকে যদি বের না করে দেওয়া হত, তবে আমি বের হতাম না।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

ইউনুস (র) এটিকে যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন আমর (র) এটিকে আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তবে আবু সালামা-আবদুল্লাহ ইবন আদী ইবন হামরা (রা) সূত্রে বর্ণিত যুহরী (র)-এর রিওয়ায়াতটি আমার মতে অধিক সাহীহ।

৩৯২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ وَأَبُو الطَّفَيْلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَطْيَبُكَ مِنْ بَلَدٍ ، وَأَحَبُّكَ إِلَيَّ ، وَلَوْلَا أَنْ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ ،

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৯২৬. মুহাম্মদ ইবন মুসা বাসরী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা মুকাররমা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : কত পবিত্র তুমি এ শহর এবং কত যে প্রিয় তুমি আমার কাছে! আমার কওম যদি আমাকে বের না করে দিত তবে তুমি ছাড়া আর কোথাও আমি বসবাস করতাম না।

এ সূত্রে হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ : فِي فَضْلِ الْعَرَبِ

পরিচ্ছেদ : আরবের ক্বীলত

৩৯২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا سَلْمَانُ لَا تَبْغِضْنِي فَتَفَارِقَ بَيْنَكَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَبْغِضُكَ وَبِكَ هَدَانِي اللَّهُ ؟ قَالَ : تَبْغِضُ الْعَرَبَ فَتَبْغِضْنِي .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَدْرِ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ .

৩৯২৭. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া আযদী ও আহমাদ ইবন মানী প্রমুখ (র)... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : হে সালমান! আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না, তা হলে দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে আমরা কি করে হিংসা করতে পারি? আপনার মাধ্যমেই তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিদায়ত করেছেন।

নবী ﷺ বললেন : আরবদের যদি ঘৃণা কর, তবে তুমি আমাকে ঘৃণা করলে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আবু বাদর শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৯২৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنْتَلِهِ مَوَدَّتِي .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ مُخَارِقِ ، وَلَيْسَ حُصَيْنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الْقَوِيُّ .

৩৯২৮. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... উছমান ইব্ন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আরবদের ধোকা দিবে, সে ব্যক্তি আমার শাফাআতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং আমার মহব্বতও সে পাবে না।

হাদীসটি গারীব। হুসায়ন ইব্ন উমার আহমাসী-মুখারিক সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। হাদীস বিশারদগণের মতে হুসায়ন নির্ভরযোগ্য নন।

৩৯২৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَزِينٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : كَانَتْ أُمُّ الْحَرِيرِ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّا نَرَاكَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ . قَالَتْ : سَمِعْتُ مَوْلَايَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَزِينٍ : وَمَوْلَاهَا طَلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ .

৩৯২৯. ইয়াহুইয়া ইব্ন মুসা (র)... মুহাম্মদ ইব্ন আবু রাযীন তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : কোন আরব মারা গেলে উম্মুল হারীর (র)-এর অবস্থা খুবই মারাত্মক হয়ে যেত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা দেখি যে, কোন আরব মারা গেলে আপনার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়?

তিনি বললেন : আমি আমার মালিককে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরবদের ধ্বংস হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম আলামত।

মুহাম্মদ ইব্ন আবু রাযীন (র) বলেন : উম্মুল হারীর (র)-এর মাওলা বা মালিক হলেন তালহা ইব্ন মালিক (রা)।

হাদীসটি গারীব। সুলায়মান ইব্ন হারব (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৯৩০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أُمُّ شُرَيْكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَيَفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدُّجَالِ حَتَّى

يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ . قَالَتْ أُمُّ شُرَيْكٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ الْعَرَبَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : هُمْ قَلِيلٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৯৩০. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আযদী (র)... উম্ম শারীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জাল থেকে (মু'মিন) লোকেরা পালাবে। এমন কি তারা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে।

উম্ম শারীক (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেদিন আরবরা কোথায় থাকবে?

তিনি বললেন : তারা হবে খুবই কম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৯৩১- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ بَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سُمُورَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : سَامُ أَبُو الْعَرَبِ ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ ، وَحَامُ أَبُو الْاَحْبَشِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَيُقَالُ : يَافِثٌ وَيَافِثُ وَيَفْتُ .

৩৯৩১. বিশর ইবন মুআয আল-আকদী বাসরী (র)... সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাম হল আরবের আদি পিতা। ইয়াফিছ হল রোমীয়দের আদি পিতা। আর হাম হল হাবশীদের আদি পিতা।

এ হাদীসটি হাসান। ইয়াফিছ, ইয়াফিত এবং ইয়াফাত সবরূপেই কথিত আছে।

بَابُ : فِي فَضْلِ الْعَجَمِ

পরিচ্ছেদ : অনারবের ফযীলত

৩৯৩২- حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ . حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ذُكِرَتِ الْأَعَاجِمُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَأَنَا بِهِمْ أَوْ يَبْعَضِهِمْ أَوْ ثِقُ مِنِّي بِكُمْ أَوْ يَبْعَضِكُمْ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ ،

وَصَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا يَقَالُ لَهُ صَالِحُ بْنُ مَهْرَانَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ .

৩৯৩২. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অনারবদের ভূমিকা আলোচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের বা তাদের কোন এক অংশের উপর আমি তোমাদের এবং তোমাদের কোন অংশের তুলনায় অধিক আস্থাশীল।

হাদীসটি গারীব। আবু বকর ইবন আয়্যাশ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সালিহ ইবন আবু সালিহ (র) হলেন সালিহ ইবন মিহরান, আমর ইবন হুরায়ছ (র)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম।

১৯৩২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا رِجَالُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَتَلَاهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ (وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) قَالَ لَهُ رَجُلٌ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِنَا ؟ فَلَمْ يُكَلِّمَهُ . قَالَ : وَسَلَّمَانُ الْفَارِسِيُّ بَيْنَا . قَالَ : فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلَمَانَ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاولَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৯৩৩. আলী ইবন হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সূরা জুমুআ নাযিল হওয়ার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তিনি সেটি তিলাওয়াত করলেন। যখন এ আয়াতে পৌঁছলেন যে (وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) এবং তাদের অন্যান্যের জন্য (রাসূল প্রেরণ করেছি) যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি। (সূরা জুমুআ ৬২ : ৩) তখন এক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা কারা, যারা এখনও আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি?

নবী ﷺ কোন কথা বললেন না।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমাদের মাঝে তখন সালমান ফারসী (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত সালমানের উপর রাখলেন। পরে বললেন : যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! ইমান যদি ছুরাইয়া নক্ষত্রেও থাকে তবে তাঁদের একদল লোক সেখান থেকেও তা হাসিল করে নিবেন।

হাদীসটি হাসান। আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

بَابُ : فِي فَضْلِ الْيَمَنِ

পরিচ্ছেদ : ইয়ামানের ফযীলত

৩৯৩৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رِيَّادٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقُطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اقْبَلْ بِقُلُوبِهِمْ ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقُطَّانِ .

৩৯৩৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবু যিয়াদ প্রমুখ (র)... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ইয়ামানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। পরে বললেন : হে আল্লাহ! তুমি তাদের হৃদয়কে গ্রহণ কর আর আমাদের সা' ও মুদ্-এ বরকত দাও।

যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়াযাতরূপে হাদীসটি হাসান-গারীব। ইমরান আল-কাত্তান (র)-এর রিওয়াযাত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩৯৩৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا ، وَأَرْقُ أَفْئِدَةً ، الْإِيْمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي مَسْعُودٍ .

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৯৩৫. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাছে ইয়ামানবাসীদের আগমন হয়েছে। তাদের মন হল নরম, হৃদয় হল কোমল। ঈমান হল ইয়ামানে আর হিকমত ও প্রজ্ঞাও হল ইয়ামানীদের মধ্যে।

এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, ইব্ন আবু মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯৩৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مَرْثَمٍ الْأَنْصَارِيُّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَلِكُ فِي قُرَيْشٍ ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ ، يَعْنِي الْيَمَنَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرْثَمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ .

৩৯৩৬. আহমাদ ইব্ন মানী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাসন হল কুরায়শদের মধ্যে, আর বিচার হল আনসারীদের মধ্যে, আযান হল হাবশাবাসীদের মধ্যে, আমানতদারী হল আযদ গোত্র অর্থাৎ ইয়ামানীদের মধ্যে।

মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি এটি আরফু'রূপে বর্ণনা করেননি। যায়দ ইব্ন হুবাব (র)-এর রিওয়াযাত অপেক্ষা এটি অধিক সাহীহ।

৩৯৩৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ . حَدَّثَنِي عَمِّي صَالِحُ ابْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ شُعَيْبٍ . حَدَّثَنِي عَمِّي

عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْأَزْدُ أَزْدُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، يُرِيدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوهُمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُمْ ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُولُ الرَّجُلُ : يَا لَيْتَ أَبِي كَانَ أَزْدِيًّا ، يَا لَيْتَ أُمِّي كَانَ أَزْدِيَّةً .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا وَهُوَ عِنْدَنَا أَصَحُّ .

৩৯৩৭. আবদুল কুদ্দুস ইবন মুহাম্মদ আত্তার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আযদ গোত্রীয়রা হল পৃথিবীতে আল্লাহর আযদ বা সৈনিক। লোকেরা চায় তাদের বারনমিত করতে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে সমুদ্রই করতে চান। লোকদের উপর এমন এক যামান আসবে যখন তারা বলবে : আহা, আমার পিতা যদি আযদ গোত্রীয় হতেন, হায়! আমার মা যদি আযদ গোত্রীয়া হতেন!

হাদীসটি গারীব। এ সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

এ সনদে আনাস (রা) থেকে এটি মাওকুফরূপেও বর্ণিত আছে। আমাদের মতে সেটিই অধিক সাহীহ।

৩৯৩৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ بَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنْ لَمْ نَكُنْ مِنَ الْأَزْدِ فَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৯৩৮. আবদুল কুদ্দুস ইবন মুহাম্মদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা যদি আযদ গোত্রীয় না হতাম তবে তো মানুষের মধ্যে গণ্য হতাম না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৯৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوِيَّةً ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مِينَاءِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُ رِيْرَةَ يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَنَ حَمِيرًا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشَّقِ الْأَخْرَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشَّقِ الْأَخْرَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : رَحِمَ اللَّهُ حَمِيرًا أَفْوَاهَهُمْ سَلَامٌ وَأَيْدِيَهُمْ طَعَامٌ ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ .

১. আনাস (রা) ছিলেন আনসারী। আর আনসারীদের সকলেই ছিলেন মূলত ইয়ামানের আযদ কবীলার বংশধর।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْتَعَرِفَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَيُرْوَى عَنْ مِثْنَاءِ أَحَادِيثٍ مُتَاكِرٍ .

৩৯৩৯. আবু বকর ইবন যানজাওয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসল। আমার মনে হল সে কায়স গোত্রীয় হবে। লোকটি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি হিময়ার গোত্রের উপর লা'লত করুন।

নবী ﷺ তার থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু লোকটি অন্য পার্শ্ব থেকে আবার এল। নবী ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি ঐ দিক আবার এল কিন্তু নবী ﷺ তার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় ঐ দিক থেকে এল। কিন্তু নবী ﷺ এবারও তার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা হিময়ায় গোত্রের উপর রহম করুন। তাদের মুখে হল সালাম, হাতে হল খাদ্য; তারা হল নিরাপত্তা ও ঈমানের অধিকারী।

হাদীসটি গারীব। আবদুর রাযযাক (র)-এর হাদীস থেকে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। মীনা (র) থেকে বহু মুনকার রিওয়াযাত বর্ণিত আছে।

بَابُ : فِي غِفَارٍ وَأَسْلَمَ وَ جُهَيْنَةَ وَمَزِينَةَ

পরিচ্ছেদ : গিফার, আসলাম, জুহায়না এবং মুযায়না গোত্রের ফযীলত

৩৯৪০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارُ وَمَزِينَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ مَوَالِي ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৯৪০. আহমাদ ইবন হানী (র)... আবু আযুয আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসার, মুযায়না, জুহায়না, গিফার, আশজা' এবং যারা বানু আবদুদ দার-এর, তারা হল আমার মাওলা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাড়া এদের কোন মাওলা নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই হচ্ছেন এদের মাওলা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯৪১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ ، وَغِفَارُ غَفَرَا اللَّهُ لَهَا ، وَعُصَيْيَةُ عَصَيْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৯৪১. আলী ইবন হুজর (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আসলামকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ রাখুন ও গিফারকে আল্লাহ মাগফিরাত দান করুন। আর উসায়্যা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরাম নী করেছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : فِي ثَقِيفٍ وَبَنِي حَنْظَلَةَ

পরিচ্ছেদ : ছাকীফ ও বানু হানীফা প্রসঙ্গে

৩৯৪২- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَلِيمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَقْنَا نِالَ ثَقِيفٍ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৯৪২. আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! বানু ছাকীফের তাঁর আমাদের জ্বালিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর কাছে এদের উপর বদ-দু'আ করুন।

তিনি বললেন : হে আল্লাহ! বানু ছাকীফকে হিদায়াত করুন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩৯৪৩- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عِثْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَمَوْيَكْرُمُ ثَلَاثَةٌ أَحْيَاءُ : ثَقِيفًا ، وَبَنِي حَنْظَلَةَ ، وَبَنِي أُمَيَّةٍ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৯৪৩. যায়দ ইবন আখযাম তাঈফী (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ইনতিকাল করেন, তখন তিনটি কবীলা ছিল তাঁর অপছন্দের, ছাকীফ, বানু হানীফা এবং বানু উমায়্যা।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

৩৯৪৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فِي ثَقِيفٍ كَذَابٌ وَمُبِيرٌ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَقْدٍ . حَدَّثَنَا شَرِيكَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ يُكْنَى أَبَا عَلْوَانَ ، وَهُوَ كُوفِيٌّ .



বাংলা হাদিস

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكَ ، وَشَرِيكَ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ وَإِسْرَائِيلُ يَرَوِي عَنْ هَذَا الشَّيْخِ وَيَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ .

৩৯৪৪. আলী ইব্ন হুজর (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছাকীফ গোত্রে একজন অতিকায় মিথ্যাবাদী এবং একজন যালিম রয়ে ।

আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াকিদ (র)... শরীক (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ।

আবদুল্লাহ ইব্ন আসিম (র)-এর উপনাম হল আবু উলওয়ান, তিনি হলেন কুফী ।

হাদীসটি গারীব । শরীক (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না । শরীক (র) তাঁর সনদে আবদুল্লাহ ইব্ন আসিম (র) বলে উল্লেখ করেছেন । ইসরাঈল (র)-ও এ শায়খ থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন । কিন্তু তিনি তাঁকে আবদুল্লাহ ইব্ন উসমা বলে উল্লেখ করেছেন ।

এ বিষয়ে আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে ।

٣٩٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتُّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنْ فَلَانًا أَهْدَى إِلَى نَاقَةٍ فَعَوَّضْتَهُ مِنْهَا سِتُّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ .

قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ يَرَوِي عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ وَهُوَ أَيُّوبُ بْنُ مَسْكِينٍ وَيُقَالُ ابْنُ أَبِي مَسْكِينٍ ، وَلَعَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ وَهُوَ أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ وَهُوَ أَيُّوبُ بْنُ مَسْكِينٍ وَيُقَالُ ابْنُ أَبِي مَسْكِينٍ .

৩৯৪৫. আহমদ ইব্ন মানী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটি বাচ্চা উটনী হাদিয়া দেয় । তিনি তাকে এর বদলায় ছয়টি বাচ্চা উটনী দান করেন । কিন্তু তাতেও সে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে । বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে পৌছলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন । এরপর তিনি বললেন : অমুক আমাকে একটি উটনী হাদিয়া দিয়েছিল । আমি এর বদলায় তাকে ছয়টি বাচ্চা উটনী প্রদান করি । এরপরও সে অসন্তুষ্ট । আমি ইচ্ছা করেছি যে, কুরায়শী, আনসারী ছাকফী বা দাওসী ছাড়া আর কারো হাদিয়া গ্রহণ করব না ।

হাদীসটিতে এর চাইতেও বেশী কথা রয়েছে ।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে । ইয়াযীদ ইব্ন হারুন (র) রিওয়ায়াত করেছেন

আয্যাব আবুল আলা (র) থেকে। ইনি হলেন আয্যাব ইবন মিসকীন। তিনি ইবন আবু মিসকীন বলেও কথিত। যে হাদীসটি আয্যাব-সাদ্দ মাকবারী (র) সূত্রে বর্ণিত, এ আয্যাব হলেন আবুল আলা। তিনিই হলেন আয্যাব ইবন মিসকীন। তিনি আয্যাব ইবন আবু মিসকীন (র) বলেও কথিত।

৩৯৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْحَمَصِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَزَازَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً مِنْ إِبِلِهِ الَّتِي كَانُوا أَصَابُوا بِالْغَابَةِ فَعَوَّضَهُ مِنْهَا بِفَضْلِ الْعِوَضِ فَتَسَخَّطَ ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ يَهْدِي أَحَدَهُمْ الْهَدْيَةَ فَاَعْوُضَهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عِنْدِي ثُمَّ يَتَسَخَّطُ لَهُ فَيُظَلُّ يَتَسَخَّطُ فِيهِ عَلَى ، وَيَأْتِي اللَّهَ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ هَدْيَةً إِلَّا مِنْ قُرْشِي أَوْ أَنْصَارِي أَوْ ثَقَفِي أَوْ نَوْسِي .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هُرُونَ عَنْ أَيُّوبَ .

৩৯৬৬. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বানু ফাযাযার জনৈক ব্যক্তি গাবা নামক স্থানে পাণ্ডা একটি উটনী নবী ﷺ-কে হাদিয়া দিল। তিনি এর বদলা তাকে কিছু দেন। এতে সে অসন্তুষ্ট হয়। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মিশরের উপর থেকে এতে শুনেছি : আরব মক্কাবাসীদের কিছু লোক তোমাদের একজনকে একটি জিনিস হাদিয়া দেয়। আমার কাছে যে পরিমাণ জিনিস ছিল আমি তা থেকে তাকে বিনিময় দেই। এরপরও এতে সে অসন্তুষ্ট থাকে এবং সে আমার উপর রাগ প্রকাশ করে। আল্লাহর কসম! আমার এ স্থানে আজ দাঁড়াবার পরে আর কুরায়শী, আনসারী, ছাকফী বা দাওসী লোকদের ছাড়া কোন আরবের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ করব না।

আয্যাব-ইয়াহইয়া ইবন হাশিম (র)-এর হাদীছের তুলনায় এটি অধিক সাহীহ।

৩৯৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ بْنُ يَحْيَى وَخَيْرُ وَاحِدٌ ثَالِثًا : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ خَلَادٍ يُحَدِّثُ عَنْ نُفَيْرِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُوحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ الْحَيُّ الْأَسَدُ وَالْأَشْعَرُونَ ، لَا يَفِرُّونَ فِي الْقِتَالِ ، وَلَا يَغْلُظُونَ ، هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : لَيْسَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : هُمْ مِنِّي وَالِي ، فَقُلْتُ : لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبِي ، وَلَكِنَّهُ حَدَّثَنِي قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ . قَالَ : فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَيَقَالُ الْأَسَدُ هُمْ الْأَزْدُ .

৩৯৪৭. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র)... আবু আমীর আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আসাদ এবং আশআরী গোত্র কতইনা ভাল! তারা লড়াই থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। তারা গণীমতের মাল খেয়ানত করে না। তারা আমার আর আমিও তাদের।

আমির ইব্ন আবু আমির (র) বলেন : আমি হাদীসটি মুআবিয়া (রা)-কে বর্ণনা করলে তিনি বললেন : এরূপ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : هم مني والى

আমি বললাম : এরূপ নয়। আমার পিতা আমাকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রা. বুয়াহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : هم مني وأنا منهم

তিনি বললেন : তোমার পিতার রিওয়ায়াত সম্পর্কে তুমি ভাল জান।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ওয়াহব ইব্ন জারীর (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। বলা হয়, আযদ গোত্রই হল আসাদ গোত্র।

৩৯৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَنِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَسْلَمُ سَالِمَهَا اللَّهُ، وَغُفْرَةُ اللَّهِ لَهَا.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي بُرَّةٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

৩৯৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : আসাদ গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ রাখুন, গিফারবে আল্লাহ তা'আলা মাগফিরাত দান করুন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আবু যারর, আবু বারযা, বুয়ায়দা এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৯৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ: وَعَصِيَّةٌ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৯৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (র) থেকে শু'বার রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে অতিরিক্ত আছে : উসায়্যা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯৫০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْمُضَرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغِفَارُ وَأَسْلَمٌ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةَ وَمَنْ كَانَ مِنْ

مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَطَيٍّ وَغُطْفَانَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৯৫০. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতে সেই সত্তার কসম! গিফার, আসলাম, মুযায়না আর যারা জুহায়নার, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আসাদ, তাই এবং গাতফান থেকে শ্রেষ্ঠ হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ جَامِعٍ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ
سَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَبْشِرُوا
يَا بَنِي تَمِيمٍ، قَالُوا: بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا، قَالَ: وَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ:
أَقْبِلُوا الْبُشْرَى فَلَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ، قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا،
قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৯৫১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বানু তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তিনি তাদের বললেন : হে বানু তামীম! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

তারা বলল : সুসংবাদ তো দিলেন এখন কিছু (নগদ অর্থ) দান করুন।

ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। ইত্যবসরে ইয়ামানাসীদের একটা দল আসে। তিনি তাদের বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। বানু তামীম তা গ্রহণ করল না।

তারা বলল : আমরা তা কবুল করলাম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৯৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَسْلَمَ وَغِفَارُ وَمَزَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ تَمِيمٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَبَنِي
عَامِرٍ بَنٍ صَغُصَةَ يَمْدُ بِهَا صَوْتُهُ فَقَالَ الْقَوْمُ: قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: فَهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ.
قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৯৫২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুর রহমান ইবন আবু বকর তাঁর পিতা আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আসলাম, গিফার, মুযায়না গোত্রসমূহ তামীম, আসাদ, গাতফান ও বানু আমির ইবন সা'সাআ থেকে উত্তম।

নবী ﷺ পরে উঁচু করে তা বললেন।

উপস্থিত লোকেরা বলল : এরা তো লাঞ্চিত ও ক্ষতিগস্ত হল।

নবী ﷺ বললেন : ওরা এদের চাইতে উত্তম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : فِي فَضْلِ الشَّامِ وَالْيَمَنِ

পরিচ্ছেদ : শাম ও ইয়ামানের ফযীলত

৩৯৫৩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ بْنِ بَذَّةٍ أَزْهَرُ السُّمَّانِ . حَدَّثَنِي جَدِّي أَزْهَرُ السُّمَّانِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا ، قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا . فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا . قَالُوا : وَفِي نَجْدِنَا . قَالَ : هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْأَنْتَنُ ، وَبِهَا أَوْ قَالَ مِنْهَا يَخْرُجُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৯৫৩. বিশর ইবন আদাম ইবন বিনতি আখহার সাম্মান (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! তুমি বরকত দাও আমাদের শামে, বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে।

লোকেরা বলল : আমাদের নজদে?

তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তুমি বরকত দাও আমাদের শামে, বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে।

লোকেরা বলল : আর আমাদের নজদে?

তিনি বললেন : সেখানে তো ভূকম্পন, ফিতনা এবং সেখান থেকেই বের হয় শয়তানের শিং।

ইবন আওন বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

এ হাদীসটি সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার-তার পিতা আবদুল্লাহ উমার (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

৩৯৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يَحْكُمُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُوَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : طُوبَى الشَّامِ ، فَقُلْنَا : لِأَيِّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةً أَجْنِدَتَهَا عَلَيْهَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ .

৩৯৫৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (রা)... যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন খণ্ড থেকে কুরআন সংকলিত করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মুবারকবাদ ও কল্যাণ শামের জন্য।

আমরা বললাম : তা কেন, হে আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন : কারণ, দয়াময় আল্লাহর ফিরিশ্তারা এর উপর তাঁদের পাখনা মেলে রাখেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আমরা এটিকে কেবল ইয়াহুইয়া ইবন আয্যুব (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই জানি।

৩৯৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَشْتَهِيْنَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَاهُمْ فَحُمُ جَهَنَّمَ، أَوْ
لِيَكُونُوا أَمْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعْلِ الَّذِي يَدْهِدُهُ الْخُرَاءُ بِأَنفِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ،
وَفَخْرَهَا بِالْأَبَاءِ إِنَّمَاهُ مَوْمِنٌ تَقَى، وَفَاجِرٌ شَقِيَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، أَوْ آدَمُ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَرْوَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৩৯৫৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : বিভিন্ন সম্প্রদায়কে অবশ্যই নিজ নিজ মৃত পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। ওরা তো এখন জাহান্নামের অঙ্গার। (তা থেকে বিরত না হলে) পায়খানায় নাক ঢুকিয়ে রাখা 'জু'দা'কীট অপেক্ষাও এরা আল্লাহর কাছে লাক্ষিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের অহংকার এবং পিতৃ-পিতামহদের নিয়ে গর্ব করার দোষ অগসারিত করেছেন। বান্দা তো কেবল একজন তাকওয়ার অধিকারী মু'মিন বা দুর্ভাগ্য দুরাচারী। মানুষ সবাই তো আদম-সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

এ বিষয়ে ইবন উমার ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

৩৯৫৬- حَدَّثَنَا مُرْوَنُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَالَمَةَ الْقُرَوِيُّ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ
الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْأَبَاءِ، مَوْمِنٌ تَقَى، وَفَاجِرٌ شَقِيَ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ،
قَالَ: هَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَسَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَيُرْوَى عَنْ أَبِيهِ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৩৯৫৬. হারুন ইবন মুসা ইবন আবু আলকামা আল-ফারাবী আল-মাদীনী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলী অহংকার এবং পিতৃপুরুষদের নিয়ে গর্ব করা দূরীভূত করে দিয়েছেন। হয়ত হবে মুত্তাকী এক মু'মিন, নয়ত দুর্ভাগ্য দুরাচার। মানুষ সবাই তো আদম সন্তান আর আদম হয়েছেন মাটি থেকে।

আমাদের মতে এটি পূর্ববর্তী হাদীস থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য। সাঈদ মাকবুরী আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন। তাঁর পিতার বরাতে তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বহু বিষয় বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الشُّمَائِلِ

অধ্যায় : শামাইল



বাংলা হাদিস

کتابُ الشَّمَائِلِ

অধ্যায় : শামাইল

بَابُ : مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুজিয়া মুবারক (দৈহিক গঠন)

৩৯৫৭. أَخْبَرَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْأَدَمِ وَلَا بِالْحُمْرِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ

৩৯৫৭. আবু রাজা কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (আবু আবদুর রহমান) তাকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি [হযরত আনাস (রা.)] বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ দেহধারী ছিলেন এবং বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদা কিংবা বাদামী বর্ণের ছিলেন না। তাঁর কেশ মুবারক একেবারে কোঁকড়ানো ছিল না, একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াত দান করেন। এরপর মক্কা মুকাররমায় দশ বছর এবং মদীনায় মুনাওয়ারায় দশ বছর অবস্থান করেন। আল্লাহ তা'আলা ষাট বছর বয়সে তাকে ওফাত দান করেন। ওফাতকালে তাঁর কেশ ও দাড়ি মুবারকের বিশটি চুলও সাদা ছিল না।

৩৯৫৮. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ حَسَنَ الْجِسْمِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبِطٍ أَسْمَرَ اللَّوْنُ إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ

৩৯৫৮. হুমায়দ ইবন মাসআদা বসরী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চতায় দীর্ঘ কিংবা বেঁটে ছিলেন না বরং মধ্যমাকৃতির ছিলেন। তাঁর দেহ (শরীর) মুবারক ছিল খুব আকর্ষণীয়। আর তাঁর কেশ মুবারক অত্যধিক কোঁকড়ানো কিংবা

একেবারে সোজা ছিল না। তিনি গৌরবর্ণের ছিলেন। পথ চলাকালীন তিনি সামনের দিকে খানি কটা ঝুঁকে চলতেন।

৩৯৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ يَعْنِي الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرَبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمِ الْجُمَةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ..

৩৯৫৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার আবদী (র.)... আবু ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যমাকৃতির দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ সাধারণের তুলনায় প্রশস্ত ছিল। তাঁর ঘন কেশরাজি কর্ণমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তাঁর দেহে লাল তহবন্দ ও লাল চাদর শোভা পেত। আমি তাঁর চাইতে সুদর্শন কাউকে কখনো দেখিনি।

৩৯৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَةٍ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُ شَعْرِيضْرِبٌ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ..

৩৯৬০. মাহমুদ গায়লান (র.).....বারা' ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশবিশিষ্ট লাল চাদর ও লাল তহবন্দ পরিহিত কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিকতর সুদর্শন দেখিনি। তাঁর গর্দান ও বাহুদ্বয়ের সংযোগস্থল প্রশস্ততর ছিল। তিনি অধিক বেঁটে কিংবা অধিক দীর্ঘদেহী ছিলেন না।

৩৯৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ هُرْمَزٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ عَنْ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ شَتْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمُ الرَّأْسِ ضَخْمُ الْكَرَائِيسِ طَوِيلُ الْمَسْرِيَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّاءَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرِ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ..

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْمُسْعُودِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمِثْلِهِ..

৩৯৬১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র.)... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কায় কিংবা খর্বাকৃতির ছিলেন না। তাঁর হস্তদ্বয়ের তালু ও পদদ্বয়ের তালু অঙ্গুলিগুলো মাংসল ছিল। তাঁর শির হুটপুট এবং অঙ্গিহুটিগুলো মোটা ছিল। বক্ষদেশ হতে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি সরু রেখা প্রলম্বিত ছিল। যখন পথ চলতেন মনে হত যেন কোন উঁচু স্থান থেকে নিচে

অবতরণ করছেন। তিনি (রাবী) বলেন : তাঁর মত (অনুপম আকর্ষণীয়) আমি কাউকে তাঁর পূর্বে কিংবা পরে দেখিনি।

সুফয়ান ইবন ওয়াকী (রা.)..... মাসউদী (রা.) থেকে এই সনদে একই অর্থে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৭৬২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ الْبَصْرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ بْنُ أَبِي حَلِيمَةَ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِّنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالطَّوِيلِ الْمَمْغُطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُرْدِدِ وَكَانَ رُبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبُطِ كَانَ جَعْدًا رَجُلًا وَمَ يَكُنْ بِالسُّطَمِ وَالْمُكَلَّمِ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ أَيْضٌ مُّشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمَشَاشِ وَالْكَتْدِ أَجْرَدُ ذُو مَسْرَبَةٍ شَتْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى تَقْلَعُ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ وَإِذَا التَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَالْيَنَافَةُ عَرِيكَةٌ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةٌ مَنْ رَأَاهُ بَدَاهَةٌ هَابَةٌ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعَتُهُ أَمْ أَرَقَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى رَحِمَهُ اللَّهُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَمْغُطُ الذَّاهِبُ طَوْلًا قَالَ وَسَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ فِي كَلَامِهِ تَمْغُطُ فِي نَشَابَتِهِ أَيْ عَدَهَا مَدًّا شَدِيدًا وَالْمُرْدِدُ الَّذِي دَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ قَصِيرًا وَأَمَّا الْقَطَطُ فَالْأَسَدِيُّ الْجَعْدَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي فِي شَعْرِهِ جُحُونَةٌ أَيْ تَتَنُّ قَلِيلًا وَأَمَّا الْمُطَهَّمُ فَالْبَادُونَ الْكَثِيرُ اللَّحْمِ وَالْمُكَلَّمُ الْمُدَوَّرُ الْوَجْهَ وَالْمُشْرَبُ الَّذِي فِي بَيَاضِهِ حُمْرَةٌ وَالْأَدْعَجُ الشَّدِيدُ سَوَادُ الْعَيْنِ وَالْأَهْدَبُ الطَّوِيلُ الْأَشْفَارُ وَالْكَتْدُ مُجْتَمِعَةُ الْكَفَّيْنِ وَهُوَ الْكَاهِلُ الْمَسْرَبَةُ هُوَ الشَّعْرُ الدَّقِيقُ الَّذِي كَانَتْ قَضِيبٌ مِّنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ وَالشَّتْنُ الْغَلِيظُ الْأَصَابِعُ مِّنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْتَقْلَعُ أَنْ يَمْشِيَ بِقُوَّةٍ وَالصَّبَبُ الْحَدُّورُ يَقُولُ أَنْحَدَرْنَا فِي صَبُوبٍ وَصَبَبٍ وَقَوْلُهُ جَلِيلُ الْمَشَاشِ يُرِيدُ رُؤُسَ الْمَنَاقِبِ وَالْعَشِيرَةُ الصُّحْبَةُ وَالْعَشِيرُ الصَّاحِبُ الْبَدَاهَةُ الْمَفْاجَأَةُ يُقَالُ بَدَهَتْهُ بِأَمْرِ أَيْ فَجَأَتْهُ .

৩৯৬২. আহমদ ইবন আবদা আয-যাব্বী আল-বসরী ইবন হুজর, আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন (রা.) আলী ইবন আবু তালিব (রা.) এর বংশধর ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শারীরিক গঠন বর্ণনাকালে বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যধিক দীর্ঘকায় ও ছিলেন না এবং পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট মাংসপেশীযুক্ত খর্বাকৃতিরও ছিলেন না। বরং তিনি তাঁর গোত্র ও সমাজের লোকদের মধ্যে মধ্যমাকৃতির ছিলেন। তাঁর কেশ মুবারক অধিক কৌকড়ানো কিংবা একেবারে সোজা ছিল না। বরং তাঁর কেশ মুবারক কিছুটা কৌকড়ানো ছিল। তাঁর দেহ মুবারক নাসুস-বুদুস ও মুখমণ্ডল ফোঁপা-ফাঁপা ছিল না (কিংবা ছিঁচিপে পাতলাগোছের ছিল না)। তাঁর চেহারা মুবারক সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না, তবে সামান্য গোলাকার ভাব ছিল। তিনি ছিলেন শুভ্র ও সোহিত বর্ণ বিশিষ্ট দেহের মালিক। তাঁর নয়নতারা অত্যন্ত কাল ছিল এবং চক্ষুদ্বয়ের পাপড়ির চুল দীর্ঘ ছিল। আঁখি গ্রন্থিগুলো এবং দুই কাঁধের মিলনস্থল ছিল উন্নত ও সুস্পষ্ট। হাত-পা ছিল লোমশূন্য। পশমের একটি সরু রেখা বক্ষ থেকে নাভিস্থল পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। হাতের তালু, পায়ের তলা এবং হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো ছিল মাংসল ও মোটা গোছের। হাঁটার সময় এমনভাবে দৃঢ়পদে পা তুলে হাঁটতেন যেন নিম্নস্থানে নামছেন। যখন কোন দিকে তাকাতেন তখন সম্পূর্ণভাবেই দৃষ্টি ফেলতেন। তাঁর দুই কাঁধের মিলনস্থলে নবুওয়াতের মোহর ছিল। তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। যনের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, জিহবার দিক দিয়ে সর্বাধিক সত্যবাদী, আচার-ব্যবহারে অত্যধিক কোমল এবং আত্মীয়তা ও গণ্যতা রক্ষার ব্যাপারে সর্বদা দয়াপ্রবণ। যে কেউ তাকে হঠাৎ করে দেখত, এই ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ের সঞ্চার হতো। যে কেউ পরিচিতিব্যপদেশে তাকে সম্বোধন করতো, তাঁর প্রতি সাদর সাদৃশ্য হয়ে পড়তো। তাঁর সম্পর্কে সাক্ষাতদানকারীগণই বলে উঠবে, 'তাঁর অনুরূপ কাউকে আমি পূর্বে দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।' আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁকে নিরাপত্তা দান করুন।

আবু ইসা (ইমাম তিরমিযী) (র) বলেন, আমি আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন (র)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমমা'ঈ (র) কে বলতে শুনেছি المنفط অর্থ অতি দীর্ঘকায়। তিনি আরও বলেন, আমি এক বেদুঈনকে বলতে শুনেছি تمام في تشابته সে তার ধনুক (-এ ছিল) জোরে টেনে ধরেছে। المتردد যারা বেঁটে হওয়ার কারণে একে অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ দৃঢ় থেকে যাকে চেঁচা যায় না। القبط অতিশয় কৌকড়ানো الرجل হালকা কৌকড়ানো। المظهم মাংসল ভারী দেহ। المكلثم গোলাকৃতির মুখমণ্ডল। المشرب রক্তিমভ সাদা। الارعج সোখের দ্বারা ঘোর কাল, দাঁড় পলক, الكتد ক্ষকদয় মাংসল। المسربة খেজুর শাখার ন্যায় বুক হতে নাভি পর্যন্ত পশমের শুরু রেখা প্রলম্বিত ছিল। الشثن হৃৎপিণ্ড আঙ্গুলসমূহ। التقلع দৃঢ় পদে পথ চলা। انما رنا তুমি নিম্নে অবতরণ করলে বলে থাকে। (সাবুব) صيب বা (সাবাব) صيب-এ নামলাম। المشاش বলে বর্ণনাকারী 'মুশাশ' অর্থ কাঁধ ও বাহু সংযোগস্থল বুঝিয়েছেন। المشاء অর্থ সঙ্গ, আর المشير অর্থ সঙ্গী-সাথী।

البداهة অর্থ আকস্মিক ঘটনা। আমি যদি কারও কাছে কোন বিষয় আকস্মিকভাবে পেশ করি তাহলে বলা হয় بدهته بامر •

২৯৬৩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمِيعُ بْنُ عُمَيْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ أَمْلَأَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي هَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ هَالَةَ وَكَانَ وَصَافًا عَنْ حُلِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَشْتَهِي أَنْ يُصِفَ إِلَيَّ شَيْئًا اتَّعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخْمًا مَفْخَمًا يَتَلَاوُ وَجْهَهُ تَلَالُؤُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمَشْدَبِ عَظِيمِ الْهَامَةِ رَجُلٌ الشَّعْرُ إِنْ تَفَرَّقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَّقَ وَالْأَفْلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أُذُنِيهِ إِذَا هُوَ وَفَّ رَهْ أَزْهَرَ اللَّوْنِ وَأَسْعَ الْجَبِينِ أَرْجُ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغُ مِنْ غَيْرِ قَرْنٍ بَيْنَهُمَا عَرِيقٌ يَدْرُهُ الْغَضَبُ أَقْنَى الْعَرْنَيْنِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمُّ كَثَّ اللَّحْيَةِ سَهْلَ الْخَدَّيْنِ ضَلِيعَ الْفَمِ مُفْلَجَ الْأَسْنَانِ دَقِيقَ الْمَسْرِبَةِ كَانَ عُنْقُهُ جَيِّدَ دُمِيَّةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ بَادِنِ مُتَمَاسِكِ سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ عَرِيضُ الصَّدْرِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ مَنْكَبَيْنِ ضَخْمُ الْكَرَادِ يَسُ أَنْوَرُ الْمُتَجَرِّدِ مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسَّرَّةِ بِشَعْرِ يَجْرِي كَالْخَطِّ عَارِي الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ أَشْعَرُ الذَّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكَبَيْنِ وَأَعَالَى الصَّدْرِ طَوِيلُ الرِّزْدَيْنِ رَحْبُ السَّرَّاحَةِ شَتْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ سَائِلُ الْأَطْرَافِ أَوْ قَالَ سَائِلُ الْأَطْرَافِ خُمْصَانِي الْأَخْمَصَيْنِ الْأَخْصَيْنِ مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ يَلْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ إِذَا زَالَ قَلْعًا يَخْطُو تَكْفِيًا وَيَنْشِي هَوْنًا ذَرِيعُ الْمَشْرِيقِ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ مَسِيرٍ وَإِذَا التَّقَى التَّقَى جَمِيعًا خَافِضُ الطَّرْفِ نَظْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظَرِهِ الْمَلَا حَظَّةً يَسُوقُ أَصْحَابَهُ يَبْدُءُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ.

৩৯৬৩. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)..... হাসান ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার মামা হিন্দ ইবন আবু হালাহ (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুলিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তাঁর হুলিয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আমি চাইছিলাম যে, তিনি আমাকে সে সম্পর্কে বিবরণ দিলে আমি তা আমার জন্য দলীল হিসেবে স্মৃতিপটে গেঁথে রাখবো। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সম্মান ও মর্যাদার আঁধার। পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর ন্যায় তাঁর চেহারা ঝলমল করত। তিনি মধ্যম আকৃতির চেয়ে অধিকতর দীর্ঘদেহী এবং অতিশয় দীর্ঘকায় ব্যক্তির চেয়ে খানিকটা খর্বকায় ছিলেন। তাঁর মাথা (তুলনামূলক) বড় এবং কেশরাজি কিছুটা ঝোঁকড়ানো ছিল। সহসা

সিঁথি করা গেলে সিঁথি করতেন নতুবা সিঁথি করতেন না। তিনি তাঁর কেশরাজিকে যখন 'অফরা' করে কাটতেন তখন তা তাঁর উভয় কানের মত অতিক্রম করত। তাঁর বর্ণ অতি প্রাঞ্জল এবং ললাটের উভয় পার্শ্ব প্রশস্ত। তাঁর ভ্রুগল বিমুক্ত স্ত্রোম্বের ন্যায় বাঁকা, খুব সূক্ষ্ম তবে ঘন চুল বিশিষ্ট। আর ঐ ভ্রুগলের মাঝে এমন একটি শিরা রয়েছে যা রাগের সময় অধিক রক্ত সঞ্চারিত হওয়ার ফলে ভেসে উঠত (প্রকাশ পেত)। তাঁর নাসিকা সুদীর্ঘ, অগ্রভাগ সরু এবং মধ্যভাগ নূর। তাঁর নাসিকায় এমন নূর (জ্যোতি) ছিল যা নাকের উপর বিকীর্ণ হত। কেউ গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁর নাকের প্রতি না তাকালে অতুলনূত নাসা মনে বসত। তাঁর দাঁড়ি ছিল বিস্তীর্ণ ও খুব ঘন, গণ্ডহ মসৃণ এবং মুখ-বিবর প্রশস্ত। সম্মুখের উপরের পাঁচটি দাঁত ও নিম্নের পাঁচটি দাঁত আশাদা। — মিলিত ছিল না। বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত চুলের রেখাটি ছিল সরু। তাঁর গ্রীবা যেন হাতের দাঁত দ্বারা নির্মিত মোতর গ্রীবা কিন্তু তার শুভ্রতা রৌপ্যের ন্যায়। তাঁর চেহের গঠন ছিল শোভনীয় (সুসমঞ্জস) এবং মাংসপেশী ছিল সুদৃঢ় মজবুত। তাঁর পেট ও বক্ষ (সমান) উচ্চ এবং বক্ষদেশ প্রশস্ত। তাঁর এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধ ত্র্যক্ষাকৃত দূরত্বে ছিল। তাঁর অস্থি গ্রন্থিগুলো স্থূল ছিল। আর সচরাচর অনাবৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দাঁড়িমান ছিল। তাঁর বক্ষ ও নাভির মধ্যভাগ এমন কেশরাজি দ্বারা সংযুক্ত ছিল যা দেখতে যেন একটি প্রলম্বিত (সরু) রেখা। এতদ্ব্যতীত তাঁর পেট ও স্তনদেশ লোমশূন্য ছিল। তাঁর উভয় বাহু কাঁধের সংযোগস্থল ও বক্ষের উপরিভাগ লোমশ ছিল। তাঁর উভয় কনুই হাতের কজি পর্যন্ত বাহুর অগ্রভাগ দীর্ঘ, হাতের তালু অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং হাত-পায়ের অঙ্গুলিগুলো মাংসল ও লম্বা লম্বা ছিল। তিনি খড়ম পরিধার করতেন। পথ চলার সময় ঐ অংশ মাটি স্পর্শ করত। তাঁর পায়ের নিচের অংশ ছিল মসৃণ, পানি ঢাললে তৎক্ষণাৎ তা গড়িয়ে যেত। হাঁটার সময় তিনি দৃঢ়তা সাথে পা ভুলে চলতেন, সামনের দিকে ন্যূন হায়ে পা ফেলতেন এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতেন। পথ চলার সময় তিনি দ্রুত চলতেন, মনে হতো যেন উপর থেকে নিচে অবতরণ করছেন। তিনি কোন দিকে তাকালে সম্পূর্ণভাবে চেহারা ফিরাতে। তিনি ছিলেন আনত নয়ন, আসমানের দিকে দৃষ্টি বর্ষণ তুলনায় বেশিরভাগ তাঁর দৃষ্টি যমীনের দিকেই বিবর্ত থাকত। তাঁর দৃষ্টির পুরোটাই ছিল আলকা দৃষ্টি। তিনি তাঁর সাহাবাদের পেছনে থাকতেন। পশ্চিমধ্যে যার সাক্ষাত হত, তাঁকেই তিনি প্রথম সালাম দিতেন।

২৭৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنِ مَذْهُوسَ الْعَقَبِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِسِمَاقٍ مَا ضَلِيعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيمُ الْفَمِ ثُلْتُ مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيلُ شِقِ الْعَيْنِ قُلْتُ مَا مَذْهُوسُ الْعَقَبِ قَالَ قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقَبِ .

৩৯০৪. আবু মুসা মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ফাল্গুন ফায়, আশকালুল 'আয়ন' ও মানহসুল আকিব। শু'বা (র) বলেন, আমি সিমাককে বললাম, 'ফাল্গুন ফায়' কি? তিনি বললেন, বড় মুখ বিবর বিশিষ্ট। আমি

(আবার) বললাম, 'আশকালুল আয়ন' কি? তিনি বললেন, ডাগর ডাগর চক্কুবিশিষ্ট। আমি বললাম, 'মানহসুল আকাব' কি? তিনি বললেন, সরু গোড়ালি বিশিষ্ট।

২৯৬৫. حَدَّثَنَا هَذَا بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عُرْبُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ يَعْنِي ابْنَ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةِ اضْحْيَانٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَالْيَاقَمَرُ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ.

৩৯৬৫. হান্নাদ ইবন সাররী (র)... জাবির ইবন নামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার পূর্ণিমা রাত্রির মিশ্র আলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'লাল হুলাহ' (চাদর ও লুঙ্গি) পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তখন আমি একবার তাঁর দিকে ও একবার চাঁদের দিকে তাকাতে থাকলাম। (ফলে) তিনি আমার কাছে পূর্ণিমার (প্রাঞ্জল) চাঁদের চেয়ে অধিকতর চমৎকার প্রতিভাত হন।

২৯৬৬. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلُ الْقَمَرِ.

৩৯৬৬. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার বারাহ ইবন আযিব (রা)-এর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা কি তরবারির ন্যায় ছিল? তিনি বললেন, না। বরং তা চাঁদের (প্রাঞ্জল আলোর) মত ছিল।

২৯৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمَسَاهِقِيُّ سَلِيحُ بْنُ سَلَمٍ حَدَّثَنَا الذُّخَيْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْخَضِرِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ رَجُلَ الشَّعْرِ.

৩৯৬৭. আবু দাউদ আল-মাসাহিফী সুলায়মান ইবন সালিম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ শুভ্রতায় ছিলেন রৌপ্যের ন্যায় এবং তাঁর কেশরাজি ছিল খানিকটা কৌকড়ানো।

২৯৬৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَرِضَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُرْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرْبُ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبَكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا دَحْيَةَ.

৩৯৬৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার কাছে আশিয়া কিরামকে পেশ করা হয়। মুসা (আ)-এর মধ্যে বিভিন্ন লোকের সাদৃশ্য বর্তমান (দেখা গেল)। তিনি যেন শানুয়াহ গোত্রের লোক। আর মারযাম তনয় ঈসা (আ)-কে উরওয়া ইবন মাসউদের সর্বাধিক সাদৃশ্য দেখতে পাই। তারপর আমি ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে পাই এবং তাঁকে পাই তোমাদের সঙ্গীর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। 'তোমাদের সঙ্গী' বলে, তিনি নিজ সত্তাকে বুঝিয়েছেন। আর আমি জিবরাঈল (আ)-কে দিহয়া (কালবী)-এর সর্বাধিক সাদৃশ্য দেখতে পাই।

২৯৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ الْمَعْنِيُّ وَاحِدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ رَأَاهُ غَيْرِي قُلْتُ صِفْهُ لِي قَالَ إِنَّ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصِّدًا.

৩৯৬৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আবু তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি—তবে তাঁকে যারা দেখেছেন তাঁদের মধ্যে আমি ব্যতীত কেউ ভূপৃষ্ঠে বেঁচে নেই। (জুরায়রী বলেন) আমি বললাম : আপনি আমার কাছে তাঁর বিবরণ পেশ করুন। তিনি বলেন : তিনি ছিলেন শুভকায় ও লাভণ্যময় সুসমঞ্জস।

২৯৭০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحُرَامِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ثَابِتِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَخِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَجَ الشَّيْئَتَيْنِ إِذَا تَكَلَّمَ رَأَى كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَائِيَاهُ.

৩৯৭০. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... ইবন আব্বাস (রা) সত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনের দাঁত দু'টির মধ্যে খানিকটা ফাঁকা ছিল। বাক্যালাপ করার সময় তাঁর সামনের ছানায় দাঁতের মধ্যখান থেকে যেন জ্যোতির মত কিছু বিকীর্ণ (বের) হত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النَّبِيِّ

পরিচ্ছেদ : মোহরে নবুওয়াত

২৯৭১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أختِي وَجَعَ فَمَسَحَ بِرَأْسِي وَدَعَانِي بِالْبَرَكَاتِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضْؤِهِ فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زُرِّ الْحَجَلَةِ.

৩৯৭১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... সাযিব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার খালা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। এরপর তিনি আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগ্নে অসুস্থ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথায় (স্নেহভরে) হাত বুলালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। তারপর তিনি ওযু করেন। আমি তাঁর ওযুর উদ্বৃত্ত পানি পান করলাম এবং তাঁর গেছনে গিয়ে দাঁড়লাম। সহসা তাঁর দু'কাঁধের মধ্যস্থ মোহরে নবুওয়াতের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে যা দেখতে পাখির (কবুতরের) ডিমের মতো মনে হতো।

২৯৭২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الطَّلَقَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاءَ بِنْتِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتِمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَدَّةً حُمْرَاءُ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ.

৩৯৭২. সাঈদ ইবন ইয়াকুব তালিকানী (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'কাঁধের মধ্যস্থ স্থানে মোহরে নবুওয়াত দেখেছি। আর তা যেন ছিল কবুতরের ডিমের ন্যায় লাল বর্ণের গোশতপিণ্ড।

২৯৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ جَدِّهِ رُمَيْثَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقْبَلَ الْخَاتِمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ اهْتَزَلَتْ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ.

৩৯৭৩. আবু মুস'আব মাদানী (র)... কুমায়ছা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাঈদ ইবন মু'আয (রা)-এর ওফাতের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁর ওফাতে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার আরশ বেঁচা উঠেছিল। কুমায়ছা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উক্তি করেন তখন আমি তাঁর এত নিকটে ছিলাম যে, ইচ্ছে করলে মোহরে নবুওয়াত চুষন করতে পারতাম।

২৯৭৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّغِيِّ وَابْنُ جُرْجٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِّنْ وَلَدِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَذْكَرَ الْحَدِيثِ بِطَوْلِهِ وَقَالَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتِمُ النَّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتِمُ الْكَرِيمِينَ.

৩৯৭৪. আহমদ ইবন আবদা যাক্বী, আলী ইবন হুজর এবং আরো অসংখ্য (র)... আলী (রা)-এর দৌহিত্র ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ (র) বলেন : আলী (রা) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী বর্ণনা করতেন —এ বলে অনুরূপ একটি দীর্ঘ হাদীস রিওয়ায়াত করতেন। তিনি বলতেন : তাঁর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুওয়াত অবস্থিত ছিল। আর তিনি সর্বশেষ নবী।

৩৯৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو غَاصِمٍ أَخْبَرَنَا غَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي عَلْبَاءُ ابْنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَخْطَبٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا زَيْدٍ أَدْنُ مِنِّي فَاْمْسَحْ ظَهْرِي فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَمِ قُلْتُ وَمَا الْخَاتَمُ قَالَ شَعْرَاتٌ جُتِمَعَاتُ.

৩৯৭৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... উমর ইবন আখতার আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু...! আমার কাছে এসো এবং আমার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাও। তখন আমি তাঁর পিঠে হাত বুলাতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আমার অঙ্গুলিগুলো মোহরে নবুওয়াতের উপর লেগে গেল। ইলবা (র) বলেন, আমি বললাম : 'খাতাম' কি জিনিস? তিনি বললেন, এক গুচ্ছ বেগদাম।

৩৯৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو أَرْوَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الرَّاعِي أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ جَاءَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطْبٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا هَذَا فَقَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ فَقَالَ ادْفَعُهَا فَإِنَّا لَا أَكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ فَرَفَعَهَا فَأَاءَ الْغَدِ بِمِثْلِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ فَقَالَ هَدِيَّةٌ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ ابْسُطُوا ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّنَ بِهِ وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ تُرْسَ لَهُمْ نَخِيلًا فَيَعْمَلُ سَاءً أَنْ فِيهِ حَتَّى تُطْعِمَ فَفَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّخْلَ الْأَنْخَلَةَ وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَأْنُ هَذِهِ النَّخْلَةِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا غَرَسْتُهَا فَتَرَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا .

৩৯৭৬. আবু 'আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ খুযাই (র)... আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পর একদা সালমান ফারসী (রা) একটি পাত্রে কিছু কাঁচা খেজুর নিয়ে এলেন এবং তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে সালমান! এ কিসের খেজুর? (অর্থাৎ হাদীয়া না সাদকা?) তিনি বললেন, আপনার ও আপনার সাহাবাদের জন্য সাদকা। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : এগুলো তুলে নাও। আমরা সাদকা খাই না। তিনি (রাবী) বলেন : তিনি তা তুলে নিলেন। পর দিন তিনি অনুরূপ খেজুর নিয়ে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করেন। তখন তিনি

বললেন : হে সালমান! এ কিসের খেজুর? তিনি বললেন, আপনার জন্য হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বললেন : তোমরা হাত বাড়িয়ে দাও (অর্থাৎ হাদিয়া গ্রহণ কর)। এরপর সালমান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুওয়াত দেখে তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন। (রাবী বলেন), সালমান (রা) জনৈক ইয়াহুদীর গোলাম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এত এত দিরহামের বিনিময়ে এবং এই শর্তে খরিদ করেন যে, সালমান তাঁর ইয়াহুদী মনিবের জন্য একটি খেজুর বাগান করে দেবে এবং তাতে ফুল আসা পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র হাতে একটি চারা ব্যতীত সবগুলো রোপণ করলেন এবং একটি চারা গাছ উমর (রা) রোপণ করেছিলেন। ঐ বছরই সকল গাছে ফল আসল কিন্তু একটি গাছে খেজুর ধরলো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ গাছটির এ অবস্থা কেন? উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সেটি রোপণ করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ চারাটি উপড়িয়ে পুনঃ নিজ হাতে তা রোপণ করলেন। ফলে ঐ বছরই তাতে খেজুর ধরলো।

৩৯৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَضَّاحِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدُّورَقِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي خَاتَمَ النَّبُوَّةِ فَقَالَ كَانَ فِي ظَهْرِهِ بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ.

৩৯৭৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু নাযরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোহরে নবুওয়াত সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তা ছিল তাঁর পৃষ্ঠদেশের উপর এক টুকরা বাড়তি গোশতপিণ্ড।

৩৯৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعَبْطِيُّ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ فَالْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفِهِ مِثْلَ الْجَمْعِ حَوْلَهَا خِيَلَانٌ كَانَتْهَا ثَالِثُ لَيْلٍ فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَلَكَ فَقَالَ الْقَوْمُ اسْتَغْفِرَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ وَلَكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ).

৩৯৭৮. আবুল আশ'আছ আহমদ ইবনুল মিকদাম ইজলী বসরী (র)... আবদুল্লাহ ইবন সারজাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। এক পর্যায়ে আমি তাঁর পেছনে ঘুরে ফিরলাম। তিনি আমার মনোবাঞ্ছা বুঝতে পেরে পৃষ্ঠদেশ থেকে চাদর সরিয়ে ফেলেন। তখন আমি তাঁর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুওয়াত দেখতে পাই। আর তা ছিল মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলীর ন্যায় এবং চতুর্পার্শ্বে সাচিলের মত কতগুলো তিলক শোভা পাচ্ছিল। এরপর আমি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে

ক্ষমা করুন। তখন তিনি বললেন : তোমাকেও ক্ষমা করুন। তারপর লোকে আমাকে বলতে লাগল, তুমি বড়ই সৌভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার মাগফিরাত কামনা করেছেন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তোমাদের জন্য দু'আ করেছেন। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

(হে রাসূল!) আপনি আপনার জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও মুমিনা নারীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কেশ মুবারক

৩৯৭৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ.

৩৯৭৯. আলী ইবন হুজর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথায় চুল দুই কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

৩৯৮০. حَدَّثَنَا هَنَاقُ بْنُ السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِيَّائِي وَأَحَدٌ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ.

৩৯৮০. হান্নাদ ইবনুস সাররী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একত্রে একই পাত্রস্থ পানি দিয়ে গোসল করতাম। আর তাঁর কেশ মুবারক জুম্মার উর্ধ্বে এবং দাঁড়-এর নিচে ছিল (অর্থাৎ কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত না)।

৩৯৮১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا أَبُو قَطْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرِيئًا بَعِيدًا مَا بَيْنَ الْمَكِينِ وَكَانَتْ جُمَتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

৩৯৮১. আহমদ ইবন মানী (র)... বারী ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যমাকৃতির দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর দুই কানের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ততর ছিল। তাঁর মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

৩৯৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

৩৯৮৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আমি চুলের চারটি বেণী বাঁধা অবস্থায় দেখেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْجِيلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল পরিপাটি করা

৩৯৮৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

৩৯৮৭. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি হায়েয (ঋতুবতী) অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল পরিপাটি করতাম।

৩৯৮৮. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ هُوَ الرُّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْتَرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ وَيَكْثُرُ الْقِنَاعُ حَتَّى كَانَ ثَوْبُهُ زَيَّاتٍ.

৩৯৮৮. যুসুফ ইবন ঈসা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় আপন মাথায় তৈল মালিশ করতেন এবং তাঁর দাড়ি আঁচড়ানোর কাজ প্রায়শঃ করতেন। অনেক সময় সুবিন্যাসিত মাথায় এক টুকরা কাপড় ব্যবহার করতেন, যা অধিক তৈল ব্যবহার করার দরুন তেলীর কাপড় মনে হতো।

৩৯৮৯. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي طَهْوَرِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرْجِيلِهِ إِذَا تَرَحَّلَ، وَفِي ائْتِعَالِهِ إِذَا ائْتَعَلَ.

৩৯৮৯. হান্নাদ ইবন আস্ সাররী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উযু করতেন তখন ডান দিক দিয়ে গুরু করতেন, কেশ বিন্যাস ও জুতা পরিধানের কাজও ডান দিক থেকে আরম্ভ করতেন।

৩৯৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ التَّرْجِيلِ الْأَغْبَاءِ.

৩৯৯০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ (বারংবার) কেশ পরিপাটি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৯৯১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ

৩৯৮৭-এর মাথার চুল পরিপাটি করা

الْأَوْدِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَرَجَّلُ غَبًا.

৩৯৯১. হাসান ইবন আরাফা (র)... নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মাঝে তাঁর কেশ মুবারক পরিপাটি করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বার্বক্য (চুল সাদা হওয়া)

২৯৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا عَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْبًا فِي صَدُغَيْهِ وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ خَضَبَ بِالْحِنَاءِ وَالْكُتَمِ

৩৯৯২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি খিযাব ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, তিনি ঐ পর্যন্ত পৌছেন নি (অর্থাৎ তাঁর দাঁড়ি ও কেশ মুবারক এতদূর সফেদ হয়নি যাতে খিযাব প্রয়োজন হয়)। তবে কেবলমাত্র তাঁর দুই নয়ন যুগল ও দুই কর্ণের মধ্যবর্তী অংশের কিছু চুল সফেদ হয়েছিল। তবে আবু বকর (রা) মেহেদী পাতা ও কাতাম দ্বারা খিযাব করতেন।

২৯৯৩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَحِيَّتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

৩৯৯৩. ইসহাক ইবন মানসূর এবং ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ও দাঁড়ি মুবারকে মাত্র চৌদ্দটি সাদা চুল গণনা করেছি।

২৯৯৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يُسْتَلُّ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ إِذَا أَدَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يَرِ مَالَهُ شَيْبٍ فَإِذَا لَمْ يُدَهِّنْ رَأْسَهُ رَأَى مَالَهُ.

৩৯৯৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... সিমাক ইবন হারব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাদা চুল সম্পর্কে জাবির ইবন সামুরা (রা)-কে আমি জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর মাথায় তৈল ব্যবহার করতেন তখন সাদা চুল দেখা যেত না। পক্ষান্তরে তৈল ব্যবহার না করলে কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছে মনে হতো।

২৯৯৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْوَلِيدِ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

৩৯৯৫. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন ওয়ালীদ আল-কিন্দী আল-কুফী (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাদা কেশরাজির সংখ্যা ছিল প্রায় বিশের কাছাকাছি।

৩৯৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتْ قَالَ شَيْبَتْنِي هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا اشْتَمَسُ كُوِّرَتْ.

৩৯৯৬. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু বকর (রা) আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কেশ মুবারক তো সাদা হয়ে গেছে। আপনি বার্ষিক্যে উপনীত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সূরা হুদ, আল-ওয়াকিয়া, আল-মুরসালাত, 'আম্মা ইতাসাআলুন, ইয়াশ্-শামসু কুয়্যিরাত আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।

৩৯৯৭. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَ قَدْ شَبَّتْ قَالَ شَيْبَتْنِي هُوْدٌ وَأَخَوَاتُهَا.

৩৯৯৭. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাহাবা-ই-কিরাম আরম্ভ করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার বয়োবৃদ্ধ হওয়ার স্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছি। তিনি বললেনঃ হুদ এবং তদনুরূপ সূরাগুলো আমাকে বার্ষিক্যে উপনীত করেছে।

৩৯৯৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْدٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ الْعَجَلِيِّ عَنْ أَبِي رَمَثَةَ التَّيْمِيِّ تَيْمُ الرَّبَابِ قَالَ تَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِيَ ابْنٌ لِي قَالَ فَأَرَيْتَهُ فَقُلْتُ لِمَا رَأَيْتَهُ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّبْتُ وَشَبَّتْهُ أَحْمَرُ.

৩৯৯৮. আলী ইবন হুজর (রা)... তায়মুর রাবাব গোত্রের আবু রিমছা আত্-তায়মী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি আমার ছেলেকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বলেন, আমার ছেলেকে তাঁকে দেখালাম। তারপর যখন তাঁকে দেখলাম তখন বললাম, ইনি আল্লাহর নবী। সে সময় তাঁর পরনে দু'টি সবুজ রঙের কাপড় ছিল। তাঁর কেশ মুবারকে শুভ্রতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল কিন্তু দেখতে লাল মনে হচ্ছিল।

৩৯৯৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قِيلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْبٌ قَالَ لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْبٌ إِلَّا شَعْرَاتٌ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ إِذَا اِدْهَنَ وَآرَاهُنَّ الدَّهْنُ.

৩৯৯৯. আহমাদ ইবন মানী' (র)... সিমাক ইবন হারব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবির ইবন সামুরা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথায় সাদা (পাকা) চুল ছিল কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সিঁথি কাটার স্থানে কেবল কয়েকটি সাদা চুল শোভা পাচ্ছিল। এ চুলগুলোতে তৈল ব্যবহার করা হলে শুভ্রতা ঢেকে যেত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিযাব লাগানো

৪০০০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا هُشَامُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ إِبَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو رَمِثَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ ابْنِ لِي فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا فَقُلْتُ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رَوَى فِي هَذَا الْبَابِ وَافْسَرُهُ لَأَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَبْلُغْ الشَّيْبَ وَابُو رَمِثَةَ اسْمُهُ رِفَاعَةُ بْنُ يَرْبُوعٍ التَّمِيمِيُّ.

৪০০০. আহমাদ ইবন মানী' (র)... আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার আমার ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলাম। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, এ ছেলেটি কি তোমার? আমি বললাম, জি, হ্যাঁ। আপনি এর সাক্ষী থাকুন। তিনি বললেন : সে অপরাধ করলে তোমার উপর তা বর্তাবে না এবং তুমি অপরাধ করলে তার উপর তার দায়ভার বর্তাবে না। তিনি (রাবী) বলেন, আমি তাঁর কেশ মুবারক লাল দেখলাম।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এ বিষয়ে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কেশ মুবারকে খিযাব প্রসঙ্গে) যা বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটি সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ রিওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কেশ মুবারক একেবারে সাদা হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেনি। আবু রিমছা (রা)-এর নাম রিফা'আ ইবন ইয়াছরিবী। তিনি তায়ম গোত্রের লোক ছিলেন।

৪০০১. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شَرِيكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ فَقَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

৪০০১. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (রা)... উসমান ইবন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খিযাব ব্যবহার করতেন কি-না এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : জি, হ্যাঁ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসখানা উসমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাওহাব (রা) থেকে আবু আওয়ানা বর্ণনা করেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর পরিবর্তে উম্মে সালমা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন।

৪০০২... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَنْابٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ الْجَهْدَمَةِ امْرَأَةِ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَتْ أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْقُضُ رَأْسَهُ وَقَدْ اغْتَسَلَ وَبِرَأْسِهِ رَدْعٌ أَوْ قَالَ رَدْعٌ مِنْ حِنَاءٍ شَكَّ فِي هَذَا الشَّيْخُ .

৪০০২. ইবরাহীম ইবন হারুন (র)... বশীর ইবন খাসাসীয়া (রা)-এর সহধর্মিণী জাহযা মাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শির মুবারক পরিপাটি করতে করতে তাঁর ঘর থেকে বাইরে আসতে দেখেছি। তখন তিনি গোসল শেষ করছিলেন এবং তাঁর মাথায় মেহেদীর রং ও গন্ধ শোভা পাচ্ছিল।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসের শেষ অংশে رَدْعٌ শব্দ ছিল, না رَدْعٌ হবে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন (তবে উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি)।

৪০০৩... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَنْ وَبْنِ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَخْضُوبًا قَالَ حَمَّادُ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَخْضُوبًا .

৪০০৩. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল খেঁচাবকৃত দেখেছি। রাবী হাম্মাদ বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আকীল (রা)। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেঁচাবকৃত চুল দেখেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

বিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুরমা ব্যবহার

৪০০৪... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عِبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اكْتَحِلُوا بِالْأَثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مَحْطَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ .

৪০০৪. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ রাযী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা 'ইছমিদ' সুরমা ব্যবহার কর। কারণ তা চোখের জ্যোতি বাড়ায় ও

পরীক্ষার সাথে এবং অধিক ভূ গজায় (উদ্গত হয়)। তিনি হিবন আব্বাস (রা) আরও বলেন, নবী ﷺ-এর একটি সুরমাদানী ছিল। প্রত্যহ রাতে (আরামের পূর্বে) এই চোখে (ডান চোখ উদ্দেশ্যে) তিনবার এবং এই চোখে (বাম চোখ উদ্দেশ্যে) তিনবার সুরমা লাগাতেন।

৪০০৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالْأَسَدِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ .

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ .

৪০০৫. আবদুল্লাহ ইবন সাক্বাহ হাশিমী বসরী (র)... আব্বাদ ইবন মানসূর (র) সূত্রে এবং অন্য সনদে আলী ইবন হজর (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে আরাম করার পূর্বে প্রত্যেক চোখে ইছমিদ সুরমা তিনবার করে ব্যবহার করতেন।

ইয়াযীদ ইবন হারুন তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি সুরমাদানী ছিল। তিনি শয্যা গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

৪০০৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَسَدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ .

৪০০৬. আহমাদ ইবন মানী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা শোয়ার সময় অবশ্যই 'ইছমিদ' সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং অধিক ভূ জন্মায়।

৪০০৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْظَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ .

৪০০৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের জন্য ইছমিদ সুরমা সর্বোত্তম (সর্বোৎকৃষ্ট)। কারণ তা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং অধিক ভূ জন্মায় (উদ্গত করে)।

৪০০৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّمْسْتَمِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ .

৪০০৮. ইবরাহীম ইবন মুস্তামির-আল-বাসরী (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা 'ইছমিদ' সুরমা নিয়মিত ব্যবহার কর। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি প্রথর করে এবং অধিক ভ্রু জন্মায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পোশাক-পরিচ্ছদ

৪০০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ أَنبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو ثَمِيلَةَ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيصُ.

৪০০৯. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ আর-রাযী (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পোশাক হিসেবে 'কামীস' সর্বাধিক পছন্দ করতেন।

৪০১০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيصُ.

৪০১০. আলী ইবন হুজর (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল 'কামীস'।

৪০১১. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو ثَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْقَمِيصُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا قَالَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي ثَمِيلَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ وَأَبُو ثَمِيلَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أُمِّهِ وَهُوَ أَصَحُّ.

৪০১১. যিয়াদ ইবন আবু আয়্যুব বাগদাদী (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : পরিধেয় কাপড়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচাইতে প্রিয় পোশাক ছিল 'কামীস'।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, যিয়াদ ইবন আয়্যুব তাঁর এই হাদীছটি একই সনদে আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা হতে তিনি তাঁর মায়ের সূত্রে উম্মে সালমা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। (অর্থাৎ এখানে সনদের মাঝে আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দার 'মাতার' মধ্যস্থতায় রিওয়ায়াত করা হয়েছে)। আবু তুয়াইলা হতেও একাধিক রাবী যিয়াদ ইবন আয়্যুবের রিওয়ায়াতের ন্যায় (আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দার

মাতার মধ্যস্থতা বৃদ্ধি করে) রিওয়ায়াত করেন। আবু তুমাযলা (রা) এক হাদীসে আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দার মাতার উল্লেখ করেন। আর এ সনদটি অধিকতর সহীহ।

৪০১২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ بُدَيْلِ الْعَقِيلِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ كَانَ كُنْمُ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرُّسْنِ.

৪০১২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাজ্জাজ (র)... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কামীসের (জামার) আন্তিন হাতের কব্জি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

৪০১৩. حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا أَبُو نَعِيمٍ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مَرْيَنَةَ لِنَبَايَعَهُ إِنْ قَمِيصَهُ لَمْ يَلْقَ أَوْ قَالَ زُرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ فَادْخُلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ.

৪০১৩. আবু আমর হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... মু'আবিয়া ইবন কুররা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি মুয়াযনা গোত্রের একদল লোকের সাথে বায়'আত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। এ সময় তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি (বরকত লাভ করার জন্য) জামার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মোহরে নবুওয়াত স্পর্শ করলাম।

৪০১৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِيٌّ عَلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ.

৪০১৪. قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ سَأَلَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلَ مَا جَلَسَ إِلَيَّ فَقُلْتُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَقَالَ لَوْ كَانَ مِنْ كِتَابِكَ فَقُمْتُ لَا خُرْجَ كِتَابِي فَقَبَضَ عَلَى ثَوْبِي ثُمَّ قَالَ أَمْلَهُ عَلَى فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَلْقَاكَ قَالَ فَأَمْلَيْتُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَخْرَجْتُ كِتَابِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ.

৪০১৪. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর কাঁধে ভর করে বাইরে তাশরীফ আনেন। এ সময় তাঁর দেহে জড়ানো একটি ইয়ামেনী নব্বী কাপড় শোভা পাচ্ছিল। তারপর তিনি লোকদের সালাতের ইমামতি করেন।

আবদ ইবন হুমায়দ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ফযল (র) বলেছেন : ইয়াহুইয়া ইবন মুঈন (র) আমার কাছে বসামাত্রই এ হাদীস সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বললাম : আমাকে হাদীস শোনান হাম্মাদ ইবন সালমা এ পর্যন্ত রিওয়ায়াত করা। এক পর্যায়ে তিনি বললেন : আপনার লেখা থেকে

বললে কতই না চমৎকার হতো! সে মতে আমি পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসার জন্য দাঁড়ালাম। তিনি আমার জামার আঁচন ধরে যেতে বাধা দিলেন এবং বললেন : আপনার হিষ্ থেকে আমার কাছে রিওয়ায়াত করুন। কারণ আমি আশংকা প্রকাশ করছি যে, হয়তো বা আমি আপনার সাক্ষাত আর নাও পেতে পারি। তিনি (রাবী) বলেন, আমি তাঁকে মুখস্ত হাদীসখানা শোনালাম। তারপর আমার পাণ্ডুলিপি এনে তাঁকে পড়ে শোনালাম।

৪০১৫. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لَهُ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَهُ .

হাদীশ ৪০১৫. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُنُسَ الْكُوفِيُّ أَنبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمَرْزِيُّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪০১৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন কাপড়ের নাম পাগড়ি অথবা কামীস অথবা চাদর ইত্যাদি উচ্চারণ করতেন। তারপর তিনি এ দু'আ পড়তেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لَهُ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَهُ .

হে আল্লাহ! তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। যেহেতু তুমিই আমাকে তা পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আরও কল্যাণ চাচ্ছি যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে তার। আর আমি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি এর যাবতীয় অনিষ্ট হতে এবং যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট হতে।

হিশাম ইবন যুনুস কুফী (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

৪০১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْحَبْرَةُ .

৪০১৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কাপড় হচ্ছে (ইয়ামেনে তৈরি বুটিদার চাদর) হিবরা।

৪০১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُمَيْعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقٍ سَاقِيهِ قَالَ سُدِّيَّانُ أَرَاهَا حَبْرَةً .

৪০১৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... 'আওন ইবন আবু জুহায়ফা (রা) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে আমি লাল ছল্লা (নক্বী চাদর) পরা অবস্থায় দেখেছি। আজও যেন আমি তাঁর উভয় গোড়ালীর ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি। সুফয়ান (র) বলেন, আমার মনে হয় 'ছল্লা' নয় বরং 'হিবারা' বুঝানো হয়েছে।

৪০১৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ جُمُعَةً لَتَضْرِبَ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ .

৪০১৮. আলী ইবন খাশরাম (র)... বারা' ইবন 'আযিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'লাল ছল্লা' (নক্বী চাদর) পরিহিত কাউকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অধিক সুদর্শন দেখিনি। আর তাঁর কেশ মুবারক (জুম্মা) উভয় কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত শোভা পাচ্ছিল।

৪০১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِثْمَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ .

৪০১৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... রিমছা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

৪০২০. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ جَدَّتَيْهِ دُحْيَةَ وَعَلِيَّةَ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ قَالَتِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ مَلْبَتَيْنِ كَانَتَا بِرُءُفَرَانِ وَقَدْ فَضَّتَهُ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ .

৪০২০. আবদ ইবন হুমায়দ (রা)... ক্বায়লা বিনত মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর পরিধানে দু'টি জাফরানী তহবন্দ দেখেছি। কিন্তু তাতে জাফরানী রঙের লেশমাত্র ছিল না (অর্থাৎ পুরাতন হওয়ায় রং ঝেঁটে গিয়েছিল)। এ হাদীসখানা একটি দীর্ঘ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত।

৪০২১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ لِيَلْبَسَهَا أَحْيَاكُمْ وَكَفَّرُوا فِيهَا مَوْتًا كُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ .

৪০২১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান করবে। তোমাদের জীবিতগণ যেন সাদা কাপড়

পরিধান করে আর মৃতদের তোমরা সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেবে। কেননা সাদা কাপড় সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক।

৪০২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

৪০২২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... সামুরা ইবন জুনদুর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা তা সর্বাধিক পবিত্র ও রুচিসম্মত। আর তা দিয়েই তোমরা মৃতদের কাফন দেবে।

৪০২৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَ عَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ.

৪০২৩. আহমদ ইবন মানী (র)..... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যুষে বাইরে বের হন। তখন তাঁর দেহে কালো পশমের একটি পশমী চাদর শোভা পাচ্ছিল।

৪০২৪. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَبَقَةَ الْكُمَيْنِ.

৪০২৪. যুসুফ ইবন ইসা (র)... 'উরওয়া ইবন মুগীরা ইবন শু'বা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ আটসাঁট আস্তিন বিশিষ্ট একটি রুমী জুব্বা পরিধান করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيْشِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা

৪০২৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَيَتَمَخَّطُ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ بَخِ بَخِ يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنْسَى لَأَخْرَ فِيمَا بَيْنَ مَنَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَجَرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًا عَلَى فِجْئِ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يُرَى أَنَّ بِي جُنُونًا وَمَا بِي جُنُونًا وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ.

৪০২৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা)... মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদিন আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর দেহে শোভা পাচ্ছিল দু'টি কাতান

কাপড় (অর্থাৎ একখানি কাতান চাদর ও একটি তহবন্দ)। আবু হুরায়রা (রা) তার একখানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করছিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন : বাঃ বাঃ! আবু হুরায়রা (রা) কাতান কাপড় দ্বারা নাক পরিষ্কার করছে! অথচ এক সময় এমন ছিল যখন আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিস্বর এবং 'আয়িশা (রা)-এর হুজরার পার্শ্বে জঠর জ্বালায় কাতর হয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতাম। আগন্তুক মাত্র আমাকে মৃগী রোগী মনে করে গর্দানে পা দ্বারা আঘাত করত। প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে উন্মাদনার লেশমাত্র ছিল না, বরং তীব্র জঠর জ্বালার ফলেই আমার এ অবস্থা হতো।

৪০২৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خُبْزٍ قَطُّ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضُفْفٍ قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مَا الضُّفْفُ فَقَالَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ.

৪০২৬. কুতায়বা (র)... মালিক ইবন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো 'যাফাফ' ব্যতীত তৃপ্তি সহকারে রুটি এবং গোশত ভক্ষণ করেননি। মালিক ইবন দীনার (রা) বলেন : আমি এক বেদুঈনের নিকট 'যাফাফ' অর্থ জিজ্ঞাসা করি। সে বলল, মানুষের সাথে একত্রে পানাহার করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোজা ব্যবহার

৪০২৭. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَّاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ خَفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

৪০২৭. হান্নাদ ইবন সারিয়ী (র)... ইবন বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাজ্জাশী নবী ﷺ-কে এক জোড়া কালো রঙের মোজা হাদিয়া পাঠান। এরপর তিনি ঐ মোজা দু'টি পরিধান করে ওয়ূ করলেন এবং এর উপর মাসেহু করলেন।

৪০২৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَهْدَى دِحْيَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَفَيْنِ فَلَبِسَهُمَا وَقَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَجِبَّةٌ فَلَبِسَهُمَا حَتَّى تَخْرَقَا لَا يَدْرِي النَّبِيُّ ﷺ أَذْكَى هُمَا أَمْ لَا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ.

৪০২৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : দিহয়া কালবী (রা) নবী ﷺ-কে এক জোড়া মোজা হাদিয়া দেন। তিনি তা পরিধান করতেন। ইসরাঈল

(র) জাবির ও আমির (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি জুকাটিও পরিধান করেন এবং তা ছিঁড়ে যায়। ঐ মোজা দু'টির চামড়া যবেহকৃত জন্তুর ছিল কিনা তা নবী ﷺ জানতে পারেননি।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এ সনদে যে আবু ইসহাক (র) রয়েছে, তিনি হলেন আবু ইসহাক শায়বানী এবং তাঁর নাম হচ্ছে সুলায়মান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাদুকার বিবরণ

৪০২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا قِبَالَانِ.

৪০২৯. আহমদ ইবন বাশ্শার (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাদুকা কেমন ছিল? তিনি বললেন : তাঁর পাদুকা দু'টি করে চামড়ার ফিতা ছিল।

৪০৩০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَالَانِ مِثْلِي شِرَاكُهُمَا.

৪০৩০. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন 'আলা (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি নি'আল মুবারকে দু'টি করে ফিতা ছিল।

৪০৩১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ قَالَ فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ بَعْدَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৪০৩১. আহমাদ ইবন মানী (র)... ইসা ইবন তাহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস ইবন মালিক (রা) আমাদের সম্মুখে দু'টি লোমশূন্য স্যান্ডেল নিয়ে আসেন। আর ঐ স্যান্ডেল দু'টিতে দু'টি করে চামড়ার ফিতা ছিল। তিনি (আহমাদ) বলেন, সাবিত (র) আমাকে আনাস (রা) সূত্রে হাদীস শোনান যে, ঐ স্যান্ডেল দু'টি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর।

৪০৩২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْيِيَّةَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا.

৪০৩২. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)... 'উবায়দ ইবন জুরায়জ (র) মতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, আপনি লোমশূন্য স্যাভেল পরিধান করছেন, এর কারণ কি? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লোমশূন্য স্যাভেল পরিধান করতে দেখেছি এবং তাঁকে ঐ স্যাভেল পরে ওয়ূ করতেও দেখেছি। তাই আমি লোমশূন্য স্যাভেল অধিক পছন্দ করি।

৪০৩৩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَانِ.

৪০৩৩. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্যাভেলের দু'টি করে চামড়ার ফিতা ছিল।

৪০৩৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ.

৪০৩৪. আহমাদ ইবন মানী (র)... সুদী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে হাদীস শোনান 'আমর ইবন হুরায়ছ। তিনি (আমর) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তালিযুক্ত স্যাভেল পরে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

৪০৩৫. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا مَعْنٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْشِينَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيَنْعَلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِيَهُمَا جَمِيعًا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ نَحْوَهُ .

৪০৩৫. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরিধান করে না হাঁটে। দু'টি জুতা পরিধান করবে কিংবা খালি পায়ে হাঁটবে।

কুতায়বা (র) মালিক (র) সূত্রে আবু যিনাদ (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৪০৩৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مَعْنٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ يَغْنَى الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

৪০৩৬. ইসহাক ইবন মুসা (র)... জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বাম হাতে খেতে এবং এক পায়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৪০৩৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مَعْنُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْيَتَكَّنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تَنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ.

৪০৩৭. কুতায়বা (র) মালিক সূত্রে এবং অন্য সনদে ইসহাক ইবন মুসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করে তখন সে যেন ডান দিক থেকে আরম্ভ করে। আর খোলার সময় যেন বাম হতে আরম্ভ করে। আর তাই জুতা পরিধানে ডান পা প্রথম এবং খোলার সময় বাম পা হতে প্রথমে জুতা খুলবে।

৪০৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمْنِيِّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ هُوَ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحِبُّ الْتِيْمَانَ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرْجُلِهِ وَتَنْعَلِهِ وَطَهُورِهِ.

৪০৩৮. আবু মুসা (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কেশ মুবারক পরিপাটি করা, জুতা পরিধান করা ও তাহারাত অর্জনের ব্যাপারে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা অধিক পছন্দ করতেন।

৪০৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَالَانِ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৪০৩৯. মুহাম্মদ ইবন মাযযুক (র)... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা) ও উমর (রা) প্রমুখের স্যাডেলে দু'টি করে ফিতা ছিল। 'উসমান (রা)-ই সর্বপ্রথম এক ফিতা বিশিষ্ট স্যাডেল পরিধান করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির বিবরণ

৪০৪০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرَقٍ وَكَانَ فَصُهُ حَبَشِيًّا.

৪০৪০. কুতায়বা ইবন সাঈদ প্রমুখ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করতেন। তাঁর আংটিতে আবিসিনিয় পাথর বসানো ছিল।

৪০৪১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى أَبُو الْبَشِيرِ اسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةٍ.

৪০৪১. কুতায়বা (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একটি রৌপ্যের আংটি তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি তা দ্বারা (সরকারী) চিঠিপত্রে সীল মারতেন, তবে তিনি তা (সচরাচর) পরিধান করতেন না।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, আবু বশির-এর নাম জা'ফর ইবন আবু ওয়াহশীয়া।

৪০৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ هُوَ الطَّنَافِيسِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصَهُ مِنْهُ.

৪০৪২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করতেন। তাঁর আংটিতে নাম খোদাই করার অংশটি রৌপ্য নির্মিত ছিল।

৪০৪৩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ الْكِتَابَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا فَكَانَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ.

৪০৪৩. ইসহাক ইবন মানসুর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অনারব রাজা-বাদশাহদের প্রতি দাওয়াতনামা প্রেরণের সংকল্প (ইচ্ছা) করেন তখন তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা সীল ব্যতীত চিঠিপত্র গ্রহণ করে না। তাই তিনি একাট আংটি তৈরি করান। তাঁর হাত মুবারকের নিচে রাখা আংটিটির ঔজ্জ্বল্য যেন আমি আজও প্রত্যক্ষ করছি।

৪০৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٌ سَطَرٌ وَرَسُولٌ سَطَرٌ اللَّهُ سَطَرٌ.

৪০৪৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অংকিত ছিল। 'মুহাম্মদ' এক লাইনে, 'রাসূল' এক লাইনে এবং 'আল্লাহ' এক লাইনে।

৪০৪৫. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَبُو عَمْرٍو أَنَبَانَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمِ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا خَلَقْتُهُ فِضَّةً وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

৪০৪৫: নাসর ইবন আলী জাহযামী আবু 'আমর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ পারস্য সম্রাট কিসরা, রোম সম্রাট কায়সার এবং আবিসিনিয় রাজা নাজ্জাসীর নিকট (ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে) চিঠি লেখার ইচ্ছে পোষণ করেন। তাঁকে জানানো হলো - তারা সীলমোহর ব্যতীত চিঠি গ্রহণ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ, একটি আংটি তৈরি করান যার বৃত্তটি ছিল রৌপ্যের। আর তিনি ঐ আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ) অংকিত করেন।

৪০৪৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

৪০৪৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন বায়তুলখালায় (পায়খানায়) প্রবেশ করতেন তখন তাঁর আংটিটি খুলে রেখে যেতেন।

৪০৪৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى وَقَعَ فِي بَيْتِ أَرِيْسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

৪০৪৭. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রৌপ্যের আংটি তৈরি করান। সর্বদা তা তাঁর পবিত্র হাতে থাকত। তারপর তা পালাক্রমে আবু বকর (রা), উমর (রা)-এর হাতে চলে যায়। এরপর উসমান (রা)-এর হাত থেকে তা আরীস নামক কূপে পড়ে যায়। উল্লেখ্য, তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অংকিত ছিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَخْتِمُ فِي يَمِينِهِ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন

৪০৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُهَيْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالََا أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ نَحْوَهُ .

৪০৪৮. মুহাম্মাদ ইবন সুহায়ল ইবন 'আসকার বাগদাদী ও আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... 'আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।
মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... শুরায়ক ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু 'আমির (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীছখানার মর্মের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৪০৪৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

৪০৪৯. আহমাদ ইবন মানী (র)... হাম্মাদ ইবন সালামা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইবন আবু রাফি'কে ডান হাতে আংটি পরিধান করতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন জা'ফরকে ডান হাতে আংটি পরিধান করতে দেখেছি। আর আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডান হাতে আংটি পরিধান করতে দেখেছেন।

৪০৫০. حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ يَحْيَى ابْنَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ابْنَانَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

৪০৫০. মুসা ইবন ইয়াহইয়া (র)... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

৪০৫১. حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ رِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

৪০৫১. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

৪০৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَلَا أَخَاهُ إِلَّا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

৪০৫২. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ রাযী (র)... সাল্ত ইবন 'আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবন 'আব্বাস (রা) তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

৪০৫৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فِيهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِبٍ فِي بَيْرِ أَرَيْسٍ.

৪০৫৩. ইবন আবু 'উমর (র)... ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রৌপ্যের আংটি তৈরি করান যার পাথর স্থাপিত দিকটি তাঁর হাতের তালুর দিকে সন্নিহিত করে রাখেন। ঐ আংটিতে তিনি 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অংকিত করান। তবে অন্য কারোও তা অংকিত করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ঐ আংটিটি মু'আইকীবের হাত হতে আরীস কূপে পড়ে যায়।

৪০৫৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا.

৪০৫৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে রিওয়াযাত করেন যে, ইমাম হাসান (রা) ও ইমাম হুসাইন (রা) বাম হাতে আংটি পরিধান করতেন।

৪০৫৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَهُوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْنُ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ تَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ أَيْضًا.

৪০৫৫. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

ইমাম আবু ইসা, তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গারীব। কেননা সাঈদ ইবন আরুবা, কাতাদা সূত্রে, তিনি আনাস ইবন মালিক হতে এই মর্মে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন তা কেবল সাঈদ ইবন আরুবা রিওয়াযেত করেন। তিনি ব্যতীত কাতাদা (রা)-এর কোন কোন শাগরিদ কাতাদা হতে, তিনি আনাস (রা) সূত্রে রিওয়াযেত করেন যে, নবী ﷺ তাঁর বাম হাতে আংটি পরিধান করতেন। কিন্তু ঐ হাদীসটি সহীহ নয়।

৪০৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ فَاتَّخَذَا النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

৪০৫৬. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ মুহারিবী (র)... ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি তৈরি করান। তিনি তা ডান হাতে পরিধান করতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর দেখাদেখি স্বর্ণের আংটি তৈরি করান। এক পর্যায়ে তিনি স্বর্ণের আংটিটি দূরে ছুঁড়ে মারেন এবং বলেন : আমি কখনো তা পরিধান করব না। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও তাঁদের আংটি ছুঁড়ে মারলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারীর বিবরণ

৪০৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَنبَأَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ.

৪০৫৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারীর বাটের অগ্রভাগ রৌপ্য নির্মিত ছিল।

৪০৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ.

৪০৫৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... সাঈদ ইবন আবুল হাসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারীর বাটের অগ্রভাগ রৌপ্য নির্মিত ছিল।

৪০৫৯. حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَدْرَانَ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا طَالِبُ بْنُ حَجِيرٍ عَنْ هُوْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبُ فَسَأَلْتُ عَنْ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً.

৪০৫৯. আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন সুদরান বাসরী (র)... হুদ যিনি 'আবদুল্লাহ ইবন সাঈদের পুত্র তিনি তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফত্হে মক্কার দিন মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন তখন তাঁর হাত মুবারকে বাটে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত তরবারী শোভা পাচ্ছিল। সনদে

বর্ণিত রাবী তালিব (র) বলেন, আমি আমার শায়খের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, রৌপ্য কোন্ অংশে ছিল? তিনি বললেন, তরবারীর বাটের অগ্রভাগে।

৪০৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدُبٍ وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ حَنْفِيًّا.

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৪০৬০. মুহাম্মদ ইবন শুজা' বাগদাদী (র)... ইবন সীরীন (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার তরবারীটি সামুরা ইবন জুনদুবের তরবারীর ন্যায় তৈরি করেছি। সামুরা (রা) বলতেন যে, তিনি তাঁর তরবারীটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারীর ন্যায় তৈরি করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারীটি বানু হানীফ গোত্রের তরবারীর ন্যায় ছিল।

উকবা ইবন মুকাররম বসরী (র)... উসমান ইবন সা'দ (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসটির সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دِرْعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধের পোশাকের বিবরণ

৪০৬১. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ فَتَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ.

৪০৬১. আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আশাজ্জ (র)... যুযায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-এর দেহ মুবারকে দু'টি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি পর্বত শৃঙ্গে উঠতে চাইলেন কিন্তু (উহুদ যুদ্ধে মারাত্মক জখম হওয়ায়) পারলেন না। তাই তালহা (রা)-এর উপর ভর করে পর্বত শৃঙ্গে উঠলেন। তিনি (রাবী) বলেন : আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তালহা (আমার শাফাআত অথবা জান্নাত) ওয়াজিব করে নিল।

৪০৬২. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا.

৪০৬২. ইবন আবু 'উমর (র)... সায্যিব ইবন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহ মুবারকে দু'টি লৌহবর্ম ছিল। ঐ দু'টির একটিকে অপরটির উপরে পরিধান করেছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হেলমেট (শিরজ্ঞাণ)-এর বিবরণ

৪০৬৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ فَقِيلَ لَهُ هَذَا ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ.

৪০৬৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ শিরজ্ঞাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় (বিজয়ী বেশে) প্রবেশ করেন। তখন তাঁকে বলা হলো - 'এই ইবন খাত্তাল কা'বাগৃহের গিলাফ ধরে ঝুলছে।' তিনি বললেন : তোমরা তাকে হত্যা কর।

৪০৬৪. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ قَالَ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَبَلَّغْنِي أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرَمًا.

৪০৬৪. ইসা ইবন আহমদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র শির মুবারকে হেলমেট পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি (রাবী) বলেন, এরপর তিনি তা খুলে রাখেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল যে, 'ইবন খাত্তাল কা'বাগৃহের গিলাফ ধরে ঝুলছে।' তিনি বললেন : তোমরা তাকে হত্যা কর। ইবন শিহাব (র) বলেন, এ মর্মে আমার কাছে হাদীছ পৌঁছেছে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দিন ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন না।'

بَابُ مَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর 'আমামা (পাগড়ী)-র বিবরণ

৪০৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

৪০৬৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... হাম্মাদ (র) সূত্রে, এবং অন্য বর্ণনায় মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

৪০৬৬. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْوَرٍ الْوَدَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِمَامَةً سَوْدَاءً.

৪০৬৬. ইবন আবু 'উমর (র)... 'আমর ইবন হুরায়ছ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

৪০৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْوَرٍ الْوَدَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ.

৪০৬৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আমর ইবন হুরায়ছ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : নবী ﷺ কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

৪০৬৮. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

৪০৬৮. হারুন ইবন ইসহাক আল হামদানী (র)... ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন পাগড়ী পরিধান করতেন তখন দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে দিতেন। নাসি' (র) বলেন, ইবন 'উমর (রা)-ও অনুরূপ করতেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি কাসিম ইবন মুহাম্মদ ও সালিম (র)-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

৪০৬৯. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَيْمَانَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ.

৪০৬৯. যুসুফ ইবন 'ঈসা (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তৈলাক্ত পাগড়ী পরিধান করে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ زَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইযারের বিবরণ

৪০৭০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

قَالَ أَخْرَجَتِ الْبِنْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلْبَدًّا وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ.

৪০৭০. আহমদ ইবন মানী (র)... আবু বুরদা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার 'আয়িশা (রা) আমাদের সম্মুখে একটি তালিযুক্ত চাদর ও একটি মোটা তহবন্দ (ইযার) বের করে আনেন। তারপর তিনি বললেন : ওফাতের সময়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন।

৪০৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِي تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي بِالْمَدِينَةِ إِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ ارْفَعِ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ اتَّقَى وَأَبْقَى فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْجَأُ قَالَ أَمَا لَكَ فِي أُسْوَةٍ فَتَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ.

৪০৭১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আশ'আছ ইবন সূলায়ম (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার ফুফু হতে হাদীস শুনেছি। তিনি (আশ'আছ-এর ফুফু (রুহ্ম) তাঁর চাচা ('উবায়দ ইবন খালিদ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি ('উবায়দ ইবন খালিদ) বলেন, আমি একবার মদীনা (মুনাওয়ারা) যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একজন লোক পিছন থেকে আমাকে চিৎকার করে বলে উঠলেন, তোমরা কাপড় উপরে উঠাও; কেননা তা অধিকতর (ধূল্যমাটি হতে) হিফায়তকারী ও স্থায়িত্বদানকারী। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতো সাদা ডোরা কালো কাপড় (এতে আবার অহংকার করার কি আছে?) তিনি বললেন : আমার মধ্যে কি তোমার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ নেই? তখন আমি লক্ষ্য করলাম তাঁর লুঙ্গী উভয় নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে।

৪০৭২. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ يَتَزَرُّ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا كَانَتْ إِزَارَةُ صَاحِبِي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

৪০৭২. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আয়াস ইবন সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) তাঁর উভয় পায়ের নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত ঝুলিয়ে লুঙ্গী পরিধান করতেন। তিনি আরও বলেন : আমার বন্ধু অর্থাৎ নবী ﷺ-এর লুঙ্গী পরিধানের ধরন এরূপই ছিল।

৪০৭৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ لِسَانِي أَوْ سَاقِيهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَاسْقُلْ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلِإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

৪০৭৩. কুতায়বা (ব)... হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পায়ের নলা (গোছা) অথবা তাঁর কদম মুবারকের নলার (রাবীর সন্দেহ) গোশত ধরে বললেন, এ-ই লুঙ্গী পরিধানের নিম্নতম স্থান। তুমি যদি এতে তৃপ্তিবোধ না কর তাহলে সামান্য নিচে নামাতে পার। এতেও যদি তুমি তৃপ্তিবোধ না কর, তাহলে জেনে রেখ, লুঙ্গী টাখনুর নিচে পরিধান করার তোমার অধিকার নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَشْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাঁটা চলার বিবরণ

৪০৭৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطَوَّى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرَبٍ .

৪০৭৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিকতর সুদর্শন কাউকে দেখিনি। মনে হচ্ছে তাঁর চেহারায় যেন সূর্যরশ্মির আভা বিকিরণ করছে। আর পথ চলার ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগামী কাউকে দেখিনি। মনে হতো পথ-পরিক্রমা তাঁর জন্য যেন সংকুচিত হয়ে আসছে। তাঁর সাথে পথ চলতে গিয়ে আমাদের যথেষ্ট কষ্টের শিকার হতো হতো। পক্ষান্তরে তিনি অনায়াসে পথ চলতেন।

৪০৭৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ .

৪০৭৫. আলী ইবন হুজর (র) এবং আরও একাধিক রাবী... আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর বংশধর ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আলী ইবন আবু তালিব (রা) যখন নবী ﷺ-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতেন তখন বলতেন : তিনি যখন পথ চলতেন তখন পা তুলে এমনভাবে চলতেন যে, মনে হতো তিনি যেন উঁচু স্থান থেকে নিচে অবতরণ করছেন।

৪০৭৬. حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَشَى تَكْفًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ.

৪০৭৬. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... 'আলী ইবন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পথ চলতেন তখন সম্মুখের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে হাঁটতেন, মনে হতো তিনি যেন কোন উঁচু স্থান থেকে নিচে অবতরণ করছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَنُّعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মস্তকাবরণ

৪০৭৭. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ لَبَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْتَرُ الْقِنَاعَ كَانَ ثَوْبُهُ ثَوْبُ زِيَّاتٍ.

৪০৭৭. ইউসুফ ইবন 'ঈসা (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়শঃ মস্তকাবরণ ব্যবহার করতেন। তাঁর মস্তকাবরণের বস্ত্রখণ্ডটি (তৈলাক্ত হয়ে) এমন হয়েছিল যে, মনে হতো তা যেন কোন তৈল বিক্রেতার (তৈল মোছা) একখণ্ড বস্ত্র।

بَابُ مَا جَاءَ فِي جَلَسَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উঠা-বসার বিবরণ

৪০৭৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَنَّنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ جَدَّتَيْهِ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدُ الْقَرْفَصَاءِ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمُتَخَشَّعُ فِي الْجِسَةِ أُرْعِدَتُ مِنَ الْفَرَقِ.

৪০৭৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ক্বায়লা বিনত মাখরামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে নিতম্বে ভর করে, উরুদ্বয়কে পেটের সাথে লাগিয়ে এবং দু'হাত দ্বারা উভয় পায়ের গোছা ধারণ করে বসতে দেখেছেন। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিনয়াবনত অবস্থায় দেখে আমি কাঁপতে লাগলাম।

৪০৭৯. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بْنُ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

৪০৭৯. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান মাখযুমী (র) প্রমুখ... 'আব্বাদ ইবন তামীমের (র) চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে মসজিদে উর্ধ্বমুখী হয়ে এক পায়ের উপর অপর পা রেখে (শোয়া অবস্থায়) আরাম করতে দেখেছেন।

৪০৮০. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رُبَيْعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ .

৪০৮০. সালামা ইবন শাবীব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহতিবা অর্থাৎ নিতম্বের উপর ভর করে উরুর উপর হাত রেখে মসজিদে উপবেশন করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَكَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বালিশে হেলান দেওয়ার বিবরণ

৪০৮১. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّدُورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ .

৪০৮১. 'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আদ-দাওরী আল-বাগদাদী (র).... জাবির ইবন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাম কাঁধে বালিশের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখেছি।

৪০৮২. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِكَبْرِ الْكِبَائِرِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

৪০৮২. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র)... আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলব না? তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, জি, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি (রাবী) বলেন, হাদীস বর্ণনার সময় তিনি বালিশে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, আর মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

করা অথবা মিথ্যা বলা। তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বারংবার বলতে থাকেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, 'আহ, তিনি যদি চুপ করতেন!'

৪০৮৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنَا فَلَا أَكُلُ مَتَكِنًا .

৪০৮৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবু জুহায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঠেস দেওয়া অবস্থায় আহার করি না।

৪০৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَحِيفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَكُلُ مَتَاكِنًا .

৪০৮৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আলী ইবন আকমার (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু জুহায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি হেলান দিয়ে আহার করি না।

৪০৮৫. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَتَكِنًا عَلَى وَسَادَةٍ .

৪০৮৫. যুসুফ ইবন 'ঈসা (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে বালিশের উপর ঠেসরত অবস্থায় দেখেছি।

ইমাম আবু 'ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, ইসরাঈলের শাগরিদ ওয়াকী 'তাঁর বামে' কথাটি উল্লেখ করেননি। এভাবে ইসরাঈলের একাধিক শাগরিদ ওয়াকী (র)-এর ন্যায় 'তাঁর বামে' কথাটি ব্যতীতই রিওয়াযাত করেছেন। ইসরাঈলের শাগরিদদের মধ্যে একমাত্র ইসহাক ইবন মানসূর (র) 'তাঁর বামে' কথাটি বলেন। তিনি ব্যতীত কেউ এই হাদীসে 'তাঁর বামে' কথাটি রিওয়াযাত করেছেন বলে আমি জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (বালিশ ব্যতীত অন্য কিছুতে) ঠেস দেওয়া

৪০৮৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ

أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ .

৪০৮৬. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি উসামা (রা)-এর কাঁধে ভর করে বাইরে আসেন। সে সময়ে তাঁর পবিত্র দেহে একটা ইয়ামেনী কাপড় জড়ানো ছিল। তারপর তিনি লোকদের ইমামতি করেন।

৪০৮৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ الْحَلَبِيُّ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَعَلَى رَأْسِهِ عَصَابَةٌ صَفْرَاءُ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ يَا فَضْلُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَشَدُّ بِهِذِهِ الْعِصَابَةِ رَأْسِي قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَعَدَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنْكَبِي ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

৪০৮৭. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... ফযল ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম শয্যাকালে যে রোগে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন- তাঁর নিকট গেলাম। তাঁর পবিত্র মাথায় একটি হলুদ বর্ণের পট্টি বাঁধা ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন : হে ফযল! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার খিদমতে হাযির। তিনি বললেন : এই পট্টিটি দিয়ে আমার মাথা শক্ত করে বেঁধে দাও। ফযল (রা) বললেন : আমি তাই করলাম। এরপর তিনি উঠে বসলেন এবং আমার কাঁধে ভর করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। এই হাদীসের সাথে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পানাহারের নিয়ম পদ্ধতি

৪০৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثَلَاثًا ..

قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثُ .

৪০৮৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর পিতা সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আহার শেষে তিনবার তাঁর অঙ্গুলিগুলো চেটে নিতেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, একমাত্র মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) ব্যতীত অপরাপর রাবীগণ এই হাদীস রিওয়ায়াত করতে গিয়ে 'অঙ্গুলিগুলো' তিনবার চুষে নিতেন এর স্থলে বলেন, 'তাঁর তিনটি অঙ্গুলি' চুষতেন।

৪০৮৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ .

৪০৮৯. হাসান ইবন 'আলী আল-খাল্লাল (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন আহার করতেন তখন তিনি তাঁর তিনটি অঙ্গুলি চুষে নিতেন।

৪০৯০. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا أَنَا فَلَا أَكُلُ مُتَّكِنًا .

৪০৯০. হুসায়ন ইবন 'আলী ইবন ইয়াযীদ আস-সুদাঈ বাগদাদী (র)... আবু জুহায়ফা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন, আমি ঠেসরত অবস্থায় আহার করি না। মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আলী ইবন আকমার (র) সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪০৯১. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَ وَيَلْعَقُهُنَّ .

৪০৯১. হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র)... ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন অঙ্গুলি দিয়ে আহার করতেন এবং তা লেহন করতেন (চুষে নিতেন)।

৪০৯২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُصَنَّبُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مَقْعٌ مِنَ الْجُوعِ .

৪০৯২. আহমদ ইবন মানী (র)... মুস'আব ইবন সুলায়ম (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খুরমা আনা হলো। তখন আমি তাঁকে তীব্র ক্ষুধার কারণে বাঁকা হয়ে ঠেস দিয়ে খেতে দেখেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুটির বিবরণ

৪০৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

اسْحَاقُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৪০৯৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না এবং মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারবর্গ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতকাল অবধি একাধারে দুই দিন পেট পুরে যবের রুটি আহার করেননি।

৪০৯৪. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزُ الشَّعِيرِ .

৪০৯৪. 'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ দুররী (র)... সুলায়ম ইবন 'আমির (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু উসামা বাহেলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে কখনো যবের রুটি উদ্বৃত্ত থাকত না।

৪০৯৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَائِرًا هُوَ وَآهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عِشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ .

৪০৯৫. আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া আল জুমাহী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গ একাধারে কয়েক রাত অনাহারে কাটাতেন যে, তাঁরা আহাৰ্য বস্তু কিছু পেতেন না। আর অধিকাংশ সময় তাঁদের খাবার হত যবের রুটি (অর্থাৎ ধারাবাহিক যবের রুটিরও সংস্থান হতো না)।

৪০৯৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِيَّ يَعْنِي الْحَوَارِيَّ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى فَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاحِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاحِلُ فَقِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ قَالَ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَعْجِنُهُ .

৪০৯৬. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... সাহল ইবন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি 'আন্-নাকী' অর্থাৎ ময়দার রুটি আহার করতেন? তিনি

বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওফাত পর্যন্ত ময়দা দেখেননি। তারপর তাঁকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যমানায় আপনাদের কি চালুনি ছিল? তিনি বললেন : আমাদের কোন চালুনি ছিল না। তখন তাঁকে (আবার) জিজ্ঞাসা করা হল, তবে আপনারা যবের রুটি কিভাবে ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন : আমরা তাতে ফুঁ দিতাম, যাতে অখাদ্য কিছু থাকলে যেন উড়ে যায়। এরপর আমরা খামির করে নিতাম।

৪০৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَى خَوَانٍ وَلَا فِي سَكْرَةٍ وَلَا خُبْزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فَقَالَ عَلَى هَذِهِ السَّفَرِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَيُونُسُ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْ قَتَادَةَ هُوَ يُونُسُ الْإِسْكَافُ.

৪০৯৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ডাইনিং টেবিলে আহার করতেন না, ছোট প্লেটে খাবার নিতেন না এবং তাঁর জন্য চাপাতিও তৈরি করা হতো না। তিনি (যুনুস) বলেন : আমি কাতাদা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললাম, তাঁরা তাহলে কোন ধরনের প্লেটে আহার করতেন? তিনি বলেন : এইসব দস্তুরখানের উপর রেখে আহার করতেন।

মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) বলেন, এতো সেই যুনুস যিনি কাতাদা (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেন। আর তিনি হলেন চামড়ার মোজা প্রস্তুতকারী যুনুস।

৪০৭৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ الْأَبْكَيْتُ قَالَ قُلْتُ لِمَا قَالَتْ أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّنْيَا وَاللَّهُ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.

৪০৯৮. আহমদ ইবন মানী' (র)... মাসরুক (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে আহারের জন্য ডাকলেন এবং বললেন : আমি কখনো তৃপ্তি সহকারে আহার করিনি। তিনি বলেন, আমি বললাম, কেন আপনি কাঁদেন? তিনি বললেন : তখন আমার মনে পড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঐ অবস্থার কথা-যে অবস্থায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। আল্লাহর কসম! তিনি কোন দিনই দুইবার তৃপ্তি সহকারে রুটি-গোশত আহার করেননি।

৪০৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خُبْزٍ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى يَقْبِضَ.

৪০৯৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় একাধারে দুই দিন যবের রুটি আহার করেননি।

৪১০০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى خَوَانٍ وَلَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ .

৪১০০. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ডাইনিং টেবিলে আহার করতেন না এবং চাপাতিও খেতেন না। আর এভাবেই তাঁর ওফাত হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِدَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালুন-তরকারীর বর্ণনা

৪১০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نِعَمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ نِعَمَ الْإِدَامُ أَوْ الْإِدَامُ الْخَلُّ .

৪১০১. মুহাম্মদ ইবন সাহল ইবন আসকার এবং আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সিরকা কতই না চমৎকার সালুন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, সিরকা কতই না চমৎকার উদুম অথবা ইদাম বা সালুন।

৪১০২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شَبِثْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ .

৪১০২. কুতায়বা (র)... সিমাক ইবন হারব (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নূ'মান ইবন বাশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : তোমরা কি পানাহারের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা গ্রহণ কর না? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই গ্রহণ করছ)। অথচ আমি দেখেছি তোমাদের নবী ﷺ তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্তি করে সাধারণ খেজুরও খেতে পাননি।

৪১০৩. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعَمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ .

৪১০৩. আবদা ইবন আবদুল্লাহ খুযাই (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সিরকা কতই না চমৎকার সালুন!

৪১০৪. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زُهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأَتَى بِلَحْمٍ دَجَاجٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا نَتْنَا فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَكْلَهَا قَالَ أَدْنُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ .

৪১০৪. হান্নাদ (র)... যাহদাম জারমী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একবার আবু মূসা আশ'আরী (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর কাছে ভূনা মুরগীর গোশত আনা হলো। উপস্থিত লোকদের একজন চলে যেতে উদ্যত হলো। তিনি [আবু মূসা আশ'আরী (রা)] তাঁকে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি এক (মুরগীকে) নাপাক খেতে দেখে এ মর্মে কসম করেছি যে, আমি আর কখনো মুরগীর গোশত খাব না। তিনি বললেন : কাছে এসো (এবং নির্দিধায় খাও)। কেননা আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি।

৪১০৫. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى .

৪১০৫. ফযল ইবন সাহল আ'রাজ বাগদাদী (র)... ইবরাহীম ইবন 'উমর ইবন সাফীনা (র) তিনি তাঁর পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হুবারার (মেটে রঙের এক প্রকার বন্য পাখি) গোশত খেয়েছি।

৪১০৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ السُّتَيْمِيِّ عَنْ زُهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى قَالَ فَقَدِمَ طَعَامُهُ وَقَدِمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَدْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَرَّرْتُ أَنَّهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا .

৪১০৬. আলী ইবন হুজর (র)... যাহদাম জারমী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা আবু মূসা (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর নিকট খাবার পরিবেশন করা হলো এবং তাঁর সেই খাবারে মুরগীর গোশত ছিল। সেখানে তায়মুল্লাহ গোত্রের লাল রঙের এক ব্যক্তি ছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন একজন গোলাম। তিনি (রাবী) বলেন, ঐ লোকটি খেতে এলো না। তখন আবু মূসা (রা) তাঁকে বললেন : খেতে এসো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তার (মুরগীর) গোশত খেতে দেখেছি। সে বলল, একে ময়লা কিছু খেতে দেখেছি। সে কারণে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, কস্মিনকালেও তা খাব না।

৪১০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ .

৪১০৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবু উসায়দ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যায়তুন তৈল খাও এবং তা মালিশ কর। কেননা তা বরকতময় বৃক্ষ হতে উৎপন্ন।

৪১০৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِي الْحَدِيثِ فَرُبَّمَا أَسْنَدَهُ وَرُبَّمَا أَرْسَلَهُ . حَدَّثَنَا السِّنْجِيُّ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ الْمُرُوزِيُّ السِّنْجِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ .

৪১০৮. ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র)... 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যায়তুন তৈল খাও এবং তা মালিশ কর। কেননা তা বরকতময় বৃক্ষ হতে উৎপন্ন হয়েছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীসের সনদে উল্লিখিত আবদুর রায়যাক থেকে 'ইযতিরাব' পাওয়া যায়। কারণ কখনো তিনি এ হাদীসখানা 'মুত্তাসিল' সনদে আবার কখনো 'মুরসাল' সনদে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ সুলায়মান ইবন মা'বাদ মারুযী সিন্জী (র)... যায়দ ইবন আসলাম (র)-এর পিতা নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত। এই সনদে তিনি আবদুর রায়যাক (র)... 'উমর (রা) হতে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

৪১০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الدُّبَاءُ فَأَتَى بِطَعَامٍ أَوْ دُعَى لَهُ فَجَعَلَتْ أَتْبَعُهُ فَأَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّهُ .

৪১০৯. মাহমুদ ইবন বাশ্শার (র)... আনাস ইবন মালিক (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ লাউ খুবই পসন্দ করতেন। একবার তাঁর সম্মুখে খানা পরিবেশন করা হলো অথবা তিনি কোন দাওয়াতে গিয়েছিলেন (রাবীর সন্দেহ)। আমার যেহেতু জানা ছিল যে, তিনি লাউ খুব পসন্দ করেন, তাই সালুনের মধ্য থেকে বেছে বেছে তাঁর সামনে লাউ পেশ করলাম।

৪১১০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ دَبَاءً يَقَطَعُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى وَجَابِرٌ هَذَا هُوَ جَابِرُ بْنُ طَارِقٍ وَيُقَالُ ابْنُ أَبِي طَارِقٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَعْرِفُ لَهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ ، وَ أَبُو خَالِدٍ اسْمُهُ سَعْدٌ .

৪১১০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)..... হাকীম ইবন জাবির (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে দেখলাম যে, লাউ কেটে টুকরা টুকরা করা হচ্ছে। আমি আরম্ভ করলাম, এর দ্বারা কি হবে? তিনি বললেন : এর দ্বারা আমরা আমাদের খানা বৃদ্ধি করব।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এ জাবির হলো জাবির ইবন তারিক এবং তাঁকে ইবন আবু তারিকও বলা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী। এই একটি হাদীস ব্যতীত তাঁর অন্য কোন রিওয়াযাত আছে বলে জানা যায়নি। আর আবু খালিদ এর নাম হলো সা'দ।

৪১১১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خِيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعْمِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِّنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دَبَاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّبِعُ الدَّبَاءَ حَوَالِي الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدَّبَاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ .

৪১১১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার এক দর্জী খানা তৈরি করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দেয়। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমিও ঐ দাওয়াতে গিয়েছিলাম। দর্জী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে যবের রুটি ও শুরবা পরিবেশন করলো। ঐ ঝোলের মধ্যে লাউ ও লোনা শুকনা গোশত ছিল। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তরকারির বাটির এধার থেকে ওধার লাউয়ের টুকরা খোঁজ করতে দেখেছি। আর সে দিন থেকে আমি লাউ খুব পসন্দ করে আসছি।

৪১১২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّدُورِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِشَّامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

৪১১২. আহমদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী, সালমা ইবন শাবীব ও মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টি দ্রব্য ও মধু অধিক পসন্দ করতেন।

৪১১৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ

بْنُ يَوْسُفَ أَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ .

৪১১৩. হাসান ইবন মুহাম্মাদ যা'ফরানী (র)... 'আতা ইবন ইয়াসার (র) হতে বর্ণিত যে, উম্মে সালামা (রা) তাঁর নিকট রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি একবার বকরীর পাঁজরের ভূনা গোশত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পরিবেশন করেন। তিনি তা থেকে খেলেন এবং উযু না করেই সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন।

৪১১৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ .

৪১১৪. কুতায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন হারিছ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে ভূনা গোশত খেয়েছি।

৪১১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَى بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْرُزُ لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَا لَهُ تَرَبَّتْ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَى فَقَالَ لَهُ أَقْصُهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ أَوْ قُصَّهُ عَلَى سِوَاكِ .

৪১১৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মেহমান হলাম। তখন বকরীর পাঁজরের ভূনা গোশত পরিবেশন করা হলো। তারপর তিনি ছুরি দ্বারা তা কাটলেন এবং আমাকে দিলেন। তিনি বলেন, হত্যবসরে বিলাল (রা) তাঁকে সালাতের আহবান জানালেন। তিনি ছুরিটি ছুঁড়ে ফেললেন এবং বললেন : তার কি হলো- তার উভয় হাত ধুলোয় ধূসরিত হোক। তিনি (রাবী) বলেন, তাঁর গৌফ লম্বা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি তাঁকে বললেন : তোমার গৌফ আমি মিসওয়াকের উপরে রেখে দেব অথবা তিনি বললেন : তুমি তোমার গৌফ মিসওয়াকের উপর রেখে কেটে ফেল (অর্থাৎ রাবীর সন্দেহ থাকায় উভয় উক্তি রিওয়ায়াত করেন)।

৪১১৬. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَتَهَسَّ مِنْهَا .

৪১১৬. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সামনে বকরীর সামনের রান পরিবেশন করা হলো। আর তিনি তা খুবই পসন্দ করতেন। এরপর তিনি চিবিয়ে এর কিছু ভক্ষণ করলেন।

৪১১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ قَالَ وَسُمُّ فِي الذَّرَاعِ وَكَانَ يُرَى أَنَّ الْيَهُودَ سَمُوهُ .

৪১১৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বকরীর সামনের উরুর গোশত খুবই পসন্দ করতেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর বকরীর সামনের উরুর গোশত বিষ মিশ্রিত করা হয়েছিল। কোন ইয়াহুদী বিষ মিশিয়েছে বলে তিনি (রাবী) মনে করেন।

৪১১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِبِ بْنِ وَثْبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ طَبَخْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قِدْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ فَنَاولْتُهُ الذَّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاولْنِي الذَّرَاعَ فَنَاولْتُهُ ثُمَّ قَالَ نَاولْنِي الذَّرَاعَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكْتُ لَنَا وَلَتَنِي الذَّرَاعُ مَا دَعَوْتُ .

৪১১৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).... আবু 'উবায়দ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার নবী ﷺ-এর জন্য এক ডেক গোশত রান্না করলাম। উল্লেখ্য, তিনি বকরীর সামনের উরুর গোশত অধিক পসন্দ করতেন। তাই আমি তাঁকে একটি সামনের পা দিলাম। তারপর তিনি বললেন, আমাকে সামনের আরেকটি পা দাও। তখন আমি তাঁকে সামনের আরেকটি পা দিলাম। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে সামনের আরেকটি পা দাও। তখন আমি তাঁর কাছে আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বকরীর সামনের পা কয়টি থাকে? তিনি বললেন, 'সেই মহান সত্তার কসম যার নিয়ন্ত্রণে জীবন, যদি তুমি চুপ থাকতে তাহলে আমি যতক্ষণ সামনের পা চাইতাম, ততক্ষণ তুমি দিতে পারতে।

৪১১৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ قُلَيْعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبَّادٍ يَقُولُ لَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ الذَّرَاعُ أَحَبَّ لِلْحَمِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غَبَاً وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نُضْجًا .

৪১১৯. হাসান ইবন মুহাম্মদ যা'ফরানী (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর সামনের রান্না খুব সুস্বাদু বিধায় তা পসন্দ করতেন। তবে তিনি তো প্রত্যহ গোশত খেতে পেতেন না; সামনের রান্নার গোশত তাড়াতাড়ি রান্না হয় বলে তিনি তা অধিক পসন্দ করতেন।

৪১২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ فِهْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لِلْحَمِّ الظَّهْرِ .

৪১২০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নিঃসন্দেহে সবচাইতে সুস্বাদু গোশত হচ্ছে পিঠের গোশত।

৪১২১. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نِعَمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ .

৪১২১. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)..... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : সিরকা কতই না উত্তম সালুন (তরকারী)।

৪১২২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَابِتِ أَبِي حَمْزَةَ السُّمَالِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعِنْدَكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَا إِلَّا خُبْزُ يَابِسٌ وَخَلٌّ قَالَ هَاتِي مَا أَقْفَرَ بَيْتَ مَنْ أَدْمٍ فِيهِ خَلٌّ .

৪১২২. আবু কুরায়ব (র)... উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ ঘরে তাশরীফ এনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। আমার নিকট শুকনা রুটি এবং সিরকা ব্যতীত কোন খাবার নেই। তিনি বললেন, নিয়ে এসো। তখন তিনি বলেন : যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘর সালুনশূন্য নয়।

৪১২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৪১২৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুহান্না (র)... আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : রমণীকূলের মধ্যে 'আয়িশা (রা) যেমন মধ্যমণি ও মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত, সারীদও তদ্রূপ যাবতীয় খাদ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রাধান্যের অধিকারী।

৪১২৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو طَوَالَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .



বাংলা হাদিস

৪১২৪. আলী ইবন হুজর (র)... আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন মা'মার আনসারী আবু তু'আলা (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) হতে শুনেছেন। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমণীকূলের মধ্যে 'আয়িশা (রা) যেমন মধ্যমণি ও মর্যাদার অধিকারিণী, সারীদও তদ্রূপ যাবতীয় খাদ্যের মধ্যমণি।

৪১২৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرٍ أَقْبَطَ ثُمَّ رَأَاهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ .

৪১২৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পনির খাওয়া শেষে ওয়ূ করতে দেখেছেন। এরপর তিনি এও দেখলেন যে, তিনি একবার বকরীর কাঁধের গোশত আহার করলেন। অথচ ওয়ূ না করেই সালাত আদায় করলেন।

৪১২৬. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةٍ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ .

৪১২৬. ইবন আবু 'উমর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফীয়া (রা)-এর বিবাহে খেজুর ও ছাতু দ্বারা ওয়ালীমা সম্পন্ন করেন।

৪১২৭. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا قَائِدُ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ سَلَمَى أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ فَقَالَتْ يَا بَنِي لَا تَشْتَهِيهِ الْيَوْمَ قَالَ بَلَى اصْنَعِيهِ لَنَا قَالَ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ شَيْئًا مِنَ الشَّعِيرِ فَطَحَنَتْهُ ثُمَّ جَعَلَتْ فِي قِدْرٍ وَصَبَتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَدَقَّتِ الْفَلَّ وَالْتَوَابِلَ فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ هَذَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ .

৪১২৭. হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ বাসরী (র)... 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আলী তাঁর পিতামহী সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একবার হাসান ইবন 'আলী, ইবন 'আব্বাস ও ইবন জা'ফর (রা) তাঁর নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে খাবার পসন্দ করতেন এবং আনন্দ পেতেন সে রকম এক প্রকার খাদ্য আমাদের জন্য তৈরি করুন। তিনি বললেন, ওহে সোনামণিরা! আজ তা তোমাদের খেতে অগ্রহ হবে না। তাঁদের একজন বললেন, হ্যাঁ, তা খেতে আমাদের যথেষ্ট অগ্রহ আছে। আপনি আমাদের জন্য তা তৈরি করুন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন আমার দাদী উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু যব পিষলেন। তারপর ডেগে পাকালেন এবং তাতে যায়তুন তৈল দিলেন। তারপর গোল মরিচ ও মসলাসমূহ দিয়ে তাঁদের বললেন : নবী ﷺ যে সব খাবার পসন্দ করতেন এবং আনন্দ পেতেন, তার মধ্যে এক প্রকার খাদ্য হচ্ছে এ-ই।

৪১২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا فَذَبَحَنَا لَهُ شَاةً فَقَالَ كَانَهُمْ عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

৪১২৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ আমাদের বাড়িতে তাশরীফ আনেন। আমরা তাঁকে (আপ্যায়নের জন্য) একটি বকরী যবেহু করি। তারপর তিনি বললেন : মনে হচ্ছে তারা যেন জানে যে, আমি গোশত পসন্দ করি। এই হাদীসের সাথে দীর্ঘ ঘটনা সম্পৃক্ত রয়েছে।

৪১২৯. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَقِيلٍ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ سُفْيَانُ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رَطْبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَاتَتْهُ بِعَلَالَةٍ مِنْ عَلَالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ .

৪১২৯. ইবন আবু উমর (র)... জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলার ঘরে তাশরীফ নিলেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। তখন ঐ মহিলাটি তাঁর জন্য একটি বকরী যবেহু করলেন। তিনি তা থেকে কিছু গোশত আহার করেন। এরপর মহিলাটি তাঁর খিদমতে এক টুকরী তাজা খেজুর পেশ করলো। তিনি তা থেকেও কিছু খেয়ে নিলেন। এরপর তিনি ওযু করে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঐ মহিলাটির নিকট ফিরে এলেন। মহিলাটি উদ্বৃত্ত গোশতের কিছু অংশ তাঁর সামনে পরিবেশন করলো। তিনি তা খেয়ে নিলেন। এরপর ওযু না করেই আসরের সালাত আদায় করলেন।

৪১৩০. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٌ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ مَهْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ نَاقَةٌ قَالَتْ فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَاصْبِ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ .

৪১৩০. আব্বাস ইবন মুহাম্মদ দাওরী (র)... উম্মুল মুনযির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়িতে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলী (রা) ছিলেন। আমাদের ঘরে

কয়েক ছড়া (কাঁদি) খেজুর ঝুলন্ত ছিল। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ কাঁদিগুলো থেকে খেজুর খেতে থাকলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলী (রা)-ও খেতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'আলী! থাম, তুমি খেজুর খেয়ো না। কারণ তুমি সবেমাত্র রোগমুক্ত হয়েছ। তিনি বললেন, এতে 'আলী (রা) খাওয়া বন্ধ করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ খেতে থাকলেন। তিনি (রাবী) আরো বলেন, আমি তাঁদের জন্য চর্বি দিয়ে যব রান্না করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আলী! তুমি এ থেকে খাও। কারণ, তা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হবে।

৪১৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فَيَقُولُ أَعِنْدَكَ غَدَاءٌ فَأَقُولُ لَا قَالَتْ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَتْ فَأَتَانَا يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ أَكَلْ .

৪১৩১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ভোরে আমার কাছে এসে বলতেন, তোমার নিকট নাশতা করার কিছু আছে কি? আমি কখনো কখনো বলতাম, না, কোন খাবার নেই। তখন তিনি বলতেন, আমি সওমের নিয়্যত করলাম। (নিশ্চয়ই আমি রোযাদার)। একবার তিনি আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য কিছু হাদিয়া সামগ্রী এসেছে। তিনি বললেন, তা কোন্ ধরনের খাবার? আমি বললাম, হাইস (খেজুরের মলীদা)। তিনি বললেন, আমি তো রোযাদার অবস্থায় সকাল কাটিয়েছি। তিনি (আয়িশা) বললেন, এরপর তিনি খেয়ে নিলেন।

৪১৩২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُمَيَّةَ الْأَعْوَرِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً قَالَ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ فَأَكَلَ .

৪১৩২. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে এক টুকরা যবের রুটির উপর একটি খুরমা রাখতে দেখেছি। এরপর তিনি বললেন : এ হচ্ছে এর সালুন। এই বলে তিনি তা খেয়ে নিলেন।

৪১৩৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ .

৪১৩৩. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

‘ছুফল’ পসন্দ করতেন। আবদুল্লাহ (ইনি হলেন ইমাম তিরমিযী (র)-এর শায়খ) বলেন, ‘ছুফল’ হচ্ছে সেই জিনিস, লোকেরা খাদ্য গ্রহণের পর যা (খাদ্য) হাঁড়ি-পাতিলের তলায় থাকে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : আহার গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়ূর বিবরণ

৪১৩৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوا لَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوَضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ .

৪১৩৪. আহমাদ ইবন মানী (র)... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কাযায়ে হাজত সেরে বাইরে এলেন। এরপর তাঁর সামনে খানা পরিবেশন করা হলো। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরম্ভ করলেন, আমরা আপনাকে উয়ূর পানি দেব কি? তিনি বললেন : আমি তো কেবল সালাত আদায় করার সময় ওয়ূ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

৪১৩৫. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَأَتَى بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ الْاَتَّوَضُأُ فَقَالَ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ .

৪১৩৫. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান মাখযুমী (র)... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কাযায়ে হাজত সেরে বাইরে এলেন। এরপর খাবার পরিবেশন করা হলো। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি কি ওয়ূ করবেন না? তিনি বললেন : আমি কি এখন সালাত আদায় করব যে, উয়ূ করে নেব?

৪১৩৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ زَادَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوَضُوءُ بَعْدَهُ .

৪১৩৬. ইয়াহইয়া ইবন মুসা ও কুতায়বা (র)... সালমান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাওরাতে তিলাওয়াত করেছি যে, আহারের পরে উয়ূ করার মধ্যে বরকত নিহিত আছে। আমি বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম এবং তাওরাতে যা অধ্যয়ন করেছি তা তাঁকে অবহিত

করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খাবার গ্রহণের আগে ও পরে উযু করার মধ্যে বরকত নিহিত রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : আহারের পূর্বে ও পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আ

৪১২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ جَنْدَلٍ الْيَافَعِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَلَمْ أَرِ طَعَامًا كَانَ أَكْثَرَ بَرَكَهَ مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا وَلَا أَقْلَ بَرَكَهَ فِي آخِرِهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هَذَا قَالَ إِذَا ذَكَّرْنَا اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ .

৪১৩৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবু আয্যাব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। সে সময় তাঁর কাছে খাবার পরিবেশন করা হলো। আমরা খাবার গ্রহণের প্রথমদিকে যেকোন বরকত অনুভব করলাম তার চেয়ে অধিক বরকত আর কখনো দেখিনি এবং শেষদিকে তার চেয়ে বরকতশূন্য খাবারও আমি দেখিনি। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর হেতু কি? তিনি বললেন : আমরা যখন খাবার গ্রহণ করি তখন আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম) উচ্চারণ করেছিলাম। তারপর আমাদের সাথে এমন একজন লোক খেতে বসল যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনি। ফলে শয়তান তার সাথে খানায় শরীক হয়েছে।

৪১২৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ كَلْبُومٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَتَنَسَّى أَنْ يُذَكِّرَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ .

৪১৩৮. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)... 'আযিশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি খাবার সময় আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) উচ্চারণ করতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন (স্মরণ হলে) 'বিসমিল্লাহির আওয়্যালেহ ওয়া আখিরাহ' (খাবার শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম স্মরণ করছি) বলে খাবার খায়।

৪১২৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ أَدْنُ يَا بُنَى فَسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى وَكُلَّ بِيَمِينِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ .

৪১৩৯. আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ হাশিমী বাসরী (র)... 'উমর ইবন আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করেন। তখন তাঁর সামনে খানা পরিবেশিত ছিল। তিনি বললেন : হে বৎস! কাছে এসো, আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর এবং তোমার নিকট দিক থেকে ডান হাত দিয়ে খাবার খেতে শুরু কর।

৪১৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ رِيَّاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

৪১৪০. মুহাম্মাদ ইবন গায়লান (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার শেষে বলতেন : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমান বানালেন।

৪১৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُفِيتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا .

৪১৪১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে দস্তরখানা তুলে নেওয়ার সময় এই দু'আ পাঠ করতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তাঁরই জন্য যাবতীয় ভূতি পবিত্রতা ও বরকত - প্রভূত কল্যাণ। এমন প্রশংসা যা বর্জন করা যায় না কিংবা তা থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকা যায় না। তুমি আমাদের রব্ব।

৪১৪২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَقَانِيِّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقُفَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِي فَأَكَلَهُ بِلِقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ سَمَى لَكَفَاكُمْ .

৪১৪২. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আবান (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ তাঁর ছয়জন সাহাবা নিয়ে খাবার খেতে বসলেন। এমন সময় একজন বেদুঈন এসে দুই গ্রাসে সব খানা খেয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাবার শুরু করত তাহলে তোমাদের সবার জন্য তা যথেষ্ট হতো।

৪১৪৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

৪১৪৩. হানাদ ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি রাযী হয়ে যান যে এক লোকমা খানা খেয়ে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তাঁর বিনিময়ে আল্লাহর প্রশংসা করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدَحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পানপাত্রের বর্ণনা

৪১৪৪. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيظًا مُضَيَّبًا بِحَدِيدٍ فَقَالَ يَا ثَابِتُ هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৪১৪৪. হুসায়ন ইবন আসওয়াদ বাগদাদী (র)... সাবিত (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : একবার আনাস ইবন মালিক (রা) লোহার পাত লাগানো কাঠের মোটা একটি পেয়ালা আমাদের নিকট বের করলেন। তারপর বললেন : হে সাবিত! এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেয়ালা।

৪১৪৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ الْمَاءَ وَالنَّبِيذَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ .

৪১৪৫. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এহ পেয়ালা দ্বারা যাবতীয় পানীয় - পানি, নাবীয, মধু ও দুধ ইত্যাদি পান করিয়েছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ فَاكِهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফলের বিবরণ

৪১৪৬. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَاءَ بِالرُّطْبِ .

৪১৪৬. ইসমাইল ইবন মুসা ফায়ারী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ কাঁচা খেজুরের সাথে শসা খেতেন।

৪১৪৭. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبُطِيخَ بِالرُّطْبِ .

৪১৪৭. আবদা ইবন আবদুল্লাহ খুযাই বাসরী (র).... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে তরমুজ খেতেন।

৪১৪৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يَقُولُ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ وَهْبٌ وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَرْبِزِ وَالرُّطْبِ .

৪১৪৮. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে তরমুজ ও তাজা খেজুর একত্রে মিলিয়ে খেতে দেখেছি।

৪১৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرُّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ الْبُطِيخَ بِالرُّطْبِ .

৪১৪৯. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে তরমুজ খেতেন।

৪১৫০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ااَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا ااَللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ وَنَبِيَّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُوا أَصْغَرَ وَلَيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ .

৪১৫০. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন মুসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাহাবায়ে কিরামের যখন প্রথম কোন নতুন ফল আসত তখন তাঁরা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করতেন। আর তিনি তা গ্রহণ করে এই মর্মে দু'আ করতেন :

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا ااَللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ .

“হে আল্লাহ! আমাদের ফলসমূহে আমাদের জন্য বরকত দাও, আমাদের শহরে আমাদের জন্য বরকত দাও, আমাদের জন্য আমাদের ‘সা’ (প্রায় সাড়ে তিন কেজি সংকুলান হয় এমন পাত্র) পরিমাপে ও আমাদের ‘মুদে’ (প্রায় তিন পোয়া সংকুলান হয় এমন পাত্র) পরিমাপে বরকত দাও। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আ) তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু এবং তোমার নবী। আর আমিও তোমার বান্দা এবং তোমার নবী। আর তিনি (ইবরাহীম তো) তোমার কাছে মক্কার জন্য দু‘আ করেছিলেন আর আমি তাঁর ন্যায় মদীনার জন্য তোমার কাছে দু‘আ আরম্ভ করছি এবং এর সঙ্গে আরো এতো এতো দু‘আ করছি।”

তিনি (রাবী) বলেন : এরপর তিনি ছোটদের ডাকতেন এবং যাকে সর্বকনিষ্ঠ মনে করতেন, তাকে ঐ ফল দিয়ে দিতেন।

১১৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ بَعَثَنِي مَعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ وَعَلَيْهِ أَجْرٌ مِنْ قِثَاءٍ زُغَبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقِثَاءَ فَاتَيْنَهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حُلِيَّةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ .

৪১৫১. মুহাম্মাদ ইবন হুমায়দ রাযী (র)... রুবা'ঈ বিনত মু আওয়য ইবন 'আফরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : মু'আয ইবন 'আফরা এক ঝুড়ি খেজুর এবং ছোট ছোট কয়েকটি কচি শসা নিয়ে আমাকে নবী ﷺ-এর খিদমতে পাঠান। নবী ﷺ শসা খুবই পসন্দ করতেন। এরপর আমি তা নিয়ে তাঁর খিদমতে এলাম। তখন তাঁর সামনে বাহরাইন হতে প্রাপ্ত কিছু অলংকার ছিল। এরপর তিনি তা থেকে আমাকে এক মুষ্টি দান করলেন।

১১৫২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ وَأَجْرٍ زُغَبٍ وَأَعْطَانِي مَلَأَ كَفَّهُ حُلِيًّا أَوْ قَالَتْ ذَهَبًا .

৪১৫২. 'আলী ইবন হুজর (রা)... রুবা'ঈ বিনত মু আওয়য ইবন 'আফরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার নবী ﷺ-এর খিদমতে এক ঝুড়ি তাজা খেজুর এবং কয়েকটি কচি শসা পেশ করলাম। এরপর তিনি আমাকে মুষ্টি ভরে অলংকার অথবা বলেন, স্বর্ণ উপহার দেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পানীয় বস্তুর বিবরণ

১১৫৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَلْوُ الْبَارِدُ .

৪১৫৩. ইবন আবু 'উমর (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ঠাণ্ডা মিষ্টি পানীয় রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকতর পসন্দ করতেন।

৪১৫৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَ تَنَا بِإِنَاءٍ مِّنْ لَّبَنٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَثَرْتُ بِهَا خَالِدًا فَقُلْتُ مَا كُنْتُ لَأُثَرُ عَلَى سُورِكَ أَحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَى سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهَكَذَا رَوَى يُونُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو عِيسَى إِنَّمَا اسْتَدَّهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ هِيَ خَالَةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَخَالَةُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بْنِ جَدْعَانَ فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ وَالصَّحِيحُ عُمَرُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ .

৪১৫৪. আহমাদ ইবন মানী (র).. ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আমি এবং খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) একবার মায়মূনা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের জন্য একটি পাত্রে দুধ আনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করলেন। আর ঐ সময় আমি ছিলাম তাঁর ডানে এবং খালিদ (রা) তাঁর বামে। তারপর তিনি আমাকে বললেন : এখন পান করার হক তোমার। তবে ইচ্ছে করলে তুমি খালিদকে তোমার উপর অগ্রাধিকার দিতে পার। এরপর তিনি [ইবন আব্বাস (রা)] বললেন : আমি আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে রাযী নই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ যদি কাউকে কোন খানা খাওয়ান তাহলে তার বলা উচিত :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চেয়েও অধিকতর সুস্বাদু খাবার খাওয়াও।

আর যদি আল্লাহ্ তাকে দুধ পান করান, তাহলে বলা উচিত : **اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ**

হে আল্লাহ্! তুমি এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে এ থেকে আরো বেশী দাও।

এরপর তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বললেন, দুধ ব্যতীত এমন কোন বস্তু নেই যা খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ দেয়।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) (প্রথম হাদীছ সম্পর্কে) বলেন, সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা (র) একইভাবে মা'মার সূত্রে যুহরী ও 'উরওয়া (র) হতে 'আয়িশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারক, 'আবদুর রায়যাক (র) এবং আরো অনেকে মা'মার (র)... যুহরী (র) সূত্রে নবী **ﷺ** থেকে মুরসাল সনদে রিওয়ায়াত করেন। আর এতে 'উরওয়া (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে যে রিওয়ায়াত করেন, তার উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে যুনুস (র)-ও একাধিক রাবী যুবায়র সূত্রে নবী **ﷺ** থেকে মুরসাল সনদে রিওয়ায়াত করেন। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, সবার মধ্যে একমাত্র ইবন 'উয়াইনা (র) একে মারুফু ও পূর্ণ সনদে রিওয়ায়াত করেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) (দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে) বলেন, নবী পত্নী মায়মূনা বিনত হারিছ (রা) হলেন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা), ইবন আব্বাস (রা) ও ইয়াযীদ ইবন আসাম (রা)-এর খালা। এই হাদীছের সনদ বর্ণনার ব্যাপারে 'আলী ইবন যায়দ ইবন জুদ'আন (র) সম্পর্কে মুহাদ্দিস মহলে (হিকাহ - নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে) দ্বিমত রয়েছে। তাই কেউ কেউ রিওয়ায়াত করেন, 'আলী ইবন যায়দ (র) হতে, তিনি 'উমর ইবন আবু হারমালা (র) হতে। কিন্তু শু'বা (র) 'আলী ইবন যায়দ সূত্রে রিওয়ায়াত করেন এবং তারপর বলেন 'আমর ইবন হারমালা (র) হতে। তবে বিতর্ক কথা হচ্ছে 'উমর ইবন আবু হারমালা (র)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ **ﷺ**-এর পান করার পদ্ধতি

৪১৫৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ

৪১৫৫. আহমাদ ইবন মানী' (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয়ই নবী **ﷺ** দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি পান করতেন।

৪১৫৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا

৪১৫৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি পিতামহ সূত্রে রিওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ **ﷺ**-কে দাঁড়িয়ে ও বসে (উভয় অবস্থায়) পান করতে দেখেছি।

৪১৫৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

৪১৫৭. 'আলী ইবন হুজর (র)... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। আর তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করতেন।

৪১৫৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ قَالَا ابْنَانَا ابْنُ الْقُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ السَّنْزَالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَى بَكْوِزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي الْحَبَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذَرَأَعِيهِ وَرَأْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَضْؤُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ.

৪১৫৮. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন 'আলা (র)... নাযযাল ইবন সাবরা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আলী (রা) রাহবা'য় থাকাকালে তাঁর জন্য এক ঘটি পানি আনা হলো। তিনি তা হতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে উভয় হাত ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ও মাথায় ভেজা হাত প্রদালেন। এরপর দাঁড়ানো অবস্থায় থেকেই কিছু পান করলেন। এরপর বললেন : যার উযু ভঙ্গ হয়নি, তার উযু হচ্ছে এই। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমি এরূপ করতে দেখেছি।

৪১৫৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا إِذَا شَرِبَ وَيَقُولُ هُوَ أَمْرًا وَارَوَى.

৪১৫৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইউসুফ ইবন হাম্মাদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : (নিশ্চয়ই) নবী ﷺ যখন পান করতেন তখন তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন : তা অধিক স্বাস্থ্যকর ও অধিকতর তৃপ্তিদানে সহায়ক।

৪১৬০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُسْرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ رَشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسُ مَرَّتَيْنِ.

৪১৬০. 'আলী ইবন খাশরাম (র)... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন পান করতেন তখন দু'বার শ্বাস নিতেন।

৪১৬১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدِّهِ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ.

৪১৬১. ইবন আবু' উমর (রা)... কাবশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট তাশরীফ আনেন। তখন তিনি লটকানো মশক থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করলেন। এরপর আমি উঠে গেলাম এবং মশকের মুখটি কেটে দিলাম।

৪১৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَزْزَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِي الْأَنْثَاءِ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَسُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْأَنْثَاءِ ثَلَاثًا .

৪১৬২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... ছুমামা ইবন আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আনাস ইবন মালিক (রা) তিন স্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন : নবী ﷺ তিন স্বাসে পানি পান করতেন।

৪১৬৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ بَنِي جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ ابْنَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلِيمٍ وَقَرِيبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَشَرِبَ مِنْ فَمِ الْقَرِيبَةِ وَمَوْقَائِمَ فَقَامَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَأْسِ الْقَرِيبَةِ فَقَطَعَتْهَا .

৪১৬৩. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ আনাস (রা)-এর মাতা উম্মে সুলায়ম (রা) এর বাড়ি যান। সেখানে একটি মশক ঝুলন্ত ছিল। এরপর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় মশকটির মুখ হতে পানি পান করলেন। এরপর উম্মে সুলায়ম (রা) মশকের নিকট পৌছান এবং তার মুখ কেটে দেন।

৪১৬৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ النَّيْشَابُورِيِّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ نَابِلٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا . وَقَالَ أَبُو عَيْسَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ عُبَيْدَةُ بْنُ نَابِلٍ .

৪১৬৪. আহমাদ ইবন নাসর নিশাপুরী (র)... আয়িশা বিনত সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (র) তাঁর পিতা সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, নবী ﷺ দাঁড়ানো থেকে পানি পান করতেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, 'উবায়দা বিনত নাবিল। অর্থাৎ 'নায়িল' এর স্থলে 'নাবিল' বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَطُّرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুগন্ধি ব্যবহার

৪১৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

المُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا .

৪১৬৫. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' প্রমুখ (র)... মুসা ইবন আনাস ইবন মালিক (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আতরদান ছিল। তিনি তা থেকে সুগন্ধি লাগাতেন।

৪১৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَقَالَ أَنَسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ .

৪১৬৬. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... ছুমামা ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আনাস (রা) সুগন্ধি ফেরত দিতেন না। আর আনাস (রা) বলতেন : নবী ﷺ কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না।

৪১৬৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَا تَرُدُّ الْوَسَائِدُ وَالْدُهْنُ وَالطِّيبُ وَاللَّبَنُ .

৪১৬৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি বস্তু কখনো ফেরত দেবে না - বালিশ, তৈল, সুগন্ধি এবং দুধ।

৪১৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ .

৪১৬৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ السُّطَّاقِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُ بِمَعْنَاهُ .

৪১৬৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র).. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষের সুগন্ধি সুবাস ছড়ায় কিন্তু রং থাকে অদৃশ্য। আর মহিলাদের সুগন্ধির রং দৃশ্যমান কিন্তু তাতে গন্ধ নেই।

'আলী ইবন হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

৪১৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ السُّوَّافِ عَنْ حَنَّانٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ السَّنْهَدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرِّيحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ .



বাংলা হাদিস

قَالَ أَبُو عِيسَى لَا يُعْرَفُ لِحَنَّا غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ حَنَّانُ الْأَسَدِيِّ بْنُ شُرَيْكٍ هُوَ صَاحِبُ الرَّقِيقِ عَمُّ وَالِدِ مُسَدَّدٍ وَدَوَّى عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَدَوَّى عَنْهُ الْحُجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ .

৪১৬৯. মুহাম্মাদ ইবন খলীফা ও 'আমর ইবন 'আলী (র)... আবু উসমান নাহদী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাউকে যখন রায়হান (একপ্রকার উন্নত ধরনের সুগন্ধি) দান করা হয়, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা তার উৎসমূল হচ্ছে জান্নাত।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীছ ব্যতীত হান্নান (র)-এর অন্য কোন রিওয়ায়াত পাওয়া যায় না। আবদুর রহমান ইবন আবু হাতিম (র) কিতাবুল জারাহ ওয়াত-তা'দীল-এ বলেন, হান্নান আসাদী বনী আসাদ ইবন শুরায়ক গোত্রের লোক। তিনি মুসাদ্দিদ এর পিতার চাচা। তিনি রিওয়ায়াত করেন আবু উসমান নাহদী থেকে এবং তিনি হাজ্জাজ ইবন আবু উসমান সাওয়াফ থেকে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতৃ সূত্রে শুনেছি, তিনি এরূপ বলেছেন।

৪১৭০. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عُرِضَتْ بَيْنَ يَدَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَلْقَى جَرِيرٌ رِدَاءَهُ وَمَشَى فِي إِزَارٍ فَقَالَ لَهُ خُذْ رِدَاءَكَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ صُورَةً مِنْ جَرِيرٍ إِلَّا مَا بَلَّغْنَا مِنْ صُورَةِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৪১৭০. 'উমর ইবন ইসমাঈল ইবন মুজালিদ ইবন সাঈদ হামদানী (র)... কায়স ইবন আবু হাযিম (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাকে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সামনে পেশ করা হলো। জারীর (রা) চাদর খুলে লুঙ্গি পরা হত অবস্থায় হাঁটতে শুরু করেন। 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে বললেন, চাদর পরিধান কর। এরপর 'উমর (রা) উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যুসুফ (আ)-এর চেহারার লাভণ্য সম্পর্কে আমাদের কাছে যতটা সংবাদ এসেছে, সে মতে জারীর (রা) ব্যতীত আর কাউকে অধিক সুদর্শন দেখিনি।

باب كَيْفَ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাচনভঙ্গির বিবরণ

৪১৭১. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ .

৪১৭১. হুমায়দ ইবন মাস'আদা বাসরী (র)..... 'আযিশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ন্যায় চটপটে (অস্পষ্টভাবে তাড়াতাড়ি) কথা বলতেন না, বরং তাঁর প্রতিটি কথা ছিল সুস্পষ্ট। আর শ্রোতামাত্রই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত।

৪১৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَشَّرِ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعِيدُ أَلَمَةً ثَلَاثًا لَتَعْقَلَ عَنْهُ.

৪১৭২. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনে কোন কথা তিনবার বলতেন যাতে (শ্রোতারা) ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

৪১৭৩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ أَنبَأَنَا جُمَيْعُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجُ خَدِيجَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي هَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِيَّ هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَافًا قُلْتُ صِفْ مَنْطِقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيلُ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ يُفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ كَلَامُهُ فَصْلٌ لَا فَضُولَ وَلَا تَقْصِيرَ لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا أَلْمَلِينَ يُعْظِمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا فَإِذَا تُعْدِيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِنَفْسِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ لَا يَغْضِبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنِ ابْنِهَا الْيُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَصَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلَّ ضَحْكُهُ التَّبَسُّمُ يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ.

৪১৭৩. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... হাসান ইবন 'আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি (আমার) মামা হিন্দ ইবন আবু হালা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র বিশেষজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাচনভঙ্গী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আখিরাতে উম্মতের নাজাতের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। এই কারণে তাঁর কোন স্বস্তি ছিল না। তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি আগাগোড়া স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। তিনি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যালাপ করতেন। তাঁর কথা ছিল একটি হতে অপরটি পৃথক। তাঁর কথাবার্তা একেবারে বিস্তারিত ছিল না কিংবা সংক্ষিপ্তও ছিল না। অর্থাৎ তাঁর কথার মর্মার্থ অনুধাবনে কোন প্রকার অসুবিধা হত না। তাঁর কথায় কঠোরতার ছাপ ছিল না। আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাবও থাকত না। আল্লাহর নিয়ামত যত সামান্যই হত তাকে তিনি অনেক বড় মনে

করতেন। তিনি তার কোন দোষত্রুটি খুঁজতেন না। তিনি অপরিহার্য খাদ্য সামগ্রীর ত্রুটি খতিয়ে দেখতেন না এবং উচ্ছৃঙ্খলিত প্রশংসাও করতেন না। পার্থিব কোন বিষয় বা কাজের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতেন না এবং তার জন্য আক্ষেপও করতেন না। অবশ্য কেউ ধর্মীয় কোন বিষয়ে সীমা লংঘন করলে তখন তাঁর গোস্বার সীমা থাকত না। এমনকি তখন কেউ তাঁকে বশে রাখতে পারত না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কারণে ক্রোধান্বিত হতেন না এবং এ জন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করতেন না। কোন বিষয়ের প্রতি ইশারা করলে সম্পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি কোন বিষয় প্রকাশ করলে হাত উল্টাতেন। যখন কথাবার্তা বলতেন তখন ডান হাতের তালুতে বাম হাতের আঙ্গুলের অভ্যন্তরীণ ভাগ দ্বারা আঘাত করতেন। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং অমনোযোগী হতেন। যখন তিনি আনন্দ-উৎফুল্ল হতেন তখন তাঁর চোখের কিনারা নিম্নগামী করতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি শ্মিত হাসতেন। তখন তাঁর পবিত্র দন্তরাজি বরফের ন্যায় সাদা উজ্জ্বলরূপে শোভা পেত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَحْكِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসির আলোচনা প্রসঙ্গে

৪১৭৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِي أَقْيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا وَكَانَتْ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلٍ .

৪১৭৪. আহমদ ইবন মানী (র)... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কদম মুবারকের গোছা (নলা) খানিকটা সরু গোছের ছিল। আর তিনি মুচকি হাসিই হাসতেন। এরপর আমি (বর্ণনাকারী) তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতাম। তখন আমি বলতাম যে, তিনি চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ তিনি (তখন) সুরমা লাগানো অবস্থায় ছিলেন না।

৪১৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৪১৭৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবন হারিস ইবন জায় (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে অধিক মুচকি হাস্যকারী ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি।

৪১৭৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَلْأَلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحَانِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا كَانَ ضَحْكُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا تَبَسُّمًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ .

৪১৭৬. আহমদ ইবন খালিদ আল খাল্লাল (র)... আবদুল্লাহ ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি মুচকি হাসিই ছিল।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসখানি লায়ছ ইবন সা'দ (রা) বর্ণিত হাদীসের চাইতে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে গারীব।

৪১৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَآخِرَ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَتُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ مُقَرَّرٌ لَا يَنْكَرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِهَا فَيُقَالُ أُعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً فَيَقُولُ إِنْ لِي ذُنُوبًا مَا أَرَاهَا هَهُنَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৪১৭৭. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়স (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে ভালভাবে জানি। আর যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, তাকেও জানি। কিয়ামতের দিনে এক ব্যক্তিকে (আল্লাহর এজলাসে উপস্থিত করে) বলা হবে এর সগীরা গুনাহগুলো উপস্থাপন কর এবং কবীরা গুনাহগুলো গোপন করে রাখ। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি অমুক অমুক দিনে এই এই গুনাহ করেছ। তখন সে ব্যক্তি স্বীকার করবে- একটিও প্রত্যাখান করবে না। এরপর সে তার কবীরা গুনাহসমূহ সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তখন ঘোষণা দেওয়া হবে যে, তার প্রতিটি মন্দ কাজের বিনিময়ে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ কর। এরপর সে বলবে, নিশ্চয়ই এখনও আমার অনেক গুনাহ বাকী আছে যা সে দেখতে পাচ্ছে না। আবু যার (রা) বলেন : তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসছেন এমনকি তাঁর শুভ্র দন্তরাজি দেখা যাচ্ছিল।

৪১৭৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ بَيَّانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مَا حَبَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ اسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا ضَحِكَ .

৪১৭৮. আহমদ ইবন মানী (র)... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (তাঁর কাছে আসতে) বাধা দেননি। আর আমাকে দেখামাত্রই তিনি হাসতেন।

৪১৭৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ مَا حَبَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ اسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ .

৪১৭৯. আহমদ ইবন মানী (র)... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার ইসলাম

গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (তাঁর দরবারে আসতে) বাধা দেননি। আর আমাকে দেখলে তিনি মুচকি হাসি দিতেন।

৪১৮. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا عُرْفُ أَخْرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ يُخْرَجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَأَدْخِلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَيْتَ عَشْرَةَ أَضْعَافٍ السَّدْنِيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُنِي مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ أَسْنَانُهُ .

৪১৮০. হান্নাদ ইবন সাররী (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে বেরিয়ে আসবে, আমি তাকে চিনি। সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। এরপর তাকে বলা হবে, এসো। জান্নাতে প্রবেশ কর। ঘোষণা মুতাবিক সে (জান্নাতের দিকে) যাবে এবং সেখানে প্রবেশ করে দেখতে পাবে কোথাও ঠাই নেই। লোকেরা সকল স্থান অধিকার করে আছে। সে বিফল হয়ে ফিরে আসবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! লোকেরা তো সকল স্থানই দখল করে আছে। তখন তাকে বলা হবে, তোমার সে কালের (পৃথিবীর) কথা স্মরণ আছে কি যেখানে তুমি অবস্থান করেছিলে? সে বলবে, জি হ্যাঁ। সবই আমার মনে পড়ে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন তাকে বলা হবে, তোমার ~~স্বপ্ন~~ তা আকাঙ্ক্ষা কর। তিনি বলেন, তখন সে আকাঙ্ক্ষা করবে। এরপর তাকে বলা হবে, তুমি যে ইচ্ছা পোষণ করলে তাই তোমার জন্য মঞ্জুর করা হল এবং তোমাকে দশ দুনিয়ার সমান স্থান দেওয়া হবে। তিনি বলেন : তখন সে (বান্দা) বলবে, আপনি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন অথচ আপনি আমার মালিক- সারে জাহানের বাদশাহ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মুচকি হাসি দিতে দেখলাম এমনকি তাঁর দন্ত মুবারক দৃশ্যমান হল।

৪১৮১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى بِدَابَّةٍ نِيرَكْبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهَرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سِيحَانِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ أَى شَيْءٍ ضَحَكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ

ضَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدٌ غَيْرِي.

৪১৮১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আলী ইবন রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আলী (রা)-এর সামনে হাসির করা হল। তখন একটি জানোয়ারের পিঠে আরোহণের জন্য সেটি আনা হলো। যখন তিনি সে পশুটির রেকাবে পা রাখলেন তখন বললেন :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

সেই মহান সত্তার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি যিনি আমার জন্য একে বশীভূত করেছেন।

এরপর তিনি তিনবার اللَّهُ أَكْبَرُ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত) এবং তিনবার الْحَمْدُ لِلَّهِ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) পাঠ করলেন। এরপর এ দু'আ পড়লেন :

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

আল্লাহ পবিত্র! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর দীর্ঘা লংঘন করেছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই।

এরপর তিনি হাসলেন। তখন আমি তাকে বললাম, হে আমীরু মুমিনীন! কীসে আপনার হাসি পেল? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে দেখেছি যেভাবে আমি এইমাত্র কথা ও কাজ সম্পন্ন করলাম। এরপর তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ জিনিস আপনাকে হাসালো? তিনি বললেন : তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দার এই কথা খুবই পসন্দ করেন যখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। এই বিশ্বাস রাখেন যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।

٤١٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ سَعْدٌ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مَعَهُ تُرْسٌ وَكَانَ سَعْدٌ رَامِيًا وَكَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا بِالتُّرْسِ يُغْطِي جَبْهَتَهُ فَنَزَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهْمٍ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ لَمْ يَخْطِ هَذِهِ مِنْهُ يَعْْنِي جَبْهَتَهُ وَانْقَلَبَ وَشَالَ بِرَجْلِهِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قُلْتُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكَ قَالَ مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ.

৪১৮২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আমর ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সা'দ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খন্দকের যুদ্ধের দিন মুচকি হাসতে দেখেছি। তখন তাঁর পবিত্র দস্তুরাজি দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, আমি বললাম, আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেন :

এক ব্যক্তিকে দেখে যার কাছে একটি কাকের ঢাল রয়েছে। সা'দ (রা) ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দায। আর তিনি একটি কাকের ঢাল নিয়ে বলছিলেন, এই এই। তিনি তার ঢালটি দিয়ে তার কপাল আবৃত করে রেখেছিলেন। সা'দ তার তীর (বর্শাফলক) বের করে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। যখন সে তার মাথা উঁচু করলো তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। ফলে সে তার কপালে (ললাটদেশ) আঘাত পেল এবং মাটিতে ঢলে পড়ল। আর তার পা উপরের দিকে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি দিলেন। এমনকি তাঁর শুভ্র মুখের কিনারার দন্তরাজি দেখা যাচ্ছিল। তিনি ('আমর ইবন সা'দ) বলেন, আমি বললাম, কী সে আপনাকে হাসাল? তিনি বললেন : এই ব্যক্তির সঙ্গে তার সুনিপুণ কর্মের জন্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مَنَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কৌতুক

৪১৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ يَعْنِي يُمَارِحُهُ .

৪১৮৩. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ তাকে [আনাস (রা)] কৌতুক করে (কৌতুকচ্ছলে) 'ওহে দুই কানওয়ালা' বলেছিলেন। মাহমুদ (র) বলেন, আবু উসামা (র) এর অর্থ 'কৌতুক' করেছেন।

৪১৮৪. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي السَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفَّقَهُ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُمَارِحُ وَفِيهِ أَنَّهُ كُنِيَ غُلَامًا صَغِيرًا فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عُمَيْرٍ وَفِيهِ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الصَّغِيرَ الطَّيْرَ لِيَلْعَبَ بِهِ وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُّغَيْرٌ فَيَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَحَزَنَ الْغُلَامُ عَلَيْهِ فَمَارَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .

৪১৮৪. হান্নাদ ইবন সাররী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ আমাদের সাথে একাকার হয়ে কৌতুক করতেন। (একবার) আমার ছোট ভাইকে বললেন : ওহে আবু উমায়র! কি হল নুগায়র (ছোট পাখি)?

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, কেননা তার নুগায়র নামে একটি পাখি ছিল, যা নিয়ে সে খেল-তামাশা করত। পাখিটি মরে গেল। এতে সে দুঃখিত হল। তখন নবী ﷺ তার সাথে কৌতুক করলেন এবং বললেন, ওহে আবু উমায়র! কি হল তোমার নুগায়র?

৪১৮৫. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ابْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا تُدَاعِبُنَا يَنْبَغِي تُمَارِحُنَا .

৪১৮৫. আব্বাস ইবন মুহাম্মদ আদ-দাওরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে কৌতুক করছেন? তিনি বললেন : আমি কৌতুকচ্ছলে কখনো সত্য ব্যতীত কিছু বলি না।

৪১৮৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدٍ نَاقَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بَوْلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقَ .

৪১৮৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা)... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি বাহন চাইল। তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিচ্ছি। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উটমাত্রই তো কোন না কোন উষ্ট্রীর বাচ্চা (উটমাত্রই উষ্ট্রীর বাচ্চা নয় কি?)।

৪১৮৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا وَكَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَدِيَّةً مِّنَ الْبَادِيَةِ فَيُجْهَرُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَّتَنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يَبْصُرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا أَرْسَلَنِي فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا الصَّقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ عَرَفَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا وَاللَّهِ تَجِدْنِي كَاسِدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتُ بِكَاسِدٍ أَوْ قَالَ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ .

৪১৮৭. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, যাহির (ইবন হিয়াম আশজাঈ বদরী) নামে এক বেদুঈন প্রায়ই নবী ﷺ-কে হাদিয়া দিত। যখন সে চলে যেতে উদ্যত হত তখন নবী ﷺ বলতেন, যাহির আমাদের পল্লীবন্ধু, আর আমরা তার শহরে বন্ধু। সে কদাকার হলেও নবী ﷺ তাকে ভালবাসতেন। একদা সে বেচাকেনা করছিল আর নবী ﷺ তার

অলক্ষ্যে পেছন দিক থেকে ধরে ফেললেন। তারপর সে বলল, কে? আমাকে ছেড়ে দাও তো! দৃষ্টিপাত করতেই সে নবী ﷺ-কে বুঝে ফেলল। তারপর পৃষ্ঠদেশ ঘুরিয়ে কোনমতে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করল। এরপর নবী ﷺ বললেন : এই গোলামাটিকে কে খরিদ (ক্রয়) করবে? লোকটি (যাহির) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে বিক্রি করে কেবল অচল মুদ্রাই পাবেন। এরপর তিনি বললেন : কিন্তু তুমি আল্লাহর নিকট অচল নও। অথবা তিনি বলেছেন : আল্লাহর নিকট তোমার উচ্চ সম্মান রয়েছে।

৪১৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُصَنَّبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَتَتْ عَجُوزُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا أُمُّ فُلَانٍ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ قَالَ فَوَلَّتْ تَبْكِي فَقَالَ أَخْبَرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (إِنَّا أَنْشَأْنَا مِنْ أَنْشَاءٍ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا)

৪১৮৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... হাসান (র) সূত্রে বর্ণিত যে, একবার এক বৃদ্ধা মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি (আমি জান্নাতি হতে পারি)। তিনি বললেন, ওহে! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি (রাবী) বলেন, (এতদশ্রবণে) সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। তিনি নবী ﷺ বললেন : তাকে এই মর্মে খবর দাও যে, তুমি বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেন, (إِنَّا) 'আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। আর তাদের করেছি কুমারী।' (أَنْشَأْنَا مِنْ أَنْشَاءٍ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا) (৫৬ : ৩৫-৩৬)

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الشُّعْرِ

অনুচ্ছেদ : কাব্যিক ছন্দে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামালা

৪১৮৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قِيلَ لَهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِّنَ الشُّعْرِ قَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ.

৪১৮৯. আলী ইবন হজর (র)... আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ কাব্যের ছন্দে কথাবার্তা বলেন কিনা সে ব্যাপারে তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) ইবন রোয়াহর কবিতা আবৃত্তি করতেন। আবার কখনো বলতেন :

وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ.

তোমার কাছে এমন ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসেন, যাকে তুমি মজুরী দাও না।

৪১৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لِبَيْدٍ :
 إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ + وَكَادَأُمِيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمَ .

৪১৯০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিঃসন্দেহে কবি লাবীদ সবচেয়ে সত্য কথা বলেছে :

إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ + وَكَادَأُمِيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمَ

সাবধান! আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। উমায়্যা ইবন আবু সাল্ত সম্ভবতঃ ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪১৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سَفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ أَصَبَ جَرٍ اصْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَمِيتُ فَقَالَ :
 هَلْ أَنْتَ إِلَّا اصْبَعَ دَمِيتُ + وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ نَحْوَهُ .

৪১৯১. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... জুনদুব ইবন সুফয়ান বাজালী (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : (একদা) প্রস্তরাঘাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি বললেন : তুমি একটি আঙ্গুল যার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তাও আল্লাহর রাস্তায়, যার প্রতিদান পাবে।

ইবন আবু 'উমর (র)... জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪১৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْسِيُّ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا عَمَّارَةَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَئِنْ سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّيْتُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ وَأَبُو سَفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ + أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

৪১৯২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... বারাহ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাকে এক ব্যক্তি বলল, হে আবু উমার! তোমরা কি তাকে একা রেখে (হনায়নের যুদ্ধের ময়দান থেকে) পালিয়ে গিয়েছিলে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাননি। বরং তিনি দুর্ধর্ম হাওয়াযিন গোত্রের বর্শা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন। আবু

সুফয়ান ইবন হারিছ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন। আর তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ + أَنَا بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

আমি সত্য নবী এবং আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

৪১৯৩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنبَأَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ + الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى أَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ + وَيُذْهِلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى تَقُولُ شَعْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهُيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ .

৪১৯৩. ইসহাক ইবন মানসুর (র)... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন উমরাতুল কাযা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করেন তখন ইবন রাওয়াহা (রা) তাঁর সামনে চলছেন এবং বলছেন :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ + الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى أَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ + وَيُذْهِلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ .

‘হে কাফির সন্তানেরা! তাঁর চলার পথ ছেড়ে দাও। আজ তাকে বাধা দিলে যেমন গেল বছর ~~বদিয়ে~~ তাহলে কাঁধ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলব এবং বন্ধুকে বন্ধু হতে ভুলিয়ে রাখব।’

‘উমর (রা) তাকে বললেন, ওহে ইবন রাওয়াহা! আল্লাহর হারামে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করছ? নবী ﷺ বললেন : ওহে ‘উমর! তাকে বলতে দাও (ছেড়ে দাও)। কেননা তার কবিতা ওদের জন্যই শরাঘাতের চাইতে অধিক কার্যকর।’

৪১৯৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ وَيَتَذَكَّرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ وَرَبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ .

৪১৯৪. ‘আলী ইবন হুজর (র)... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে শতাধিক বার বসেছি। আর তাতে তাঁর সাহাবাগণ কবিতা আবৃত্তি

করতেন এবং জাহিলিয়া যুগের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আর তিনি কখনো চুপ থাকতেন। আবার কখনো তাদের সাথে মুচকি হাসতেন।

৪১৯৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنَّنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَشَعْرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمْتُ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةً لَيِّدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ .

৪১৯৫. ‘আলী ইবন হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আরবীয় কবিদের মধ্যে যেহেতম বাণী হচ্ছে লাবীদের : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ .

সাবধান! আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল।

৪১৯৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْشَدْتُهُ مَائَةً قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مَائَةً يَعْنِي بَيْتًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كَادَ لِيُسَلِّمَ .

৪১৯৬. আহমদ ইবন মানী (র)... ‘আমর ইবন শারীদ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি বাহনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ছিলাম। তারপর আমি তাঁকে আমায়্যা ইবন আবু-সাল্ত বিরচিত একশো চরণ কবিতা আবৃত্তি করে শোনালাম। কবিতা শেষ হলে তিনি আমাকে বললেন : আরো শোনাও। এরপর তিনি বললেন : তার ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

৪১৯৭. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا أَنَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ لِحْسَانَ بْنِ ثَابِتٍ مَنَبْرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا يُنَافِحُ أَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৪১৯৭. ইসমাঈল ইবন মুসা আল-ফারী ও ‘আলী ইবন হুজর (র)... ‘আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসসান ইবন ছাবিত (রা)-এর জন্য মসজিদে একটি মিম্বর স্থাপন করেছিলেন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করেন অথবা তিনি বলেছেন, যেন

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে কাফিরদের নিন্দাবাদের উত্তর দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ! রুহুল কুদুস [জিবরাঈল (আ)]-এর দ্বারা হাস্‌সানকে সাহায্য করবেন যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসায় কিংবা কাফিরদের নিন্দাবাদের উত্তর দেবে।

ইসমাঈল ইবন মুসা ও 'আলী ইবন হুজর (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّمَرِ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সার্বত্রিক গল্প বলা

৪১৯৮. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءً هُ حَدِيثًا فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ الْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةٍ فَقَالَ اتَّذَرُونَ مَا خُرَافَةٌ إِنْ خُرَافَةٌ كَانَ رَجُلًا مِنْ عُدْرَةِ أَسْرَتِهِ الْجِنِّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَكَثَ فِيهِمْ ذَهْرًا ثُمَّ رَدَّوهُ إِلَى الْإِنْسِ فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثُ خُرَافَةٍ

৪১৯৮. আল হাসান ইবন সাব্বাহ আল বাযযার (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের একটি কাহিনী শোনান। তাদের একজন বললেন, এতো খুরাফার কাহিনী (অর্থাৎ খুরাফার কাহিনীর মতই বিশ্বয়কর)। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তোমরা খুরাফা সম্পর্কে জান কি? খুরাফা তো ওযরা গোত্রের লোক। জাহিলিয়া যুগে তাকে জিন্নে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে এক যুগ থেকে মানব সমাজে ফিরে আসে। সেখানকার বিশ্বয়কর কথাগুলো সে লোকালয়ে বলে বেড়াত। তখন থেকে (কোন বিশ্বয়কর ঘটনা হলেই লোকেরা বলত) এতো খুরাফার কাহিনী।

حَدِيثُ أُمِّ زَيْدٍ

অনুচ্ছেদ : হাদীসে উম্মে যার'আ

৪১৯৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ أَحَدَى عَشْرَةِ امْرَأَةٍ فَتَعَا هَذَنَ وَتَعَاقَدَنَ إِلَّا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا فَقَالَتْ : قَالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمٌ جَمَلٌ غَثٌ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعَرٍ لَا سَهْلَ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَى قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا أَبْتُ خَبْرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذْرُهُ إِنْ أَذْكَرَ أَذْكَرُهُ عَجْرَهُ وَيَجْرَهُ قَالَتِ الثَّلَاثَةُ زَوْجِي الْعَشْتَقُ إِنْ أَنْطِقَ أَطْلُقَ وَإِنْ أَسْكُتَ أَعْلَقُ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلِيلُ تِهَامَةٍ لَا حَرَّ وَلَا قَرَّ وَلَا مَخَافَةَ

وَلَا سَامَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهَدٍ وَإِنْ خَرَجَ أَسَدٌ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهْدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفٌّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفٌ وَإِنْ اضْطَجَعَ التَّفُّ وَلَا يُؤَلِّجُ الْكَفُّ لِيَعْلَمَ الْبَيْتُ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي عَيَاءٌ أَوْ غِيَابَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجُّكَ أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمَعَ كُلَّاكَ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنبٍ وَالرَّيْحُ رِيحُ ذَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ عَظِيمُ الرِّمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمُبَارَكِ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْتَ دَسُوتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشَرَ زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَّاسٌ مِنْ حُلِيِّ أُذُنِي وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ عَضْدِي وَبَجَّدَنِي فَبَجَّحْتَنِي إِلَى نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقِّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أَقْبَحُ وَارْقُدْ وَاتَّصِبْ وَأَشْرَبْ فَاتَّقَمَّحْ أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عَكُومُهَا رِدَاحٌ وَبَيْنَتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ وَتَشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلَأُ كِسَانِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لَا تَبْتُ حَدِيثَنَا تَبْثِيئًا وَلَا تَنْقُتُ مِيرَتَنَا تَنْقِيئًا وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيئًا قَالَتِ خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمَخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَانَتَيْنِ فَطَلَّقْنِي فَنَكَحَهَا فَتَنَكَّحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَآخَذَ خَطِيًّا وَآرَاحَ عَلَى نَعْمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِّي أُمُّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكَ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ أُنْيَةِ أَبِي زَرْعٍ قَالَتِ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبُكَ لَكَ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ .

৪১৯৯. আলী ইবন হুজর (র)... আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার এগারজন স্ত্রীলোক এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো যে, তারা তাদের নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে যথার্থ অবস্থা তুলে ধরবে। প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী অলস, অকর্মণ্য, দুর্বল উটের গোশত তুল্য, তাও আবার পর্বত চূড়ায় সংরক্ষিত; যা ধরাছোঁয়া দুঃসাধ্য। তার আচরণ রক্ষ। এতে তার কাছে যাওয়া যায় না। সে স্বাস্থ্যবানও নয়, আর তাকে ত্যাগও করতে পারছি না।

দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী এমন যে, আমি আশংকা করছি তার দোষত্রুটি বর্ণনা করে শেষ করতে পারব না। আর আমি যদি বর্ণনা দেই, তাহলে কেবল দোষত্রুটিই বর্ণনা করব।

তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট (কদাকার আকৃতির)। আমি কথা বললে (উত্তর আসে) তালাক। আর নীরব থাকলে সে তো ঝুলন্ত অসি (অর্থাৎ কিছু চাইলে বদ মেজাজের কোপানলে পড়তে হয় এবং চুপ থাকলে বঞ্চিত হতে হয়)।

চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী তাহামার রাত্রির ন্যায়- না (প্রচণ্ড) গরম, আর না (প্রচণ্ড) ঠাণ্ডা। তার থেকে কোন ভয়ভীতি কিংবা অস্বস্তির কারণ নেই।

পঞ্চম মহিলা বলল, আমার স্বামী এলে মনে হয় চিতাবাঘ আর বাইরে সে হয় সাহসী শাদুল। বাড়িতে কি ঘটল সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে না।

ষষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন খায়, তৃপ্তি ভরে খায়। আর পান করলে অবশিষ্ট রাখে না। আর যখন ঘুমোতে যায়, চাদর দেহে জড়িয়ে দেয়। আমার কোন বিপদাপদ আছে কিনা তা হাত বাড়িয়েও দেখে না।

সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী উপগত হতে অক্ষম, কথা বলতে অপারগ, সর্বাধিক রোগে আক্রান্ত। সে আমার মস্তক চূর্ণ করতে পারে অথবা মারধোর করে সর্বাঙ্গ একত্র করে দিতে পারে।

অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর পরশ খরগোশের ন্যায় কোমল। (তার ব্যবহৃত সুগন্ধি) জাফরানের সুগন্ধির ন্যায়।

নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। অতীত অতিথি পরাণ, দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট, তার বৈঠকখানা ঘরের সন্নিকটবর্তী।

দশম মহিলা বলল, আমার স্বামী মালিক। মালিকের প্রশংসা কীর্তন কী বা করব (অর্থাৎ উপরে বর্ণিতদের প্রশংসা একত্র করলেও তার প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না)। তার রয়েছে অসংখ্য উট, আর আস্তানাল ঘরের কাছেই। মাঠে খুব কমই চরানো হয়। এসব উট যখন বাজনার ঝংকার শোনে তখন প্রত্যয় জন্মে যে, তাদের যবেহ করা হবে।

একাদশ মহিলা উম্মে যার'আ বলল, আমার স্বামী আবু যার'আ। আবু যার'আর কী বা প্রশংসা করব, সে তো অলংকার দিয়ে আমার দুই কান নৃত্য করে দিয়েছে, উপাদেয় খাবার খাইয়ে দুই বাহু চর্বিযুক্ত করে দিয়েছে। আমাকে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য রেখেছে। ফলে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছি। আমি ছিলাম বকরী রাখালের মেয়ে, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হতো। আমি এখন অসংখ্য ঘোড়া, উট ও বকরী পালের মধ্যে তথা পর্যাপ্ত ধন-সম্পদের মধ্যে আছি। আমি তাকে কিছু বললেও ও আমাকে মন্দ বলতো না। সারাক্ষণ নিদ্রায় কাটালেও কিছু বলতো না। পর্যাপ্ত আহারের পরও অবশিষ্ট থাকত। উম্মু আবু যার'আর (একাদশ মহিলার শাওড়ি) প্রশংসাই বা কীভাবে করব! তার বড় বড় পাত্রগুলো সর্বদা খানায় পরিপূর্ণ থাকে আর তার বাড়ির চৌহদ্দী খুবই বিশাল। ইবন আবু যার'আ (আবু যার'আর ছেলে) সম্পর্কে কী বল! তার শরীর হালকা-পাতলা গোছের, কেঁমরখানি তরুণির ন্যায় সূক্ষ্ম, বকরীর একটি উরুর গোশত তার জন্য যথেষ্ট। আবু যার'আর কন্যা সম্পর্কেই কী বলব! পিতামাতার অনুগত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী স্বাস্থ্যবান সতীনদের অন্তর্জ্বালার কারণ। আবু যার'আর পরিচারিকার কথাই বা কী বলব! সে ঘরের গোপন তথ্য ফাঁস করে না, আমাদের খাবার বিনানুমতিতে তসরূপ করে না। বাড়িঘরে কখনো আবর্জনা জমা করে রাখে না। সে (একাদশ মহিলা) বলল, একবার আবু যার'আ বাইরে যান এবং দেখতে পান যে, স্বাস্থ্যবান দু'টি শিশু তাদের মায়ের স্তন মিয়ে খেলা বাদে। এরপর সে (আবু যার'আ) আমাকে তালাক দিয়ে তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে ফেলে।

এরপর আমি একজন ধনাঢ্য উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিকে বিবাহ করি। সেও আমাকে পর্যাপ্ত সামগ্রী জোড়ায় জোড়ায় দিল। সে (স্বামী) বলল, উম্মু যার'আ! তৃপ্তি সহকারে খাও এবং ইচ্ছেমত তোমার আত্মীয়দের

জন্য পাঠাও। সে (মহিলা) বলল, তার দান-দক্ষিণার যাবতীয় বস্তুরাজি একত্র করলেও আবু যার'আর সামান্যও হবে না। আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : আবু যার'আ যেমন উম্মু যার'আর জন্য, আমিও ঠিক তোমার জন্য তদ্রূপ। (কিন্তু আমি কখনো আবু যার'আর মত তোমাকে তালাক দেব না)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিদ্রার বৈশিষ্ট্য

৪২০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِثْلَةَ وَقَالَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ .

৪২০০. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... বারা ইবন 'আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন হাত ডান গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন :

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

'হে আমার প্রতিপালক! (পুনরুত্থান দিবসে যে দিন) তোমার বান্দাদের উঠাবে সে দিনের আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও!'

মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তিনি বলেন :

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ (যে দিন তোমার বান্দাদের একত্র করবে)।

৪২০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

৪২০১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন শোয়ার জন্যে বিছানায় আসতেন তখন বলতেন : اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى

'হে আল্লাহ! তোমার নামেই মৃত্যুবরণ (নিদ্রা) করছি এবং তোমার নামেই জীবিত (জাগ্রত) হব।'

আবার যখন নিদ্রাভঙ্গ করতেন তখন বলতেন : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মৃত্যুর পর জীবন দিয়েছেন আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

৪২০২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَقِيلٍ أَرَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَثَ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

৪২০২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন শোয়ার জন্যে বিছানায় যেতেন তখন দু'আ করার ন্যায় দুই হাত মিলিয়ে সূরা ইখলাস ও মুয়াব্বিয়াতায়ন পাঠ করতঃ ফুঁ দিতেন এবং আপাদ মস্তকে তিনবার হাত বুলিয়ে নিতেন। তারপর মুখমণ্ডল ও শরীরের সামনের অংশও অনুরূপ বুলাতেন।

৪২০৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَمَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَاتَّاهُ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

৪২০৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রায় নাক ডাকতে থাকেন। আর নিদ্রাবস্থায় নাক ডাকা ছিল তাঁর অভ্যাস। বিলাল (রা) এসে তাঁকে সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণের অনুরোধ জানান। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন। কিন্তু উয়ূ করলেন না। এ হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত একটি কাহিনী রয়েছে।

৪২০৪. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَرْصُورٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّنَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤَيِّ .

৪২০৪. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন (নিম্নোক্ত দু'আ) পাঠ করতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّنَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤَيِّ .

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের আহার করান ও পান করান। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই নিদ্রা যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এমন অগণিত লোক রয়েছে যাদের নেই কোন প্রতিভূ আর নেই কোন আশ্রয়দাতা।’

৪২০৫. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ .

৪২০৫. আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ আল-জুরায়রী (র)..... আবু কাত দা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাতে (সকরে) ডান কাতে বিশ্রাম নিতেন। আর যদি ভোর হওয়ার উপক্রম হত তাহলে ডান হাত দাঁড় করে হাতের তালুর উপর মাথা রাখতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদতের বর্ণনা

৪২০৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ مَعَاذٍ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ اتَّكَلْ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

৪২০৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও বিশর ইবন মুআয (রা)... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফীত হয়ে (ফুলে) যেত। তাঁকে বলা হল, আপনি এত কষ্ট বরদাশ্ত করছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন : আমি কি শোকর গুয়ার বান্দা হব না?

৪২০৭. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلْ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

৪২০৭. আবু আম্মার আল-হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। এতে তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল, আপনি এরূপ (কষ্ট সহ্য) করছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন : আমি কি শোকর গুয়ার বান্দা হব না?

৪২০৮. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّمْلِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ يُصَلِّي حَتَّى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّفَعْلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

٤٢٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَتَوْضَأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

٤٢١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ
عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ
قَالَ فَاصْطَبَجْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَعَدَ فِي طُولِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ
وَجْهِهِ ثُمَّ قرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَأَحْسَنَ
الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى
رَأْسِي ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى فَفَتَّلَهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ
رَكَعَتَيْنِ قَالَ مَعْنُ سِتُّ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ

৪২১০. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি তাঁর খালা মায়মূনা (রা)-এর গৃহে রাত্রি যাপন করেন। তিনি বলেন, তিনি মায়মূনা (রা) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বালিশের লম্বা দিকে ঘুমান আর আমি প্রস্থের দিকে ঘুমাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্ধ রাত কিংবা তার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত ঘুমালেন। তারপর তিনি জাগ্রত হন এবং মুখমণ্ডল মুছে ঘুমের জড়তা দূর করেন। তারপর তিনি 'আলে ইমরানের' শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি ঝুলন্ত পানির মশকের কাছে যান এবং উত্তমরূপে উষ্ম করেন। এরপর সালাতে দাঁড়ান। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িলাম। তিনি আমার মাথার উপর হাত রাখলেন, এরপর কান দু'টি ধরে ডান পার্শ্বে নিয়ে এলেন। মা'আনের বর্ণনামতে তিনি দুই দুই রাক'আত করে ছয়বার (বার রাক'আত) সালাত আদায় করেন। এরপর বিতর আদায় করেন। এরপর আরাম করেন। এরপর তাঁর কাছে মুয়াযযিন এলো। তখন তিনি সংক্ষেপে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এরপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হন এবং ফজরের সালাত আদায় করেন।

৪২১১. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

৪২১১. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ (তাহাজ্জুদ ও বিতর সহ কখনো কখনো) রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

৪২১২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

৪২১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যদি কখনো নবী ﷺ তাহাজ্জুদ সালাতে প্রবল ঘুমের চাপ (কিংবা অন্য কোন কারণে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত তাহলে তিনি দিনে (চাশতের সময়) বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

৪২১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَوَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

৪২১৩. মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী থেকে বর্ণিত যে, তোমাদের কেউ যখন তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে তখন প্রথমে যেন সংক্ষেপে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়।

৪২১৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثُ عَشَرَ رَكْعَةً .

৪২১৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন মুসা (র)... যায়দ ইবন খালিদ আল্ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করার ইচ্ছা করলাম। তাই আমি তাঁর বাড়ি অথবা তাঁবুর চৌকাঠের উপর মাথা ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে (অতি দীর্ঘ বুঝানোর জন্য طَوِيلَتَيْنِ দীর্ঘ শব্দটি তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে)। দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তদপেক্ষা সংক্ষেপে দুই রাক'আত, তার চেয়ে সংক্ষেপে আরও দুই রাক'আত এবং তার চেয়ে আরও সংক্ষেপে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর সংক্ষেপে আরও দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বিতর আদায় করেন। ফলে তের রাক'আত হল।

৪২১৫. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنَيْنٍ وَطَوِيلَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنَيْنٍ وَطَوِيلَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّأَمُّ قَبْلَ أَنْ تُؤْتَرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

৪২১৫. ইসহাক ইবন মুসা (র)... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে কত রাক'আত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান অথবা অন্য সময় এগার রাক'আতের বেশি সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত আদায় করতেন। বি রকম একাগ্রতা ও দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন তুমি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না। তারপর আবার চার রাক'আত আদায় করতেন। এরপর তিন রাক'আত আদায় করতেন। তবে এর একাগ্রতা ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিতর আদায়ের পূর্বে কি নিদ্রা যান? তিনি বললেন : আমার চোখ নিদ্রা যায় কিন্তু কলব নিদ্রা যায় না।

৪২১৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْيَمَنِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَعْنُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ذِكْوَهُ . ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ نَحْوَهُ .

৪২১৬. ইসহাক ইবন মুসা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, যার মধ্যে এক রাক'আত হত বিতর। সালাত শেষে তিনি ডান কাতে আরাম করতেন।

ইবন আবু উমর (র) ও কুতায়বা ... ইবন শিহাব সূত্রে মর্মার্থের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪২১৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

৪২১৭. হান্নাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আ'মাশ সূত্রে মর্মার্থের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪২১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكَبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ الْبَقْرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ كَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّي الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنَ السَّجُودِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي حَتَّى قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْإِنشَاءَ وَالْمَائِدَةَ وَالْأَنْعَامَ شُعْبَةُ الَّذِي شَكَ فِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْعَامِ .



বাংলা হাদিস

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو حَمْزَةَ الضَّبْعِيُّ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عَمْرَانَ .

৪২১৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুহান্না (র)... হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রাতে সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন, যখন তিনি সালাত আরম্ভ করলেন, তখন বললেন : **اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ** :

আল্লাহ্ মহান, সার্বভৌম, অসীম শক্তির ওপকারী, বড়ত্ব ও মহাত্ম্য এই ইজ্জত জন্ম।

তারপর তিনি (সূরা আতিহার পর বাক্বারা তিলাওয়াত করেন। এরপর কিয়াম সদৃশ্য দীর্ঘ রুকু করেন। তিনি **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** (আমার প্রভু পূতঃ পবিত্র, মহান) বললেন। তারপর মাথা উঠালেন আর তার কিয়াম রুকু সদৃশ্য দীর্ঘ হল। এরপর তিনি বললেন : **لِرَبِّي الْحَمْدُ** (সকল প্রশংসা আমার প্রভুর জন্য)। তারপর তিনি সিজদা করলেন আর তার সিজদা কিয়াম সদৃশ্য দীর্ঘ হল। তিনি বললেন : **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** (আমার প্রভু পূতঃ পবিত্র, মহান, ও আমার প্রভু পূতঃ পবিত্র, মহান)। তারপর মাথা উত্তোলন করলেন (অর্থাৎ সিজদা হতে উঠে বসেন)। দুই সিজদার মধ্যাকার সময় ছিল সিজদা সদৃশ ব্যবধান। (অর্থাৎ এক সিজদায় যে সময় অতিবাহিত করতেন দুই সিজদার মধ্যে তেমন ব্যবধান ছিল)। তিনি বলতেন : **رَبِّ اغْفِرْ لِي** (প্রভু হে, আমায় ক্ষমা কর, প্রভু হে, আমায় ক্ষমা কর)। এমনকি তিনি সূরা বাক্বারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা অথবা আন'আম তিলাওয়াত করেন। রাবী সূরা মায়িদা না আন'আম পর্যন্ত তিলাওয়াত করেছেন সে সম্পর্কে নদেহ পোষণ করেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, আবু হামযার নাম তালহা ইবন যায়দ। আর আবু হামযা দাবিয্যার নাম নাসর ইবন ইমরান।

٤٢١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدٌ أَنَّ نَافِعَ الْبَصْرِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَيِّهِ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً .

৪২১৯. আবু বকর মুহাম্মদ ইবন না'ফি বাশরী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আয়াত :

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

‘তুমি যদি তাদের আযাব দাও, তাহলে তো তারা তোমারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা কর তাহলে তো তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়)’ বারবার তিলাওয়াত করেন।

٤٢٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قِيلَ لَهُ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ

قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَدْعَ النَّبِيَّ ﷺ



বাংলা হাদিস

৪২২০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সাথে সালাত আদায় করি। তিনি এত দীর্ঘ (সময়) কিয়াম করেন যে, আমি একটি খারাপ কাজ করার সংকল্প করে বসি। তাকে বলা হল আপনি কি করতে চেয়েছিলেন?

সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٢٢١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي السُّنْضَرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَةِ تِهٍ قَدَرًا مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رُكْعَةً وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

৪২২১. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বসে সালাত আদায় করলে কির'আতও বসে তিলাওয়াত করতেন। তাঁর কির'আতে যখন ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকত, তখন দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতেন। তারপর রুকু ও সিজদা করতেন। এভাবে প্রথম রাক'আতের অনুরূপ দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করতেন।

٤٢٢٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَذِمَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّامِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ يُرْتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا .

৪২২২. আহমাদ ইবন মানী' (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তিনি (নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}) দীর্ঘ রাত্রি দাঁড়িয়ে কিংবা দীর্ঘ রাত্রি বসে সালাত আদায় করতেন। তিনি দাঁড়িয়ে কির'আত পড়লে রুকু-সিজদাও দাঁড়ান থেকেই করতেন। আবার যখন কির'আত বসে পড়তেন, তখন বসা অবস্থায়ই রুকু-সিজদা করতেন।

٤٢٢٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ

بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

৪২২৩. হাসান ইবন মুহাম্মদ যাকরানী (র)... আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল সালাত বসে আদায় করতেন। (তাতে) তারতীল (তাজবীদ) সহকারে কির'আত পাঠ করতেন। ফলে তা দীর্ঘ সূরার চেয়ে দীর্ঘতর হয়ে যেত।

৪২২৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

৪২২৪. হাসান ইবন মুহাম্মদ যাকরানী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত নফল সালাত অধিকাংশ সময় বসে আদায় করতেন।

৪২২৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ .

৪২২৫. আহমাদ ইবন মানী (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পর দুই রাক'আত ঘরে এবং ঈশার পরে তাঁর ঘরে দুই রাক'আত সালাত (নফল) আদায় করেছি।

৪২২৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي قَالَ أَيُّوبُ أَرَاهُ قَالَ خَفِيفَتَيْنِ .

৪২২৬. আহমাদ ইবন মানী (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হাফসা (রা) আমাকে (এই মর্মে) হাদীছ শোনান যে, সুবহে সাদিকের সময় মুয়াযযিন যখন আযান দিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। আযযাব বলেন : আমি মনে করি তিনি (সংক্ষেপে দুই রাক'আত) বলেছেন।

৪২২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ

مِهْرَان عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثْتَنِي حَفْصَةُ بِرَكَعَتِي الْغَدَاةِ وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

৪২২৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আট রাক'আত স্মরণ রেখেছি - যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, দুই রাক'আত মাগরিবের পরে এবং দুই রাক'আত ইশার পরে। ইবন 'উমর (রা) বলেন, হাফসা (রা) আমার কাছে ফজরের দুই রাক'আতের খবর দিয়েছেন। অথচ আমি নবী ﷺ -কে তা আদায় করতে দেখিনি।

৪২২৮. حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ .

৪২২৮. আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন খাল্ফ (র)... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে নবী ﷺ -এর সালাত (নফল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, ইশার পরে দুই রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

৪২২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ قَالَ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَطِيقُونَ ذَلِكَ قَالَ قُلْنَا مَنْ أَطَاقَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّى فَقَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ .

৪২২৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... 'আসিম ইবন যামরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা 'আলী (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিনের সালাত (নফল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তোমরা সেভাবে আদায় করার ক্ষমতা রাখ না। তিনি (রাবী) বলেন, আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে সে আদায় করবে। এরপর তিনি বললেন : আসরের সময় সূর্য

যতটা উপরে থাকে তেমন হলে তিনি দুই রাক'আত (ইশরাক সালাত) আদায় করতেন। আবার যুহরের সময় সূর্য যতটা উপরে থাকে (পূর্ব দিকে সূর্য ততটা উপর হলে) তিনি চার রাক'আত (চাশ্তের সালাত) আদায় করতেন। যুহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত এবং আসরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করতেন। প্রতি দুই রাক'আতে কেবল মুকাররব ফিরিশতা ও নবীদের প্রতি সালাম প্রেরণ ব্যবধান হতো।

بَابُ صَلَوةِ الضُّحَى

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাশ্তের সালাতের বিবরণ

৪২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرُّشَكِ قَالَ سَمِعْتُ مَعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ نَعَمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৪২৩০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)..... য়াযীদ আর রিশ্ক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি মু'আযা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি চাশ্তের সালাত আদায় করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ চাহেত কখনো কখনো বেশিও পড়তেন।

৪২২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ .

৪২৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

ﷺ ছয় রাক'আত চাশ্তের সালাত আদায় করতেন।

৪২২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِيٍّ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَاعْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَوةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

৪২৩২. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একমাত্র উম্মে হানী (রা) ব্যতীত আর কেউই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চাশ্তের সালাত আদায় করতে দেখেছে বলে আমাকে বলেনি। উম্মে হানী (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন আমার ঘরে আসেন এবং গোসল করে আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। এর

চাইতে সংক্ষিপ্ত আকারে সালাত আদায় করতে আমি আর কখনো দেখিনি। অবশ্য তা সত্ত্বেও তিনি যথারীতি রুকু-সিজদা আদায় করেছেন।

৪২২৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ .

৪২৩৩. ইবন আবী উমার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি চাশ্তের সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, না; তবে কোন সফর থেকে ফিরে আসলে তা আদায় করতেন।

৪২২৪. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدْعُهَا وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيَهَا .

৪২৩৪. যিয়াদ ইবন আয়্যুব আল-বাগদাদী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো চাশ্তের সালাত এমনভাবে আদায় করতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি হয়ত এই সালাত কখনো পরিত্যাগ করবেন না। আর যখন ছেড়ে দিতেন, তখন আমরা বলতাম, তিনি হয়ত আর কখনো এই সালাত আদায় করবেন না।

৪২২৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مَنجَابٍ عَنْ قُرَيْعِ الضُّبِّيِّ أَوْ عَنْ قُرْعَةَ عَنْ قُرَيْعٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَذْمُنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَذْمُنُ هَذِهِ الْأَرْبَعَ الرُّكَعَاتِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تَنْتَحِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تُرْتَجَى حَتَّى تُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَأَحِبَّ أَنْ يَصْنَعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ قُلْتُ أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ قَالَ لَا .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مَنجَابٍ عَنْ قُرْعَةَ عَنْ الْقُرَيْعِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪২৩৫. আহমদ ইবন মানী (র)... আবু আয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ সূর্য হেলে গেলে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সূর্য হেলে গেলে (খুব গুরুত্বের সঙ্গে) চার রাক'আত সালাত আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সূর্য হেলার পর আকাশের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং যুহরের সময় পর্যন্ত তা খোলা থাকে। আমি চাই, আমার কোন ভাল কাজ এই সময়ে আকাশে পৌঁছুক। আমি বললাম, এর

প্রতি রাক'আতেই কি কিরাত পড়তে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বললেন, না।

আবু হাম্বল ইবন মানী' (র)... আবু আযুব (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরাতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪২৩৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي وَصَّاحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ جَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأَحِبُّ أَنْ يَصْعَدُ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ .

৪২৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ ইবন সাইব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলার পর এক ঘুরের পূর্ব পর্যন্ত চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন : এই সময় আকাশের দ্বার খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, এই সময় আমার কোন সৎকাজ আল্লাহর দরবারে পৌঁছুক।

৪২৩৭. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ دِسْعَرِ بْنِ كَدَّامٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَصَمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهَا عِنْدَ الزَّوَالِ وَيَمُدُّ فِيهَا .

৪২৩৭. আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন খাল্ফ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঘুরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করতেন এবং উল্লেখ করতেন যে, সূর্য হেলার সময় নবী ﷺ এই সালাত আদায় করতেন এবং তাতে দীর্ঘ কিরাত পাঠ করতেন।

بَابُ صَلَاةِ الشُّطْرَةِ فِي الْبَيْتِ

পরিচ্ছেদ : ঘরে নফল সালাত আদায় করা

৪২৩৮. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبُ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَا أُرَى أَصَلِّي فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً .

৪২৩৮. আব্বাস আল 'আনবারী (র)... আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, নফল সালাত আমার ঘরে পড়া ভাল, না মসজিদে

পড়া ভাল? তিনি বললেন : তুমি দেখছ না আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে, তা সত্ত্বেও ফরয সালাত মসজিদে পড়া ব্যতীত অন্যান্য সালাত আশি ঘরে পড়াই শ্রেয় মনে করি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোযার বিবরণ

৪২৩৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ .

৪২৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তাতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ক্রমাগত) রোযা রাখতেন, যাতে আমরা বলতাম, তিনি বুঝি অনবরত রোযা রেখেই যাবেন। আর যখন ইফতার করতেন, তখন আমরা বলতাম, তিনি হয়ত আর রোযা রাখবেন না। 'আয়িশা (রা) বলেন, মদীনায় হিজরতের পর রমযান মাস ব্যতীত আর কোন সময় তিনি পূর্ণ মাস রোযা রাখতেন না।

৪২৪০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَقْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يَرَى أَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتَّى يَرَى أَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَذَلِكَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًّا إِلَّا أَنْ رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًّا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا .

৪২৪০. আলী ইবন হুজর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা)-কে নবী ﷺ-এর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসে এমনভাবে রোযা রাখতেন, যা দেখে আমরা বলতাম, তিনি হয়ত রোযা আর ছাড়বেন না। আবার যখন রোযা না রাখতেন, তখন তা দেখে আমরা মনে করতাম তিনি হয়ত এ মাসে আর রোযা রাখবেন না। অবস্থা এই ছিল যে, আমরা যদি তাঁকে সালাতরত দেখতে চাইতাম, তবে তাঁকে সালাতরত অবস্থায়ই দেখতে পেতাম। আর যদি নিদ্রিত দেখতে চাইতাম, তবে তাঁকে নিদ্রিতই দেখতাম।

৪২৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْطِرَ مِنْهُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مِّنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ .

৪২৪১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো এমনভাবে রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, এই মাসে হয়ত তিনি আর রোযা ভাঙ্গবেন না। যখন রোযা ছেড়ে দিতেন, তখন (তাঁর অবস্থা দেখে) আমরা বলতাম, তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। মদীনায হিজরতের পর রমযান মাস ব্যতীত তিনি আর কখনো পূর্ণ মাস রোযা রাখেন নি।

৪২৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .

وَهَكَذَا قَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ جَمِيعًا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .

৪২৪২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).. উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান ও শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে একাদিক্রমে রোযা রাখতে দেখিনি।

আবু 'ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এর সনদ সহীহ।

আবু সালমা ও উম্মে সালমা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু সালমা 'আয়িশা (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একাদিক্রমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে যে, আবু সালমা ইবন আবদুল রহমান এই হাদীসটি 'আয়িশা (রা) ও উম্মে সালমা উভয়ের বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪২৪২. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا إِدْرِيَسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

৪২৪৩. হান্নাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শা'বান মাস ব্যতীত আর কোন মাসে এত অধিক রোযা রাখতে দেখিনি। তিনি শা'বান মাসের অধিকাংশ দিনই রোযা রাখতেন। বরং প্রায় সারা মাসই তাঁর রোযায় কাটত।

৪২৪৪. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَطَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غَرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّ مَا كَانَ يَفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

৪২৪৪. কাসিম ইবন দীনার আল-কূফী (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসের প্রথমদিকে তিনটি করে রোযা রাখতেন। জুম'আর দিন খুব কমই তিনি ইফতার করতেন।

৪২৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ.

৪২৪৫. আবু ইস্হাক ইবন যু'আল (র)... য়াযীদ আর-রিশক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি মু'আযা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন কোন তারিখে তিনি রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, কোন নির্দিষ্ট তারিখ ছিল না। সুযোগ পেলেই তিনি রোযা রাখতেন।

আবু ইস্হাক তিরমিযী (র) বলেন, য়াযীদ আর-রিশক হলেন য়াযীদ আদ-দাব'ঈ আল-বাসরী, তিনি একজন ছিকাহ রাবী। শু'বা, আবদুল ওয়ারিছ ইবন সাঈদ, হাম্মাদ ইবন য়াযীদ, ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম প্রমুখ একাধিক রাবী তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন য়াযীদ আল-কাসিম এবং তাঁকে আল-কাসাম বলা হয়। আর-রিশক الرَّشَكُ শব্দটি বসরাবাসীদের ভাষা, যা কাসাম (الْقَسَامُ) অর্থে ব্যবহৃত।

৪২৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

৪২৪৬. আবু হাফস 'আমর ইবন 'আলী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।

৪২৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الدِّدِينِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرِ أَكْثَرِ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ .

৪২৪৭. আবু মুস'আব আল-মাদীনী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে এর চাইতে বেশি রোযা রাখতেন না।

৪২৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُدَيْجٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعْرُضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ .

৪২৪৮. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : সোম ও বৃহস্পতিবার দিন মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আমার ইচ্ছা, রোযা রাখা অবস্থায় যেন আমার আমল পেশ করা হয়।

৪২৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْاِحْدَ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْاٰخِرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْاَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ .

৪২৪৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসে শনি, রবি ও সোম এবং কোন মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখতেন।

৪২৫০. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا افْتَرَضَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

৪২৫০. হারুন ইবন ইসহাক আল-হামদানী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জাহিলী যুগে কুরায়শরা 'আশুরার দিন রোযা রাখতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হিজরতের পূর্বে 'আশুরার রোযা রাখতেন। মদীনার হিজরতের পরও তিনি 'আশুরার রোযা রাখতেন এবং এই রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর রমযানের রোযা ফরয করা হলে তা ফরযে পরিণত হয় এবং 'আশুরা ছেড়ে দেয়া হয়। যার ইচ্ছা রাখতে পারে, যার ইচ্ছা ছেড়ে দিতে পারে।

৪২৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْصُ مِنْ الْأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمُ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيقُ

৪২৫১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আলকামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ইবাদতের জন্য কোন দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল ছিল সর্বকালীন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন সমর্থবান ছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন সমর্থবান কেউ আছে কি?

৪২৫২. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فُلَانَةُ لَأَتْنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبَةٌ.

৪২৫২. হারুন ইবন ইসহাক... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন। সে সময় জনৈক মহিলা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই মহিলাটি কে? আমি বললাম, সে অমুক। সে সারা রাত বিন্দি কাটায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ীই আমল করা উচিত। আল্লাহর কসম! তিনি নেকীদান করতে কখনো কুণ্ঠিত হন না, যতক্ষণ না তোমরা আমলে কুণ্ঠিত হও। 'আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কাজ করতেই পসন্দ করেন, যা লোকেরা সর্বদা করতে সামর্থ্য রাখে

৪২৫৩. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ السَّرِفَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلَّ .

৪২৫৩. আবু হিশাম মুহাম্মদ ইবন যায়ীদ আর-রিফা'ঈ (র)... আবু সালিহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন : আমি আয়িশা (রা) ও উম্মে সালমার কাছে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রিয় কাজ কোন্টি ছিল? তারা উভয়েই বললেন, যে আমল সব সময় করা হয়, তা যত কমই হোক না কেন।

৪২৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ

تَوَضُّأً ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ مَعَهُ فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقْرَةَ فَلَا يَمُرُّ بِأَيَّةٍ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَالَ وَلَا يَمُرُّ بِأَيَّةٍ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ وَيَقُولُ فِي سَجُودِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةَ سُورَةَ يَفْعَلُ هَذَا ذَلِكَ .

৪২৫৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র).... আসিম ইবন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি আওফ ইবন মালিককে বলতে শুনেছি, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি মিসওয়াব করলেন। পরে উযু করলেন এবং সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তার সঙ্গে দাঁড়িলাম। তিনি সূরা বাকারার আরম্ভ করলেন। এরপর রহমতের আয়াত পাঠ করে চুপ থাকলেন এবং রহমত প্রার্থনা করলেন। তারপর আযাবের আয়াত পাঠ করে চুপ থাকেন এবং দুজি কামনা করেন। তারপর রুকু করেন এবং الْعِظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ এই দু'আ পাঠ করা পর্যন্ত রুকুতে অবস্থান করেন। অতঃপর সিজদা করেন এবং রুকু সময় পরিমাণ সিজদায় অবস্থান করেন এবং একই দু'আ পাঠ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় বাক'আতে সূরা আল-ইমরান পাঠ করেন। তারপর একেক বাক'আতে একেক সূরা পাঠ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কীরাতের বিবরণ

৪২৫৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَمْلُوكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ تَنْتَعِقُ قِرَاءَةً مَفْسُورَةً حَرْفًا حَرْفًا .

৪২৫৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... ইয়ালা ইবন মামলাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মে সালমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে উম্মে সালমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে স্পষ্ট করে পড়তেন।

৪২৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَدًّا .

৪২৫৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কীরাত কিরপ ছিল? তিনি বললেন, দীর্ঘস্বরে।

৪২৫৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَسْوَدِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ

سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْطَعُ قِرَاءَةً تَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يقرأ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ .

৪২৫৭. 'আলী ইবন হুজর (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি আয়াত ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়তেন। যেমন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়তেন। এরপর থামতেন। তারপর الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ পড়ে থামতেন। তারপর مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ পড়তেন।

৪২৫৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أَسْرًا وَرُبَّمَا جَهْرًا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

৪২৫৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবন আবু কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আস্তে কিরাত পড়তেন, না উচ্চঃস্বরে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়টাই করতেন। কখনো আস্তে পড়তেন, আবার কখনো সশব্দে পড়তেন। আমি বললাম : আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি সকল প্রকার সুবিধাই রেখে গেছেন।

৪২৫৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَبْدِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيْشِي .

৪২৫৯. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আমার গৃহের ছাদ থেকে রাত্রিবেলায় নবী ﷺ-এর কিরাত শুনেতে পেতাম।

৪২৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَغْفَلٍ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقْرَأُ (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) قَالَ فَقَرَأَ وَرَجَعَ قَالَ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَوْ لَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لَأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ أَنْ قَالَ اللَّحْنُ .

৪২৬০. মাহমুদ ইবন গায়লান... মু'আবিয়া ইবন কুররা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবন মুগাফাল-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উষ্ট্রের উপর বসা অবস্থায় পড়তে শুনেছি : مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তারজী' করে পড়ছিলেন। মু'আবিয়া ইবন কুররা (রা) বলেন, আমি যদি আমার কাছে লোক জড়ো হওয়ার আশংকা না করতাম, তাহলে আমি সেইরূপ স্বরে তোমাদেরকে শুনাতাম। বর্ণনাকারী الصَّوْتُ কিংবা اللَّحْنُ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৪২৬১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ الْحَدَّانِيُّ عَنْ حُسَّامِ بْنِ مِصْكٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَّنَ الْوَجْهَ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ نَبِيَّكُمْ ﷺ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ لَا يَرْجِعُ .

৪২৬১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকেই সুন্দর চেহারা ও সুন্দর কণ্ঠস্বর দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ ও সুন্দর চেহারা ও সুন্দর স্বরের অধিকারী ছিলেন। তবে তিনি গানের স্বরে কুরআন পাঠ করতেন না।

৪২৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ رَبِّمَا يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ .

৪২৬২. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাত এমন হতো যে, তিনি যখন তাঁর ঘরে বসে পড়তেন, তখন বারান্দায় থেকে তা শুনা যেতো।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্রন্দনের বিবরণ

৪২৬৩. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجُوفِهِ أَرِيْزُ كَأَزِيْزِ الْمَرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ .

৪২৬৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আবদুল্লাহ ইবন শিখখীর (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি সালাত আদায় করছেন। তাঁর একদেশ থেকে কান্নার এমন শব্দ বের হচ্ছে, যেমন চুল্লীর উপর রাখা পাত্র থেকে টগবগ শব্দ পাওয়া যায়।

৪২৬৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُلَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ أَتَيْتُكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ (وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنِي النَّبِيَّ ﷺ تَهْمِلَانِ .

৪২৬৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাও। আমি বললাম, আমি কি আপনাকে তা পাঠ করে শুনাব, যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন, আমি তা অপরের কাছ থেকে শুনে পসন্দ করি। অতঃপর আমি সূরা নিসার (وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ سُلَالَةٍ مِّمَّنْ) পর্যন্ত পাঠ করলাম। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

৪২৬৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَابِرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّىٰ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُنْ أَنْ يَرُفَّ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكُنْ أَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُنْ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُنْ أَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ رَبِّ اأَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ رَبِّ اأَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَنَحْنُ لَا نَسْتَغْفِرُكَ فَلَمَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَصَلَّى لَهُ تَعَالَى وَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى .

৪২৬৫. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সালাতে দণ্ডায়মান হন। এতে তিনি এত বিলম্ব করলেন যে, মনে হচ্ছিল, তিনি যেন উঠতে যাবেন না। যখন উঠতে গেলেন, তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আর মাথা তুলবেন না। তারপর মাথা উঠালেন। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সিজদায় যাবেন না। তারপর সিজদায় গেলেন। তখন মনে হচ্ছিল, তিনি আর মাথা উঠাবেন না। তারপর মাথা উঠালেন। তখন মনে হচ্ছিল, তিনি হয়ত আর সিজদায় যাবেন না। তারপর সিজদায় গেলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি হয়ত আর মাথা উঠাবেন না। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন আর ক্রন্দন করছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি দু'আ করছিলেন, হে আমার রব! তুমি কি প্রতিশ্রুতি দাওনি, এই মর্মে যে, আমার উপস্থিতিতে তুমি আমার উম্মতকে শাস্তি দেবে না? হে আমার প্রভু! তুমি কি ওয়াদা কর নাই যে, ক্ষমা প্রার্থনা অবস্থায় তুমি আমার উম্মতকে আযাব দেবে না? আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দুই রাক'আত সালাত শেষ করলেন, তখন সূর্যও ঝেরিয়ে আসল। অতঃপর তিনি কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর হাম্দ ও ছানার পর বললেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তা'আলার দু'টি নিদর্শন। কারো জন্য বা মৃত্যুর সঙ্গে চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। যখন চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ হয়, তখন আল্লাহর যিক্র-এ লিপ্ত থেকো।

৪২৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِبْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ

ابن عباس قال اخذ رسول الله ﷺ ابنة له تقضي فاحتضنها فوضفها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يغني النبي ﷺ اتبكين عند رسول الله ﷺ فقالت لست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تترع من بين جنبه وهو يحمد الله تعالى .

৪২৬৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক কন্যা মরণাপন্ন ছিলেন। তিনি তাকে কোলে তুলে সামনে রাখলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনেই সে মৃত্যুবরণ করল। এতে উম্মে আয়মান (রা) চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, আল্লাহর রাসূলের সামনেই তুমি ক্রন্দন করছ? উম্মে আয়মান বললেন, আমি আপনাকেও অশ্রুসিক্ত দেখতে পাচ্ছি নয় কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যে কান্না কাঁদছি, তা নিষেধ নয়, তা আল্লাহর রহমত। অতঃপর তিনি বললেন, একজন মু'মিন সর্বাবস্থায়ই মঙ্গলজনক অবস্থায় থাকে। এমন কি তারা জীবন নিয়ে যাওয়ার সময়ও সে আল্লাহর প্রশংসা করে।

٤٢٦٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَهْرِقَانِ .

৪২৬৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবন মাজউন (রা) মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কপালে চুম্বন দিলেন। তিনি কাঁদছিলেন অথবা বলেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু পড়ছিল।

٤٢٦٨ . حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يَأْرِفِ اللَّيْلَةَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ انْزِلْ فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا .

৪২৬৮. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যার কবরের পার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে বসেন। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বেরোচ্ছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে আজ রাতে স্ত্রী সহবাসে যায় নি? আবু তালহা (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কবরে অবতরণ কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে আবু তালহা কবরে অবতরণ করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানার বিবরণ

৪২৬৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لَيْفٌ .

৪২৬৯. 'আলী ইবন হুজর (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিছানায় নিদ্রা যেতেন, তা ছিল চামড়ার; এর ভেতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরা থাকত।

৪২৭০. حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لَيْفٌ وَسَأَلْتُ حَفْصَةَ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ مِسْحًا ثُنْتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ لَوْ ثُنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثَنِيَّاتٍ كَانَ أَوْطًا لَهُ قَثْنِيَّاهُ بَارِعَ ثَنِيَّاتٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا فَرَشْتُمُونِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ قُلْنَا هُوَ فِرَاشُكَ إِلَّا أَنَا ثُنَيْتَاهُ بَارِعَ ثَنِيَّاتٍ قُلْنَا أَوْطًا لَكَ قَالَ رُدُّوهُ لِحَالِهِ الْأُولَى فَإِنَّهُ مَنَعْتَنِي وَطْأَتَهُ صَلَوَتِي اللَّيْلَةَ .

৪২৭০. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহইয়া-আল-বাসরী (র)... জাফর ইবন মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, খেজুর গাছের আঁশভর্তি চামড়ার বিছানা ছিল। হাফসা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, আমি তাঁকে একটি চট দু'পাল্লা করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি তার উপর নিদ্রা যেতেন। এক রাতে আমি মনে করলাম, চার পাল্লা করে বিছিয়ে দিলে নরম হবে। আমি তাকে চার পাল্লা করেই ভেতে নিদ্রান। পরদিন প্রভাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গত রাতে আমাকে কিরূপ বিছানা দিয়েছিলে? আমি বললাম, সেই চট, চার পাল্লা করে এতে দিয়েছিলাম যেন কিছুটা নরম হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগের মতই করে দিও। বেশী নরম বিছানা তাহাজ্জুদের সালাতের প্রতিবন্ধক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয়ের বিবরণ

৪২৭১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

৪২৭১. আহমাদ ইবন মানী' এবং সাঈদ ইবন আবদুর রহমান আল মাখযুমী প্রমুখ (র)... 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা আমার সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করো না। যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইবন মারয়াম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে থাকে। আমি আল্লাহর বান্দা। তাই আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল হিসাবে মনে কর।

৪২৭২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَتَ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اجْلِسِي فِي أَيِّ طَرِيقٍ الْمَدِينَةُ شِئْتَ اجْلِسِي إِلَيْكَ .

৪২৭২. 'আলী ইবন হুজর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন, আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মদীনার কোন রাস্তায় গিয়ে বসো। আমি তোমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে কথা বলব।

৪২৭৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضِينَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَذَاكَ يَوْمَ بَنَى قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِّنْ يَفٍ عَلَيْهِ أَكَافٍ مِّنْ أَيْفٍ .

৪২৭৩. 'আলী ইবন হুজর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগীর শুশ্রূষা করতেন, জানাযার উপস্থিত থাকতেন, গাধায় আরোহণ করতেন, দাসদের দাওয়াত কবুল করতেন। বানু কুরায়যার যুদ্ধের দিন তিনি একটি গাধায় আরোহণ করেছিলেন। এর লাগাম ছিল খেজুর গাছের আঁশের এবং তাতে কাঁটাও ছিল।

৪২৭৪. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ وَالْأَمَالَةِ السَّنَخَةِ فَيَجِيبُ وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفْكُهَا حَتَّى مَاتَ .

৪২৭৪. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা আল-কুফী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যবের রুটি এবং কয়েক দৈনের পুরনো চর্বির তরকারী খাওয়ার দাওয়াত করলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি বর্ম এক যাহুদীর নিকট বন্ধক ছিল। শেষ জীবন পর্যন্ত তা ছাড়ানোর মত পয়সা তাঁর হাতে ছিল না।

৪২৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ

أَبَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ رَثٍ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لَا تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ خَجًا لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةً .

৪২৭৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পুরনো আসনে বসে হজ্জ পালন করেন। তাঁর আসনের উপর একটি কাপড় ছিল, যা চার দিরহাম মূল্যমানেরও ছিল না। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এই হজ্জকে লৌকিকতা ও প্রচার বিলাস থেকে মুক্ত কর।

৪২৭৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لَذَلِكَ .

৪২৭৬. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে প্রিয় কোন ব্যক্তিত্ব এই পৃথিবীতে ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে দাঁড়াতে না। কেননা তাঁকে দেখে দাঁড়ানো তিনি পসন্দ করতেন না।

৪২৭৭. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَثِيْعٍ حَدَّثَنَا جَمِيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ حَبَابِجَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَافًا عَنْ حَلِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَ أَنَا أَشْتَهِي أَنْ يُصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخْمًا مَفْخَمًا يَتَلَاوُ رَجُلُهُ تَلَالًا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ قَالَ الْحَسَنُ فَكَتَمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَانًا ثُمَّ دَنَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَعَنْ مَخْرَجِهِ وَشِكْلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ الْحُسَيْنُ فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَأَ دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْأٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجُزْأٌ لِأَهْلِهِ وَجُزْأٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جُزْأٌ جُزْأُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَرَدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ وَلَا يَدْخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا رَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْأٍ الْأُمَّةِ إِثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي السَّيِّئِ فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيُشْغَلُهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةُ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ عَنْهُ وَأَخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي

لَهُمْ وَيَقُولُ لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ وَابْلِغُونِي حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ ابْلَاغَهَا فَإِنَّهُ مِنْ أَبْلَغِ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ ابْلَاغَهَا ثَبَتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَذْكُرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرُهُ يَدْخُلُونَ رَوَادًا وَلَا يَشْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً عَلَى الْخَيْرِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْزَنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِيمَا يَغْنِيهِ وَيُؤْلِفُهُمْ وَلَا يَنْفِرُهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُؤْلِيهِ عَلَيْهِمْ وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا نَبَى النَّاسِ وَيُحْسِنُ الْحَسَنَ وَيَقْوِيهِ وَيَقْبِحُ الْقَبِيحَ وَيُوهِيهِ مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ وَلَا يَغْفُلُ مَخَافَةً أَنْ يَنْفَلُوا وَيَمْلُوا لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عِتَادٌ لَا يَقْصِرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُجَاوِزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ : بِنْدَهُ أَعْمُهُمْ نَصِيحَةٌ وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنَزَلَةٌ أَحْسَنُهُمْ مَوَاسِيَةٌ وَمَوَازِرَةٌ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَى ذِكْرٍ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ يُعْطَى كُلُّ جُلَسَاءِهِ بِنُصِيْبِهِ لَا يَحْسَبُ جُلَيْسُهُ أَنْ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فِي حَاجَةٍ صَابِرَةٌ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمِيسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسَّيَ النَّاسَ بِسَطُهُ وَخُلُقَهُ فَصَارَ لَهُمْ أَبَا وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً مَجْلِسُهُ مَجْلِسِ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ لَا تَرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ وَلَا تُؤَبِّنُ فِيهِ الْحَرَمُ وَلَا تُتَشَّى فِلَتَاتُهُ مُتَعَادِلِينَ يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْوَى مُتَوَاضِعِينَ يُوقِرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ وَيُؤَثِّرُونَ ذَا الْحَاجَةِ وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ .

৪২৭৭. সুফয়ান ইবন ওয়াকি' (র)... হাসান ইবন 'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আমার মামা হিন্দ ইবন আবু হালা-কে, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বর্ণনা করতেন - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা জানার আগ্রহে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহাকৃতি ছিল উচ্চ ও মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর চেহারা ছিল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। অতঃপর পূর্ণ বিবরণ পেশ করেন। হাসান (রা) বলেন, এই হাদীছ হুসায়ন (রা)-এর কাছে বেশ কিছুকাল বর্ণনা করা হয়নি। পরে বলা হলে জানা গেল যে, তিনি আমার আগেই এই হাদীসটি শুনেছেন। শুধু তাই নয় যে, তিনি কেবল আমার কাছ থেকে এই হাদীসটি শুনেছেন। উপরন্তু পিতা আলী (রা)-এর কাছ থেকেও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করা, বাইরে যাওয়া ও অন্যান্য রীতিনীতি জানতে পেরেছেন। হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে

প্রবেশ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর গৃহে অবস্থানকে তিনটি ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ আল্লাহর ইবাদতের জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনদের জন্য এবং এক ভাগ নিজের কাজকর্মের জন্য। এই কাজকর্মের সময়কেও তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগে নেহায়েতই নিজের জন্য এবং এক ভাগ অন্য লোকদের জন্য। এই সময়ে বিশেষ বিশেষ সাহাবীগণ তাঁর কাছে আসতেন। তাদের দ্বারা তিনি তাঁর বাণী সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করতেন। তাদের কাছে কোন কিছুই অব্যক্ত থাকত না। এই সকল লোকের মধ্যে আলিমগণ প্রথমে আসার অনুমতি পেতেন। তাদের ধর্মীয় মর্যাদার বিচার তাদেরকে সময় দিতো। কেউ এক, কেউ বা দুই আবার কেউ বা ততোধিক প্রয়োজন নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ দিতেন, যা তাদের নিজেদের এবং পুরো উম্মতের উপকারে আসে। এই সময় তিনি সমবেতদের লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ, তারা আমার বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। যারা কোন কারণে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি, তোমরা তাদের জিজ্ঞাস্য আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেবে। কেননা যে ব্যক্তি এমন কোন লোকের নিবেদন বাদশাহের কাছে পৌঁছায় ثم যে বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে দৃঢ়পদ রাখবেন। তোমরা এ ব্যাপারে সতর্ক থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে কেবল এইসব আলোচনাই চলত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের কাছ থেকে এইসব আলাপ-আলোচনাই শুনতেন। সেখানে কোন প্রকার বাহুল্য কথাবার্তা হতো না। সাহাবীরা ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের আগ্রহ নিয়ে আসতেন এবং মঙ্গলজনক অবস্থায় ফিরে যেতেন।

হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে যাওয়ার সময় কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অহেতুক কথাবার্তা থেকে স্বীয় রসনাকে সংযত রাখতেন। আগন্তুকদের আন্তরিকতার সঙ্গে মনোরঞ্জন করতেন। তাদেরকে কোনভাবেই ভগ্নোৎসাহ করতেন না। সকল গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান করতেন এবং তাদের মধ্য থেকে তাদের নেতা মনোনীত করতেন। লোকদের আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাতেন। তাঁর আচার-আচরণে যাতে কারো কোন ক্ষতি না হয়, তিনি নিজেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। স্বীয় সঙ্গীদের খোঁজ-খবর রাখতেন এবং লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করে (কোনপ্রকার জটিলতা থাকলে) তা সংশোধন করে দিতেন। ভালকে সুসমন্বিত করে তাকে শক্তিশালী করতেন এবং খারাপকে খারাপ বলে প্রতিহত করতেন। কোনপ্রকার মতবিরোধ সৃষ্টি না করে সবকিছুতেই মধ্য পন্থা অনুসরণ করতেন। লোকদের সংশোধন করতে কোনপ্রকার অলসতা করতেন না। অজ্ঞতাবশতঃ লোকেরা যেন অলস হয়ে না পড়ে, তিনি সেই দিকেও খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেক কাজের জন্য তাঁর কাছে বিশেষ ব্যবস্থা থাকত। সত্যের ব্যাপারে কোনপ্রকার সংকীর্ণতা ছিল না, সীমা অতিক্রম করা হতো না। যে সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসত, তারা উৎকৃষ্ট লোকে পরিণত হত। যে ব্যক্তি অপরের মঙ্গল কামনা করত, সে-ই তাঁর নিকট উত্তম ব্যক্তিরূপে সম্মানিত হত এবং সে-ই ব্যক্তিই তাঁর কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হত - যে অন্যান্যদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতায় অতি উৎসাহী ছিল। হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আমার মামার কাছে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিস সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠা-বসায় সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকতেন। যখন কোথাও যেতেন, যেখানেই তাঁকে বসতে দিত, তিনি সেখানেই বসতেন। অন্যদেরকেও অনুরূপ করার নির্দেশ দিতেন। তিনি লোকের মাথা ডিঙ্গিয়ে যেতে নিষেধ করেন। এ কথা সত্য যে, তিনি যে আসনেই বসতেন, তা-ই সভাপতির আসনে পরিণত হতো। তিনি উপস্থিত সকলেরই কথা শুনতেন। উপস্থিত সকলেই মনে করত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অধিক মর্যাদা দিচ্ছেন। তাঁর কাছে কেউ বসলে সে নিজে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি উঠতেন না। কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তা না দিয়ে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। না থাকলে নম্রভাবে বুঝিয়ে বলতেন। তাঁর দান সবার জন্যেই অবিরত ছিল। মায়া-মমতায় তিনি সকলের পিতা স্বরূপ ছিলেন। ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিকট সবাই সমান ছিল। তাঁর মজলিস ছিল জ্ঞান, লজ্জা, ধৈর্য ও অমানতের। সেখানে কোনপ্রকার হটগোল হতো না, না কারো মান-সম্মানের ক্ষতি হতো। সকলেই সমান মর্যাদা পেতেন। তবে তাকওয়ার বিচারে একে অন্যের উপর মর্যাদা সম্পন্ন হতেন। একে অন্যের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করতেন। বড়কে শ্রদ্ধা ও ছোটকে স্নেহ করতেন। প্রয়োজনধারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো এবং পরদেশীকে হেফাজত করা হতো।

৪২৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَهْدَى إِلَى كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَا جَبْتُ .

৪২৭৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী' (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে যদি ছাগলের একটি পা-ও দান করা হয়, তাহলেও আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করব। আমাকে যদি এতে দাওয়াত করা হয়, তবে আমি দাওয়াত গ্রহণ করব।

৪২৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ نَبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِرَأِيْبٍ بَغْلٍ وَلَا بِرِذْوَنِ .

৪২৭৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন; কিন্তু তিনি খচ্চর বা তুর্কি অশ্বের উপর আরোহীত ছিলেন না।

৪২৮০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ الْعَطَّارُ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْسُفَ وَأَقْعَدَنِي فِي حُجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي .

৪২৮০. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... যুসুফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে

বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম রাখেন যুসুফ। অতঃপর তিনি আমাকে কোলে তুলে নেন এবং মাথার উপর হাত রাখেন।

৪২৮১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَذْمُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَأَنَا الرَّبِيعُ وَهُوَ ابْنُ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرُّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلِ رَثٍ وَقَطِيفَةٍ كُنَّا نَرَى ثَمَنَهَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمٍ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ لَا سُمْنةَ فِيهَا وَلَا رِيَاءَ .

৪২৮১. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পালানে বসে হজ্জ পালন করেন। এর উপর এক টুকরা কাপড় ছিল আমাদের মতে এর মূল্য চার দিরহামের বেশি হবে না। পালানে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি দু'আ করছিলেন, হে প্রভু! আমি হজ্জে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। তুমি একে লৌকিকতা ও প্রচারণা থেকে মুক্ত রাখ।

৪২৮২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَهُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا خِيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ دُبَاءٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ الدُّبَاءَ وَكَانَ حُبُّ الدُّبَاءِ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فَمَا صَنَعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَاءٌ إِلَّا صُنِعَ .

৪২৮২. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক দরজী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাওয়াত করে। তাঁর আহ্বারের জন্য লাউ মিশ্রিত সরীদ উপস্থিত করা হয়। লাউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খুব প্রিয় খাদ্য ছিল। এইজন্য তিনি লাউ খেতে শুরু করেন। ছাবিত বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, এর পর থেকে আমার জন্য যে তরকারী রাখা হতো, তাতে লাউ দেয়া হতো, যদি তা সম্ভবপর হতো।

৪২৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قِيلَ لِعَائِشَةَ مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ بَشْرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلَبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ .

৪২৮৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র)... 'উমরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে অবস্থানকালে কি করতেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে একজন মানুষ। পোশাকের মধ্যে তিনি উকুন তালাশ করতেন, ছাগ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র মাধুর্যের বিবরণ

৪২৮৪. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ السَّمْعَرِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْوَلِيدِيُّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَاذَا أُحَدِّثُكُمْ كُنْتُ جَارُهُ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَى فُكَّتَبَتِهِ لَهُ فَنُكْتُ إِذَا ذَكَرْنَا السُّنِّيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَى ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৪২৮৪. ‘আব্বাস ইবন মুহম্মদ আদ-দাওরী (রা)... খারিজা ইবন যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদল লোক যায়দ ইবন ছাবিতের কাছে এলো এবং বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে কি বলব? আমি তাঁর সংস্পর্শে ছিলাম। তাঁর উপর যখন ওহী নাযিল হতো, তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন, আমি তা সাথে রাখতাম। আমরা যখন পার্থিব কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হতাম, তখন তিনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। আবার আমরা যখন পরকাল সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম, তখনো সে বিষয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। পানাহার সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। এই সবই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত ঘটনাবলী।

৪২৮৫. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى أَشَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ فَكَانَ يَقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا خَيْرٌ أَوْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا خَيْرٌ أَمْ عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا خَيْرٌ أَمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عُثْمَانُ فَأَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَصَدَّقَنِي فَلَوِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ.

৪২৮৫. ইসহাক ইবন মুসা (রা)... ‘আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তির মন রক্ষার্থেও তার সঙ্গে কথা বলতেন। এমনকি আমার সঙ্গেও তিনি কথা বলতেন এবং আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তাতে আমার মনে হতো, আমি সমাজের একজন ভাল মানুষ। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ভাল না আবু বাকর (রা)? তিনি বললেন,

আবু বাকর! আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ভাল না উমর (রা)? তিনি বললেন, উমর! আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমি ভাল না উসমান (রা)? তিনি বললেন, উসমান (রা)! আমি যখন বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন আমাকে সঠিক কথা বলে দিলেন। পরে আমার মনে হলো, আমাকে এরূপ প্রশ্ন কখনো জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি।

৪২৮৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفْ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُهُ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لَمْ تَرَكْتُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَلَا مَسِسْتُ قَطُّ خَزًا وَلَا حَرِيرًا قَطُّ وَلَا شَيْئًا كَانَ الْيَنْ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلَا عِطْرًا كَانَ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৪২৮৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমত করেছি; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমার কোন কাজে আহ উহ করেননি। আমি করেছি, এমন কোন কাজের ব্যাপারে তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি যে, কেন করেছি? আর না করা কাজের ব্যাপারেও তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি, কেন করিনি। চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন রেশমী কাপড় বা বিশুদ্ধ রেশম বা অন্য কোন এমন নরম জিনিস স্পর্শ করিনি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতের তালুর চাইতে নরম। আমি এমন কোন মিশক বা আতরের সুবাস পাইনি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘামের ঘ্রাণ থেকে অধিক সুগন্ধিময়।

৪২৮৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ هُوَ الضُّبَيْعِيُّ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ اثْرُ صَفْرَةٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكَادُ يَوَاجُهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِلْقَوْمِ لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدْعُ هَذِهِ الصَّفْرَةَ.

৪২৮৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আহমদ ইবন আবদাযাদী প্রমুখ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হলুদ পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বসে ছিল। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওয়াজাস ছিল যে, কারো কোন বিষয় অপসন্দ হলেও তিনি তা সামনা সামনি বলতেন না। যখন সেই ব্যক্তি চলে গেল, তখন তিনি উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যদি তাকে হলুদ পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করতে!

৪২৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ وَأَسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدِ عَنِّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْرِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَصْفَحُ.

৪২৮৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনপ্রকার অশোভনীয় কথা বলতে বা না। বাজারেও তিনি উচ্চৈশ্বরে কথা বলতেন না। মন্দের প্রতিকার মন্দ দ্বারা করতেন না; বরং মাফ করে দিতেন। কখনো তা আলোচনাও করতেন না।

৪২৮৯. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُبَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ضَرْبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً .

৪২৮৯. হারুন ইবন ইসহাক আল-হামদানী (র).... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো স্বীয় হাত দ্বারা কাকেও প্রহার করেননি, না কোন দাস-দাসী বা স্ত্রীলোককে। কেবল একমাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন।

৪২৯০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُتَّصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظَلَمَهَا قَطُّ مَا لَمْ يَنْتَهِكْ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا فَإِذَا انْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا وَمَا خَيْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْتِمًا .

৪২৯০. আহমাদ ইবন আবদা আয-যাবরী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতে দেখিনি, যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করত। অবশ্য যখন কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করত, তখন তাঁর ন্যায় অধিক ক্রোধান্বিত আর কেউ হতো না। তাঁকে যদি দু'টি কাজের মধ্যে যে কোন একটির অনুমতি দেয়া হতো, তবে তিনি সহজ কাজটি বেছে নিতেন, যতক্ষণ না এতে কোন গুনাহ হতো।

৪২৯১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ بَشِّرْ ابْنَ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَلَا أَنْ لَهُ الْقَوْلَ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَّعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

৪২৯১. ইবন আবু 'উমার (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসার অনুমতি চাইল। আমি সে সময় তাঁর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, এই ব্যক্তি গোত্রের কতই না খারাপ লোক! অতঃপর তাকে আসার অনুমতি দেয়া হলো এবং তিনি তার সঙ্গে অতিশয় নরমভাবে কথা বললেন। অতঃপর লোকটি বেরিয়ে গেলে আমি জিজ্ঞেস

করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ব্যক্তিটি সম্পর্কে এইরূপ কথা বললেন, আবার তার সাথে বিনম্র ব্যবহার করলেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'আয়িশা! যে লোকদের খারাপ ব্যবহারের জন্য তাকে পরিহার এবং তার থেকে দূরে থাকে, সে কতই না খারাপ লোক!

৪২৯২ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ سَمْرٍاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي نَمِيرٍ مِّنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جُلُوسَائِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَائِمَ الْبُشْرِ سَهْلَ الْخُلِيِّ لَيْنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا لَيْظٍ وَلَا صَخَّابٍ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا عِيَّابٍ وَلَا مَشَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهُى وَلَا يُؤَيِّسُ مِنْهُ وَلَا بُحِيبٌ فِيهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثِ الْمِرَاءِ وَالْإِكْبَارِ وَمَا لَا يَعْنِيهِ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعْيِيهِ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيْمَا رَجَا ثَوَابَهُ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلُوسَائِهِ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ فَإِذَا سَكَتَ تَكَأُّوْا لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ انْصَبُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثٌ أَوَّلُهُمْ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُونَهُمْ وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتَهُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَارْفُتُوهُ وَلَا يَقْبَلُ السَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِيٍّ وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ .

৪২৯২. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)..... হাসান ইবন 'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : হুসায়ন ইবন আলী বলেছেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিসি চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সদাহাস্যকারী ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী। তিনি রুঢ়ভাষী বা কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন না। তিনি উচ্চৈশ্বরে কথা বলতেন না, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না, অপরের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না এবং বখীল ছিলেন না। তিনি অশ্রাব্য কথা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি যেমন কাউকে নিরাশ করতেন না, তেমনি কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি দূরে থাকতেন : ঝগড়া বিবাদ করা, অহংকার করা এবং অযথা কথাবার্তা বলা। তিনটি কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখতেন : কাউকে নিন্দাবাদ করতেন না, কাউকে অপবাদ দিতেন না, কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করতেন না। যে কথায় ছুঁয়াব হয়, তা ছাড়া অন্য কোন কথা বলতেন না। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন যে, তাদের মাথায় যেন পাখি বসে আছে। তিনি কথা বলা শেষ করলে অন্যান্যরা তাঁকে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে পারত। তাঁর কথায় কেউ বাদানুবাদ করতেন না।

কেউ কোন কথা বলা শুরু করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ থাকতেন। কেউ কোন কথায় হাসলে বা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও হাসতেন কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। অপরিচিত ব্যক্তির রূঢ় আচরণ কিংবা কঠোর উক্তি তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতেন। অযথা প্রশ্ন বা বেয়াদবিতেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। কখনো কখনো সাহাবীরা অপরিচিত লোক নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, কারো কোন প্রয়োজন দেখলে তা সমাধা করতে তোমরা সাহায্য করবে। কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি চুপ করে থাকতেন। কেউ কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা বলা আরম্ভ করতেন না। অবশ্য কেউ অযথা কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিতেন। অথবা মজলিস থেকে উঠে যেতেন, যাতে বক্তা নিজেই চুপ হয়ে যায়।

৪২৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَا سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا .

৪২৯৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন কিছু চাইলে তিনি কখনো না বলতেন না।

৪২৯৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ فَيَأْتِيَهُ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهِ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

৪২৯৪. আবদুল্লাহ ইবন ইমরান আবুল কাসিম আল-কুরাশী আল-মাক্কী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানশীল। বিশেষ করে রমযান মাসে তিনি উদার হস্তে দান করতেন। এ মাসে জিবরীল (আ) তাঁর কাছে আগমন করতেন এবং তাঁকে কুরআন শরীফ শুনাতে। যখন তাঁর কাছে জিবরীল আগমন করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এত বেশী দান খয়রাত করতেন, যেন প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতো।

২৯৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَذْخِرُ شَيْئًا لِفَدٍ .

৪২৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছু রেখে দিতেন না।

৪২৯৬. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ الْفَرَوِيِّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنْ ابْتَغِ عَلَى فَإِذَا جَاءَ نَبِيَّ شَيْءٍ قَضَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَعْطَيْتُهُ فَمَا كَلَّفَ اللَّهُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفَقَ وَلَا تَخَفُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَقْلًا فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَرِفَ الْبَشْرُ فِي وَجْهِهِ لِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتُ .

৪২৯৬. হারুন ইবন মুসা ইবন আবী 'আলকামা আল-ফারওয়াবী আল-মাদানী.... 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক দুঃস্থ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাইল। নবী ﷺ বললেন, আমার নিকট তো এখন কিছু নেই। তবে তুমি আমার নাম করে অন্য কারো কাছ থেকে কিছু ক্রয় করো। আমার নিকট যখন কিছু আসবে, তখন তা পরিশোধ করে দেব। 'উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার নিকট যা ছিল, তা তো দান করে দিয়েছেন। যা করার আপনার ক্ষমতা নেই, তার জন্য তো আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বাধ্য করেননি। নবী ﷺ তা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। জনৈক আনসারী বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি খরচ করুন, ভয় পাবেন না। 'আরশের মালিকের তো কোন কিছুই কমতি নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন। আনসারীর কথায় তাঁর চেহারা সন্তুষ্টির চিহ্ন ফুটে উঠল। অতঃপর বললেন : আমাকে তো এরূপই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪২৯৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَنَاعٍ مِّنْ رُّطْبٍ وَأَجْرٍ رُّغْبٍ فَأَعْطَانِي مَلَأَ كَفَّهُ حُلِيًّا وَذَهَبًا .

৪২৯৭. 'আলী ইবন হুজর (র)... রুবাই বিনতে মু'আওওয়ায ইবন 'আফরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি এক পাত্র খেজুর এবং কিছু হালকা পাতলা শসা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এক মুঠ অলংকার ও স্বর্ণ দান করলেন।

৪২৯৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .

৪২৯৮. 'আলী ইবন খাশরাম প্রমুখ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দান গ্রহণ করতেন এবং প্রতিদান দিতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَيَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লজ্জাবোধ

৪২৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُبَيْةٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

৪২৯৯. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। কোন কিছু তাঁর অপসন্দ হলে তাঁর চেহারা দেখেই তা বোঝা যেতো।

৪৩০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ الْخَطَمِيِّ عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ

৪৩০০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইনি অথবা (মতান্তরে) আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লজ্জাস্থান দেখিনি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَجَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সিঙ্গা লাগানোর বিবরণ

৪৩০১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَبَّامِ فَقَالَ أَنَسٌ احْتَجَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجْمَهُ الْبُرْ طَنِيَّةً فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ وَإِنْ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحَجَامَةُ .

৪৩০১. 'আলী ইবন হুজর (র)... হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আনাস (রা)-কে সিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আবু তায়বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সিঙ্গা লাগিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'হুই সা' আহার্য দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার মালিকের সঙ্গে আলাপ করে তার নিকট থেকে আদায়যোগ্য অর্থ খারাজও কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন : তোমরা যে ঔষধ কর, এর মধ্যে সিঙ্গা উত্তম ঔষধ।

৪৩.২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ .

৪৩০২. ‘আমর ইবন ‘আলী (র).. ‘আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সিন্ধা লাগালেন এবং আমাকে এর পারিশ্রমিক দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আমি পারিশ্রমিক দিয়ে দিলাম।

৪৩.৩. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَظَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ فِي الْأَخْذَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .

৪৩০৩. হারুন ইবন ইসহাক আল-হামদানী (র)... ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ তাঁর গর্দানের দুই পার্শ্বে এবং কাঁধের দুই পার্শ্বে সিন্ধা লাগালেন এবং সিন্ধা লাগানেওয়ালাকে এর পারিশ্রমিক দিলেন। সিন্ধা লাগানো যদি হারাম হতো, তবে তিনি এর পারিশ্রমিক দিতেন না।

৪৩.৪. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ وَسَأَلَهُ كَمْ خَرَجُكَ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَصْعَ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ .

৪৩০৪. হারুন ইবন ইসহাক (র)... ইবন ‘উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ এক সিন্ধা লাগানেওয়ালাকে ডাকলেন। সে তাঁকে সিন্ধা লাগাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে দৈনিক কত দিতে হয়? সে বলল, প্রতিদিন তিন সা’। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আদায়যোগ্য অর্থ এক সা’ কমিয়ে দিলেন এবং তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিলেন।

৪৩.৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْذَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ .

৪৩০৫. ‘আবদুল কুদ্দুস ইবন মুহাম্মদ আল-‘আততার আল-বাসরী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁধের দুই পার্শ্বে এবং কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে সিন্ধা লাগাতেন এবং তিনি ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখে সিন্ধা লাগাতেন।

৪৩.৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِمَلَلٍ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ●

৪৩০৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পায়ের পাতার উপরিভাগে মালাল নামক স্থানে সিঁদা লাগালেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামের বিবরণ

৪৩০৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الرَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ

৪৩০৭. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান আল-মাখযুমী প্রমুখ (র)... যুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার একাধিক নাম রয়েছে। আমার নাম মুহাম্মদ, আহমদ, মাহী, অর্থ-ধ্বংস; আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা কুফরী ধ্বংস করবেন। আমার নাম হাশির (জমায়েতকারী); লোকদের একত্রিত করার আগে আল্লাহ তা'আলা আমাকে উঠাবে। আমার নাম আকির (পশ্চাতে আগমনকারী) অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না।

৪৩০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَأَنَا الْمُقْفِيُّ وَأَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمَلَأَحِمِ

৪৩০৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ مُكَذَّأ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ .

৪৩০৮. মুহাম্মদ ইবন তারিফ আল-কুফী (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একবার মদীনার কোন এক রাস্তায় নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন : আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি নাবীউর-রাহ্মাত (রহমতের নবী), আমি নাবীউত-তাওবা (তাওবার নবী), আমি মুকাফ্ফী (পরে আগমনকারী), আমি হাশির (জমায়েতকারী), আমি মুলাহিম (জিহাদকারী)।

ইসহাক ইবন মনসূর (র)... হুযায়ফা (রা) এবং হাম্মাদ ইবন সালমা... হুযায়ফা থেকে অনুরূপ অর্থবোধক বর্ণনা এসেছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيْشِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবিকার বিবরণ

৪৩০৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ السُّنْعَمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شَبِثْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ .

৪৩০৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সাম্মাক ইবন হারব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি নু‘মান ইবন বাশীরকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কি তোমাদের ইচ্ছামাফিক পানাহারে তৃপ্ত নও? অথচ আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি যে, পেটভরে খাওয়ার মত খারাপ খেজুরও তাঁর ঘরে থাকত না।

৪৩১০. حَدَّثَنَا هَارُودُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنَّا إِلَّا مُحَمَّدٌ نَمَكْتُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ .

৪৩১০. হারুন ইবন ইসহাক (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমাদের নবী পরিবারে এমন হতো যে, মাসাধিক কাল পর্যন্ত আগুন জ্বালানো হতো না; শুধু পানি ও খেজুর খেয়ে কাটাতাম।

৪৩১১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بَطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ .

৪৩১১. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَرَفَعْنَا عَنْ بَطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ كَانَ أَحَدُهُمْ يَشُدُّ فِي بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَهْدِ وَالضَّعْفِ الَّذِي بِهِ مِنَ الْجُوعِ .

৪৩১১. আবদুল্লাহ ইবন আবু যিয়াদ (র)... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমরা আমাদের পেটে একেকটি পাথর বেঁধে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেটে দু’টি পাথর বাঁধা দেখালেন।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি আবু তালহা হাদীসের চাইতে কম প্রসিদ্ধ। এই হাদীস দ্বারা অন্য কোনভাবে এই হাদীসটি আমার জানা নেই। “আমরা ‘وَرَفَعْنَا عَنْ بَطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ’ প্রত্যেকে আমাদের পেটে একেকটি পাথর বেঁধে রেখেছিলাম”, অর্থ মদীনার লোকদের অভ্যাস ছিল তারা ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষুধার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য পেটে পাথর বেঁধে রাখতো।

৪৩১২ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي أَيَّاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ قَالَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَقَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِامْرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبُكَ فَقَالَتْ انْطَلَقْ يَسْتَعِذُّ لَنَا الْمَاءَ فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعُبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُقَدِّمُهُ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بَسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلَا تَنْقِيتَ لَنَا مِنْ رُطْبِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا أَوْ تَخَيَّرُوا مِنْ رُطْبِهِ وَبُسْرِهِ فَالْكُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النِّعَمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطْبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَذْبَحَنَّ لَنَا ذَاتَ دَرٍّ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا فَاتَاهُمْ بِهَا فَالْكُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا آتَانَا سَبِيٌّ فَأَتِنَا فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَاتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اخْتَرْ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّيُ وَاسْتَوْصِرَ بِهِ مَعْرُوفًا فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ قَالَ فَهُوَ عَتِيقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبَطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ يُؤَقِّ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ.

৪৩১২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদিন নবী ﷺ এমন সময় ঘর থেকে বের হলেন, যখন সচরাচর তিনি বের হন না। কেউ সাক্ষাত করতেও আসে না। এমন সময় আবু বাকর (রা) তাঁর কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য এসেছ হে আবু বাকর? বললেন, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তাঁর চেহারা

মুবারক দেখতে ও সালাম জানাতে এসেছি। কিছুক্ষণ পর উমার (রা) আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য এসেছ হে উমার? বললেন, ক্ষুধার তাড়নায় হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছ ও তা-ই অনুভব করছি। অতঃপর তাঁরা তিনজনই আবুল হায়ছাম ইবনু'ত-তায়হান আল-আনসারীর বাড়ি গেলেন। সেই ব্যক্তির অনেক খেজুরের বাগান, ফল বাগান ও অনেক ছাগল ছিল। কিন্তু তার কোন খাদেম ছিল না। তাঁরা তার দোষ পেলেন না। তাঁরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্বামী কোথায় গিয়েছেন? বলল, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই আবুল হায়ছাম পানির পাত্র নিয়ে ফিরে আসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে আমাদের জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর পিতামাতাকে উৎসর্গ করতে থাকেন। তারপর তাঁদেরকে নিয়ে বাগানে গেলেন এবং তাঁদের জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। এবং খেজুর বাগান থেকে এক ছড়া খেজুর এনে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের জন্য একটি ছড়া আমার কি প্রয়োজন ছিল? আবুল হায়ছাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি চাই, আপনি তা থেকে কাঁচা ও পাকা খেজুর বেছে নিন। অতঃপর তাঁরা সকলেই খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, এসব ও সে-সব নিয়ামতের মধ্যে গণ্য, কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে। তা হলো, শীতল ছায়া, তরতাজা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি। অতঃপর আবুল হায়ছাম তাঁদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করার জন্য চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের জন্য যেন দুগ্ধবতী ছাগী যবেহ করা না হয়। অতঃপর তাঁদের জন্য একটি বাচ্চা ছাগ যবেহ করা হলো এবং যথাশীঘ্র খাবার হাযির করা হলো এবং তাঁরা আহার করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার কোন খাদেম আছে কি? বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের কাছে যখন কোন গোলাম আসবে, তখন আমাকে মনে করিয়ে দিও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দু'জন গোলাম আসল। তাদের সঙ্গে তৃতীয় কেউ ছিল না। এমন সময় আবুল হায়ছাম সেখানে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এই দু'জনের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নাও। বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনিই বেছে দিন। নবী করীম ﷺ বললেন, পরামর্শদাতা বিশ্বাসী হয়। অতএব তুমি একে নাও। কারণ আমি তাকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তার সঙ্গে সদ্যবহার করার জন্য আমি ওসীয়াত করছি।

অতঃপর আবুল হায়ছাম স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওসীয়াতের কথা শুনালেন। তার স্ত্রী বললেন, আপনার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। অতএব আপনি গোলামকে আযাদ করে দিন। তাতে আবুল হায়ছাম গোলামটিকে আযাদ করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক নবী ও খলীফার জন্য দু'জন গোপন পরামর্শদাতা সৃষ্টি করে দেন। একজন সৎ পরামর্শ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। অপরজন ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে ইতস্তত করে না। যে ব্যক্তিকে অসৎ পরামর্শ গ্রহণ থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে, তাকে সকল অন্যায় থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে।

৪২১২. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ بَيَانَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ

قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ أَهْرَاقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى

بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتَنِي أَعْرُوزُ فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا نَأْكُلُ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحَبْلَةَ حَتَّى تَقْرَحَتْ أَشْدَاقُنَا حَتَّى أَنْ أَحَدَنَا لَيَصْعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خَبْتُ إِذَا وَضَلَّ عَمَلِي .

৪৩১৩. 'উমার ইবন ইসমাইল (র)... কায়স ইবন আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইসলামের প্রথম ব্যক্তি, যে কাফিরদের রক্ত প্রবাহিত করেছি। আমি প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় তীর নিষ্ক্ষেপ করেছি। আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীরা এমন অবস্থায় যুদ্ধ করেছি যে, গাছের বাকল ও পাতা ছাড়া কিছুই খেতে পেতাম না। এসব খাওয়ার ফলে আমাদের মুখে ঘা হয়ে যেতো। এমনকি উট ও বকরীর মলের ন্যায় চর্বিযুক্ত মল পড়ত। তা সত্ত্বেও বানু আসাদের লোকেরা দীন সম্পর্কে আমাদের ধমক দেয়। দীন সম্পর্কে আমি যদি অজুই হই, তবে আমার সকল আমলই পবিত্র হয়ে যাবে।

৪৩১৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَيْسَى أَبُو نُعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ عَمِيرٍ وَشَوْلَيْسًا أَبَا السَّرِقَادِ قَالَا بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ وَقَالَ انْطَلِقْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي أَقْصَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَدْنَى بِلَادِ أَرْضِ الْعَجَمِ فَأَقْبِلُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمَرِيدِ وَجَدُوا هَذَا الْكَذَّانَ فَقَالُوا مَا هَذِهِ قَالُوا هَذِهِ الْبَصْرَةُ فَسَارُوا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا حِيَالَ الْجِسْرِ الصَّغِيرِ فَقَالُوا هَهُنَا أُمِرْتُمْ فَنَزَلُوا فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ قَالَ فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامُ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى تَقْرَحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَتْ بُرْدَةٌ فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ فَمَا مِنَّا مِنْ أَوْلَئِكَ السَّبْعَةِ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَسُتَجْرِبُونَ الْأَمْرَاءَ بَعْدَنَا .

৪৩১৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... খালিদ ইবন উমায়র ও শুওয়ালিসা আবুর-রিকাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) উতবা ইবন গায়ওয়ানকে অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং বললেন : তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আরব সীমান্ত পার হয়ে আজম সীমান্তবর্তী জনপদের দিকে অগ্রসর হবে। অতএব তাঁরা যখন জনপদের উটের চারণভূমি পার হয়ে নরম পাথুরে ভূমিতে অবতরণ করলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন্ জায়গা? জনগণ বললো, এটা বসরা। এরপর তাঁরা আরো অগ্রসর হয়ে একটি সরু ছোট সাঁকোর নিকটবর্তী হয়ে বললেন, এ জায়গা সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে অবতরণ কর। এরপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। অতঃপর উতবা ইবন গায়ওয়ান (রা) বললেন : তোমরা কি আমাদের দেখনি ঐ সময়ে যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাত

সঙ্গীর একজন ছিলাম, আর গাছের পাতা ভিন্ন আমাদের খাবার আর কিছুই ছিল না। গাছের পাতা খাওয়ার কারণে আমাদের মুখ গহবরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। একটি চাদর পেয়ে সাদ এবং আমি ভাগ করে নিয়েছিলাম। আজ আমাদের ঐ সাতজনের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শহরের অধিকর্তা। অচিরেই তোমরা আমাদের পরবর্তী শাসকদের কার্যকলাপও পরখ করতে পারবে।

৪২১৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ أَخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْئَ يُوَارِيهِ ابْنُ بِلَالٍ.

৪৩১৫. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে আল্লাহর পথে এমন সময় ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যখন আর কাউকে ভয় প্রদর্শন করা হয়নি; আমাকে আল্লাহর পথে এমন কষ্ট দেয়া হয়েছে, যা অন্য কাউকে প্রদর্শন করা হয়নি। আমাদের ত্রিশটি রাত দিন এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যখন বিলালের বগলের নিচে লুকিয়ে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া আমার ও বিলালের আহারের মত কিছুই ছিল না।

৪২১৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاءٌ وَلَا عِشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفْفٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ كَثْرَةُ الْيَدَيَّ.

৪৩১৬. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, দিনের খাবারই হোক কিংবা রাতের খাবার, কোন সময়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রুটি-গোশত একত্রিত হতো না। তবে মেহমানদারীর জন্য দস্তরখানায় তা থাকত।

৪২১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فَدْيِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ أَيَّاسٍ الْهَذَلِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَنَا جَلِيسًا وَكَانَ نِعَمَ الْجَلِيسِ وَإِنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَأَوْتَيْنَا بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَلَمَّا وَضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا يُبْكِيكَ قَالَ هَلَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَشْبَعْهُ هُوَ وَاهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ فَلَا أَرَانَا أُخْرِنَا لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا.

৪৩১৭. আবদু ইবন হুমায়দ (র)..... নাওফিল ইবন ইয়াস আল-হুযালী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইবন আওফ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন উত্তম সঙ্গী ছিলেন। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে কোথাও থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর গৃহে প্রবেশ করি। তিনি বাড়ি গিয়ে গোসল করেন। অতঃপর বেরিয়ে আসেন। আমাদের জন্য একটি বড় পাত্রে গোসত-রুটি হাযির করা হয়। কিন্তু তা দেখে আবদুর রহমান কেঁদে ফেললেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুহম্মদ! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বা তাঁর পরিবারের কারোই সুযোগ হয়নি যে, ঘবের রুটি পেট ভরে খাবেন। আমার মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকালের পর এই স্বচ্ছলতা ভাল নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سِنِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়সের বিবরণ

৪৩১৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَتُوفِيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

৪৩১৮. 'আহমদ ইবন মানী' (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেন। এই সময় তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হতে থাকে। মদীনায়ও ১০ বছর অবস্থান করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

৪৩১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ سَعَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ قَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

৪৩১৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্বার (র)... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর একবার ভাষণ দিতে শুনা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। এখন আমার বয়স ৬৩ বছর।

৪৩২০. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

৪৩২০. হুসায়ন ইবন 'উমার আল-মাহদী আল-বাসরী (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন।

৪৩২১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِي عَمَّارُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ .

৪৩২১. আহমাদ ইবন মনী' (র)..... বনী হাশিমের আযাদকৃত গোলাম আম্মার বলেন : আমি ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৬৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেছিলেন।

৪৩২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ دَعْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً . قَالَ أَبُو عِيسَى وَدَعْفَلٌ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا .

৪৩২২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন আবান (রা)... দাগফাল ইবন হানযালা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৬৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, দাগফাল নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন বলে আমরা জানি না। তিনি নবী ﷺ-এর যামানায় অজ্ঞাত পরিচয় ছিলেন।

৪৩২৩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالطُّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْأَدَمِ وَلَا بِالْجَاعِدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالْسَّبْطِ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ .

৪৩২৩. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবন মালিককে বলতে শুনা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ না দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট ছিলেন, না খর্বাকৃতি ছিলেন। না সাদা বর্ণের ছিলেন, না ছিলেন ধূসর বর্ণের। তাঁর চুল না খুব বক্র ছিল, না ছিল সোজা; বরং কিছুটা কুণ্ডিত ছিল। চল্লিশ বছরের মাথায় তাঁকে নবুওয়াত দান করা হয়। এরপর তিনি মক্কায় ১০ বছর, মদীনায় ১০ বছর এবং ৬০ বছরের মাথায় তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর দাড়ি বা মাথার ২০টি চুলও সাদা হয়নি।

কুতায়বা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের বিবরণ

৪২২৪. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حَرْيْثٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخِرُ نَضْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَدَقَّةُ مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنْ اثْبُتُوا وَأَبُوبَكْرٍ يَوْمُهُمْ وَالْقَى السَّجْفَ وَتَوَفَّى مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

৪৩২৪. আবু 'আম্মার আল-হুসায়ন ইবন হুরায়ছ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ প্রমুখ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শেষবারের মত দর্শন করলাম, মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় সোমবার ফজরের সালাতের সময় যখন তিনি পর্দা তুলে উম্মতের সালাতের অবস্থা দেখছিলেন। আমি তাঁর চেহারায় যেন আল-কুরআনের পৃষ্ঠা জ্বলজ্বল করতে দেখছিলাম। লোকেরা আবু বাকর (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করছিল। লোকেরা অস্থিরতায় সরে দাঁড়ানোর উপক্রম করল; কিন্তু তিনি ইঙ্গিতে সকলকে স্থির থাকার নির্দেশ দিলেন। আবু বাকর (রা) ইমামতি করলেন। সেদিন শেষ বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেন।

৪২২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ مُسْنِدَةَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ إِلَى حَجْرِي فَدَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهِ ثُمَّ بَالَ فَمَاتَ ﷺ.

৪৩২৫. মুহাম্মদ ইবন মাস'আদ আল-বাসরী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ মৃত্যুর সময় আমার বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। (মতান্তরে) আমার কাছে ঠেস দেয়া অবস্থায় ছিলেন। পেশাব করার জন্য আমার কাছে পাত্র চাইলেন। অতঃপর পেশাব করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেন।

৪২২৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ قَالَ عَلَى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ.

৪৩২৬. কুতায়বা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় দেখতে পেলাম, তাঁর কাছে একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি বারবার সেই পাত্রে হাত

রাখছিলেন এবং পানি দিয়ে চেহারা মাসেহ করছিলেন। অতঃপর দু'আ করছিলেন, হে প্রভু! মৃত্যু যন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য কর।

৪২২৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا أُغِيطُ أَحَدًا بِهَوْنٍ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ هَذَا قَالَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلَاءٍ الْجَاجِ .

৪৩২৭. হাসান ইবনুস-সাবাহ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুকষ্ট দেখার পর অন্য কারো মৃত্যুর সময় কষ্ট না হলে আমার হিংসা হয় না। আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আমি আবু যুরআকে আবদুর রহমান ইবন আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, ইনি আবদুর রহমান ইবন আলা-ললিজাজ।

৪২২৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ هُوَ ابْنُ الْمُلَيْكِيِّ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مَأْنَسِيَّتُهُ قَالَ مَا قُبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ اِدْفِنُوا فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ .

৪৩২৮. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকালের পর তাঁর দাফন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। আবু বাকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই সম্পর্কে এমন কিছু শুনেছি, যা আমি আজো ভুলিনি। অতঃপর বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে এমন স্থানেই মৃত্যু দেন, যেখানে দাফন করা তিনি পসন্দ করেন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর মৃত্যুশয্যার স্থানেই দাফন করা হোক।

৪২২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبِلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا مَاتَ .

৪৩২৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার, আব্বাস আল-আনবারী, সাওয়ার ইবন আবদুল্লাহ প্রমুখ (র)... ইবন আব্বাস (রা) ও 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুর পর আবু বাকর (রা) তাঁর কপালে চুম্বন করেন।

৪২২০. حَدَّثَنَا نَصْرَابُنْ عَلَى الْجَهْضَمِيِّ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَانُوسٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ وَقَالَ وَأَنْبِيََاءُ وَأَصْفِيََاءُ وَاخْلِيلَاءُ .

৪৩৩০. নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকালের পর আবু বাকর (রা) তাঁর কাছে এসে তাঁর পালে চুসন করেন এবং তাঁর উভয় বাহুতে দু'হাত রেখে বলেন, হায় নবী! হায় সাফী! হায় খলীল!

৪২২১. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا عَنِ التُّرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ ﷺ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا .

৪৩৩১. বিশর ইবন হিলাল আস-সাওয়াফ আল-বাসরী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দিন মদীনায়ে প্রবেশ করেছিলেন, সে দিন মদীনার প্রত্যেকটি জিনিস আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যে দিন তিনি ইনতিকাল করলেন, সে দিন মদীনার প্রত্যেকটি জিনিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। দাফনের পর আমাদের হাত থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলতে না ফেলতেই আমরা আমাদের অন্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

৪২২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ .

৪৩৩২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ইনতিকাল করেছেন।

৪২২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَمَكَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثَّلَاثِ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ وَقَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْمَعُ صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ .

৪৩৩৩. মুহাম্মদ ইবন আবু উমার (র)... জা'ফর ইবন মুহাম্মদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ইনতিকাল করেন। সোমবার এবং মঙ্গলবার দাফন কাফনের প্রস্তুতিতেই চলে যায়। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তাঁকে দাফন করা হয়। সুফযানের বর্ণিত হাদীছের মর্মও এটাই। অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মতে, রাতের শেষাংশে কবর খননের শব্দ শুনা যাচ্ছিল।

৪৩৩৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الْاِثْنَاءِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৪৩৩৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ইনতিকাল করেন এবং মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গারীব।

৪৩৩৫. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ أَخْبَرَنَا عَنْ نَعِيمِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيْطٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أُغْمَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَأَفَاقَ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَرُّوا بِلَالٍ فَلْيُؤْذِنْ وَمَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ أَوْ قَالَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَرُّوا بِلَالٍ فَلْيُؤْذِنْ وَمَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ ذَلِكَ الْمَقَامَ يَبْكِي فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلَوْ أَمَرْتُ غَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ مَرُّوا بِلَالٍ فَلْيُؤْذِنْ وَمَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنْ كُنَّ صَوَاحِبَ أَوْ صَوَاحِبَاتِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَأَمَرَ بِلَالَ فَأَذَّنَ وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ خِفَةً فَقَالَ أَنْظِرُوا إِلَيَّ مَنْ أَتَكِي عَلَيْهِ فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنْكُصَ فَأَوْمَى إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِضَ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَبِضَ إِلَّا ضَرْبَتُهُ بِسَيْفِي هَذَا قَالَ وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيِّينَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ فَأَمْسَكَ النَّاسُ قَالُوا يَا سَالِمُ انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَادْعُهُ فَاتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَيْتُهُ أَبْكِي دَهْشًا فَلَمَّا رَأَنِي قَالَ لِي أَقْبِضْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَنْ عُمَرُ يَقُولُ لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِضَ إِلَّا ضَرْبَتُهُ بِسَيْفِي هَذَا فَقَالَ لِي انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْرَجُوا لِي فَأَفْرَجُوا لَهُ فَجَاءَ حَتَّى أَكَبَّ عَلَيْهِ ﷺ وَمِيتَتُهُ فَقَالَ (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) ثُمَّ قَالُوا

يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقْبِضْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ فَعَلِمُوا أَنَّ قَدْ صَدَقَ قَالُوا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْصَلِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ قَالُوا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْدُقْنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالُوا أَيْنَ قَالَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَبِضَ اللَّهُ فِيهِ رُوحَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ فَعَلِمُوا أَنَّ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَغْسِلَهُ بَنَوَائِيهِ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوِدُونَ فَقَالُوا انْطَلِقْ بِنَا ذُرَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نَدْخُلُهُمْ مَعَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثُّلُثِ (ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) مَنْ فَمَا قَالَ ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً.

৪৩৩৫. নাসর ইবন আলী আল-জাহ্যামী (র)... সালিম ইবন 'উবায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন - বলেন : পীড়িত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছিলেন। সংজ্ঞা ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সালাতের সময় হয়েছে কি? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলো এবং আবু বাক্র (রা)-কে সালাতে ইমামতি করতে বলো। অতঃপর আবার সংজ্ঞা হারালেন এবং সংজ্ঞা ফিরে এলে আবার জিজ্ঞেস করলেন, সালাতের সময় হয়েছে কি? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন : বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলো এবং আবু বাক্র (রা)-কে সালাতের ইমামতি করতে বলো। 'আয়িশা (রা) বললেন : আমার পিতা কোমল হৃদয় ব্যক্তি। যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন কেঁদে ফেলবেন। তিনি সালাত আদায় করতে পারবেন না। আপনি যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দেন! বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার সংজ্ঞা হারান। সংজ্ঞা ফিরে পেলে বললেন, বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বল এবং আবু বাক্র (রা)-কে লোকের ইমামতি করতে বলে দাও। 'আয়িশা (রা)-কে বলেন, তুমি কি ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গী মহিলাদের মতো হতে চাও? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি আযান দিলেন। আবু বাক্র (রা)-কে ইমামতির নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা সুস্থ বোধ করলে বললেন, তোমরা কেউ আমার কাছে আস, যার উপর ভর করে আমি দাঁড়াতে পারব। এতে বারীরা (রা) ও অপর এক ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে ভর করে দাঁড়ালেন। আবু বাক্র (রা) তাঁকে দেখে পেছনে ফিরে আসার মনস্থ করলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্ব স্থানে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আবু বাক্র (রা) সালাত আদায় সমাপ্ত করলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেন। 'উমার (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! যাকেই বলতে শুনবো যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেছেন, তাকেই

আমি এই তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করব। বর্ণনাকারী বলেন, যেহেতু লোকেরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল এবং যেহেতু তারা পূর্বে কোন নবী পায়নি, সেহেতু লোকেরা 'উমার (রা)-এর কথায় নিশ্চুপ রইল। সাহাবীরা বললেন, হে সালিম! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয় সাহাবী আবু বাক্র (রা)-এর কাছে চল এবং তাঁকে ডেকে নিয়ে আস। অতঃপর আমি আবু বাক্র (রা)-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে এসেছিলাম। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ইনতিকাল করেছেন? আমি বললাম, 'উমার (রা) বলছেন, যাকেই বলতে শুনবো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেছেন, তাকেই আমি এই তরবারী দ্বারা আঘাত করব। তিনি আমাকে বললেন, চল। আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে। আবু বাক্র (রা) বললেন, হে লোকেরা! আমাকে একটু রাস্তা দাও। আবু বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুমু খেলেন। অতঃপর বললেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তারাও (শত্রুরা) মৃত্যুবরণ করবে।

সাহাবীরা বললেন, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বন্ধু! রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সত্যিই ইনতিকাল করেছেন? বললেন, হ্যাঁ। তখন সকলেই বুঝতে পারল যে, সত্য সত্যি রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেছেন। সাহাবীরা বলল, হে আল্লাহর রাসূলের বন্ধু! আমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতে জানাযা আদায় করব? বললেন, হ্যাঁ। তারা জিজ্ঞেস করল, কিভাবে? বললেন, একেক জন গৃহে প্রবেশ করবে এবং একাকী তাকবীর, দু'আ ও দরুদ পাঠ করে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর আরেকটি দল যাবে এবং তাকবীর, দু'আ ও দরুদ পাঠ করে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর লোকেরা গৃহে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের বন্ধু! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কি দাফন করা হবে? বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করা হলো, কোথায়? বললেন, যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা যেখানে আল্লাহর পসন্দ, কেবল সেখানেই তিনি তাঁর বন্ধুর মৃত্যু দান করেন। লোকেরা বুঝতে পারল যে, আবু বাক্র (রা) সত্যি কথাই বলেছেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটাত্মীয়দেরকে তাঁর গোসল দেয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন।

এরপর মুহাজিরগণ পরামর্শে মিলিত হলেন। তারা বলেন, চলুন। আমরা আনসারী ভাইদের কাছে যাই এবং এ বিষয়ে তাদের সঙ্গেও আলোচনা করি। আনসাররা বললেন, আমাদের মধ্য থেকে একজনকে এবং মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচিত করা হোক। 'উমার (রা) বললেন, এমন ব্যক্তি কে আছে, যার তিনটি মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে? যেমন, আল্লাহ তা'আলা ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সার্থী ও বন্ধুরূপে পরিচয় দিয়েছেন, তৃতীয়ত اللَّهُ مَعَنَا বলে সহচরত্ব উল্লেখ করেছেন। এই দুই ব্যক্তি কে? অতঃপর তিনি আবু বাক্র (রা)-এর দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর অন্যান্য লোকেরাও সুন্দরভাবে আবু বাক্র (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ করলেন।

৪২৩৬. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا شَيْخُ بَاهِلِيِّ قَدِيمٍ بَصْرِيِّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَآكَرْبَاهُ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكَ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكَ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا الْوَفَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৩৩৬. নাসর ইবন আলী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ভীষণভাবে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হায়! আমার আব্বার কতই না কষ্ট হচ্ছে! নবী করীম ﷺ বললেন : আজকের পরে তোমার পিতার আর কোন কষ্ট থাকবে না। নিশ্চয়ই তোমার পিতার উপর মৃত্যু নামক এমন এক বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে, যে মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কেউই রেহাই পাবে না।

٤٣٣٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ بَارِقٍ الْحَنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرْطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطٌ يَا مُوَفَّقَةُ قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَإِنَّا فَرْطٌ لِأُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي.

৪৩৩৭. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহুইয়া আল-বাসরী এবং নাসর ইবন আলী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যার দু'টি সন্তান মারা যাবে, তাদের দু'জনের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতবাসী করবেন। 'আয়িশা (রা) বললেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি সন্তান মারা যাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকেও ক্ষমা করা হবে। 'আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যার কোন সন্তানই মারা যাবে না? তিনি বললেন, আমি আমার উম্মতের জন্য পরকালের সম্পদ স্বরূপ। কেননা আযাব তাদের এত কষ্ট দেবে, যা পরিবার-পরিজনের চাইতেও শোকারহ হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মীরাছের বিবরণ

٤٣٣٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَيْتَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

৪৩৩৮. আহমাদ ইবন মানী (র)... আমর ইবনুল হারিছ, যিনি জুওয়ায়ারিয়া (রা)-এর ভ্রাতা ও একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু অস্ত্রশস্ত্র, কিছু বাহন এবং কিছু ভূমি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। আর তাও তিনি সাদকা করে যান।

৪২৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَتْ مَنْ يَرِثُكَ فَقَالَ أَهْلِي وَوَلَدِي فَقَالَتْ مَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا نُورَثُ وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُولُهُ وَأَنْفَقَ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفِقُ عَلَيْهِ .

৪৩৩৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : ফাতিমা (রা) আবু বাকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন, আপনার ওয়ারিছ কে হবে? বললেন, আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি। ফাতিমা (রা) বললেন, তবে আমি কেন আমার পিতার ওয়ারিছ হবো না? আবু বাকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার কাউকে ওয়ারিছ করিনি। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের জীবিকা নির্ধারণ করে গেছেন, আমি তা বলতে রাখব এবং যাদের অন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ খরচ করে গিয়েছেন, আমিও তাদের জন্য খরচ করব।

৪২৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءَا إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ كَذَّاءٌ أَنْتَ كَذَّاءٌ فَقَالَ عُمَرُ لَطَلْتُ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدَ أَنْشَدْتُكُمْ بِأَلْسِنَةٍ أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مَالٍ نَبِيٍّ صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ إِنَّا لَا نُورَثُ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

৪৩৪০. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবুল বুখতারী থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উমার (রা) খিলাফতকালে 'আব্বাস (রা) ও 'আলী (রা) একে অপরের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ করেন এবং একে অপরকে বলতে থাকেন, (তুমি এরূপ, তুমি সেরূপ) তুমি এই করেছ, তুমি সেই করেছ। 'উমার (রা), তালহা (রা), যুযায়র (রা), 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রা) ও সা'দ (রা)-কে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেনি যে, নবীদের সকল সম্পদ সাদকা হয়? অবশ্য যা পরিবারের আহার বাবদ খরচ হবে, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, আমরা কাউকে উত্তরাধিকারী করিনি। এই হাদীসে একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

৪২৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৪৩৪১. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা নবীরা কাউকে উত্তরাধিকারী করি না। আমাদের পরিত্যক্ত সকল সম্পদ সাদকারূপে গণ্য।

৪২৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقْسَمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَهُوَ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৪৩৪২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার উত্তরাধিকারী যেন আমার পরিত্যক্ত দীনার ও দিরহাম বন্টন না করে। আমার পরিবার-পরিজন ও আমার কর্মচারীর খরচ দেয়ার পর যা কিছু থাকবে, তা সাদকা।

৪৩৪৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَسَعْدٌ وَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَنْشِدُكُمْ بِالَّذِي بَاذَنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ اتَّعَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ .

৪৩৪৩. হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)... মালিক ইবন আওস ইবনুল হাদ্ছান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি উমার (রা)-এর দরবারে প্রবেশ করলাম। সে সময় আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা), তালহা (রা) ও সা'দ (রা)-ও প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর পরস্পর তর্ক করতে করতে আলী (রা) এবং আব্বাস (রা)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। উমার (রা) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, যার নির্দেশে আসমান-যমীন স্থিতিশীল, তাঁর নামে শপথ করে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা অবগত আছ যে, তিনি বলেছিলেন, আমরা (নবীরা) কাউকে উত্তরাধিকারী করি না? আমরা যা কিছু রেখে যাই, সবই সাদকা? তারা সকলেই বললেন, হ্যাঁ। তিনি এরূপ বলেছিলেন। এই হাদীসে একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

৪৩৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا قَالَ وَأَشْكُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ .

৪৩৪৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিত্যক্তের মধ্যে দীনার, দিরহাম, ছাগ বা উট কিছুই ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, আয়িশা (রা) এর সাথে দাস-দাসীর কথাও বলেছিলেন কিনা, তা আমার মনে পড়ছে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন দেখার বিবরণ

৪২৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي .

৪৩৪৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।

৪২৪৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ أَوْ قَالَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي .

৪৩৪৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে যেন যথার্থই আমাকে দেখে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

৪২৪৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَآبُو مَالِكٍ هَذَا هُوَ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ بْنُ أَشِيمٍ وَطَارِقُ بْنُ أَشِيمٍ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثٌ وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُجْرٍ يَقُولُ قَالَ خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ رَأَيْتُ مَمْرُؤَ بْنَ حَرْيْثٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ صَغِيرٌ .

৪৩৪৭. কুতায় বা (রা)... আবু মালিক আল-আশজাঈ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে যথার্থ আমাকেই দেখে।

আবু ইসা তিরমিযী ও আবু মালিক (র) বলেন, তিনি হচ্ছেন সা'দ ইবন তারিক ইবন আশইয়াম এবং এই তারিক ইবন আশইয়াম একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৪৩৪৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَّتْلُنِي . قَالَ أَبِي فَحَدَّثْتُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ قَدْ رَأَيْتُهُ فَذَكَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ شَبَّهَتْهُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ كَانَ يُشَبِّهُهُ .

৪৩৪৮. কুতায়বা (র)... আসিম ইবন কুলায়ব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে আমাকেই দেখে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

কুলায়ব বলেন, আমি এই হাদীসটি ইবন আব্বাসের নিকট বললাম। আমি এও বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বপ্নে দেখেছি। তখন আমার হাসান ইবন আলী-এর কথা মনে হলো। আমি ইবন আব্বাসকে বললাম, হাসান (রা)-এর চেহারার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেকটা সাদৃশ্য দেখলাম। ইবন আব্বাস বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারার সঙ্গে হাসান (রা)-এর চেহারার সাদৃশ্য ছিল।

৪৩৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ وَكَانَ يَكْتُبُ الْمُصَاحِفَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي فَمَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَعِ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ قَالَ نَعَمْ أَنْتَعْتُ لَكَ رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ الْكَحْلُ الْعَيْنَيْنِ حَسَنُ الصُّحُكِ جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ قَدْ مَلَأَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ قَدْ مَلَأَتْ نَحْرَهُ قَالَ عَوْفٌ وَلَا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ رَأَيْتُهُ فِي الْيَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ تَنْتَعَهُ فَوْقَ هَذَا .

৪৩৪৯. قَالَ أَبُو عِيسَى وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ هُوَ يَزِيدُ بْنُ هَرْمَزٍ وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْ يَزِيدِ الرَّقَّاشِيِّ وَرَوَى يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَحَادِيثَ وَيَزِيدُ الرَّقَّاشِيُّ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَّاشِيُّ وَهُوَ يَرَوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ وَيَزِيدُ الرَّقَّاشِيُّ كِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَ عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ هُوَ عَوْفُ الْأَعْرَابِيِّ .

৪৩৪৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... য়াযীদ আল-ফারসী থেকে বর্ণনা করেন যে, য়াযীদ, যিনি কুরআন লিখতেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলাম। ইবন 'আব্বাস (রা) তখনও জীবিত ছিলেন। আমি ইবন 'আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছি। ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, শয়তান আমার আকৃতি ধারণে সক্ষম নয়। যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখে। (ইবন আব্বাস বললেন), তুমি তাঁর কিছু বিবরণ দিতে পার, যাকে স্বপ্নে দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তাঁর দেহাকৃতি মধ্যম আকারের, গায়ের রং গৌর, তাতে আদার ভাগ বেশী। সুরমা পাখা চোখ, প্রফুল্ল মুখ, সুদীর্ঘ উজ্জ্বল চেহারা, মুখভরা দাড়ি ও প্রশস্ত বুক। 'আওফ বলেন, এই বিবরণের সাথে আর কি কি বলেছিলেন, তা আমার স্মরণে আসছে না। ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন, তুমি যদি জাযত অবস্থায় তাঁকে দেখতে, তাহলেও এর চাইতে বেশি বলতে সক্ষম হতে না।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, য়াযীদ আল-ফারসী ছিলেন য়াযীদ ইবন হুরমুয, যিনি য়াযীদ আর-রাকারী অগ্রজ ছিলেন। য়াযীদ আল-ফারসী ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু য়াযীদ আর-রাকারী ইবন 'আব্বাসকে পাননি। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই বসরার অধিবাসী ছিলেন। 'আওফ ইবন আবু জামিলা হলেন আওফ আল-আ'রাবী।

৪৩৫০. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ قَالَ عَوْفُ الْأَعْرَابِيِّ أَنَا أَكْبَرُ مِنْ قَتَادَةَ .

৪৩৫০. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন সালাম বালখী (র)... নাযর ইবন শুমায়ল (র) বলেন যে, আউফ আল-আ'রাবী বলেছেন, আমি কাতাদার চাইতে বড়।

৪৩৫১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى يَغْنَى فِي السَّوْمِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ .

৪৩৫১. আবদুল্লাহ ইবন আবু যিনাদ (র)... ইবন শিহাব যুহরী তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সালামা বলেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে সত্য সত্যই আমাকে দেখে।

৪৩৫২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخِيلُ بِي قَالَ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .

৪৩৫২. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকেই দেখে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেন, মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের চৌষটি ভাগের এক ভাগ।

৪৩৫৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا ابْتُلَيْتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ

بِالْأَثَرِ

৪৩৫৩. মুহাম্মদ ইবন আলী বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, প্রখ্যাত মুহাদিস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, কখনো যদি তোমাকে কাযীর পদে অভিযুক্ত করা হয়, তখন রিওয়াযাত অনুসরণ করার অবশ্যই চেষ্টা করবে।

৪৩৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا السُّنْزُرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ دِينٌ

فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

৪৩৫৪. মুহাম্মদ ইবন আলী (র)... ইবন সীরীন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : হাদীস শিক্ষা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব ত. শিক্ষার আগে এটি একটি বিচার্য বিষয় যে, তুমি কার কাছ থেকে এই দীন শিক্ষা করছ।